শহীদি জনপদ

বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবির

লক্ষ্মীপুর শহর

শ হী দি জ ন প দ

প্রকাশনায়
বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবির
লক্ষ্মীপুর শহর
আনোয়ারুল হক ভবন, আড়ৎ রোড, লক্ষ্মীপুর
মোবাইলঃ ০১৭১৫ ৮৯২৩৮১, ০১৭১৬ ৯৫৯০২০
E-mail: shibir_ltown@yahoo.com

প্রকাশকাল
আগস্ট ২০০৯
ভাদ্র ১৪১৬
শাবান ১৪৩০

প্রচ্ছদ, অলংকরণ ও গ্রাফিক্স
মোঃ দীন ইসলাম

কম্পোজ
হাসিব, খায়রুল বাশার
করিম, আনোয়ার

ডিজাইন ও মুদ্রণ
মডার্ণ প্রিন্টিং
৫৯/১ লাকী প্লাজা, পুরানা পল্টন, ঢাকা-১০০০
০১৭১৬ ৫৩১০২১, ০১৭১৪ ২০৬৬৭৯
০১৭২০ ০৪৩৭৪১

শুভেচ্ছা মূল্য: ২০০ টাকা

www.pathagar.com

সম্পাদনা পরিষদ

প্রধান সম্পাদক

মুহাম্মদ আবুল ফারাহ নিশান

সম্পাদক

আলী হোসাইন মুরাদ

নির্বাহী সম্পাদক

মাহমুদুল হাছান

সম্পাদনা সহযোগী

আব্দুল আওয়াল রাসেল
নূরনবী রায়হান
আব্দুল মান্নান
মাছুম বিল্লাহ
মিরাজ হোসেন
হারুনুর রশিদ

সহযোগিতা

মোঃ নূরুল আলম, রেজাউল ইসলাম, মোঃ ইউনুস, রেজাউল করিম, ওমর ফারুক শরীফ, নূরুল হুদা, আব্দুল হক, ওসমান, মাসউদ, আজাদ, ইভান, আসলাম, ফয়েজ কামরুল, সিদ্দিক, শামসুল হুদা, তাওসিফ, মিরাজ, আজিজ ও জামাল

কৃতজ্ঞতা

মোঃ রেজাউল করিম
শিশির মোঃ মনির
মোঃ রুহুল আমীন ভূইয়া
মাহবুব আলম সালেহী
আহমদ শিহাবুল্লাহ
আতিকুর রহমান
নাজমুল হাসান পাটোয়ারী
মোঃ আব্দুল কাদির ও
প্রাক্তন দায়িত্বশীলবৃন্দ

www.pathagar.com

উৎসর্গ

"অমর শহীদ কবরের বুকে চির সত্যের বসন চুমি
হৃদয়ে হৃদয়ে খোদা রাসূলের ঝান্ডা যে আজ উড়ালে তুমি"

সত্য ও ন্যায় প্রতিষ্ঠায় যাঁরা যুগে যুগে বুকের রক্তে সিক্ত করেছে
আমাদের প্রিয় এই লক্ষ্মীপুরের সবুজ ভূ-খন্ড

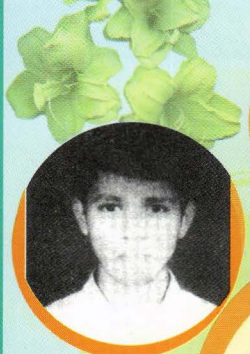
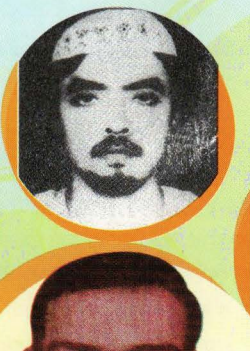

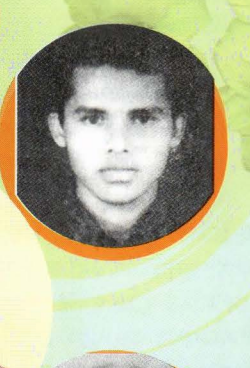
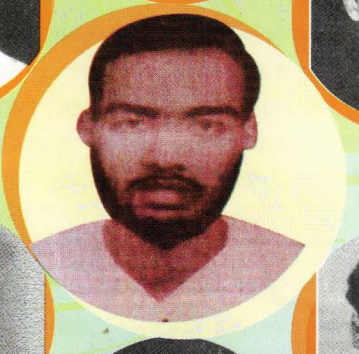

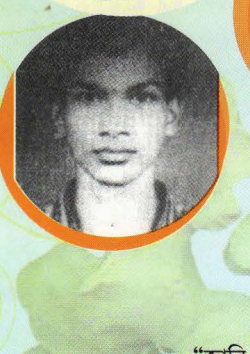

"জানি আমার কোনো দুঃসংবাদ শুনলে মা কাঁদবেন, কিন্তু উপায় কী বলুন? বিশ্বের সমস্ত বাতিল শক্তি আল্লাহর দেয়া জীবন বিধানকে পৃথিবীর বুক থেকে মুছে ফেলার চেষ্টা করছে। আমরা মুসলমান যুবকরা বেঁচে থাকতে তা হতে পারেনা। হয় বাতিলের উৎখাত করে সত্যের প্রতিষ্ঠা করবো, নচেৎ সে চেষ্টায় আমাদের জীবন শেষ হয়ে যাবে।"

-শহীদ আব্দুল মালেক

www.pathagar.com

বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবির এ দেশের ছাত্র জনতার হৃদয়ের স্পন্দন ও আশা আকাঙ্খার প্রতীক। এই জমিনে মহান আল্লাহর হুকুমতকে প্রতিষ্ঠার প্রত্যয় নিয়ে এই সংগঠনের যাত্রা শুরু হয়েছিল। তা আজ বিকশিত হয়ে এ দেশের প্রত্যন্ত প্রান্তর আলোকিত করে তুলেছে। ছাত্রশিবিরের পথচলা কখনো মসৃন বা কুসুমাস্তীর্ণ ছিলনা, প্রতিটি মুহূর্তে তাকে মোকাবেলা করতে হয়েছে হাজারো বাঁধার পর্বত। সত্যের সাক্ষ্য হিসাবে শতাধিক শহীদের নজরানা আহত, পঙ্গুত্ব, কারাবরণ, জুলুম নির্যাতন, অপপ্রচার ও সংকট অতিক্রম করে সাহসীকতার সাথে শিবির তার লক্ষ্য পথে ধাবিত হচ্ছে দুর্বার গতিতে। উদ্দেশ্য একটাই তা হলো আলকোরআন ও রাসূল (সঃ) এর জীবনাদর্শের আলোকে একটি সুদক্ষ জাতি তৈরী করা। সৎ চরিত্রবান ও নিঃস্বার্থ নেতৃত্বের অভাবই আজ দেশের আসল সমস্যা। এই সমস্যা সমাধানে ইসলামী ছাত্রশিবিরের গৌরবময় অবদান দূর্নীতিমুক্ত বাংলাদেশ তৈরীতে ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করছে ।

ছাত্রশিবির একটি শহীদি কাফেলার নাম। লক্ষীপুর হলো তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। আল্লাহর দ্বীনকে বাস্তবায়ন করতে গিয়ে শহীদ আব্দুল মালেকের পথ ধরে লক্ষীপুরে শহীদ ফজলে এলাহী, আহমাদ যায়েদ, কামাল, মহসিন, মাহমুদুল হাসান তাদের অমুল্য জীবন উৎসর্গ করে একটি প্রশস্ত জমিন রেখে গেছেন। এ সকল শহীদদের স্মৃতিকে ধারন করে আগামী প্রজন্মকে ইসলামী মূল্যবোধ ও দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করার লক্ষ্যে শহীদ স্বারক **'শহীদি জনপদ'** প্রকাশিত হতে যাচ্ছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। আমার বিশ্বাস এই স্বারক লক্ষীপুর ইসলামী আন্দোলনের ইতিহাসে একটি মূল্যবান দলিল ও প্রেরনার উৎস হিসেবে আগামী প্রজন্মকে দ্বীন কায়েমে উৎসাহিত করবে ।

মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিন এ আদর্শবাদী কাফেলার সকল শ্রম প্রচেষ্টা ও নিষ্ঠাকে কবুল করুন .....আমিন ।

মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী
আমীর
বাংলাদেশ জামায়াত ইসলামী

www.pathagar.com

দেশ, জনতা ও মুসলিম উম্মাহর চরম ক্রান্তিকালে ছাত্রশিবির তার ঐতিহাসিক যাত্রা শুরু করে ১৯৭৭ সালের ০৬ ফেব্রুয়ারী। প্রতিষ্ঠা লাভের পর থেকে মেধাহীন বর্জুয়া রাজনীতি থেকে ছাত্র সমাজকে মেধানির্ভর সুস্থ রাজনীতি এবং ধর্মহীন জীবন ধারা থেকে ফিরিয়ে এনে ধর্মীয় সৌন্দর্যে আলোকিত করার মহান দায়িত্ব পালনে প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু আবু লাহাব, আবু জেহেলের উত্তরসূরীরা ছাত্রশিবিরের অগ্রযাত্রাকে একের পর এক বাধাগ্রস্ত করতে থাকে। চালিয়ে যায় অমানুষিক নির্যাতন, অত্যাচার, অবিচার, জেল, যুলুম, অপপ্রচার ও হত্যাযজ্ঞ। অত্যন্ত নির্মম পাশবিক কায়দায় লক্ষ্মীপুরের শহীদ ফজলে এলাহী, শহীদ আহমাদ যায়েদ, শহীদ কামাল হোসাইন, শহীদ মাহমুদুল হাসান, শহীদ এএফএম মহসীনসহ সারা বাংলাদেশে ১৩৩ জন উজ্জল নক্ষত্রকে নিভিয়ে দেয়। এ সকল শহীদের আহকামুল হাকেমীনের দরবারে সর্বোচ্চ জান্নাতী মর্যাদা কামনা করছি।

ইসলামী ছাত্রশিবির শুধুই রাজনৈতিক সংগঠনের নাম নয় বরং এটি একটি গঠনতান্ত্রিক সফল স্বতন্ত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম। দেশের প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থা যেখানে ছাত্রদের নৈতিক মান বৃদ্ধি এবং ভবিষ্যতে কল্যাণমুখী করতে ব্যর্থ, সেখানে ছাত্রশিবির সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়তে দেশ ও জাতির জন্য সৎ, দক্ষ ও দেশপ্রেমিক নাগরিক তৈরী করতে সক্ষম হয়েছে। যা বাংলাদেশে ছাত্ররাজনীতিতে মডেলে পরিণত হয়েছে।

শহীদের কবরে ঘেরা একটি পূণ্যভুমির নাম লক্ষ্মীপুর। কাজেই ইসলামী আন্দোলনের এ গৌরবোজ্জ্বল ময়দান পরবর্তী প্রজন্মের জন্য একটি বিশাল প্রেরণা। শহীদের স্মৃতি বিজড়িত ইসলামী ছাত্রশিবির লক্ষ্মীপুর শহর শাখার উদ্যোগে শহীদ স্মারক 'শহীদি জনপদ' বের হচ্ছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। এই স্মারক আগামী দিনে ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদের জন্য আত্মোৎস্বর্গ, ত্যাগ কোরবানী নজরানা পেশ এবং আন্দোলনের মাইলফলক হিসেবে কাজ করবে।

মহান আল্লাহ তাদের এ প্রয়াস এবং স্মারকের সাথে সম্পৃক্ত সকলের পরিশ্রম নিষ্ঠা, ঐকান্তিকতা তার দ্বীনের জন্য কবুল করুন ..... আমীন।

মুহাম্মদ রেজাউল করিম
কেন্দ্রীয় সভাপতি
বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবির

www.pathagar.com

ইসলামী ছাত্রশিবির জাতির এক ক্রান্তিলগ্নে এ দেশের ছাত্র সমাজকে মেধা ও নৈতিকতার সমন্বয়ে উপযুক্ত মানুষ হিসেবে গড়ার কারিগর হিসেবে প্রতিষ্ঠার পর থেকে কাজ করে যাচ্ছে। যা এদেশের জন্য বিরাট একটি নেয়ামত। যেখানে তথাকথিত ছাত্রসংগঠনগুলো লেজুড় ভিত্তিক ছাত্ররাজনীতি করে হত্যা, সন্ত্রাস, ধর্ষণ ও দখলদারিত্বের পথ বেছে নিয়েছে। অন্যদিকে ছাত্রশিবির ছাত্রকল্যাণ ও সমাজসেবামূলক কার্যক্রম করার মাধ্যমে ছাত্রাঙ্গনে একটি নতুন অধ্যায় সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছে। ছাত্রশিবিরের এই সকল চমকপ্রদ কার্যক্রমে ঈর্ষানিত হয়ে বাতিল পন্থিরা আঘাতের পর আঘাত, জেল জুলুম নির্যাতন চালিয়েও শিবিরের অগ্রযাত্রা বন্ধ করতে পারেনি। বরং ছাত্রশিবির আল্লাহর উপর ভরসা করে শাহাদাতের তামান্না নিয়ে ছুটে ছলছে বিজয়ের লক্ষ্যে।

শহীদের স্মৃতিচারণমূলক শহীদ স্বারক 'শহীদি জনপদ' বের হচ্ছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। আমি মনে করি এ উদ্যোগের মাধ্যমে ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদের প্রাণের খোরাক যোগাবে।

মহান আল্লাহ তায়ালার নিকট বিনীত প্রার্থনা শিবিরের সকল উদ্যোগ, শ্রম, ত্যাগ ও কোরবাণী তার দ্বীনের জন্য কবুল করুন। আমীন।

মাষ্টার রুহুল আমিন ভূইঁয়া
আমির
বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী
লক্ষ্মীপুর জেলা

www.pathagar.com

বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবির লক্ষ্মীপুর শহর শাখার বহুকাংখিত স্বপ্ন শহীদের অম্লান স্মৃতিকে ধারণ করে শহীদ স্বারক 'শহীদি জনপদ' বের করতে পারায় আল্লাহ্ সুবহানাতায়ালার দরবারে মস্তক অবনত চিত্তে শুকরিয়া আদায় করছি। আলহামদুলিল্লাহ।

মানবতার মুক্তির দিশারী বিশ্ব মহামানব রাসূলে করীম (সাঃ) এর প্রতি দুরুদ, প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে জীবন উৎসর্গকারী ১৩৩ জন মর্দে মুজাহিদের শাহাদাতের সর্বোচ্চ মর্যাদা কামনা করছি। সুস্থ্যতা কামনা করছি জীবন্ত শহীদ আহত, পঙ্গুত্ব বরণ করে যারা যন্ত্রনায় দিনাতিপাত করছেন।

শাহাদাতের তামান্না নিয়ে বাতিলের প্রতিবাদে সাত জন দ্বীনের পতাকাবাহীর রক্তে লাল হয় লক্ষ্মীপুরের রাজপথ। শহীদ ফজলে এলাহীকে দিয়ে শুরু করে আলোর মিছিলে যোগ দেয় যায়েদ, কামাল, মহসীন, মাহমুদুল হাসান, আবুল কাশেম পাঠান ও নুরউদ্দিন। শহীদের মায়ের ছেলে হারানোর আর্তনাদ, ভাই বোনের বুকফাটা চিৎকার, আকুতি মিনতি করেও কি ফিরে পাবে তাদের প্রিয় স্বজন? নির্বাক আমাদের কণ্ঠ! আজ শহীদ ও তাদের পিতা-মাতার আহ্বান আমাদের নিকট, "যে আদর্শের জন্য প্রাণ উৎসর্গ করেছেন সে আদর্শকে বাংলার জমিনে সুপ্রতিষ্ঠিত করা।" শহীদের রক্তে রঞ্জিত প্রতিটি জনপদে ইসলামের দুর্গে পরিণত করতে হবে। তবেই সফল হবে আজকের প্রকাশিত শহীদি জনপদ। জেগে উঠবে আগামী প্রজন্ম মুক্তিকামী কাফেলার সাথী হয়ে।

শহীদী কাফেলার প্রাক্তন দায়িত্বশীল ভাইদের দীর্ঘদিনের চিন্তা-চেতনা, উদ্যোগ, স্বপ্নসাধ আজ বাস্তবে পরিণত হতে যাচ্ছে সে জন্য সবার প্রতি রইল আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ।

আমাদের বিশ্বাস শহীদ স্বারক 'শহীদি জনপদ' লক্ষ্মীপুরের প্রত্যন্ত অঞ্চলের কর্মীদের মনে উৎসাহ ও প্রেরণা জোগাবে। মহান আল্লাহতায়লার নিকট বিনীত প্রার্থনা, স্বারক প্রকাশে সংশ্লিষ্ট সকলের শ্রম, ত্যাগ, নিষ্ঠা কিয়ামতের ময়দানে নাজাতের উছিলা হিসেবে শহীদের সাথী হয়ে কবুল করুন- আমীন।

আল্লাহ হাফেজ

মোঃ আবুল ফারাহ নিশান
সভাপতি
বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবির
লক্ষ্মীপুর শহর।

www.pathagar.com

ইসলামী ছাত্রশিবির বাংলার জমিনে এক আদর্শিক ঠিকানার নাম। যার জীবন চলার পাথেয় কোরআন, হাদীস ও সাহাবা কেরামের জীবনাদর্শ। উন্নত নৈতিক ও আত্মিক চরিত্র পড়াশুনার উদ্বুদ্ধ এবং শিক্ষার মান উন্নয়নে ছাত্রশিবির গঠনমূলক কাজ করে যাচ্ছে। যা জাতির জন্য অফুরন্ত প্রাপ্তি ও নিয়ামত। খোদাভীরু, দেশপ্রেমিক, দক্ষ জনশক্তি তৈরি যার একমাত্র লক্ষ্য।

ছাত্রশিবির লক্ষ্মীপুর শহর শাখার উদ্যোগে শহীদ স্মারক 'শহীদি জনপদ' প্রকাশ হচ্ছে জেনে আমি আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করছি। আমার বিশ্বাস ইসলামী ছাত্রশিবিরের মাধ্যমে দেশ ও জাতি আগামী দিনের কর্ণধার খুঁজে পাবে।

আমি এ মহতি উদ্যোগের সার্বিক সফলতা কামনা করি।

ডাঃ রিদওয়ান উল্যাহ শাহিদী
কেন্দ্রীয় মজলিশে শূরা সদস্য
বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী

www.pathagar.com

ছাত্রশিবির ইসলামী মূল্যবোধে বিশ্বাসী একটি আর্দশ দলের নাম। নিঃস্বার্থ যুবক ও দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ জাতি তৈরী করা শিবিরের একমাত্র উদ্দেশ্য। গোটা দেশ আজ অর্থনৈতিক শোষণ, রাজনৈতিক নিপীড়ন, অপসংস্কৃতি, দুর্নীতি ও সন্ত্রাসের অভয়ারন্নের শিকার। মিথ্যার বেড়াজাল ভেঙ্গে ছাত্রজনতার আশা আকাঙ্খার মুর্ত প্রতিক হিসাবে ছাত্রশিবির জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে গুরুত্বপূর্ন ভুমিকা রেখে আসছে। আজ তা সর্ব মহলে প্রশংসিত ও অনুসরণীয়।

ইসলামী ছাত্রশিবির লক্ষ্মীপুর শহর শাখার উদ্যোগে শহীদের অম্লান স্মৃতিকে সমৃদ্ধ করার জন্যে শহীদ স্বারক 'শহীদি জনপদ' বের হচ্ছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত এবং শিবিরের এই মহতী উদ্দ্যোগকে স্বাগত জানাই।

উক্ত স্বারক বাস্তবায়নে সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকলের সর্বোত্তম প্রতিদানের জন্য মহান আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করছি-আমীন।

ডাঃ আনোয়ারুল আজিম
ব্যবস্থাপনা পরিচালক
বায়োফার্মা ল্যাবরেটরীজ লিঃ

www.pathagar.com

বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার ৬ বছর পর ১৯৭৭ সালের ৬ই ফেব্রুয়ারী ইসলামী ছাত্রশিবির প্রতিষ্ঠিত হয় এ দেশের তরুণ ছাত্রসমাজকে অন্ধকার থেকে আলোর পথ দেখানোর দৃঢ় প্রত্যয় নিয়ে। হাঁটি হাঁটি পা পা করে এই সংগঠনটির বয়স এখন ৩২ বছরে এসে উপনীত হয়েছে। পিছনে ফেলে আসা ৩২ বছরে নানা ঘটনা-রটনা, অপপ্রচার ও অপশক্তির নৃশংসতা এবং নিষ্ঠুরতা উপেক্ষা করে এ আলোকিত সুন্দরের মিছিলটি আজ এক গর্বিত আঙ্গিনায় এসে দাঁড়িয়েছে। ছড়িয়ে পড়েছে বাংলাদেশের প্রতিটি জনপদে। আল্লাহর অশেষ রহমতেই সম্ভব হয়েছে বিরোধীতার সমস্ত বেড়াজাল ছিন্ন করে এই বিস্তৃতি অর্জন।

শহীদেরা আমাদের শ্রেষ্ঠ সম্পদ। আর তাইতো শহীদেরা আমাদের এই জন্মভূমি লক্ষ্মীপুর জেলার চতুর্দিকে শুয়ে থেকে লক্ষ্মীপুরের এই জমিনকে উর্বর করেছেন। আমাদের গৌরবের ইতিহাস হচ্ছে ফজলে এলাহী, আহমদ যায়েদ, এ.এফ.এম. মহসীন, মাহমুদুল হাসান, আবুল কাশেম পাঠান ও নুরুদ্দিনসহ অসংখ্য ইসলামের পতাকাবাহীর তপ্ত তাজা খুন। শিবিরের কর্মী শুধু নয়, যে কোন সচেতন মুসলমানই শহীদদেরকে ভালবাসেন হৃদয়ের সবটুকু আবেগ দিয়ে, নিজেও হতে চান তাঁদের মতো। শহীদদের সব স্মৃতি আমরা রাখতে পারিনি। তবুও যেটুকু পেরেছি সেটুকু তুলে ধরতে চাই আগামী দিনের ইসলামী আদর্শের সৈনিকদের সামনে। অনেকের ত্যাগ-তিতিক্ষা ও অক্লান্ত শ্রমের বিনিময়ে প্রকাশ পেল এ স্মারক। যারা এ প্রচেষ্টার সাথে আন্তরিকভাবে সহযোগিতা করেছেন বিশেষ করে গুনগ্রাহী লেখক, শিক্ষক, অবিভাবক ও বিজ্ঞাপনদাতাসহ সবার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। বিশেষ করে যাদের অক্লান্ত পরিশ্রম ছাড়া এ স্মারক আলোর মুখ দেখা অসম্ভব ছিল এবং তাঁদের জন্য মহান রাব্বুল আলামীনের দরবারে দোয়া করছি।

মুদ্রনজনিত ত্রুটির জন্য সকলের ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টি আমাদের একান্ত কাম্য। সময়ের স্বল্পতায় এবং আমাদের অযোগ্যতা ও সীমাবদ্ধতার কারনে অনেক গুরুত্বপূর্ণ স্মৃতি, ইতিহাস ও মর্মস্পর্শী অধ্যায় এ স্মারকে তুলে ধরতে পারিনি বলে নিজেদেরকে অপরাধী মনে হচ্ছে। তাই সকলের প্রসারিত হৃদয়ে আবারো ক্ষমার আগাম দরখাস্ত দিয়ে রাখলাম। মহান রাব্বুল আলামীন আমাদের সকল আয়োজন কবুল করুন।

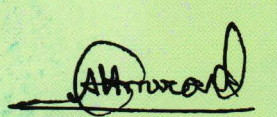

মুহাম্মদ আলী হোসাইন মুরাদ

www.pathagar.com

শাহাদাত মুমিন জীবনের কাম্য

অধ্যাপক গোলাম আযম

শাহাদাত শব্দের অর্থঃ

শাহাদাত শব্দের অর্থ হলো সাক্ষ্য। এ থেকে শহীদ ও শাহেদ শব্দ এসেছে। শাহেদ মানে যে দেখেছে বা সাক্ষ্য দিয়েছে। সাক্ষ্য সেই দেয় যে নিজে স্বচক্ষে দেখেছে। 'আশ শাহিদ' মানে আমি দেখার জন্য ঐ স্থানে উপস্থিত ছিলাম, আমি নিজে দেখেছি। এভাবেই দেখা অর্থে শাহাদা শব্দ ব্যবহার করা হয়। কুরআন মাজীদে শাহাদাত শব্দটি দু'ধরনের অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে। একটি স্বাক্ষ্য অর্থে, অপরটি আল্লাহর দীনের জন্য জীবন কুরবান করার অর্থে। জীবন কুরবানী দেয়া অর্থে শাহাদাতের ব্যবহারও পরোক্ষভাবে সাক্ষ্য দেয়া অর্থেই বুঝায়। যে ব্যক্তি আল্লাহর দীনের জন্য জীবন কুরবানী দিল সে প্রকৃতপক্ষে জীবন দিয়ে সাক্ষ্য দিল যে, ইসলামকে সে মনে প্রাণে গ্রহণ করেছে। উল্লিখিত দু'ধরনের অর্থ বুঝবার জন্য কুরআনে কয়েকটি আয়াত পেশ করছি। কুরআনে বেশ কয়েকটি আয়াত আছেঃ 'ওয়া কাফা বিল্লাহি শাহিদা' অর্থাৎ যে কথা বলা হয়েছে তার জন্যে সাক্ষ্য হিসাবে আল্লাহই যথেষ্ট।

সাক্ষী অর্থে নিম্ন আয়াতে ব্যবহার করা হয়েছেঃ 'এভাবেই আমি তোমাদেরকে মধ্যবর্তী উম্মত বানিয়েছি যাতে তোমরা মানব জাতির ওপর সাক্ষী হতে পার'। (সুরা আল বাকারা ঃ ১৪৩)

'যাতে রাসুল তোমাদের ওপর সাক্ষী হতে পারে এবং তোমরা মানব জাতির ওপর সাক্ষী হতে পার'। (সুরা-হজ্জ-৭৮)

জীবন দান অর্থে শহীদের ব্যবহার করা হয়েছে সুরা আলে ইমরানের ১৮০নং আয়াতে। এতে বলা হয়েছেঃ 'ওয়ালা ইয়ালামাল লাহুল্লাযিনা আমানু ওয়াইয়াত্তাখিজু মিনকুম শুহাদা'। এভাবে আল্লাহ জানতে চান কারা ঈমানদার আর তিনি তোমাদের কিছু লোককে শহীদ হিসাবে গ্রহণ করতে চান'। সরাসরি জীবন দান অর্থে ব্যবহার খুব বেশি আয়াতে পাওয়া যায় না। পাওয়া যায় আল্লাহর পথে যুদ্ধ করছে অর্থে 'যুদ্ধে গিয়েছে ও নিহত হয়েছে' এভাবে বহু জায়গাতে শহীদের কথা বলা হয়েছে।

এটা হলো ওহুদ যুদ্ধের পরের কথা। এখানে বলা হয়েছে, বদরের যুদ্ধে তোমরা আঘাত করেছ আর ওহুদ যুদ্ধে কিছু আঘাত পেয়েছ। এতে ঘাবড়াবার কি আছে? তোমরা মুমিন হলে চূড়ান্ত বিজয় তোমাদেরই হবে।

এভাবে মানুষের মধ্যে একবার জয় আবার পরাজয় আসে। চূড়ান্ত বিজয় তোমাদেরই হবে। এটা আল্লাহ কেন করেন? কেন জয়-পরাজয় দেয়া হয়, এটা বলতে গিয়ে শাহাদাত শব্দের ব্যবহার করা হয়েছে। 'আল্লাহ তোমাদের মাঝে মাঝে পরাজয়ও দেন এ উদ্দেশ্যে, তোমাদের মধ্যে কিছু কিছু লোককে শাহাদাতের মর্যাদা দেয়ার জন্যে'। এখানে শাহাদাত শব্দটা উল্লিখিত দ্বিতীয় অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে। বস্তুত শহীদ এ অর্থেই ব্যবহৃত হয়। সাক্ষ্য দিলেও শহীদ, আর জীবন দিলেও শহীদ। মূল অর্থ হলো সাক্ষ্য। আল্লাহর পথে নিহত যে, সে জীবন দিয়ে সাক্ষ্য দিল যে সত্যিকার অর্থে সে দীনকে গ্রহণ করেছে।

মু'মিন জীবনের কাম্যঃ

মুমিন জীবনের কাম্য কী হতে পারে? এ প্রশ্নের জবাবে সরাসরি বলা যায়, মুমিন জীবনের আসল লক্ষ্য বা কাম্য হলো আখিরাতের সাফল্য। হাদীস শরীফে বলা হয়েছে, 'দুনিয়ার জীবন হলো আখিরাতের কৃষিভূমি'। কৃষক যেমন জমিতে ফসল বুনে বাড়িতে ভোগ করে,

www.pathagar.com

তেমনি মুমিন দুনিয়াতে ফসল বুনে আমল করে আর আখিরাতে তা ভোগ করে। যে আখিরাতের কামিয়াবী মুমিন জীবনের লক্ষ্য তাকে এক কথায় বলা যায়, আল্লাহর সন্তুষ্টি ও বিনা হিসাবে বেহেশত লাভ। আল্লাহর রাসুল (সাঃ) একবার হযরত আয়েশা (রাঃ) কে বললেন, 'এমনভাবে আমল করো যেন হিসাব ছাড়াই বেহেশতে যেতে পারো। হিসাব দিতে গেলেই মুছিবত'। সে জন্য আখিরাতের কামিয়াবী বলতে সুস্পষ্টভাবে বুঝতে হবে আল্লাহর সন্তুষ্টি। আল্লাহপাক সন্তুষ্ট হলেই বিনা হিসাবে বেহেশতে যাওয়া যাবে। মুমিন জীবনের আসল কাম্য হলো এটাই। দুনিয়ার জীবন বেঁচে থাকতে হলে যা কিছু 'মাতাউল হায়াতিদ দুনিয়া' বা জীবিকা আছে তা নিতান্তই বেঁচে থাকার প্রয়োজনে। আল মুমিন বেঁচে থাকবে আখিরাতে মুক্তির প্রয়োজনীয় আমল করার জন্য।

দুনিয়ার জীবন হলো খেলার মতো। ব্যক্তির জীবনে খেলাধুলার প্রয়োজন আছে। কিন্তু সারাটা জীবনই খেলা নয়।, খেলা হলো সামান্য কিছু সময়ে জন্য; ঠিক তেমনি এ দুনিয়ার জীবনটা মর্যাদার দিক দিয়ে খেলা হিসাবে নেয়া দরকার। আমরা যেমন লেখাপড়া ও অন্যান্য সিরিয়াস কাজকর্মের ফাঁকে অবকাশ হিসাবে কিছু সময় খেলাধুলা করে থাকি, তেমনি দুনিয়ার জীবনের ভোগ-বিলাসকেও আখিরাতে কামাইয়ের আসল কাজের ফাঁকে খেলার মতো মনে করতে হবে। দুনিয়ার জীবন এমন কিছু নয় যে, এটাকে টার্গেট অথবা জীবনের উদ্দেশ্য করে নিতে হবে অথবা এটাকেই একমাত্র দ্বীন বানিয়ে নিতে হবে। মুমিন জীবনে এটাই যদি স্বাভাবিক দৃষ্টিভঙ্গি হয়ে থাকে, যা হওয়া বাঞ্ছনীয়, তাহলে শাহাদাত তার জীবনের স্বাভাবিক কাম্য হবার কথা। কেননা একমাত্র শহীদই দুনিয়া থেকে এ নিশ্চয়তা নিয়ে মৃত্যুবরণ করতে পারে, যে জান্নাত তার জন্য অবধারিত। মাওলানা মওদূদী মরহুমের ফাঁসির হুকুম হবার পর ক্ষমা চেয়ে দয়া ভিক্ষা করার মাধ্যমে মুক্তির জন্য বলা হয়েছিল। তখন তিনি সরাসরি প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে বলেছিলেন, 'জীবন-মৃত্যুর মালিক আল্লাহ এবং মউতের ফয়সালা আকাশে হয়, জমিনে নয়'। এসময়, এভাবে যদি আল্লাহ মৃত্যু নির্ধারণ করে থাকেন, তাহলে কারো সাধ্য নেই মৃত্যুদন্ড অকার্যকর করার। আর শাহাদাতের মৃত্যুই শুধু পারে জান্নাতের নিশ্চয়তা দিতে। আমি কি ক্ষমা চেয়ে প্রার্থণা করবো যে, আমাকে জান্নাত থেকে বাঁচাও? এভাবে তিনি মৃত্যুকে জয় করে উপমহাদেশের ইসলামের আন্দোলনের জন্য নজীর সৃষ্টি করে গেছেন। ইখওয়ানুল মুসলেমিন এর অনেক নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিত্ব হাসিমুখে ফাঁসির মঞ্চে শাহাদাত বরন করে ইসলামের সোনালী যুগের ঘটনার পুনরাবৃত্তি করে গেছেন। এতে এটিই প্রমাণিত হলো, ইসলাম প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে নির্যাতন ও শাহাদাত বরণ ইতিহাসের অসম্ভব কোন অতীত কাহিনী নয়। এ যুগেও তা বাস্তব। বস্তুত প্রত্যেক যুগে এমন কিছু ব্যক্তিত্বের প্রয়োজন যারা মানুষকে মৃত্যুর ভয় থেকে মুক্ত করার জন্য নিজেদেরকে উদাহরণ হিসাবে পেশ করবেন।

শাহাদাতের কামনা ও আল্লাহর পথে সংগ্রামঃ

শাহাদাতের কামনা যদি কোন মুমিন জীবনে থাকে তাহলে সে আল্লাহর পথে লড়াইয়ে কোন সময় গাফেল হতে পারে না। কারণ জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহ ছাড়া শাহাদাতের দ্বিতীয় কোন পথ নেই। একজন ভাল ছাত্র যেমন ভাল ফলাফলে প্রমাণ দেবার জন্য পরীক্ষা কামনা করে তেমনি একজন মুমিন শাহাদাতের মাধ্যমে বিজয়ী হবার জন্য বাতিলের বিরুদ্ধে হকের সংগ্রামে আপোসহীনভাবে লড়াই করে যাবে।

www.pathagar.com

বস্তুতঃ একজন ব্যক্তির মধ্যে শাহাদাতের কামনা আছে কিনা নিজের প্রাত্যহিক কর্মচাঞ্চল্যের মাধ্যমে প্রমাণ পেতে পারে। এজন্য কোন বিশেষ পদ্ধতির আশ্রয় নিতে হয় না। আন্দোলনের কর্মকান্ড, বাতিলদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে যদি সে উৎসাহ পায়, মৃত্যুভয় অথবা অন্যান্য প্রতিকূলতা তাকে গাফেল করে না রাখে তাহলে বুঝতে হবে শাহাদাতের কামনা তার মধ্যে উপস্থিত রয়েছে। আর এর বিপরীত হলে বুঝতে হবে তার মধ্যে শাহাদাতের প্রেরণা বা জযবা নেই। পবিত্র কুরআনে আল্লাহর পথে লড়াই প্রসঙ্গে বলা হয়েছে-'আল্লাহর পথে লড়াই করা কর্তব্য সেই সব লোকেরই যাঁরা পরকালের বিনিময়ে দুনিয়ার জীবন বিক্রয় করে দেয়। আল্লাহর পথে যে লড়াই করে ও নিহত হয়, কিংবা বিজয়ী হয় তাঁকে আমরা অবশ্যই বিরাট ফল দান করব'। (সুরা আন নিসাঃ ৭৪)।

বস্তুতঃ যারা নিজেদের জীবনকে আল্লাহর কাছে বিক্রি করে দেয়, তারাই আল্লাহর পথে কিতাল (লড়াই) করতে পারে। কিতাল হলো জিহাদের চূড়ান্ত পর্যায়, যুদ্ধে যারা শাহাদাত বরণ করে অথবা বিজয় লাভ করে গাজী হয় উভয়ের জন্যই আল্লাহ বিরাট পুরস্কার দেয়ার কথা বলেছেন। কিতাল শুধু মুমিনরাই করে না যারা কাফের-বেঈমান তারাও কিতাল করে। মুমিনরা কিতাল করে আল্লাহর পথে আর কাফেররা কিতাল করে তাগুতের পথে।

আল্লাহর নাফরমানির কয়েকটা স্তর আছে। এর মধ্যে যারা আল্লাহর নির্দেশ পালন করে না তারা ফাসেক। আর যারা আল্লাহর আদেশ-নিষেধকে স্বীকারই করে না তারা হলো কাফের। আর তাগুত হলো নাফরমানি ও সীমা লংঘনকারী। তাগুত নিজে তো আল্লাহর হুকুম পালন করে না, অন্যদেরকেও নিজের আদেশ নিষেধ মানতে বাধ্য করে। এক কথায় আল্লাহর নাফরমানির এ সীমা লংঘনকে বলা যায় বিদ্রোহ। একটি দেশে কেউ রাষ্ট্রের হুকুম মান্য না করলে তাকে বলে অপরাধী। আর কেউ রাষ্ট্রের প্রাধান্যই স্বীকার না করে এবং অন্যদের রাষ্ট্রবিরোধী কাজে ডাকে তাহলে তাকে বলা হয় রাষ্ট্রদ্রোহী। ঠিক তেমনি তাগুত হলো বিদ্রোহী। এজন্য ইবলিশকে যেমন তাগুত বলে তেমনি কায়েমী স্বার্থবাদী শক্তিকেও বলা হয় তাগুত। তাই অন্তর থেকেই তাগুতী শক্তিগুলোকে অস্বীকার করতে হবে। যে কালেমা পড়ে একজন লোককে ঈমান আনতে হয় তাকে আগে তাগুতীকে অস্বীকার করার কথা বলা হয়েছে। এর পরই আল্লাহর প্রতি ঈমান। এতএব, তাগুত সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা না থাকলে সে পূর্ণভাবে ঈমানকে উপলব্ধি করতে পারবে না। জমিতে ভাল ধানের চাষ করতে হলে প্রথমে আগাছাসমূহ উত্তমরূপে পরিষ্কার করতে হবে। তা না হলে ফসল পাবার আশা অর্থহীন। অনুরূপভাবে মনে মানের চাষ করতে হলে তাগুতের উৎখাত অবশ্যাম্ভাবী। আর তাগুত কি, তা না জানলে উৎপাটন করবে কী করে? বস্তুতঃ তাগুত ও ঈমান এ দুয়ের মাঝামাঝি কোন পথ নেই। হয় আল্লাহর পথে জিহাদ করবে, না হয় তাগুতের পথে। কেননা, আল্লাহ মানুষকে খেলাফতের দায়িত্ব দিয়ে পাঠিয়েছেন। খেলাফতের মর্যাদা ছাড়া মানুষের অপর কোন মর্যাদা নেই। হয় আল্লাহর খলিফা হবে, না হয় ইবলিসের খলিফা হবে। খলিফা তাকে হতেই হবে। অনুরূপভাবে প্রত্যেক মানুষ কিতাল করছে হয় ফী সাবিলিল্লাহ না হয় ফী সাবীলিত তাগুত, প্রত্যক্ষভাবে হোক বা পরোক্ষভাবে।

শহীদের কামনাঃ

জিহাদ ফী সাবিলিল্লায় যারা জীবন দান করে তাদের মৃত বলা যাবে না, তারা মৃত্যুহীন।

www.pathagar.com

সুরা বাকারার ১৫৪নং আয়াতে বলা হয়েছে ঃ আর যারা আল্লাহর পথে নিহত হয় তাদেরকে মৃত বলো না, সব লোক প্রকৃতপক্ষে জীবিত, কিন্তু তাদের জীবন সম্পর্কে তোমাদের কোন চেতনা হয় না। সূরা আল ইমরানের ১৬৯ ও ১৭০ আয়াতে আরেকটু বাখ্যা করে বলা হয়েছে। যারা আল্লাহর পথে নিহত হয় তাদেরকে মৃত বলো না, এসব লোক প্রকৃতপক্ষে জবিত, তা আল্লাহর পক্ষ থেকে রিযক পাচ্ছে। আল্লাহ তাদের নিজ অনুগ্রহে যা কিছু দান করছেন তা পেয়ে তারা খুশি ও পরিতৃপ্ত। এবং যে সব ঈমানদার লোক তাদের পেছনে দুনিয়ায় রয়ে গেছে এখনো তথায় পৌঁছেনি তাদেরও কোন ভয় ও চিন্তা নেই জেনে তারা সন্তুষ্ট ও নিশ্চিন্ত।

উল্লিখিত আয়াত থেকে একথা সুস্পষ্ট হয় যে, যারা শহীদ হয়েছে তারা শুধু নিজেদের মর্যাদার জন্যই সন্তুষ্ট নয়, অধিকন্তু তাদের যেসব সাথী দুনিয়ায় রয়ে গেছে এবং শাহাদাতের মর্যাদা এখনো পায়নি তারাও এপথে আসবে ও শাহাদাতের মর্যাদা পাবে এ কামনায় তারা সন্তুষ্ট ও পরিতৃপ্ত হয়। হাদীস শরীফে আছে- যারা দুনিয়ায় শাহাদাতের মর্যাদা পেয়েছে, তারা কামনা করে যে তাদের সাথী যারা শাহাদাতের মর্যাদা পায়নি তারাও যেন এ মর্যাদা পায় এবং তারা এ কামনা করে সন্তুষ্ট হয়। আমরা যে অনুগ্রহ পেয়ে সন্তুষ্ট হয়েছি আমাদের ভাইয়েরাও সে অনুগ্রহ পেয়ে খুশি হবে। অপর এক হাদীসে বর্ণিত আছে নবী করিম (সাঃ) বলেন, জান্নাতবাসী মানুষ বেহেশতের নেয়ামতগুলো পেয়ে এতো তৃপ্ত হবে যে, তাদের কেউ এ নেয়ামত ছেড়ে দুনিয়াতে আসতে চাইবে না। কিন্তু শহীদেরা এর ব্যতিক্রম। বোখারী শরীফে বর্ণিত এক হাদীসে আনাস ইবনে মালিক (রাঃ) বলেন, আল্লাহর রাসুল (সাঃ) বলেছেন, জান্নাতে যারা যাবে তাদের মধ্যে শহীদগণ ছাড়া একজনও এ কামনা করবে না যে, সে দুনিয়ায় আবার ফিরে আসুক। কিন্তু শহীদগণ কামনা করবে যেন আল্লাহ দুনিয়ায় তাদেরকে আবার ফেরত পাঠান, যাতে আবার শহীদ হযে আসতে পারে। এভাবে আরো ১০ বার যেন আল্লাহর পথে নিহত হতে পারে সে কামনা তারা করবে।

শাহাদাতের মর্যাদাঃ

শাহাদাতের মর্যাদা সম্পর্কে কোরআন হাদীসে ব্যাপকভাবে বলা হয়েছে। এখানে আমরা কোরআন থেকে দুটি আয়াত এবং একটি হাদীস উল্লেখ করছিঃ সূরা আল হাজ্জ এর ৫৮ নং আয়াতে বলা হয়েছেঃ যারা হিজরত করল আল্লাহর পথে তারপর নিহত হল কিংবা এমনিতেই মারা গেল আল্লাহ অবশ্যই তাদেরকে উৎকৃষ্ট রিযিক দান করবেন। নিঃসন্দেহে আল্লাহই উৎকৃষ্ট রিযকদাতা।

এখানে যে মর্যাদর কথা বলা হয়েছ তাহলোঃ ১. আল্লাহর পথে যারা নিহত হয়েছে তাদের আমল কোনক্রমেই নষ্ট হবে না। ২. আল্লাহ তাদের সোজা জান্নাতের পথ দেখিয়ে দেবেন, মাঝখানে দাঁড়িপাল্লার ব্যাপার নেই। ৩. তাদের অবস্থা সবদিক থেকেই সুসংহত বা ঠিকঠাক করে দেবেন। ৪. তাদেরকে যে জান্নাতের খোশখবর দেয়া হয়েছে সেখানেই প্রবেশ করানো হবে, এমন নয় যে বলা হয়েছে একটায় আর প্রবেশ করানো হবে অন্যটায়।

হাদীসটি হলোঃ নবী করীম (সাঃ) বলেন, জেনে রেখো জান্নাত হল তলোয়ারের ছায়াতলে।

তলোয়ার যে ধরেনি, বাতিলের বিরুদ্ধে সংগ্রামের পথে যে আসলনা তার আবার জান্নাত কিসের? কত জোর দিয়ে বলা হয়েছে, জেনেরাখো জান্নাত তো তলোয়ারের ছায়াতলে। শেষ পর্যায় এস কতগুলো হাদীস উল্লেখ না করলে পরের কথাগুলো পরিস্কার হয় না।

www.pathagar.com

শাহাদাতের প্রেরণা কত প্রবল হতে পারে সাহাবায়ে কেরামের জীবনের কতিপয় উদাহরণ উল্লেখপুর্বক এখানে ৪টি হাদীস বর্ণনা করা হয়েছে।

১. প্রথম হাদিসটি বর্ণনা করেছেন, হযরত রাবীয়াতুল কায়াব (রাঃ) তিনি বলেছেন, আমি নবী করীম (সাঃ) এর খেদমতে রয়ে গেলাম। আমি শুনলাম যে রাসুল (সাঃ) কেবল 'ছুবহানাল্লাহ' ছুবহানাল্লাহ পড়তে থাকলেন এবং বললেন যে, দেখ ছুবহানাল্লাহ পড়লে মিজান পরিপূর্ণ হয়ে যায়। শুনতে শুনতে আমার ঘুম ঘুম ভাবের সৃষ্টি হয়। এ রকম প্রায়ই হত। একদিন রাসুল (সাঃ) বললেন, হে রাবিয়া, আমার কাছে যদি তুমি কিছু চাও তাহলে তা আমি তোমাকে দেব। আমি বললাম, আর একটু চিন্তা করে নিই যে আমি কী চাইবো। আমি ভাবলাম দুনিয়াটাতো নষ্ট হয়ে যাবে, এটা চেয়ে কী লাভ। আমি বললাম, আপনি আমার জন্য দোয়া করুন যেন আল্লাহ আমাকে দোযখ থেকে বাঁচান এবং জান্নাতে প্রবেশ করান। রাসুল (সাঃ) বললেন এটাই তুমি চাইলে? বলে চুপ করে গেলেন এবং বললেন, কে তোমাকে এ কথাটি শিখালো? আমি বললাম কেউ আমাকে শিখায়নি। তবে আমি তো জানি যে দুনিয়া ধ্বংসশীল। মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে দুনিয়ার সাথে সম্পর্ক শেষ হয়ে যাবে এবং জানি যে, আল্লাহর কাছে এমন একটি স্থান আছে যা আপনি চাইলেই আল্লাহর কাছ থেকে আপনি দিতে পারেন। এ জন্যই দোয়া করবেন। রাসুল (সাঃ) বললেন, আমি অবশ্যই তোমার জন্য এ দোয়া করবো। আমাকে তুমি সাহায্য কর বেশি সিজদা করে অর্থাৎ আমি যে তোমাকে দোয়া করব তোমার জন্য এ দোয়া কবুল হবে বেশ বেশি সিজদা করলে বা নামায আদায় করলে।

আবি উমামা (রাঃ) হতে বর্ণিত একদিন আমি রাসুল (সাঃ) এর কাছে বললাম, ইয়া রাসুলাল্লাহ আপনি আমাকে এমন একটি আমল শিখিয়ে দিন, যে আমল করলে আমি বেহেশতে যাব। মানে বেহেশতই তাদের ধান্দা, দুনিয়ার কোন ধান্দা নেই।

২. জাবির (রাঃ) থেকে বর্ণিত, ওহুদের দিনে যখন আব্দুল্লাহ বিন আমর (জাবিরের পিতা) শহীদ হলেন তখন রাসুল (রাঃ) বললেন যে জাবির, তোমার বাবাকে আল্লাহ কি বললেন, তা কি তোমাকে আমি বলব? আল্লাহ তায়ালা কারো সঙ্গে সরাসরি কথা বলেন না। কিন্তু তোমার বাবার সঙ্গে সরাসরি কথা বললেন। তোমার বাবাকে আল্লাহ বললেন, হে আব্দুল্লাহ, তুমি আমার কাছে কী চাও? তিনি বললেন, হে আল্লাহ! তুমি আমাকে আবার জীবিত কর, আবার আমি নিহত হতে চাই। তখন আল্লাহ বললেন যে, এ নিয়ম তো নেই, আগেই এর ফয়সালা হয়ে গেছে, কেউ একবার এখানে আসলে আর ফেরত যায় না। তিনি বললেন, হে আল্লাহ তায়ালা, অন্তত এটা কর, আমি এই যে আকাঙ্ক্ষাটা করলাম এটি আমার পেছনে যে ভাইয়েরা আছে তাদের কাছে পৌঁছে দাও। এরপর আয়াত নাযিল করে আল্লাহ এ কথাটা দুনিয়াবাসীর কাছে পৌছে দিলেন। সুরা ইমরানের ১৬৯ ও ১৭০ আয়াত এই উদ্দেশ্যই নাযিল হয়েছিল।

৩. আবি বকর ইবনে আবী মুসা আশয়ারী (রাঃ) বলেছেন - তারা দুজনই যুদ্ধের সময় উপস্থিত ছিলেন, রাসুল (সাঃ) বললেন, নিশ্চয়ই জান্নাতের দরজাগুলো তলোয়ারের ছায়াতলে। একজন লোক দাঁড়িয়ে গেল, যার কাপড় চোপড় তেমন ছিল না। বললো; হে আবী মুসা! রাসুল (সাঃ) কি বললেন, শুনলেন তো? তিনি বললেন, হ্যাঁ শুনলাম। তারপর লোকটি বন্ধুদের কাছে গিয়ে বললেন, তোমাদেরকে সালাম দিয়ে যাচ্ছি, আর আসবো না। তারপর তার তলোয়ারের খাপটি ভেঙ্গে ফেলে দিলেন, এরপর তলোয়ার নিয়ে দুশমনদের দিকে চললেন, তাদেরকে মারতে থাকলেন যে পর্যন্ত তিনি নিহত না হলেন।

www.pathagar.com

৪. হযরত শাদ্দাদ বিন হাদ (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, এক গ্রাম্য আরব রাসুল (সাঃ) এর কাছে এসে ঈমান আনল এবং তাঁর সঙ্গী হয়ে গেল। সে বলল, আমি বাড়ি-ঘর ছেড়ে আপনার সাথে মদীনায়ই থাকব।

এ লোক সম্পর্কে রাসুল (সাঃ) কতক সাহাবাকে কিছু হেদায়েত দিলেন। যখনি জিহাদ হতো তাতে যে গণিমতের মাল মিলতো তা থেকে তিনি ঐ লোকের জন্যও অংশ দিতেন এবং তা কোন এক সাহাবীর দায়িত্বে জমা রাখতেন যাতে সে লোক আসলে তাকে তা দেয়া হয়। একবার লোকটি উপস্থিত ছিল না। সে মুজাহিদের উট চরাবার জন্য গিয়েছিল। ফিরে আসার পর তাঁর হিস্যা তাকে দেয়া হলো। সে বলল, এটা কী? লোকেরা বলল যে, রাসুল (সাঃ) আপনাকে দিয়েছেন। সে তার হিস্যা নিয়ে রাসুল (সাঃ) এর কাছে যেয়ে জিজ্ঞাসা করল যে, এসব কী? রাসুল (সা) বললেন যে, এটা তোমার হিস্যা যা আমি তোমাকে দিয়েছি। সে বলল, আমি তো এ মালের জন্য আপনার সঙ্গী হইনি। আমি তো এ জন্য আপনার অনুগত হয়েছি যে, আমার গলায় দুশমনের কোন তীর এসে লাগবে আর আমি শহীদ হয়ে বেহেশতে চলে যাব।

রাসুল (সাঃ) বললেন, যদি তোমার নিয়ত সঠিক হয় তাহলে আল্লাহ তোমার সাথে এরূপই করবেন। কিছুদিন পর যখন লোকেরা জিহাদে গেল তখন এ লোকও তাদের সাথে শরীক হলো। যখন তার লাশ রাসুল (সাঃ) এর কাছে আনা হলো তখন দেখা গেল তার গলায় দুশমনের তীর লেগেছে।

রাসুল (সাঃ) জিজ্ঞেস করলেন, একি সেই লোক যে, শাহাদাত কামনা করেছিল? সবাই বলল হ্যাঁ। রাসুল (সাঃ) বললেন, সে আল্লাহর নিকট খাঁটি আশা করেছিল বলে আল্লাহ তা পূরণ করলেন।

তারপর রাসুল (সাঃ) নিজের জামা খুলে তা দিয়ে ঐ লোকের কাফন দিলেন, তার জানাযা পড়ালেন এবং তার জন্য এ দোয়া করলেন, হে আল্লাহ! এ লোক আপনার বান্দাহ যে আপনার পথে হিজরত করেছে এবং আপনর পথেই সে শাহাদাত পেল। এ বিষয়ে আমিই তার সাক্ষী।

এসব হাদীস থেকে আমরা যে শিক্ষা পাই তা খুবই স্পষ্ট। আল্লাহর পথে শহীদ হওয়া মুমিনের জীবনে কিরূপ কাম্য হওয়া উচিত এর খাঁটি নমুনা এ হাদীসগুলোতে পাওয়া গেল।

আল্লাহপাক কার মওত কিভাবে কোথায় দেবেন এ কথা কারো জানার উপায় নেই। সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে কত লোক শহীদ হলেন কিন্তু বদর যুদ্ধ থেকে মক্কা বিজয় পর্যন্ত সকল যুদ্ধে শরীক থাকা সত্ত্বেও প্রথম চারজন সত্যপন্থী খলিফাগণ কোন যুদ্ধে শহীদ হননি। কিন্তু তাঁরা শাহাদাত কামনা করতেন বলে যুদ্ধের ময়দান ছাড়াই তাঁরা শাহাদাত লাভ করেছিলেন। শাহাদাতের মর্যাদা পাওয়ার খাঁটি কামনা যারা করবে তাদের জন্য রাসুল (সাঃ) সুসংবাদ দিয়েছেন যে, তারা বিছানায় মারা গেলেও আল্লাহ তাদেরকে সে মর্যাদা দান করবেন। তাই আমাদের সবারই ইখলাসের সাথে আকাঙ্খা করা দরকার যেন আমাদের জীবনে শাহাদাত নসীব হয়। আল্লাহ আমাদের এ আকাঙ্খা কবুল করুন। আমীন!

www.pathagar.com

রক্তে ভেজা লক্ষ্মীপুর

মুহাম্মদ রেজাউল করিম

পৃথিবীর ইতিহাস সত্য ও মিথ্যার দ্বন্দ্বের ইতিহাস। পৃথিবীর শুরু থেকে এই বিরোধ চলে আসছে এবং কেয়ামত পর্যন্ত চলবে। কিন্তু ইতিহাস সাক্ষী, যুগে যুগে সত্যপন্থীরাই বিজয়ী হয়েছেন। বর্তমানে এই রকম এক গর্বিত ময়দান লক্ষ্মীপুর। ৫৬২.১৫ বর্গমাইলের ছোট্ট এই একটি জায়গা অসংখ্য দ্বীনের গোলামের পবিত্র রক্তে রঞ্জিত। রক্তে সিক্ত এই জমিনে আমাদের প্রিয় শহীদ যায়েদ, শহীদ ফজলে এলাহী, শহীদ মহসিন, শহীদ কামাল শাহাদাত বরণ করেন। এ ছাড়াও এই মাটির গর্বিত সন্তান চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের শহীদ মাহমুদুল হাসান, শহীদ আব্দুল খালেকসহ নাম না-জানা আরো অনেকেই। তারা আমাদের কাছ থেকে বিদায় হয়ে নিজেরা হয়েছেন সফল। আর আমাদেরকেও করেছেন আজীবন ঋণী।

তাদের রক্তাক্ত খুন আন্দোলনকে করেছে বেগবান, আর জমিনকে করেছে উর্বর। এর এক একটি রক্তকণিকা থেকে জন্ম নিয়েছে অসংখ্য আল্লাহর দ্বীনের গোলাম। তাই বলতে পারি– জীবিত যায়েদ, কামাল, মহসিন, ফজলে এলাহী থেকে শহীদ যায়েদ, মহসিন, কামাল, ফজলে এলাহী অনেক শক্তিশালী। ইহলৌকিক এ জীবন থেকে বিদায় নিয়েও শহীদরা পৃথিবীতে অমরত্ব লাভ করেন। আর পরজগতে যাওয়ার সাথে সাথে আল্লাহতা'য়ালা তাঁদের জীবিত করে নিজের মেহমান হিসেবে জান্নাতে থাকতে দেন। আলে ইমরানের ১৬৯ ও সূরা বাকারার ১৫৪ নম্বর আয়াতে আল্লাহ বলেন, "আর যারা আল্লাহর পথে নিহত হয়েছে তাঁদের মৃত মনে করো না, প্রকৃতপক্ষে তাঁরা জীবন্ত, কিন্তু তাঁদের জীবন সম্পর্কে তোমরা অনুভব করতে পারো না।" হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) বলেন, "তাদের প্রাণ সবুজ পাখির মধ্যে ঢুকিয়ে দেয়া হয়। আল্লাহর আরশের সাথে ঝুলন্ত রয়েছে তাদের আবাস, ভ্রমণ করে বেড়ায় তারা গোটা জান্নাত, অতঃপর ফিরে আসে আবার নিজ নিজ আবাসে।" (মুসলিম, তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ)

এসবই আল্লাহর রাহে জীবনদানকারী তার প্রিয় বান্দা জান্নাতের মেহমান অত্যন্ত উঁচু মর্যাদার সে মানুষগুলোর কথা। আর তাদের সম্পর্কে স্মৃতির পাতা থেকে ছিটেফোঁটা কিছু বিক্ষিপ্ত কথা লিখে নিজেকে ধন্য করার এই ক্ষুদ্র প্রয়াস।

আমার বাড়ি লক্ষ্মীপুর জেলার অন্তর্গত উত্তরজয়পুর ইউনিয়নে। ছোটবেলা থেকে এলাকায় বেড়ে ওঠা। চৌপল্লী এলাকা থেকেই শিক্ষা ও সংগঠনের হাতেখড়ি। কর্মী, সাথী, সদস্য হই এখানেই। সর্বশেষ চন্দ্রগঞ্জ সাথী শাখার সভাপতি পদ থেকে বিদায় নিয়ে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৯৯৬-৯৭ সেশনে ভর্তি হই। আজও সেই এলাকার হাজারো স্মৃতি আমাকে দোলা দেয়। বিশেষ করে জুলুম নির্যাতনের অসংখ্য ঘটনা। শাহাদাতবরণকারী এসব ভাইয়ের সাথে ছিল হৃদয়ের গভীর সম্পর্ক। কারো কারো কথা মনে পড়লে কখনো চোখের পানি গড়িয়ে ঝরে পড়ে নিজের অজান্তেই। শহীদ ফজলে এলাহী ভাইয়ের শাহাদাতের ঘটনা আমাকে দারুণভাবে নাড়া দিয়েছে। বিশেষ করে তাকে হত্যার পাশবিকতা ছিল বড়ই নিষ্ঠুর! প্রথমে তাকে আহত করে, পরে হাসপাতালে গিয়ে কুড়াল দিয়ে মাথা দ্বিখণ্ডিত করার পৈশাচিকতা আইয়্যামে জাহেলিয়াতের ঘটনাকেও হার মানিয়েছে। তার শাহাদাতের পর বিক্ষোভ মিছিল ও ছাত্র-গণজমায়েতে অংশগ্রহণের কথা এখনও মনে আছে। আপন মালিককে সন্তুষ্ট করার জন্য যারা সর্বোচ্চ ত্যাগ স্বীকার করেন, দয়াময়

www.pathagar.com

মালিক তাদের শাহাদাতের আঘাতকে ব্যথাহীন-বেদনাহীন করে দেন। শহীদ করার জন্য যতো বড় আঘাতই তাদের ওপর হানা হোক না কেন, তাদের কোন কষ্ট হয় না। তারা পান না কোনো যন্ত্রণা। প্রিয় রাসূল (সা) বলেছেন, "শাহাদাত লাভকারী ব্যক্তি নিহত হওয়ার কষ্ট অনুভব করে না। তবে তোমাদের কেউ পিঁপড়ার কামড়ে যতোটুকু কষ্ট অনুভব করে, কেবল ততোটুকুই অনুভব করে মাত্র।" (তিরমিযী- আবু হুরাইরা)

ইমাম মালিকের সূত্রে কুরতুবী গ্রন্থে আলোচিত হয়েছে এভাবে : হযরত ইবনে জামুহ (রা) এবং আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) উভয় আনসার সাহাবীই ওহুদের যুদ্ধে শাহাদাত বরণ করেন। তাঁদের উভয়কে একই কবরে সমাধিস্থ করা হয়। এর চল্লিশ বছর পর একবার প্রবল বেগে পানি প্রবাহিত হওয়ায় তাঁদের কবর ভেঙে যায়। পানির প্রবল চাপ দেখে যখন অন্যত্র সমাধিস্থ করার জন্য তাঁদের কবর খনন করা হলো, তখন তাঁদেরকে ঠিক সে অবস্থায় পাওয়া গেল যে অবস্থায় তাঁদেরকে দাফন করা হয়েছিল। হযরত মুয়াবিয়া (রা) তার শাসনামলে মদীনায় কূপ খনন করতে মনস্থ করলেন। কূপ খননের আওতায় ওহুদ যুদ্ধের শহীদের কবর পড়ে গেল। হযরত মুয়াবিয়া (রা) ঘোষণা দিলেন, তোমরা তোমাদের আত্মীয়-স্বজনের মৃতদেহ অন্যত্র নিয়ে যাও। এ ঘোষণার পর শবদেহ উঠিয়ে ফেলা হলো। দেখা গেল তাঁরা যে অবস্থায় নিহত হয়েছিলেন ঠিক সেই অবস্থায়ই রয়েছেন । খনন কাজের কোনো এক পর্যায়ে হযরত হামযার (রা) পায়ে কোদালের আঘাত লেগে গেলে সাথে সাথে সেখান থেকে রক্তক্ষরণ শুরু হয়। এ ঘটনা ঘটে ওহুদ যুদ্ধের পঞ্চাশ বছর পর। বস্তুত এসব ঘটনা দ্বারা এ কথাই প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহতা'য়ালা শহীদদের লাশ পচতে দেন না।

যে ব্যক্তি যুদ্ধক্ষেত্রে শাহাদাত বরণ করেন তাকে রক্তভেজা কাপড়ে রক্তাক্ত রেখে কোনো প্রকার গোসল ছাড়াই দাফন করা হয়। তাকে নতুন কাপড়ের কফিন পরানো হয় না। শাহাদাতের সময় তার দেহে যে কাপড় থাকে সে কাপড়েই তাকে দাফন করা হয়। শহীদদের ব্যাপারে এটাই ইসলামের বিধান এবং এ অবস্থায়ই তারা হাশরের ময়দানে উঠবেন। ক্ষতস্থান থেকে তখনও রক্ত বের হতে থাকবে। রাসূলে খোদা (সা) বলেছেন, "যে ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছে, কিয়ামতের দিন সেই আঘাত নিয়েই সে উঠবে আর তার ক্ষতস্থান থেকে রক্ত প্রবাহিত হতে থাকবে এবং রঙ হবে রক্তের মতই, কিন্তু গন্ধ হবে মিশকের মত।" (বুখারি ও মুসলিম : আবু হুরাইরা) তিনি অন্য হাদিসে উল্লেখ করেছেন : নবী পাক (সা) বলেন, "কসম সেই সত্তার মুহাম্মদের প্রাণ যার হাতের মুঠোয়, কেউ আল্লাহর পথে কোনো আঘাত পেলে কিয়ামতের দিন সে আঘাত নিয়ে হাজির হবে। আর সে আঘাতের অবস্থা হবে ঠিক মিশকের মতো।" (বুখারি ও মুসলিম) এটা শহীদদের কত বড় সৌভাগ্য যে, সে দিন তারা রক্তাক্ত দেহ এবং রক্তভেজা কাপড়-চোপড় নিয়ে হাশরের ময়দানে আল্লাহর দরবারে হাজির হবেন। তাই কাল কেয়ামতের দিন হয়তো এসব মর্যাদাসম্পন্ন শহীদদের দিকে আমরা তাকিয়েই থাকবো। কিন্তু সৌভাগ্যের বিষয় হচ্ছে তাদের সাথে একদিন আমরাও ছিলাম এ কাফেলার সাথী।

শহীদ যায়েদকে আমি অনেকবার খুব কাছ থেকে পেয়েছি। মাথায় হাত বুলিয়ে আদর করেছি। বিশেষ করে আমি যখন দায়িত্বশীল সমাবেশে যেতাম তখন শহীদ যায়েদ ও সালমান দু'ভাইকে এক সাথে চলতে দেখতাম। যায়েদ খুব ভালো শিল্পী ছিল। সে তার মামা তারিক মুনাওয়ার ভাইয়ের অনুকরণে গান গাইত। তার গাওয়া একটি গান এখনো আমার মনে আছে– "আমাকে শহীদ করে সেই মিছিলে শামিল করে নিও"। আল্লাহ

www.pathagar.com

সত্যিই তার আশাকে কবুল করেছেন। শহীদ যায়েদের বিনয় ও নম্রতা এখনো আমাকে অনুপ্রাণিত করে। যদি জানতাম, সে যায়েদ এত মর্যাদাবান হবে, আমরা এক সময় যাদের দায়িত্বশীল ছিলাম সেই শহীদরা এখন আমাদের দায়িত্বশীল হবে, তাহলে সে গান আমিও গাইতাম!

শহীদ মাহমুদুল হাসান ভাইয়ের বাড়িতে অনেকবার কবর জিয়ারত করতে গিয়েছি। বৃদ্ধ মা এখনো রাত জেগে তার সন্তানের জন্য চোখের পানি ফেলেন। আল্লাহতা'য়ালা যদি কারো সন্তানকে শাহাদাতের মর্যাদা প্রদান করেন তবে তারা শহীদদের পিতামাতা হওয়ার গৌরব অর্জন করেন। তাদের জন্য এর চেয়েও খুশির বিষয় হলো তারা তাদের শহীদ সন্তানের সুপারিশ লাভের আশা পোষণ করতে পারেন। একজন শহীদ যেমন তার বংশে, পরিবারে এক শাশ্বত ঐতিহ্য সৃষ্টি করে যান তেমনি আবার তার অনুসারীদের ছাড়াও তার আপন বংশের লোকদেরকে চিরদিন জিহাদের জন্য অনুপ্রাণিত করে থাকেন। সুতরাং মুমিনদের দৃষ্টিতে শহীদ পরিবার অত্যন্ত সম্মানীয় এক আদর্শ পরিবার। শহীদের পিতা-মাতা মুমিনদের নিকট শ্রদ্ধাস্পদ, শহীদের সন্তান, স্ত্রী, ভাই-বোন ও আত্মীয়-স্বজনকে সকল মুমিন নিজেদেরই আত্মীয়-স্বজন মনে করে। এসব দিক থেকেই শহীদ পরিবার গৌরবান্বিত।

মহান আল্লাহ শহীদদের জন্য অসংখ্য পুরস্কারের ব্যবস্থা রেখেছেন। তাদের জন্য নির্ধারিত ক্ষমা, মর্যাদা ও বিরাট পুরস্কারের কথা শুনে কার না ঈর্ষা হবে? আমার প্রিয় রাসূল (সা) বলেছেন, "আল্লাহর নিকট শহীদদের জন্য ছয়টি পুরস্কার রয়েছে। সেগুলো হ"ছ :

ক) প্রথম রক্তবিন্দু ঝরতেই তাকে মাফ করে দেয়া হয় এবং জান্নাতে যে তার আবাসস্থল তা চাক্ষুষ দেখানো হয়।

খ) তাকে কবরের আজাব থেকে রেহাই দেয়া হয়।

গ) সে ভয়ানক আতঙ্ক থেকে নিরাপদ থাকে।

ঘ) তাকে সম্মানের টুপি পরিয়ে দেয়া হবে, যার এক একটি 'ইয়াকুত' পৃথিবী এবং পৃথিবীর মধ্যে যা কিছু আছে তা থেকেও উত্তম।

ঙ) তাকে উপঢৌকনস্বরূপ আনত নয়না হুর প্রদান করা হবে এবং

চ) তাকে সত্তর জন আত্মীয়-স্বজনের জন্য সুপারিশ করার ক্ষমতা প্রদান করা হবে। (তিরমিযী, ইবনে মাজাহ, মেকদাম ইবনে মাদ'দীকরব)

হযরত আবু আইয়ুব আনসারী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলে করীম (সা) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি শত্রুর সম্মুখীন হলো এবং তার মোকাবেলায় অটল অবিচল এমনকি এমন অবস্থায় নিহত হয়ে গেল, তাকে কবরে কোনো প্রকার চিন্তার সম্মুখীন হতে হবে না।' (তাবরানী)

কুরআন মজিদে বলা হয়েছে, কোনো দৃষ্টিই আল্লাহর দর্শন লাভ করতে সক্ষম নয়। কোনো নবীও আল্লাহকে দেখতে পাননি কিন্তু শহীদরা মৃত্যুর পরপরই আল্লাহর দর্শন লাভ করেন। ওহুদ যুদ্ধে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে হারাম শাহাদাত লাভ করেন। যুদ্ধের পর রাসূলে করীম (সা) শহীদের পুত্র প্রখ্যাত সাহাবী হযরত জাবির ইবনে আবদুল্লাহকে সান্ত্বনা দিতে গিয়ে বলেন,– "হে জাবির, আমি কি তোমাকে তোমার

www.pathagar.com

তোমার পিতার সঙ্গে আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের সাক্ষাতের সুসংবাদ দেব না? জাবির বললেন, অবশ্যই দিন হে আল্লাহর রাসূল (সা)। তখন তিনি বলেন : আল্লাহ কখনো অন্তরালবিহীন মুখোমুখি কথা বলেননি। তিনি বলেন : হে আমার গোলাম! তোমার যা খুশি আমার নিকট চাও। আমি তোমায় দান করবো। তিনি জবাবে বলেছেন, 'হে আমার মনিব, আমাকে জীবিত করে আবার পৃথিবীতে পাঠিয়ে দিন আবার আপনার পথে শহীদ হয়ে আসি।' তখন আল্লাহ তাকে বলেন, 'আমার এ ফয়সালা তো পূর্বেই জানিয়ে দিয়েছি যে, মৃত লোকেরা ফিরে যাবে না।' তখন তোমার পিতা আরজ করেন, 'আমার মনিব, তবে অন্তত আমাকে যে সম্মান ও মর্যাদা আপনি দান করেছেন, তার সুসংবাদ পৃথিবীবাসীদের জানিয়ে দিন।' তখন আল্লাহ নিম্নোক্ত আয়াতটি নাজিল করেন : "যারা আল্লাহর পথে নিহত হয়েছে তাদেরকে তোমরা মৃত মনে করো না, বরং তারা জীবিত।" (জামে আত-তিরমিযী, সুনানে নাসায়ী : জাবির ইবনে আবদুল্লাহ)

শহীদ কামাল ভাইয়ের বাড়িতে কয়েকবারই গিয়েছি। শহীদ কামাল ভাইয়ের চরিত্রের বর্ণনা শুনেছি তার বাবার মুখ থেকে। কবর জিয়ারত করতে গিয়ে দেখেছি শহীদ কামাল ভাইয়ের বাবার আর্তনাদ। দেখেছি সন্তানহারা মায়ের আকুতি। বারবার মা বলতেন, "বাবা, তোমরা আবার এসো, তোমাদের মাঝে আমি আমার কামালকে খুঁজে পাই"।

তিরমিযী, ইবনে মাজাহ হাদিসগ্রন্থে মেকদাম ইবনে মা'দীকরব বর্ণনা করেন যে, রাসূল (সা) বলেছেন, 'একজন শহীদকে তার আত্মীয়-স্বজনের জন্য সুপারিশ করার অধিকার দেয়া হবে।' আজ শহীদ কামালের আব্বা-আম্মা প্রিয় সন্তানকে হারিয়ে চোখের পানি ফেললেও কাল কেয়ামতের ময়দানে তারা তাদের সন্তানের মর্যাদায় ভূষিত হয়ে আত্মতৃপ্তি লাভ করবেন। বসবাস করবেন একই জান্নাতে, যেটি হয়তো আমাদের অনেকের ক্ষেত্রেই হবে না।

শহীদের বিভিন্ন নিয়ামত এবং অনুগ্রহরাজির ব্যাপারে আল কুরআনে বহু প্রমাণ মেলে। তাদের সুসংবাদের কোনো শেষ নেই। আল্লাহ বলেন, "যে সব লোক আল্লাহর পথে হিজরত করেছে, পরে নিহত হয়েছে কিংবা মরে গেছে আল্লাহ তাদেরকে রিযকে হাসানা দান করবেন। নিঃসন্দেহে আল্লাহ উৎকৃষ্টতম রিজিকদাতা। তিনি তাদের এমন স্থানে পৌঁছাবেন যাতে তারা সন্তুষ্ট হয়ে যাবে।" (সূরা আল-হাজ : ৫৮-৫৯)

অন্য আয়াতে আল্লাহ বলেছেন, "তোমরা যদি আল্লাহর পথে নিহত হও কিংবা মরে যাও তবে আল্লাহর যে রহমত ও দান তোমাদের নসিব হবে, তা এইসব লোকেরা যা কিছু সঞ্চয় করেছে তা থেকে অনেক উত্তম।" (সূরা আলে ইমরান : ১৫৭)

যারা শাহাদাতের জযবা নিয়ে আল্লাহর পথে সংগ্রাম করে অতঃপর এ সংগ্রামে তারা শহীদ হোক কিংবা গাজী হিসেবে মৃত্যুবরণ করুক উভয় অবস্থাতেই আল্লাহর নিকট থেকে তারা সমান প্রতিদান পাবে বলে এ আয়াতগুলোতে উল্লেখ করা হয়েছে।

মুজাহিদরা খোদাদ্রোহীদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়ে শহীদ কিংবা গাজী হোক উভয় অবস্থাতেই আল্লাহ সুবহানাহু তা'য়ালা তাদের জন্য মহা পুরস্কারের কথা ঘোষণা করেছেন। এই মহা পুরস্কার তারাই লাভ করবে যারা আখিরাতের বিনিময়ে দুনিয়ার জীবনকে বিক্রি করে দেয়ার মতো সৎ সাহস রাখে। আল্লাহ ঘোষণা করেন, "সেই সব লোকদেরই আল্লাহর পথে লড়াই করা কর্তব্য, যারা পরকালের বিনিময়ে দুনিয়ার জীবনকে বিক্রয় করে দেয়, যারা আল্লাহর পথে লড়াই করে এবং নিহত কিংবা বিজয়ী

www.pathagar.com

হয়। আমরা তাকে অবশ্যই বিরাট পুরস্কার দান করবো।" (সূরা আন-নিসা : ৭৪)

সূরা আলে ইমরানে শহীদদের প্রাপ্য পুরস্কারসমূহ সম্পর্কে আল্লাহতা'য়ালা ঘোষণা করেন "তাদের সকল অপরাধ আমি ক্ষমা করে দেব। আর এমন জান্নাত তাদের দান করবো যার তলদেশে রয়েছে সদা প্রবহমান ঝরনাধারা; এ হচ্ছে আল্লাহর নিকট তাদের পুরস্কার, আর আল্লাহর নিকট রয়েছে সর্বোত্তম পুরস্কার।" (আয়াত : ১৩৬)

শহীদ মহসিন ভাই আজীবন আমার স্মৃতিতে অম্লান হয়ে থাকবেন। মহসিন ভাইয়ের সাথে আমাদের এলাকায় এক ঈদ পুনর্মিলনীতে প্রথম পরিচয়। তার সেদিনের বক্তৃতা আজও আমার স্মরণ আছে। মহসিন ভাইয়ের বক্তৃতায় খুব সুন্দর আর্ট ছিল। একজন দায়িত্বশীল যোগ্যতার মাপকাঠিতে কত উত্তীর্ণ তা দেখেছি চট্টগ্রামে বাছাইকৃত সাথী শিক্ষা শিবিরের শহীদ মহসিন ভাইকে। আমি লক্ষ্মীপুর জেলা থেকে ঐ টিসির ডেলিগেট ছিলাম। মহসিন ভাই তখন কেন্দ্রীয় শিক্ষা সম্পাদক। তার একটি আলোচনা আমাকে দারুণ মুগ্ধ করে। কারণ তিনি ইংরেজিও ভালো বলতেন।

এরপর আমি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হলেও সংগঠনের নির্দেশে কিছু সময় এলাকায় থাকি। সাথী শাখার কর্মীদের নিয়ে আমরা শিক্ষা শিবির আয়োজন করি উত্তর লতিফপুর। সেখানে প্রধান অতিথি ছিলেন শহীদ মহসিন ভাই। সম্ভবত তখন সাথী শাখায় এটিই প্রথম, আর এটি ছিল শহীদ মহসিন ভাইয়ের সাথে আমার শেষ সাক্ষাৎ। আল্লাহর নিকট প্রার্থনা- এটি দুনিয়ার শেষ সাক্ষাৎ হলেও জান্নাতে আল্লাহ যেন আবার আমাদের এক সাথে থাকার সুযোগ করে দেন।

শহীদদের অফুরন্ত মর্যাদার আরেক বিশেষ দিক হচ্ছে মহাগ্রন্থ আল কুরআনে শহীদদেরকে উচ্চ মর্যাদার এক বিশেষ মডেল হিসেবে নির্ণয় করা হয়েছে। যেমন কুরআনে ঘোষণা করা হয়েছে, 'যে ব্যক্তি আল্লাহ এবং রাসূলের আনুগত্য করবে, সে ঐসব লোকদের সঙ্গী হবে, যাদের প্রতি আল্লাহ তায়ালা নিয়ামত দান করেছেন। তারা হচ্ছেন– নবী, সিদ্দীক, শহীদ এবং সালেহ লোকগণ। প্রকৃত অবস্থা জানার জন্য আল্লাহর জ্ঞানই যথেষ্ট।' (সূরা আন নিসা : ৬৯-৭০)

এ আয়াতে পরকালীন উচ্চ মর্যাদার কয়েকটি স্তরের কথা উল্লেখ করা হয়েছে– অর্থাৎ (১) নবীগণের স্তর, (২) সিদ্দীকগণের স্তর (৩) শহীদগণের স্তর (৪) সালেহ বান্দাদের স্তর।

রাসূলে খোদা (সা) নিজেও কিছু সংখ্যক লোককে উপরোক্ত লোকদের সাহচর্য লাভে সক্ষম হওয়ার সুসংবাদ দিয়ে গেছেন। যেমন : একবার এক ব্যক্তি নবী পাকের (সা) নিকট এসে বললো, 'ওগো আল্লাহর রাসূল (সা), আমি সাক্ষ্য দিয়েছি আল্লাহ ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই এবং আপনি আল্লাহর রাসূল, পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ আদায় করি, আমার মালের যাকাত পরিশোধ করি এবং রমজান মাসের রোজা রাখি।' তার বক্তব্য শুনে নবী পাক (সা) বললেন, "তুমি যা বললে এর ওপর কায়েম থেকে যে মারা যাবে কিয়ামতের দিন সে নবী, সিদ্দীক ও শহীদগণের সাথে থাকবে।" (মুসনাদে আহমদ, আমর ইবনে মাররাহ আর জুহহানী)

আমাদের কাছে এ কথা পরিষ্কার, শাহাদাত এমন একটি উচ্চ মর্যাদার সোপান, ঐ পর্যায়ে উপনীত হওয়া প্রত্যেকটি মুমিনেরই একান্ত কাম্য। সিদ্দীক ও শহীদদের চেয়ে

www.pathagar.com

উচ্চ মর্যাদায় উপনীত হওয়ার আর কোনো অবকাশ নেই। সুতরাং শাহাদাত উচ্চ মর্যাদার মডেল। এর সম্মান আমাদেরকে শাহাদাতের প্রেরণায় করে উজ্জীবিত। ২৮ অক্টোবর শহীদ মুজাহিদের ৮-১০ হাত পেছন থেকে গুলিবিদ্ধ হয়েছি কিন্তু শাহাদাতের সৌভাগ্য হয়নি।

শহীদদের রেখে যাওয়া আমানত আজ আমাদের প্রতিটি কাজের অনুষঙ্গ। দ্বীনের ঝাণ্ডা ওড়ানোর অবাস্তবায়িত কাজ আজ আমাদের শ্রেষ্ঠ কর্ম। সম্পাদিত কর্মের চেয়ে অসম্পাদিত কর্মই এখনো অনেক বেশি। হে আল্লাহ! সারাটি জীবন যেন শহীদদের অপূর্ণ কাজকে পূর্ণতা দিতে আমাদের প্রত্যেকে অহর্নিশ প্রচেষ্টায় নিরন্তর পথ চলতে পারি সে তৌফিক তুমি আমাদের সকলকে দাও। আমিন॥

লেখক : কেন্দ্রীয় সভাপতি
বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবির ও
পিএইচডি গবেষক
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়
mrkarim_ru@yahoo.com

www.pathagar.com

শাহাদাত জান্নাত প্রাপ্তির নিশ্চয়তা

আব্বাস আলী খান

মানবজাতির আদি পিতা হযরত আদম (আঃ) জান্নাত থেকেই পৃথিবীতে পদার্পন করেন বিশেষ দায়িত্ব পালনের জন্য। দায়িত্ব পালনের পর যেখান থেকে এসেছেন সেখানেই ফিরে যেতে হবে এটাই অতি স্বাভাবিক। সকাল বেলা একটি লোক বাড়ি থেকে বাজার করতে বেরোয়। বাজার করার পর অন্যত্র কোথাও না গিয়ে সে তার বাড়িতেই ফিরে আসে। তবে কেউ যদি বাড়ি ফেরার পথ ভুলে গিয়ে অন্য পথ অবলম্বন করে তাহলে তার বাড়ি যাওয়া হয় না। ফলে তাকে চরম দুর্ভোগ পোহাতে হয়। তেমনি কেউ আপন বাড়ি থেকে বিশেষ কাজে বিদেশে গেলে পুনরায় তাকে বাড়িত ফিরে আসতে হয়। অতএব, মানব জাতি যে জান্নাত থেকে দুনিয়ায় এসেছে, দুনিয়ার জীবন শেষে তার ফিরে যাওয়ার স্থানই হলো জান্নাত। এখন জানতে হবে কি মানুষ দুনিয়ায় এসেছে এবং কি কাজ করলে জান্নাতের পথে চলে গন্তব্যস্থানে পৌঁছতে পারবে।

প্রথম মানুষ আল্লাহর প্রথম খলিফা ও প্রথম নবী হযরত আদম (আঃ) দুনিয়ায় আসার সময় তার দায়িত্ব কর্তব্য সম্পর্কে আল্লাহ তাকে বলেন, আমার পক্ষ থেকে আইন বিধান ও পথ নির্দেশনা যাবে। তদনুযায়ী গোটা জীবন পরিচালনা করলে জীবন সার্থক হবে এবং কোন দুঃখ ও দুঃশ্চিন্তার কারণ থাকবে না।

এর থেকে বুঝা গেল যে, মানুষের দুনিয়ায় আসার এবং সৃষ্টির উদ্দেশ্য জীবনের সকল ক্ষেত্রে একমাত্র আল্লাহর হুকুম আইন শাসন মেনে চলা। কিন্তু সমাজে আল্লাহর আইন শাসনের পরিবর্তে যদি মানুষের আইন শাসন চালু থাকে, তাহলে তা প্রত্যাখ্যান করে আল্লাহর আইন শাসন কায়েমের সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালাতে হবে। যাকে কুরআনের পরিভাষায়- 'জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহ' বলা হয়েছে। এটাকে বাংলা ভাষায় ইসলামী আন্দোলন বলা যেতে পারে। এ আন্দোলন সফল হলেই তাকে ইসলামী ইনকিলাব বা ইসলামী বিপ্লব বলা হয়। একে ইকামতে দ্বীন ও বলা হয়। একজন মুমিনের জীবনের লক্ষ্যই ইসলামী ইনকিলাব। প্রথমে ইনকিলাব তার অন্তর রাজ্যে, ঘরে, দেশে এবং সর্বশেষে গোটা বিশ্বে। এরজন্য মুমিনদের যিন্দিগী তিন স্তরে বিভক্ত- হিযরত, জিহাদ ও শাহাদাত।

এ এক অনস্বীকার্য সত্য যে ত্যাগ ও কুরবানী ব্যতীত মহৎ কাজ করা যায় না। আখেরাতে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যেই যেহেতু সর্বাত্মক চেষ্টা ও সংগ্রাম, সে জন্যে খোদাপ্রেম ব্যতীত ত্যাগ ও কুরবানী সম্ভব নয়। খোদাপ্রেমিক মুমিন খোদাপ্রেমে উন্নত হয়ে অকাতরে তার আপনজন, আত্মীয় স্বজন, ঘরদোর, ক্ষেত-খামার, ব্যবসা-বাজিন্য কুরবানী করবে এটাইতো স্বাভাবিক। সাহাবায়ে কেরাম তাদের মক্কী জীবনে এ কুরবানীর অনুপম দৃষ্টান্ত স্থাপন করে গেছেন, এটাই হিযরত।

মুমিনের যিন্দিগীর দ্বিতীয় স্তর জিহাদ। ঈমান ও জিহাদ ওতপ্রোতভাবে জড়িত। জিহাদ ব্যতীত ঈমান অর্থহীন। আল্লাহ বলেন-

"প্রকৃত পক্ষে মুমিন তারাই যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের প্রতি ঈমান এনেছে, তারপর এ সম্পর্কে কোন দ্বিধাদ্বন্ধ সন্দেহ পোষণ করে না এবং নিজেদের মাল ও জান দিয়ে আল্লাহর পথে জিহাদ করেছে, তারাই ঈমানের দিক থেকে সত্যবাদী। (হুজরাত ঃ১৫)

www.pathagar.com

ঈমানের বাস্তব রূপই জিহাদ। কুরআনের বহু স্থানেই তাই জিহাদের ডাক দেয়া হয়েছে। তাই একজন মুমিনের গোটা জীবন এবং জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত জিহাদের ভেতর দিয়েই কেটে যায়। জিহাদ করতে হলে শাহাদাতের অভিলাষ অবশ্যই হৃদয়ে পোষণ করতে হবে। যে দিলে আল্লাহর জন্য জীবন বিলিয়ে দেয়ার অভিলাষ নেই, সে দিলে ঈমানের কোন স্থান নেই। এ ব্যাপারে সাহাবায়ে কেরাম সর্বোত্তম আদর্শ। এখন দেখা যাক কুরআন পাকে আল্লাহর পথে জীবন দান কারীদের কর্মফল সম্পর্কে কী বলা হয়েছে। আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য তাঁর পথে যারা জীবন বিলিয়ে দিল তাকে কি করে আল্লাহ ভুলে যেতে পারেন? এমনটা কি চিন্তা করা যায় যে, তিনি জীবন দানকারীকে যথাযোগ্য পুরষ্কারে পুরুস্কৃত করবেন না? তিনি বলেনঃ

১। " তোমরা যদি খোদার পথে নিহত হও কিংবা মারা যাও তা হলে খোদার পথে থেকে যে ক্ষমা ও রহমত তোমাদের ভাগ্যে হবে, তা সে সব লোক যা কিছু সংগ্রহ করে তার চেয়ে অনেক উত্তম।" (আল ইমরান ঃ ১৫৭)

এখানে দুটি পক্ষের তুলনা মূলক অবস্থা তার পরিণাম ফল বড়ো সুন্দর করে বলা হয়েছে। একটি মুমিনদের পক্ষ অন্যটি কাফের ও খোদাদ্রোহীদের পক্ষ। প্রথম পক্ষ কাফেরদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে জীবন দিচ্ছে। মৃত্যুর পর তাদের জন্যে রয়েছে খোদার পক্ষ থেকে মাগফেরাত ও রহমত। তার ফলে তাদের স্থান জান্নাতে। দ্বিতীয় পক্ষ খোদা ও আখেরাতের প্রতি অবিশ্বাসী। তারা দুনিয়ার ভোগ বিলাসের জন্যে ধনদৌলত ও আনন্দ সম্ভোগের উপাদান স্তুপীকৃত করতে থাকে। মৃত্যুর পর এ সব তাদের কল্যাণেই আসে না। বরঞ্চ তাদের স্থান হবে জাহান্নামে। তাই বলা হয়েছে, আল্লাহর পথে যারা নিহত হলো অথবা মারা গেল তাদেরকে যে মাগফেরাত ও রহমত দ্বারা বাধিত করা হবে তা প্রতিপক্ষের অঢেল ধনসম্পদ থেকে অনেক উত্তম।

২। "এবং যারা খোদার পথে হিজরত করেছে, তারপর নিহত হয়েছে অথবা মারা গেছে আল্লাহ তাদেরকে উৎকৃষ্ট জীবিকা দান করবেন। নিশ্চয় আল্লাহ উৎকৃষ্টতম জীবিকাদাতা। তিনি তাদেরকে এমন স্থানে প্রবেশ করাবেন যাতে তারা সন্তুষ্ট হয়।" (হজ্ব ঃ ৫৮-৫৯)

যে স্থানে প্রবেশ করালে তারা সন্তুষ্ট হবে তা জান্নাত ছাড়া আর কী হতে পারে? অর্থাৎ আল্লাহর পথে লড়াই করতে গিয়ে যারা প্রতিপক্ষের হাতে নিহত হয় অথবা লড়াই কালে স্বাভাবিক মৃত্যু বরণ করে এ উভয়কেই শহীদ বলা হয়েছে। তাদের স্থান হবে জান্নাতে।

৩। " আর যারা আল্লাহর পথে নিহত হবে আল্লাহ তাদের আমলসমূহ নষ্ট হতে দিবেন না। তিনি তাদেরকে সুপথ দেখাবেন এবং তাদের অবস্থা সুসংহত করে দিবেন। এবং তাদেরকে সেই জান্নাতে প্রবেশ করাবেন যার বিষয়ে তিনি তাদেরকে অবহিত করেছেন।" (মুহাম্মদঃ ৪-৬)

এখানে আল্লাহর পথে নিহত অর্থাৎ শহীদ যারা তাদেরকে আল্লাহ সুপথ দেখাবেন বলা হয়েছে। এখানে সুপথ অর্থ জান্নাতে যাওয়ার সোজা সরল পথ-সিরাতুল মুস্তাকীম। আর এ পথ ধরেই তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে।

৪। "আমি তো তোমাদের রবের উপর ঈমান এনেছি। তোমরাও আমার কথা মেনে নাও। (লোকেরা তাকে হত্যা করলো এবং নিহত ব্যক্তিকে বলা হলো) প্রবেশ কর জান্নাতে সে বললো; হায় আমার জাতি যদি জানতে পারতো আমার রব কোন জিনিসের বদৌলতে আমাকে ক্ষমা করেছেন। (ইয়াসীনঃ ২৫-২৭)

www.pathagar.com

এখানে এক মুমিন বান্দাহর ইসলামী দাওয়াত পেশ ও তার পরিণাম সম্পর্কে বলা হয়েছে। মুমিন ব্যক্তি তাঁর কাফের জাতির কাছে ইসলামের দাওয়াত পেশ করতে গিয়ে বলেন, 'হে আমার জাতি! যিনি আমার স্রষ্টা ও রব তিনি তোমাদেরও স্রষ্টা ও রব। তাঁর উপর আমি ঈমান এনেছি। অতএব, তোমরাও তাঁর উপর ঈমান আন'। দুর্বৃত্ত জাতি তাঁর কথায় খোদার প্রতি ঈমান আনলোই না, বরঞ্চ তাঁকে হত্যা করলো। আল্লাহ তাঁকে শহীদের মর্যাদা দান করে জান্নাতে প্রবেশের নির্দেশ দেন।

মুমিন ব্যক্তি তাঁর হত্যাকারীদের কোন ফরিয়াদ না করে দুঃখ প্রকাশ করে বলেন, আমার জাতি যদি জানতো যে, আল্লাহর প্রতি ঈমান এবং তাঁর পথে জীবন দেয়ার বদৌলতে আল্লাহ আমাকে জান্নাতে সম্মানিত লোকদের মধ্যে শামিল করেছেন, তা হলে কতোই না ভাল হত। তারা আমাদের কতল না করে হয়তো আমার রবের প্রতি ঈমানই আনতো। এখানে শহীদ ব্যক্তির তাঁর প্রতি পক্ষের অনুপম আচরণও প্রশংসনীয়।

৫। "যারা খোদার পথে নিহত হয়েছে তাদেরকে মৃত মনে করো না। প্রকৃতপক্ষে তারা জীবিত। তারা খোদার পক্ষ থেকে রিযিক পাচ্ছে। আল্লাহ তাদেরকে নিজ অনুগ্রহে যা কিছু দান করেছেন তা পেয়ে তারা খুশি ও পরিতৃপ্ত। আর যে সব ঈমানদার লোক তাদের পেছনে দুনিয়ায় রয়ে গেছে এবং এখনো তাদের সাথে মিলিত হয়নি, তাদের জন্যে কোন ভয় ও চিন্তা নেই জেনে তারা সন্তুষ্ট ও নিশ্চিত। তারা খোদার নিয়ামত অনুগ্রহ লাভ করে উৎফুল্ল এবং জানে যে মুমিনদের কর্ম ফল আল্লাহ নষ্ট করবেন না।" (আল-ইমরানঃ ১৬৯-১৭১)

৬। "পক্ষান্তরে রাসুল ও তার প্রতি ঈমানদার লোকেরা নিজেদের মাল ও জান দিয়ে জিহাদ করেছে। এখন সব রকমের কল্যাণতো তাদেরই জন্যে। আর তারাই কল্যাণ লাভে সফল হবে। আল্লাহ তাদের জন্যে জান্নাত (বাগ-বাগিচা) রচনা করে রেখেছেন যার নিম্ন দেশ থেকে নদ-নদী সতত প্রবাহমাণ। এখানে তারা থাকবে চিরকাল আর এটাই বিরাট সাফল্য। (তওবাঃ ৮৮-৮৯)

আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের লক্ষ্যে তাঁর দ্বীনকে বিজয়ী করার জন্যে জান ও মালের কুরবানী দিয়ে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা ও সংগ্রামকে বলা হয় জিহাদ। জিহাদের চরম পর্যায়ে প্রতিপক্ষের সাথে লড়াই করতে হতে পারে। সে লড়াইয়ে উভয় পক্ষের কিছু সংখ্যক লোকের হতাহত হওয়াও স্বাভাবিক। আল্লাহর দ্বীন বিজয়ী করার জন্যে যারা লড়াই করতে গিয়ে নিহত হয় তাদেরকে শহীদ বলা হয়। 'শহীদ' শব্দের অর্থ সাক্ষ্যদাতা। যে ব্যক্তি আল্লাহর উপর ঈমান এনেছে, যে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যে তার মাল ও জান আল্লাহর পথে বিলিয়ে দেয়ার শপথ করে, সে আল্লাহর পথে জীবন দিয়ে তার ঈমানের বাস্তব সাক্ষ্য দান করলো। তাই তাকে ইসলামী পরিভাষায় শহীদ বলা হয়।

এক বেদুইন ইসলাম গ্রহনের পর নবী পাকের (সাঃ) দরবারে হাজির হয়ে বলেন, "হে আল্লাহর রাসুল! আমি আমার সব কিছু পরিত্যাগ করে সর্বদা আপনার খেদমতের থাকার জন্যে এসেছি। হুজুর (সঃ) খুশি হয়ে তাঁকে থাকার অনুমতি দেন। সে ব্যক্তির মনের একান্ত বাসনা ছিল, যুদ্ধে শত্রুর তীরের আঘাতে মৃত্যু বরণ করা।

www.pathagar.com

একটি যুদ্ধে তিনি নিহত হন এবং দুশমনের নিক্ষিপ্ত তীর তাঁর গলদেশে বিদ্ধ হয়েছিল তাঁকে নবী পাকের (সাঃ) সামনে আনার পর তিনি তাঁর আপন জামা নিহত ব্যক্তির লেবাসে পরিয়ে দিয়ে বলেন- "হে খোদা! এ তোমার বান্দাহ। সে হিজরত করে এসছে। তারপর তাকে নিহত করে শহীদ করা হয়েছে। আমি তার সাক্ষী।" এ একটি দীর্ঘ হাদীসের অংশ। হাদীসটি বর্ণনা করেছেন ইমাম নাসায়ী। এর থেকে এ কথা প্রমাণিত হয়, জিহাদে ইসলাম বিরোধী শক্তির হাতে নিহত হলে তাকে শহীদ বলা হয় এবং তার স্থান জান্নাতে চিরকালের জন্যে।

উপরে সূরা তওবার আয়াতে এ কথা বলা হয়েছে যে, মাল ও জান দিয়ে যারা আল্লাহর পথে তাঁর দ্বীন বিজয়ী করার জন্যে জিহাদ করেছে, তারা দুশমনের হাতে নিহত হোক বা না হোক, তাদের জন্যেও জান্নাত। একথাটি উপর বর্ণিত সূরা হজ্জের ৫৮-৫৯ আয়াতেও বলা হয়েছে ।

শাহাদাতের নিয়তে জিহাদে বা লড়াইয়ে যোগদান করে যদি কেউ দুশমনের হাতে নিহত না হয়ে মৃত্যু বরণ করে, তাহলে সেই প্রকৃত শহীদ এবং জান্নাত তার জন্যে নিশ্চিত। তাবুকের অভিযানকালে হুজুর (সঃ) আব্দুল্লাহ দুল জাবেদাইনের শাহাদাতের জন অত্যন্ত ব্যাকুলতা দেখে বলেছিলেন; "তুমি জ্বর হয়ে মরলেও হবে প্রকৃত শহীদ।"

তাই হয়েছিল তবুক পৌছার দু'একদিন পরেই প্রচন্ড জ্বরে আব্দুল্লাহ বিন জাবেদাইন (রাঃ) মৃত্যুবরণ করেন। হুজুর (সঃ) তাঁর কবরের পাশে দাঁড়িয়ে দোয়া করেন, হে খোদা! আজ সন্ধ্যা পর্যন্ত আমি আব্দুল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট ছিলাম, তুমিও সন্তুষ্ট হয়ে যাও।

এ বিষয়ের উপর দীর্ঘ আলোচনা করা যেতে পারে এবং অনেক অনুপম দৃষ্টান্ত পেশ করা যেতে পারে। এ প্রবন্ধে তার অবকাশ নেই। শাহাদাতের মর্যাদা লাভের জন্যে খাঁটি মুমিন হওয়া এবং একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ জীবনের লক্ষ্য হওয়া শর্ত। আল্লাহ যেন আমাদেরকে শাহাদাত লাভের সৌভাগ্য দান করেন।

লেখকঃ প্রাক্তন নায়েবে আমীর, বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী

www.pathagar.com

শাহাদাতের খুনরাঙ্গা পথে আসহাবে রাসূল (সাঃ)

মুহাম্মদ আব্দুল মা'বুদ

সাহাবা ঐ সকল ভাগ্যবান মানব-মানবী যাঁরা হযরত রাসূলে আকরাম (সাঃ) এর প্রতি ঈমান সহকারে তাঁর সাক্ষাৎ ও সাহচর্য লাভে ধন্য হয়েছেন এবং ইসলামের উপর অটল থেকে মৃত্যু বরণ করেছেন। হযরত রাসূলে কারীম (সঃ) যে সর্বোত্তম সমাজের ভিত্তি স্থাপন করেছিলেন, সাহাবায়ে কিরাম হচ্ছেন তাঁর প্রথম নমুনা। রাসূলে পাকের সুহবতের বরকতে তারা মহান মানবতার বাস্তব রূপ ধারণ করেছিলেন। আদর্শ ও ইনসাফ, তাকওয়া ও খাওফে খোদা এবং দিয়ানাত ও ইহসানের তাঁরা ছিলেন মূর্ত প্রতীক। তাঁদের মধ্যে এই বোধ ও বিশ্বাস দৃঢ়মূল হয়েছিল যে, এই পৃথিবীতে তাঁদের আগমন কেবল ইসলামের ঝান্ডা সমুন্নত করা এবং মানবজাতির মধ্যে সত্য ও ন্যায় প্রতিষ্ঠার জন্য। এখানে তাঁদেরকে খিলাফতে ইলাহিয়ার আমীন বা পরম বিশ্বাসীরূপে আল্লাহর উদ্দেশ্য ও ইচ্ছা পূরণ করতে হবে।

সাহাবায়ে কিরাম যে সমাজ বিনির্মাণ করেছিলেন, তা ছিল একটি আদর্শ মানবসমাজ। তাঁদের কর্মকান্ড মানবজাতির জন্য অনুকরণীয়। জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে তাঁদের প্রতিটি আচরণ তুলনাবিহীন। তাঁরা ছিলেন একে অপরে প্রতি শ্রদ্ধা ও সহানুভূতিশীল। গরীবি ও মুহতাজ শ্রেণীর প্রয়োজন ও চাহিদাকে তাঁরা সব সময় অগ্রাধিকার দিতেন। বীরত্ব ও সাহসিকতায় তাঁরা ছিলেন নজিরবিহীন। রাসূলুল্লাহর (সঃ) ইত্তেবা বা অনুগত্য ও অনুকরণ ছিল তাঁদের জীবনের মূল লক্ষ্য। তাঁদের জীবন-মরণ উভয়ই ছিল ইসলামের জন্য। ঈমান ও বিশ্বাস তাঁদের সকল সুপ্ত প্রতিভা ও যোগ্যতাকে আলোড়িত করে দিয়েছিল তাঁরা খুব অল্প সময়ে বিশ্বের সর্বাধিক অংশ প্রভাবিত করতে সক্ষম হয়েছিলেন। তাঁদের সামরিক ও সাংগঠনিক যোগ্যতার ভুরি ভুরি নজির ইতিহাসের পাতায় বিদ্যমান। তাঁরা আত্মত্যাগের এমন দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন যার তুলনা পৃথিবীর ইতিহাসে বিরল। তাঁদের সেই চরম আত্মত্যাগের কিছু কথা আমরা এখানে তুলে ধরব।

ইয়াসির ইবন আরেম "ঈসার পরিবার

ইসলামের জন্য হযরত ইয়াসির ইবন আমেরের পরিবারটি আত্মত্যাগের যে দৃষ্টন্ত স্থাপন করেছে চিরদিন তা ইতিহাসের পাতায় অম্লান থাকবে। হযরত ইয়াসিরের আদি বাসস্থান ছিল ইয়ামেনে। কাহতান বংশের সন্তান তিনি। তাঁর এক ভাই হারিয়ে যায়। হারানো ভাইয়ের খোঁজে অন্য দুই ভাই হারিস ও মালিককে সঙ্গে করে তিনি মক্কায় পৌছেন। অন্য দুই ভাই ইয়ামেন ফিরে গেলেও তিনি একা মক্কায় থেকে যান। মক্কার বনী মাখযুমের সাথে মৈত্রী চুক্তিতে আবদ্ধ হয়ে আবু হুজাইফা মাখযুমীর সুমাইয়া নাম্নী এক দাসীকে বিয়ে করেন। এই সুমাইয়ার গর্ভেই হযরত আম্মার (রাঃ) জন্মগ্রহণ করেন। আম্মারের জন্মের পর মনিব আবু হুজাইফা সন্তানসহ সুমাইয়াকে দাসত্ব থেকে মুক্ত করে দেন।

হযরত সুমাইয়া (রাঃ) ছিলেন তাদের মত যাঁরা কেবল ইসলামের জন্য সব রকম নির্যাতন ও নিপীড়নের শিকার হয়েছেন। ইবনুল আসীর ও হাফেজ ইবন হাজারের মতে সুমাইয়া ছিলেন ইসলাম গ্রহণকারীদের মধ্যে সপ্তম। তিনিই প্রথম মহিলা যিনি সত্যের পথে নানা রকম নির্যাতন ভোগ করেছেন এবং অসীম ধৈর্য ও দৃঢ়তার সাথে আল্লাহর পথে

www.pathagar.com

শাহাদাত বরণ করেছেন। হযরত সুমাইয়া খুব দুর্বল ও বয়োবৃদ্ধা হয়ে গিয়েছিলেন। শেষ বয়সেই তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। তিনি ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন, শুধু এই অপরাধে মক্কার পৌত্তলিকরা তাঁর দেহে লৌহবর্ম পরিয়ে দুপুর রোদে মক্কার উত্তপ্ত বালুর উপর দাঁড় করিয়ে রাখতো। কিন্তু এতেও তাঁর ধৈয্য ও দৃঢ়তার বিন্দুমাত্র ঘাটতি দেখা দিত না। রাসূল (সাঃ) পথ চলতে যখন এ দৃশ্য দেখতেন তখন তিনি বলতেন, ওহে ইয়াসিরের পরিবার-পরিজন। তোমরা ধৈর্য্য ধর। তোমাদের জন্য জান্নাত। দিন এভাবে কাটতো। রাতে একটু শান্তিতে থাকতেন। প্রতিদিনের মত একদিন নির্যাতন ভোগ করে সন্ধ্যায় ঘরে ফিরলেন। তখন আবু জাহল ক্রোধে উন্মত্ত হয়ে গালি দিতে দিতে তাঁকে লক্ষ্য করে একটি বর্শা ছুঁড়ে মারলো। আর সে বর্শায় বিদ্ধ হয়ে তিনি শাহাদাত বরণ করলেন। মায়ের এভাবে মৃত্যুতে হযরত 'আম্মার ভীষণ দুঃখ পেলেন। রাসূলুল্লাহর (সাঃ) নিকট এসে বললেন, 'ইয়া রাসূলুল্লাহ! জুলুম নির্যাতন তো চূড়ান্ত মাত্রায় পৌছেছে। রাসূল (সাঃ) আম্মারকে সবর করতে বললেন এবং এই দু'আ করলেনঃ

" হে আল্লাহ! ইয়াসিরের পরিার-পরিজনের কাউকে তুমি দোযখে দিওনা।"

হযরত সুমাইয়ার (রাঃ) ঘাতক নরাধম আবু জাহল বদর যুদ্ধে নিহত হয়। রাসূল (সাঃ) তখন আম্মারকে বলেছিলেনঃ

"আল্লাহ তোমার মায়ের ঘাতককে হত্যা করে বদলা নিয়েছেন"।

হিজরতের পূর্বেই তিনি শাহাদাত বরণ করেন। সুতরাং তিনিই ইসলামের প্রথম শহীদ।

হযরত আম্মার ইবনে ইয়াসির (রাঃ)

হযরত আম্মার ও হযরত সুহাইব ইবন সিনান, এ দুজন একই সাথে ইসলাম গ্রহণ করেন। আম্মার বলেন, আমি সুহাইবকে আরকাম ইবন আবিল আরকামের বাড়ির দরজায় দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে জিজ্ঞেস করলাম, ' তোমার উদ্দেশ্যে কি? সে বললো; প্রথমে তোমার উদ্দেশ্যটি কি তাই বল। বললাম; মুহাম্মদের সাথে সাক্ষাৎ করে তাঁর কাছ থেকে কিছু শুনতে চাই। সে বললো; আমারও সেই একই উদ্দেশ্য। তারপর দুইজন এক সাথে ইসলাম গ্রহণ করেন। আম্মারের সাথে অথবা কিছু আগে বা পরে তার পিতা ইয়াসিরও ইসলাম গ্রহণ করেন।

হযরত আম্মার ইসলাম গ্রহণ করে দেখলেন আবু বকর ছাড়া আর মাত্র পাঁচ জন পুরুষ ও দু'জন নারী তার আগে ইসলাম গ্রহণ করেছেন। তার অর্থ এই যে, তখন মাত্র এ কয়জনই তাঁদের ইসলাম গ্রহণের কথা প্রকাশ্যে ঘোষণা করেছিলেন। অন্যথায় সহীহ বর্ণনা মতে আম্মারের পূর্বে তিরিশেরও অধিক ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু তাঁদের অধিকাংশ কাফিরদের ভয়ে ইসলাম গ্রহণের কথা গোপন রেখেছিলেন।

মক্কা হযরত আম্মারের জন্মভূমি নয়। আপন বলতে সেখানে কেউ তাঁর ছিল না। পার্থিব আভিজাত্য বা ক্ষমতাও তাঁর ছিল না। এমনি এক অবস্থায় তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন এবং ঈমানী জযবায় একদিনও বিষয়টি গোপন রাখতে পারলেন না, সবার কাছে প্রকাশ করে দিলেন। মক্কার মুশরিকরা দূর্বল পেয়ে তাঁর এবং তাঁর পরিবারের লোকদের উপর নানা ধরনের নির্যাতন শুরু করে দিল। দুপুরের প্রচন্ড গরমের সময় উত্তপ্ত পাথরের উপর

www.pathagar.com

তাঁকে চিৎ করে শুইয়ে দেয়া হতো, জ্বলন্ত লোহা দিয়ে শরীর ঝলসে দেয়া হতো। কিন্তু আম্মারের ঈমানী শক্তির কাছে মুশরিকদের সকল অত্যাচার ও উৎপীড়ন পরাজিত হল।

হযরত আম্মারের মা হযরত সুমাইয়াকে নরাধম আবু জাহেল নির্মমভাবে শহীদ করে। আম্মারের পিতা ইয়াসির এবং ভাই আব্দুল্লাহরও মুশরিকদের অত্যাচারের শিকার হয়ে শাহাদাত বরণ করেন। একদিন মুশরিকরা আম্মারকে আগুনের অঙ্গারের উপর শুইয়ে দিয়েছে। এমন সময় রাসূল (সাঃ) সেখানে উপস্থিত হলেন। তিনি ব্যথিত চিত্তে আম্মারের মাথায় হাত রেখে বললেন; ' হে আগুন! ইব্রাহীমের মত তুই আম্মারের জন্য ঠান্ডা হয়ে যা'। রাসূল (সাঃ) যখনই আম্মারের বাড়ির ধার দিয়ে যেতেন এবং তাদেরকে নির্যাতিত অবস্থায় দেখতে পেতেন, সান্ত্বনা দিতেন। একদিন তিনি বললেন; 'আম্মার পরিবারের লোকেরা! তোমাদের জন্য সুসংবাদ, জান্নাত তোমাদের জন্য প্রতীক্ষা করছে।'

একদিন মুশরিকরা তাঁকে এত দীর্ঘ সময় পানিতে ডুবিয়ে রাখে যে, তিনি সংজ্ঞা হারিয়ে ফেলেন। এ অবস্থায় শত্রুরা তাঁর মুখ দিয়ে তাদের ইচ্ছোমত স্বীকৃতি আদায় করে নেয়। চেতনা ফিরে পেয়ে তিনি অনুশোচনায় জর্জরিত হতে লাগলেন। কাঁদতে কাঁদতে রাসূলুল্লাহর (সাঃ) দরবারে হাজির হলেন। রাসূল (সাঃ) জিজ্ঞেস করলেন, আম্মার খবর কি? আম্মার জবাব দিলেন, আজ আপনার শানে কিছু খারাপ এবং তাদের উপাস্যদের সম্পর্কে কিছু ভালো কথা না বলা পর্যন্ত আমি মুক্তি পাইনি। রাসূল (সাঃ) প্রশ্ন করলেন, তোমার অন্তর কি বলছে? বললেন, 'আমার অন্তর ঈমানে পরিপূর্ণ।' প্রিয় নবী (সাঃ) অত্যন্ত দরদের সাথে তাঁর চোখের পানি মুছে দিয়ে বললেন, 'কোন ক্ষতি নেই। এমন অবস্থার মুখোমুখি হলে আবারও এমন করবে।'

তারপর তিনি সূরা আন নাহলের নিম্নোক্ত আয়াতটি তিলাওয়াত করেনঃ

" যে ব্যক্তি ঈমান আনার পর কুফরি করে, তবে যাদেরকে বাধ্য করা হয় এবং তাদের অন্তর ঈমানের উপর দৃঢ় (তাদের কোন দোষ নেই)।"

(আন নাহল-১০৬)

একবার হযরত সাঈদ ইবন যুবাইর (রাঃ) হযরত আব্দুল্লাহ ইবন আব্বাসকে (রাঃ) জিজ্ঞেস করেছিলেন, 'কুরাইশরা কি মুসলমানদের উপর এতই অত্যাচার চালাতো যে তারা দ্বীন ত্যাগ করতে বাধ্য হতো?' জবাবে তিনি বলেছিলেন, আল্লাহর কসম হ্যাঁ, কুরাইশরা তাদেরকে মারতো, অনাহারে রাখতো, এমনকি তারা এতই দুর্বল হয়ে পড়তো যে, উঠতে বসতে অক্ষম হয়ে যেত। এ অবস্থায় তাদের অন্তরের বিরুদ্ধে কুরাইশরা বিভিন্ন বিষয়ে স্বীকৃতি আদায় করে নিত। এসব নির্যাতিত মুসলিমদের একজন 'আম্মার ইবন ইয়াসির'। বদর থেকে তাবুক পর্যন্ত যত যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছে তার সবগুলিতে আম্মার অংশ গ্রহণ করেন। মুসায়লামা আল কাজ্জাবের বিরুদ্ধে ইয়ামামার যুদ্ধে আম্মারের একটি কান মস্তক থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে মাটিতে পড়ে লাফাতে থাকে। তা সত্বেও তিনি বেপরোয়াভাবে হামলার পর হামলা চালাতে থাকেন। যে দিকে তিনি যাচ্ছিলেন, শত্রু পক্ষের ব্যূহ তছনছ হয়ে যাচ্ছিল। একবার মুসলিম বাহিনী ছত্রভঙ্গ হবার উপক্রম হলো। আম্মার বিস্তীর্ণ মাঠের মাঝখানে একটি পাথরের কাছে দাঁড়িয়ে চেঁচিয়ে বলতে থাকেন, 'ওহে মুসলিম মুজাহিদবৃন্দ! তোমরা কি জান্নাত থেকে পালাচ্ছো? আমি আম্মার ইবনে ইয়াসির। এসো, আমার দিকে এসো। এই আহ্বান মুসলিম বাহিনীর মধ্যে যাদুর মত কাজ করে। তারা আবার রুখে দাঁড়ায়। বিজয় ছিনিয়ে আনে। খলীফা হযরত উমারের

www.pathagar.com

(রাঃ) খিলাফত কালে হযরত আম্মার (রাঃ) তখন কুফার ওয়ালী। একবার এক ব্যক্তি তাঁকে 'কানকাটা' বলে গালি দেয়। তিনি দুঃখ প্রকাশ করে বলেন; 'আফসোস! তুমি আমার সবচেয়ে প্রিয় ও ভালো কানটিকে গালি দিলে, যেটি আল্লাহর পথে কাটা গেছে।

হযরত আলী ও মুয়াবিয়ার (রাঃ) মধ্যে সিফফীনের যুদ্ধ হয়। হযরত আম্মার এ যুদ্ধে আলীর (রাঃ) পক্ষে যোগদান করেন। তখন

তার বয়স একানব্বই মতান্তরে তিররনব্বই বছর। এই বৃদ্ধ বয়সে তিনি জিহাদের প্রেরণায় ঘরে বসে থাকতে পারেননি। তিনি নিশ্চিতভাবে উপলব্ধি করেছিলেন যে, সত্য আলীর (রাঃ) পক্ষে। তাই এই বয়সেও বীর বিক্রমে যুদ্ধ করেন। তিনি যে দিকেই আক্রমণ করতেন, বিপক্ষে শিবির ছত্রভঙ্গ হয়ে যেত। একবার বিপক্ষ শিবিরের ঝান্ডাবাহী হযরত আমর ইবনুল আসের (রাঃ) উপর তাঁর নজর পড়লো। তিনি বললেন, আমি এই ঝান্ডাবাহীর বিরুদ্ধে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) সাথে তিনবার যুদ্ধ করেছি। তার সাথে এটি আমার চতুর্থ যুদ্ধ। আল্লাহর কসম! সে যদি আমাকে পরাজিত করে 'হাজার' নামক স্থান পর্যন্ত ঠেলে নিয়ে যায়, তবুও আমি বিশ্বাস করবো, আমরা সত্য এবং তারা মিথ্যার উপর। উল্লেখ্য যে, আমর ইবনুল আস ষষ্ঠ হিজরীর পর ইসলাম গ্রহণ করেন। বদর, উহুদ ও খন্দকে তিনি মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন। আম্মার সে দিকেই ইঙ্গিত করেছেন।

সিফ্ফীনের যুদ্ধে আলীর (রাঃ) পক্ষে যোগদানের জন্য তিনি মানুষকে আহ্বান জানিয়ে বলতেন, "ওহে জনমন্ডলী! আমাদের সাথে এমন লোকদের বিরুদ্ধে জিহাদে বের হও, যারা মনে করে, তারা উসমানের রক্তের বদলা নিবে। আল্লাহর কসম! রক্তের বদলা নেয়া তাদের উদ্দেশ্য নয়। তবে তারা দুনিয়ার মজা লাভ করেছে। সে মজা আরো লাভ করতে চায়। ইসলামের প্রাথমিক পর্বে তাদের এমন কোন অবদান নেই যার ভিত্তিতে তা মুসলিম উম্মাহর আনুগত্য দাবি করতে পারে। মুসলিম উম্মাহর নেতৃত্বের কোন হক তাদের নেই। তাদের অন্তরে এমন কিছু আল্লাহর ভীতি নেই যাতে তারা হকের অনুসারী হতে পারে। তারা উসমানের রক্তের বদলার কথা বলে মানুষকে ধোঁকা দিচ্ছে। স্বৈরাচারী রাজা হওয়া ছাড়া তাদের আর কোন উদ্দেশ্যে নেই।"

সিফ্ফীনের যুদ্ধ তখন চলছে। একদিন সন্ধ্যায় হযরত আম্মার কয়েক ঢোক দুধ পান করে বললেন,; রাসূল (সাঃ) আমাকে বলেছেন, 'দুধই হবে তোমার শেষ খাবার।' তারপর 'আজ আমি আমার বন্ধুদের সাথে মিলিত হব, আমি মুহাম্মদ (সাঃ) ও তাঁর সাথীদের সাথে মিলিত হব।' একথা বলতে বলতে সৈনিকদের সারিতে যোগ দিলেন। অতঃপর প্রচন্ড বেগে শত্রু শিবিরের উপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন। উল্লেখ্য যে, বিরোধী শিবিরের লোকেরা হযরত আম্মারকে সব সময় এড়িয়ে চলতো। কারণ তাঁর সম্পর্কে রাসূলুল্লাহর (সাঃ) ভবিষ্যদ্বানী 'আম্মারকে একটি বিদ্রোহী গোষ্ঠি হত্যা করবে' এবং তাঁর বিরাট ফজিলত ও মর্যাদা তাদের জানা ছিল। কিন্তু তাদের মধ্যে এমন অনেকে ছিল যারা আম্মার সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানতো না। তাদেরই একজন ইবনুল গাবিয়া সে তীর নিক্ষেপ করে আম্মারকে প্রথমে মাটিতে ফেলে দেয়। তারপর অন্য একজন শামী ব্যক্তি তরবারি দিয়ে দেহ থেকে তাঁর মাথাটি বিচ্ছিন্ন করে ফেলে।

www.pathagar.com

হযরত আম্মারকে শহীদ করার পর হত্যাকারী দুইজনই এককভাবে এ কৃতিত্ব দাবী করে ঝগড়া শুরু করে দেয়। ঝগড়া করতে করতে তারা মুয়াবিয়ার (রাঃ) কাছে উপস্থিত হয়। হযরত আমর ইবনুল আসও তখন সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তিনি বললেন; আল্লাহর কসম! এরা দুইজন জাহান্নামের জন্য ঝগড়া করছে। একথায় হযরত আমীর মুয়াবিয়া (রাঃ) একটু ক্ষুন্ন হয়ে বললেন; আমরা, তুমি এ কি বলছো? যারা আমাদের জন্য জীবন দিচ্ছে, তাদের সম্পর্কে এমন কথা বলছো? আমর বললেন; 'আল্লাহর কসম! এটাই সত্য। আজ থেকে বিশ বছর পূর্বে যদি আমার মরন হতো কতই না ভালো হত।'

হযরত আম্মারের শাহাদাতের পর হযরত আমর ইবনুল আস দারুন বিচলিত হয়ে পড়েন। তিনি এ সংঘাত থেকে দূরে সরে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হয়ে যান। কিন্তু হযরত মুয়াবিয়া তাঁকে এই বলে সান্ত্বনা দেন যে, আম্মারের হত্যাকারী আমরা নই, বরং যারা তাঁকে ঘর থেকে বের করে এই যুদ্ধের ময়দানে নিয়ে এসেছে, তারাই। হযরত আম্মারের (রাঃ) শাহাদাতের মাধ্যমে সত্য মিথ্যার ফায়সালা হয়ে যায়। হযরত খুযাইমা ইবনে সাবিত উট ও সিফ্ফীনের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু কোন পক্ষেই তরবারি কোষমুক্ত করেননি। হযরত আম্মারের শাহাদাতের পর তিনি বুঝলেন, আলীর (রাঃ) পক্ষ অবলম্বন করাই উচিৎ। তিনি এবার তরবারি কোষমুক্ত করলেন এবং হযরত মুয়াবিয়ার (রাঃ) বাহিনীর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে শাহাদাত বরণ করেন। এমনিভাবে যে সকল সাহাবী দ্বিধা-দ্বন্দ্বের আবর্তে দোল খাচ্ছিলেন, তারাও সব ঝেড়ে ফেলে আলীর (রাঃ) পক্ষ অবলম্বন করেন।

হযরত আলী (রাঃ) তাঁর প্রিয় সঙ্গী হযরত আম্মারের শাহাদাতের খবর শুনে অত্যন্ত ক্ষোভ ও দুঃখের সাথে বলে উঠলেন, 'যে দিন আম্মার ইসলাম গ্রহণ করেছেন, আল্লাহ তাঁর উপর করুণা বর্ষণ করেছেন, যেদিন তিনি শাহাদাত বরণ করেছেন, আল্লাহ তাঁর উপর করুণা বর্ষন করেছেন, এবং যখন তিনি জীবিত হয়ে উঠবেন তখন ও আল্লাহ তাঁর উপর করুণা বর্ষণ করবেন। আমি সেই সময় তাঁকে রাসূলুল্লাহর (সাঃ) সাথে দেখিছি যখন মাত্র চার পাঁচ জন লোকের ঈমানের ঘোষণা দানের সৌভাগ্য হয়েছিল। আম্মার এবং সত্য একে অপরের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। তাঁর হত্যাকারী নিশ্চিত জাহান্নামী।' অতঃপর হযরত আলী (রাঃ) তাঁর জানাযার নামাজ পড়ান এবং তাঁর রক্ত ভেজা কাপড়েই দাফন করেন।

খাব্বাব ইবনুল আরাত (রাঃ)

হযরত খাব্বাব (রাঃ) মক্কার দূর্বল শ্রেণীর এক অন্যতম সদস্য। শুধু ইসলাম গ্রহণের কারণেই তিনি চরম নির্মমতার শিকার হন। তিনিও আরবের এক অভিজাত গোত্রের সন্তান ছিলেন। অন্য একটি আরব গোত্র তাঁর গোত্রের উপর আক্রমণ করে গৃহপালিত পশুপাখি লুট করে নিয়ে যায়, গোত্রের পুরুষ সদস্যদের হত্যা করে এবং নারী ও শিশুদের

www.pathagar.com

বন্দী করে দাসে পরিণত করে। হযরত খাব্বাব সেই বন্দী শিশুদের একজন ক্রমাগত হাতবদল হয়ে মক্কার দাস কেনা-বেচার বাজারে পৌঁছেন। তখন তিনি একজন কিশোর।

বনু খুযায়া গোত্রের উম্মু আনমার নাম্নী এক মহিলা একটি দাস কেনার জন্য মক্কার বাজারে গেল। সে খাব্বাবের সুস্বাস্থ্য ও চোখে-মুখে বুদ্ধিমত্তার ছাপ দেখে পছন্দ করলো এবং ক্রয় করে বাড়ি নিয়ে এলো। সে তাঁকে তরবারি নির্মানের কলা- কৌশল শিক্ষা দিয়ে একজন দক্ষ কারিগর রূপে গড়ে তুললো এবং একটি দোকান ভাড়া নিয়ে তরবারি নির্মাণের কাজে লাগিয়ে দিল।

হযরত খাব্বাবের সততা, নিষ্ঠা, বিশ্বস্ততা এবং তরবারি নির্মাণের দক্ষতা ও নৈপুণ্যের কথা অল্প দিনের মধ্যে মক্কায় ছড়িয়ে পড়লো। মানুষ তাঁর নির্মিত তরবারি খরিদের জন্য তাঁর দোকানে ভিড় জমাতে লাগলো। তরুন হওয়া সত্বেও হযরত খাব্বাব লাভ করেছিলেন বয়স্কদের মত জ্ঞান ও বুদ্ধি। তিনি কাজের ফাঁকে অবসর সময়ে জাহিলী সমাজ যে বিপর্যয়ের মধ্যে আপাদমস্তক নিমজ্জিত সে সম্পর্কে আপন মনে ভাবতেন। তিনি ভাবতেন, কী মারাত্মক মুর্খতা ও ভ্রান্তির মধ্যেই না গোটা আরব জাতি হাবুডুবু খাচ্ছে, আর যার এক নিকৃষ্ট বলি তিনি নিজেই। তিনি চিন্তা করতেন, অবচেতন এই রাত্রির শেষ অবশ্যই আছে। এই শেষ দেখার জন্য মনে মনে নিজের দীর্ঘায়ু কামনা করতেন। দীর্ঘদিন খাব্বাবকে অপেক্ষা করতে হলো না। একদিন তিনি শুনতে পেলেন, বনু হাশিমের এক যুবক, যার নাম মুহাম্মদ ইবন আবদিল্লাহ, নবুওয়াত লাভ করেচেন। খাব্বাব তাঁর কাছে ছুটে গেলেন। তাঁর কথা শুনে বিশ্বাস স্থাপন করলেন এবং উচ্চারণ করলেন- "লাইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া আন্না মুহাম্মাদান আব্দুহু ওয়া রাসূলুহু'। এভাবে তিনি হলেন বিশ্বের ষষ্ঠ মুসলমান। এ কারণে তাঁকে সাদেসুল ইসলাম বলা হয়। অন্য একটি বর্ননা মতে তিনি তৃতীয় মুসলমান।

এখন থেকে খাব্বাবের জীবনের দ্বিতীয় অধ্যায় শুরু হলো। আর তা হলো সত্যের জন্য হাসি মুখে জুলুম অত্যাচার সহ্য করা এবং সত্যের প্রচারে জীবন বাজি রাখার অধ্যায়। তিনি ইসলাম গ্রহণের কথা কারো কাছে গোপন করলেন না। অল্প সময়ের মধ্যে এ খবর তার মনিব উম্মু আনমারের কানেও গেল। ক্রোধে সে উম্মত্ত হয়ে উঠলো। সে তার ভাই সিবা ইবন আবদিল উয্যাহ সহ বনু খুযায়ার একদল লোক সঙ্গে করে খাব্বাবের কাছে গেল। তিনি তখন গভীর মনোযোগের সাথে কাজে ব্যস্ত। একটু কাছে গিয়ে 'সিবা' বলল;

- তোমার সম্পর্কে আমরা একটি কথা শুনেছি, তবে আমরা বিশ্বাস করিনি।

- কী কথা?

- শুনেছি, তুমি নাকি ধর্ম ত্যাগ করে বনু হাশিমের এক যুবকের অনুসারী হয়েছো?

- আমি ধর্মত্যাগী হইনি, তবে লা শরীক এক আল্লাহর প্রতি ঈমান এনেছি। তোমাদের মূর্তিপূজা ছেড়ে দিয়েছি এববং সাক্ষ্য দিয়েছি, মুহাম্মদ আল্লাহর রাসূল।

কথাগুলি তাদের কানে যেতেই তারা খাব্বারের উপর ঝাঁপিয়ে পড়লো। হাত দিয়ে কিল-ঘুষি ও পা দিয়ে পিষতে শুরু করলো। দোকানের সব হাতুড়ি, লোহার পাত ও টুকরো তাঁর উপর ছুঁরে মারলো। খাব্বাব সংজ্ঞা হারিয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন, দেহ তাঁর রক্তে রঞ্জিত হয়ে গেল।

www.pathagar.com

আর এক দিনের ঘটনা। কুরাইশদের কতিপয় ব্যক্তি তাদের অর্ডার দেওয়া তরবারি নেয়ার জন্য খাব্বাবের বাড়িতে গেল। তারা খাব্বাবকে না পেয়ে অপেক্ষায় থাকলো। কিছুক্ষণ পর তিনি এলেন। তখন তার মুখমন্ডলে একটা উজ্জ্বল প্রশ্নবোধক চিহ্ন ফুটে উঠেছে। তিনি আগত লোকদের কুশলাদি জিজ্ঞেস করে বসান। তারা জিজ্ঞেস করলো; খাব্বাব, তরবারিগুলো কি তৈরী হয়েছে?

খাব্বাবের চোখে মুখে তখন একটা খুশির আভা। আপন মনে তিনি কি যেন ভাবছেন। এ সময় অবচেতনভাবে বলে উঠলেন, তাঁর ব্যাপারটি বড় অভিনব ধরনের। সাথে সাথে লোকগুলি প্রশ্ন করলো, তুমি কার কথা বলছো? আমরা তো জানতে এসেছি তরবারি গুলি বানানো হয়েছে কি না। তাদের দিকে গভীর দৃষ্টিতে তাকিয়ে খাব্বাব বললেন, তোমরা কি তাঁকে দেখেছো? তাঁর কোন কথা কি শুনেছো? তারা বিস্ময়ের সাথে একজন আরেকজনের দিকে তাকালো। একজন একটু রসিকতা করে জিজ্ঞেস করলো; তুমি দেখেছো?

খাব্বাব একটু হেঁয়ালীর মত প্রশ্ন করলেন, তুমি কার কথা বলছো? উত্তেজিত কণ্ঠে লোকটি জবাব দিলো; তুমি যার কথা বলছো, আমি তার কথাই বলছি। সত্য প্রকাশের এ সুযোগটুকু খাব্বাব ছাড়লেন না। তিনি বললেন, হ্যাঁ, তাঁকে আমি দেখেছি এবং তাঁর কথাও শুনেছি। আমি দেখেছি, সত্য তাঁর চারদিক থেকে প্রবাহিত হচ্ছে, নূর তাঁর মুখের মধ্যে দীপ্তমান হয়ে উঠছে। তাদের একজন ক্রুদ্ধস্বরে জিজ্ঞেস করলো, ওহে উম্মু আম্মারের দাস, তুমি কার কথা বলছো?

শান্তভাবে খাব্বাব জবাব দিলেন, আমার আরব ভায়েরা, তিনি আর কে, তোমাদের কওমের মধ্যে তিনি ছাড়া আর কে আছেন যার চারিদিক থেকে সত্য প্রবাহিত হয়, মুখে নূরের আভা দীপ্তমান হয়?

তারা বললো; আমাদের ধারনা, তুমি মুহাম্মদের কথাই বলছো। খাব্বাব মাথাটি দুলিয়ে উৎফুল্লভাবে বললেন; হ্যাঁ, তিনিই আমাদের প্রতি প্রেরিত আল্লাহর রাসূল। আমাদেরকে অন্ধকার থেকে আলোয় নিয়ে আসার জন্য আল্লাহ তাকে পাঠিয়েছেন।

এ কথাগুলি বলার পর তাঁর মুখ থেকে আর কী বেরিয়েছিল, অথবা তাকে কী বলা হয়েছিল, তিনি তা জানেন না। যতটুকু মনে আছে কয়েক ঘন্টা পর যখন তিনি জ্ঞান ফিরে পেলেন, দেখলেন সেই লোকগুলি নেই। তাঁর শরীর ব্যথা- বেদনায় অসাড় এবং সমস্ত শরীর ও পরনের কাপড়-চোপড় রক্তে একাকার। ঘটনাটি তাঁর বাড়ির সামনেই ঘটলো। তিনি কোন মতে উঠে বাড়ির ভিতরে গেলেন, আহতস্থানে পট্টি লাগিয়ে নতুন পরীক্ষার প্রস্তুতি নিতে লাগলেন।

এভাবে হযরত খাব্বাব দ্বীনের খাতিরে জুলুম অত্যাচারের শিকার মানুষদের মধ্যে এক বিশেষ স্থানের অধিকারী হলেন। দরিদ্র ও দূর্বল হওয়া সত্ত্বেও যারা কুরাইশদের অহমিকা ও বিকৃতির বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছিলেন খাব্বাব তাঁদের এক প্রধান পুরুষ।

খাব্বারের ব্যাপারটি কুরাইশ নেতাদের নাড়া দিল। উম্মু আনমারের নাম গোত্র ও সহায়-সম্বলহীন এ দাস কর্মচারীটি যে এভাবে তাদের ক্ষমতার বল থেকে বেরিয়ে যাওয়ার এবং তাদের উপাস্য দেব-দেবী ও পিতৃপুরুষের ধর্মের নিন্দা-মন্দার আস্পর্ধা এবং দুঃসাহস দেখাবে, তাদের ধারণায় ছিল না। তারা মনে করলো এমন পিটুনির পর সে হয়তো শান্ত হয়ে যাবে, কখনো আর এমন বোকামী করবো না।

www.pathagar.com

কুরাইশদের ধারণা মিথ্যা প্রমাণিত হলো। বরং উল্টো ফল ফললো। খাব্বারের এই দুঃসাহসে তাঁর সঙ্গী-সাথীদের সাহস বেড়ে গেল। প্রকাশ্যে ইসলাম গ্রহণের কথা ঘোষণা দেয়ার জন্য তাঁরাও উৎসাহী হয়ে পড়লো। একের পর এক তাঁরা সত্যের কালেমা ঘোষণা করতে শুরু করলো।

আবু সুফইয়ান ইবন হারব, ওয়ালিদ ইবনুল মুগীরা, আবু জাহল প্রমুখ কুরাইশ নেতৃবৃন্দ কাবার চত্বরে সমবেত হলো। তারা মুহাম্মদের বিষয়টি আলোচনা করলো তারা বিষয়টি আর বাড়ার সুযোগ না দিয়ে এখনই মূলোৎপাটনের দৃঢ় প্রত্যয় ঘোষণা করে সিদ্ধান্ত নিল, আজ থেকে প্রতিটি গোত্র সেই গোত্রের মুহাম্মদের অনুসারীদের উপর নির্যাতন চালাতে শুরু করবে। এতে হয় তারা তাদের নতুন দ্বীন ত্যাগ করবে, না হয় মৃত্যুবরণ করবে।

সিবা ইবন আবদিল উয্যা ও তার গোত্রের উপর খাব্বাবকে শায়েস্তা করার দায়িত্ব অর্পিত হলো। মধ্যাহ্ন সূর্যের প্রচন্ড খরতাপে মাটি যখন উত্তপ্ত হয়ে উঠতো, তারা খাব্বাবকে মক্কার উত্যকায় টেনে আনতো। তাঁর শরীর সম্পূর্ণ উদোম করে লোহার বর্ম পরাতো। প্রচন্ড গরমে তীব্র পিপাসায় তিনি কাতর হয়ে পড়তেন, তবুও এক ফোঁটা পানি দেওয়া হতো না। দারুন পিপাসায় তিনি যখন ছটফট করতে থাকতেন, তারা তাঁকে বলতোঃ

মুহাম্মদ সম্পর্কে তোমার বক্তব্য কি?

বলতেন, তিনি আল্লহর বান্দা ও রাসূল। অন্ধকার থেকে আলোয় নেয়ার জন্য সত্য ও সঠিক দ্বীন সহকারে তিনি আমাদের নিকট এসেছেন।

তারা আবারো মারপিট করতো এবং কিল-ঘুষি মারতো। তারপর আবার জিজ্ঞেস করতোঃ

লাত ও উযযা সম্পর্কে তোমার বক্তব্য কি?

বলতেন, ক্ষতি বা কল্যাণের কোন ক্ষমতা এ দুইটি বোবা-বধির মূর্তির নেই।

তারা আবার পাথর আগুনে গরম করে সেই পাথরের উপর খালি গায়ে চিৎ করে শুইয়ে দিত। খাব্বাব বলেন, একদিন তাঁরা আমাকে ধরে নিয়ে গেল। আগুন জ্বালিয়ে পাথর গরম করলো এবং তার উপর আমাকে শুইয়ে দিয়ে একজন তার একটি পা আমার বুকের উপর উঠিয়ে ঠেসে ধরে রাখলো। এভাবে তিনি শুয়ে থাকতেন, আর তঁর দুই কাঁধের চর্বি গলে বেয়ে পড়তো। ইমাম শাঁবী বলেন, তাঁর পিঠের মাংস উঠে যেত। তাঁর মনিব উম্মু আনমার তার ভাই 'সিবা' অপেক্ষা হিংস্রতায় কোন অংশে কম ছিল না। একদিন নবী মুহাম্মদকে (সাঃ) খাব্বারের দোকানে দাঁড়িয়ে তাঁর সাথে কথা বলতে দেখে সে ক্ষ্যাপা কুকুরের মত হয়ে গেল। সে একদিন পর পর খাব্বাবের দোকানে আসতো এবং খাব্বাবের হাপরে লোহার পাত গরম করে তাঁর মাথায় ঠেসে ধরতো। তীব্র যন্ত্রণায় তিনি ছটছট করতে করতে চেতনা হারিয়ে ফেলতেন।

একদিন যখন লোহা গরম করে খাব্বারের মাথায় ঠেসে ধরা হলো ঠিক সেই সময় ঐ পথ দিয়ে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) কোথাও যাচ্ছিলেন। খাব্বাবের এ অবস্থা দেখে তিনি থমকে দাঁড়ালেন। হৃদয় বিগলিত হয়ে গেল। কিন্তু তাঁর কী-ই বা করার ক্ষমতা ছিল। খাব্বাবের জন্য দুআ ও কিছু সান্ত্বনা দেয়া ছাড়া আর কিছুই করতে পারলেন না। দুই হাত আকাশের দিকে উঠিয়ে অত্যন্ত আবেগের সাথে বললেন,

"আল্লাহুম্মা উনসুর খাব্বাবান" হে আল্লাহ, খাব্বাবকে আপনি সাহয্য করুন।

www.pathagar.com

উম্মু আনমারের প্রতি খাব্বাবের বদ-দুআ আল্লাহ পাক কবুল করেছিলেন। তিনি সচক্ষে মক্কা থেকে মদীনায় হিজরতের পূর্বেই তার ফল দেখতে পার। উম্মু আনমারের মাথায় আকস্মাৎ এমন যন্ত্রণা শুরু হয় যে, সে সব সময় কুকুরের মত ঘেউ ঘেউ করতে থাকে। তার ছেলেরা চিকিৎসার জন্য বিভিন্ন ডাক্তারের কাছে গেল। সব ডাক্তারই বললো; এ যন্ত্রণা নিরাময়ের কোন ঔষধ নেই, তবে লোহা আগুনে গরম করে মাথায় সেঁক দিলে একটু উপশম হতে পারে। লোহার পাত গরম করে তার মাথায় সেঁক দেয়া শুরু হলো।

খলিফা হযরত উমারের (রাঃ) খিলাফতকালে একদিন খাব্বাব গেলেন তাঁর কাছে। খলীফা অত্যাধিক সমাদরের সাথে তাঁকে একটু উঁচু গদির উপর বসিয়ে বললেন, একমাত্র বিলাল ছাড়া এ স্থানে বসার জন্য তোমার চেয়ে অধিকতর উপযুক্ত ব্যক্তি আর কেহ নেই। খাব্বাব বললেন, তিনি আমার সমান হতে পারেন কেমন করে? মুশরিকদের মধ্যেও তাঁর অনেক সাহায্যকারী ছিল। কিন্তু এক আল্লাহ ছাড়া আমার প্রতি সমবেদনা জানানোর আর কেহ ছিল না। কুরাইশদের হাতে তিনি যে নির্যাতন ভোগ করেছিলেন, খলীফা তা জানতে চাইলেন। কিন্তু খাব্বাব তা জানাতে সংকোচবোধ করলেন। খলীফার বার বার পীড়াপীড়িতে তিনি চাদর সরিয়ে নিজের পিঠটি আলগা করে দিলেন। খলীফা তাঁর পিঠের বীভৎস রূপ দেখে আঁতকে উঠে জিজ্ঞেস করলেন; এ কেমন করে হলো?

খাব্বাব বললেন; পৌত্তলিকরা একদিন আগুন জ্বালালো। যখন তা অঙ্গারে পরিণত হলো, তারা আমার শরীরের কাপড় খুলে ফেললো। তারপর আমাকে জোর করে টেনে নিয়ে তার উপর চিৎ করে শুইয়ে দিল। আমার পিঠের হাড় থেকে মাংস খসে পড়লো। আমার পিঠের গলিত চর্বিই সেই আগুন নিভিয়ে দেয়। এ ঘটনায় তাঁর পিঠের চামড়া শ্বেতী রোগীর মত হয়ে গিয়েছিল।

দৈহিক নির্যাতনের সাথে সাথে কুরাইশরা তাঁকে ব্যঙ্গ-বিদ্রুপ ও উপহাস করতো। তাঁর পাওনা অর্থও তাঁরা আত্মসাৎ করে ফেলতো। ইবন ইসহাক বলেন; আস-ইবন ওয়ায়িল আস সাহসী নামক মক্কার এক কাফির তাঁর নিকট থেকে কিছু তরবারি খরিদ করে এবং এ বাবদ কিছু অর্থ তার কাছে বাকি থাকে। খাব্বাব পাওনা অর্থের তাগাদায় গেলেন। সে বললো; ওহে খাব্বাব তোমাদের বন্ধু মুহাম্মদ, যার দ্বীনের অনুসারী তুমি, সে কি একমন ধারণা পোষণ করে না যে, জান্নাতের অধিবাসীরা স্বর্ণ, রৌপ্য, বস্ত্র অথবা চাকর-বাকর যা চাইবে, লাভ করবে? খাব্বাব বললেন; হ্যাঁ, করেন। সে বললো; খাব্বাব কিয়ামত পর্যন্ত একটু সময় দাও, আমি সেখানে গিয়ে তোমার পাওনা পরিশোধ করবো। আল্লাহর কসম, তোমার বন্ধু মুহাম্মদ ও তুমি আমার থেকে আল্লাহর বেশি প্রিয় পাত্র নও। তোমরা আমার থেকে বেশি সৌভাগ্যও লাভ করতে পারবে না। এ ঘটনার পর আল্লাহ তায়ালা নিম্নোক্ত আয়াতগুলি নাযিল করেন।

"তুমি কি লক্ষ্য করেছো সেই ব্যক্তিকে, যে আমার আয়াত সমূহ অস্বীকার করে এবং বলে, আমাকে ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি দেয়া হবেই। সে কি অদৃশ্য সম্বন্ধে অবহিত হয়েছে অথবা দয়াময়ের নিকট হতে কোন প্রতিশ্রুতি লাভ করেছে? কখনোই নয়, তারা যা বলে আমি তা লিখে রাখবো এবং তাদের শাস্তি বৃদ্ধি করতে থাকবো। আর সে যে বিষয়ের কথা বলে তা থাকবে আমার অধিকারে এবং সে আমার নিকট আসবে একাকী।" (সুরা মরিয়ম ৭৭-৮০)

www.pathagar.com

একদিন খাব্বাব তাঁর মত আরো কতিপয় নির্যাতিত বন্ধুর সাথে রাসূলুল্লাহর (সাঃ) খিদমতে হাজির হয়ে নিজেদের দুঃখ-দুর্দশার কথা বর্ণনা করলেন। খাব্বাব বলেন, আমরা যখন আমাদের কথা রাসূলুল্লাহর (সাঃ) নিকট বললাম, তখন তিনি একটি ডোরাকাটা চাদর মাথার নীচে দিয়ে কাবার ছায়ায় শুয়েছিলেন। আমরা বললাম, ইয়া রাসুল্লাল্লাহ! আপনি কি আমাদের জন্য আল্লাহর সাহায্য ও ক্ষমা চাইবেন না?

আমাদের কথা শুনে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) চেহারা মুবারক লাল হয়ে গেল। তিনি উঠে বসলেন। তারপর বললেন, "তোমাদের পূর্ববর্তী লোকদেরকে ধরে গর্ত খুঁড়ে তাদের অর্ধাংশ পোঁতা হয়েছে, তারপর করাত দিয়ে মাথার মাঝখান থেকে ফেড়ে ফেলা হয়েছে। লোহার চিরুনী দিয়ে তাদের হাড় থেকে গোশত ছাড়িয়ে ফেলা হয়েছে। তবুও তাদের দ্বীন থেকে তারা বিন্দুমাত্র টলেনি। আল্লাহ তায়ালা অবশ্যই এই দ্বীনকে পূর্ণতা দান করবেন। এমন একদিন আসবে যখন একজন পথিক সান'আ থেকে হাদরা মাউত পর্যন্ত ভ্রমন করবে। এই দীর্ঘ ভ্রমণে সে একমাত্র আল্লাহ ছাড়া আর কারো ভয় করবে না। তখন নেকড়ে মেষপাল পাহারা দিবে। কিন্তু তোমরা বেশি অস্থির হয়ে পড়েছো।"

খাব্বাব ও তাঁর বন্ধুরা মনোযোগ সহকারে রাসূলুল্লাহর (সাঃ) এ বাণী শুনলেন। তাঁরা সিদ্ধান্ত নিলেন, আল্লাহ ও তার রাসূল যে পরিমাণ সবর ও কুরবানি ধৈর্য ও ত্যাগ পছন্দ করেন, তারা তা করবেন। তাঁদের ঈমান আরো মজবুত হয়ে যায়। হযরত খাব্বাব দীর্ঘকাল মক্কার কুরাইশদের সীমাহীন নির্যাতন ধৈর্যের সাথে সহ্য করে মক্কার মাটি আঁকড়ে থাকেন। অবশেষে আল্লাহ পাক হিজরতের অনুমতি দান করেন এবং তিনি মদীনায় হিজরত করেন। অত্যাচার থেকে বাঁচার জন্য নয়; বরং আল্লাহর সন্তুষ্টি ও রিজামন্দী লাভের উদ্দেশ্যেই তিনি হিজরত করেন। তিনি বলতেন, আমি কেবল আল্লাহর জন্যই রাসুলুল্লাহর (সাঃ) সাথে হিজরত করেছি।

মদীনায় আসার পর হযরত খাব্বাবের (রাঃ) জীবনে একটু শান্তি ও নিরাপত্ত দেখা দেয়। যে শান্তি নিরাপত্তা থেকে তিনি আজন্ম বঞ্চিত ছিলেন। এখানে তিনি হযরত রাসূলে করিম (সাঃ) একান্ত সান্নিধ্য লাভের সুযোগ পান। বদর ও উহুদসহ সকল যুদ্ধে তিনি রাসূলুল্লাহর (সাঃ) সাথে যোগ দেন। উহুদের যুদ্ধে তিনি উম্মু আনমারে ভাই উৎপীড়ক 'সিবার পরিণতি স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করেন। এ দিন সে হযরত হামযার (রাঃ) হাতে নিহত হয়। এ বিশ্বের ইসলাম প্রতিষ্ঠায় এক অনন্য ভূমিকা রেখে তিনি হিজরী ২৯ সনে সিফফীনের যুদ্ধের পর ৭২ বছর বয়সে কুফায় ইনতিকাল করেন। তৎকালীন কুফা নগরীর পাশেই তাঁকে সমাহিত করা হয়।

লেখকঃ সহযোগী অধ্যাপক, আরবী বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

www.pathagar.com

শাহাদাতের ফযিলত

এস. এম. আলাউদ্দিন

মৃত্যুহীন জীবন, আমৃত্যু এক লড়াই কামিয়াবীর আর এক নাম শাহাদাত। যার আভিধানিক অর্থ জানা, উপস্থিতি, দেখা, দর্শন, অন্তদৃষ্টি, জ্ঞান, জ্ঞানের বিবরণ, সাক্ষ্য প্রদান, মন-মগজ ও বিবেক বুদ্ধি দ্বারা উপলব্ধি করা। শহীদ সে ব্যক্তি যিনি উপস্থিত হয়েছেন। যিনি দেখেছেন এবং জেনেছেন। যিনি স্বপক্ষে কিংবা অন্তদৃষ্টি দিয়ে দেখে উপলুব্ধি করেছেন। সেই ব্যক্তি যিনি দেখা, জানা ও উপলব্ধি করা বিষয়ের বিবরণ বা সাক্ষ্য দিয়েছেন। ইমাম রাগেব ইসপাহানী বলেছেন- শহীদ মানে উপস্থিত হয়ে স্ব-চক্ষে দেখে কিংবা অন্তদৃষ্টি দিয়ে উপলব্ধি করে স্বাক্ষ্য দেয়া।

মৃত্যু জীবনের অবধারিত বিষয়। এখান থেকে পালিয়ে যাওয়া কাহারো সাধ্য নেই। কুরআনে আল্লাহ তায়ালা বলেছেন "কুল্লু নাফছিন যায়িকাতুল মাউত" সকল প্রানীকেই মৃত্যুর স্বাধ ভোগ করতে হবে। বীরের ভেসে আল্লাহর পথে লড়াই করে জীবন উৎসর্গ করাই বড় সাফল্য।

এজন্যই কবি নজরুল বলেছেন-

মৃত্যুকে যারা বুক পেতে নেয়
বাঁচতে তারা জানে
মৃত্যুকে যারা এড়িয়ে চলে
মৃত্যু তাদের টানে।

জীবন্ত মৃত্যু

শাহাদাতের মৃত্যু জীবন্ত, অক্ষয়, অম্লান। আল্লাহ বলেন "যারা আমার পথে নিহত হয় তাদেরকে তোমরা মৃতঃ বলোনা বরং তারা জীবিত"। শহীদের মর্যাদা সম্পর্কে আল্লাহ বলেন "যারা আল্লাহর পথে নিহত হয় আল্লাহ কখনও তাদের আমল সমূহ বিনষ্ট করবে না। তিনি তাদেরকে পথ দেখাবেন এবং তাদের অবস্থা সুসংহত করবেন। আর সে জান্নাতে তাদের দাখিল করবেন যার সম্পর্কে পূর্বেই তাদের অবহিত করা হয়েছে" (মুহাম্মদ ২-৪)। শহীদের স্বাক্ষী শহীদ নিজেই। মুসনাদে আহমদ নেসায়ী রাসূল (সাঃ) বলেছেন- ক্ষত ও রক্ত সহ তাদের কাফন পরিয়ে দাও গোসল দিওনা। শহীদেরা তাজা রক্ত নিয়ে কিয়ামতের ময়দানে উঠবে। কুরআনে আল্লাহ বলেন- যে ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় আঘাত প্রাপ্ত হয়েছে কিয়ামতের দিন সে আঘাত নিয়েই উঠবে আর তার ক্ষত স্থান থেকে রক্ত প্রবাহিত হতে থাকবে। রং হবে রক্তের মতই কিন্তু গন্ধ হবে মিশকের মতো।

ক্ষমা ও জান্নাত লাভ

শহীদ ব্যক্তিরা আল্লাহর কাছে সবচেয়ে বেশি প্রিয়। আল্লাহ বলেন- যারা আমার জন্য নিজেকে উৎসর্গ করেছে। নিজেদের ঘর বাড়ী থেকে বহিস্কৃত হয়েছে। নির্যাতিত হয়েছে এবং আল্লাহর পথে লড়াই করে শহীদ হয়েছে। তাদের সকল অপরাধ আমি ক্ষমা করে দেবো। তাদের এমন জান্নাত দান করবো যার তলদেশ দিয়ে ঝর্ণা দ্বারা প্রবাহিত। (ইমরান- ১৯৫)

একদা রাসূল (সঃ) স্বপ্ন দেখে তার বর্ণনা দিচ্ছেন- আজ রাত্রে আমি দেখলাম দু'জন লোক আমার নিকট এলেন, অতপর আমাকে নিয়ে বিশেষ গাছে আরহন করলেন, অতপর তারা আমাকে একটি ঘরে প্রবেশ করালেন এবং বললেন এ হচ্ছে শহীদরে ঘর।

www.pathagar.com

রাসূল (সঃ) বলেছেন- আল্লাহ তায়ালা ঋণ ব্যতিত শহীদের সমস্ত গুনাহ মাফ করে দেবেন। শহীদের মর্যাদা বুঝাতে গিয়ে রাসূলে করীম (সাঃ) বলেন- শহীদের প্রাণ সবুজ পাখীর মধ্যে ঢুকিয়ে দেয়া হয়। আল্লাহর আরশের সাথে ঝুলন্ত রয়েছে তাদের আবাস। ভ্রমন করে বেড়ায় গোটা জান্নাত। অতপর ফিরে আসে আবার নিজ নিজ আবাসে।

শহীদেরা নিহত হওয়ার কষ্ট অনুভব করে না

মালিকের সন্তুষ্টির জন্য সর্বোচ্চ ত্যাগ শাহাদাত। বাতিলের পক্ষ থেকে যত বড় আঘাত করা হয় না কেন আল্লাহ সেই আঘাত শহীদের জন্য ব্যাথা ও বেদনাহীন করে দেন। রাসূল (সঃ) বলেছেন- শাহাদাত লাভ কারী ব্যক্তি নিহত হবার কষ্ট অনুভব করে না। তবে তোমাদের কেউ পিপাড়ার কামড়ে যতটুকু কষ্ট অনুভব কর কেবল ততোটুকুই অনুভব করে মাত্র। শহীদের লাশ কখনো পঁচেনা। তার ঝলন্ত উদাহরন হল মুয়াবিয়ার (রাঃ) এর শাসন আমলে কুফ খননের স্থানে উহুদ যুদ্ধের শহীদদের কবর পাওয়া যায়। হযরত হুজাইফা, আব্দুল্লাহ ইবনে জাবের (রাঃ) ও হযরত হামজা (রাঃ) কপিনে আঘাত লাগলে সাথে সাথে পিনকি দিয়ে রক্ত বেরিয়েছে। দেখা গেল শাহাদাতের পর যে অবস্থায় কবরস্থ করা হলে ঠিক তেমনি অবস্থায় শহীদের কফিন অক্ষত অবস্থায় রয়েছে। শহীদদের কে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন রিজকে হাসানা দান করেন। এ সংক্রান্ত বিষয়ে আল্লাহ কুরআনে বলেন- যে সব লোক আল্লাহর পথে হিজরত করেছে পরে নিহত হয়েছে আল্লাহ তাদের রিজিকে হাসানা দান করবেন। নিঃসন্দেহে আল্লাহ উৎকৃষ্ট রিজিকদাতা তিনি তাদের এমন স্থানে পৌছাবেন তারা সন্তুষ্ট হয়ে যাবে। (হজ্জ-৫৮-৫৯)

শহীদের জন্য ৬টি পুরষ্কারঃ

রাসূল (সাঃ) বলেছেন- আল্লাহর নিকট শহীদের জন্য ৬টি পুরষ্কার রয়েছে-

১। প্রথম রক্ত বিন্দু ঝরতেই তাকে মাফ করে দেওয়া হবে। জান্নাত যে তার আবাসস্থল তা চাক্ষুস দেখানো হবে।

২। তাকে কবরের আজাব থেকে রেহাই দেওয়া হবে।

৩। সে ভয়ানক আতংক থেকে নিরাপদ থাকবে।

৪। তাকে সম্মানের টুপি পরিয়ে দেয়া হবে।

৫। তাকে হুর প্রদান করা হবে।

৬। তাকে সত্তর জন আত্মীয় স্বজনের জন্য সুপারিশ করার ক্ষমতা প্রদান করা হবে।

যুগে যুগে ইসলামী আন্দোলনের পথে যারা শহীদ হয়েছেন সকলেরই মধ্যে শাহাদাতের তীব্র আকাংখা ছিল। আল্লাহ তাদেরকে উত্তম মর্যদা দান করেছেন। শহীদেরা হচ্ছে আমাদের সংগঠনের প্রেরণার উৎস। সবচেয়ে বড় সম্পদ। লক্ষ্মীপুরের জমিন কে সিক্ত করতে শহীদ ফজলে এলাহী, আহমদ যায়েদ, কামাল, এ. এফ এম. মহসিন ও আবুল কাশেম পাঠান জীবন দিয়েছেন, শহীদের মায়েদের চোখের পানিতে এজমিনের উর্বরতা বৃদ্ধি পেয়েছে। আমাদের উচিৎ বাতিলের রক্ত চক্ষু উপেক্ষা করে শহীদের রেখে যাওয়া স্বপ্ন বাস্তবায়নে প্রচেষ্টা চালানো। আল্লাহ এ সকল শহীদের সর্বোচ্চ জান্নাতী মর্যাদা এবং শহীদের পরিবার পরিজনের উত্তম রিযিক দান করুন। আমীন।

www.pathagar.com

শাহাদাত

এডভোকেট নজির আহমদ

জীবন ও সম্পদের প্রতি ভালবাসা মানুষের সহজাত। বস্তুদ্বয়ের প্রতি আকর্ষণ না থাকলে মানুষ কর্মস্পৃহা হারিয়ে ফেলত। কোন বস্তু ত্যাগ করতে মানুষ সম্মত হয় যখন অপেক্ষাকৃত উন্নত বস্তু লাভ করে। তেমনি মানুষ বিদ্যা অর্জনের জন্য অর্থ ব্যয় করে ব্যক্তি জানে যে বিদ্যা অর্জন অর্থের চেয়েও মূল্যবান। মানুষের স্বাভাবিক ধর্ম হলো মানুষ কম মূল্যমানের বস্তু প্রাপ্তিতে বেশী মূল্যবান বস্তু ব্যয় করেনা। মানুষ মহান আল্লাহর এক বিস্ময়কর সৃষ্টি। কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া মানুষের কাছে নিজের জীবনের চেয়ে মূল্যবান কোন বস্তু পৃথিবীতে নাই। অথচ এ জীবন একদিন আপনা আপনি নিঃশেষ হয়ে যায়। যৌক্তিকভাবে জীবন নিঃশেষ হওয়া প্রয়োজন আরও অধিকতর মূল্যবান বস্তুর জন্য। শুধুমাত্র শাহাদাতই একমাত্র বস্তু যা কিনা জীবনের চেয়েও মহৎ, জীবনের চেয়েও মূল্যবান। শাহাদাত জীবনে মহিমান্বিত করে, জীবনকে করে গৌরবান্বিত এবং সাফল্যের চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌছে দেয়। অন্য দৃষ্টিকোন থেকে বিশ্লেষণ করলে শাহাদাত এর সাথে জঘন্য অপরাধ জড়িত। হত্যাকারী মানবতার বিরুদ্ধে জঘন্য অপরাধ করে।

মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। স্বাভাবিক মৃত্যুর মধ্যে কোন বিশেষত্ব নেই। আকস্মিক মৃত্যুর মধ্যে বেদনাবোধ থাকলেও মৃত্যুকে মহিমান্বিত করে না। অপরাধের স্বীকার হইয়াও মানুষ মৃত্যুবরণ করে। আত্মহত্যা করেও কেউ মরে যায়, যা-কিনা নিকৃষ্টতম মৃত্যু। শাহাদাৎই হচ্ছে এমন এক ব্যক্তির মৃত্যু যিনি সকল বিপদ ও ঝুঁকি সম্পর্কে জ্ঞাত থাকা সত্বেও আল্লাহর পথে সকল বিপদের মোকাবিলা করেন। শাহাদাৎ বিরোচিত এবং প্রশংসনীয় কাজ। একটি স্বেচ্ছা প্রণোদিত সচেতন ও নিঃস্বার্থ কর্মকান্ডের ফলশ্রুতি হচ্ছে শাহাদাত। একজন শহীদ সজ্ঞানে, সচেতনভাবেই সর্বোচ্চ ত্যাগ স্বীকার করেন। শহীদেরা কখনও মরে না। তারা চিরজীবি। পবিত্র কোরআনের ভাষ্যমতে, "যাঁরা আল্লাহর রাস্তায় নিহত হন, তাঁদের তোমরা মৃত ভেবো না। তাঁরা জীবিত আপন প্রতিপালকের কাছ থেকে জীবিকাপ্রাপ্ত" - আল ইমরান, আয়াতঃ ১৬৯। পন্ডিত, দার্শনিক, শিক্ষক, গবেষক, বৈজ্ঞানিক তারা মানুষের কৃতজ্ঞভাজন। একজন শহীদ এর যতটুকু হকদার ততটুকু আর কেহ নন। মানবতার আর যত সেবক আছেন তারা সবাই শহীদের কাছে ঋণী। কিন্তু শহীদরা তাদের কাছে ঋণী নয়। শহীদগণ তাদের পবিত্র রক্ত দিয়ে, জীবন দিয়ে অন্য সকলের জন্য অনুকূল পরিবেশ ও কর্মক্ষেত্র তৈরী করে যায়। শহীদরা মোমবাতির মত নিজেকে নিঃশেষ করে সমাজকে আলোকিত করে। স্বৈরাচার ও নির্যাতনের অন্ধকারে তারা দ্বীপ না জ্বালালে মানবতা প্রগতির সাথে এগিয়ে যেতে পারবে না মোটেই।

ইসলামে জেহাদ মহান আল্লাহর এক পবিত্র ও অলংঘনীয় আদেশ। শাহাদাৎ এর চূড়ান্ত পরিণতি ইসলাম ন্যায়-অন্যায় নিরপেক্ষ কোন আদর্শ নয়। ইসলাম এমন কোন ধর্ম নয় যা তার পবিত্র সামাজিক আদর্শ হেফাজত করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে না। ইসলাম একথা বলে না যে, "কেউ তোমার ডান গালে চড় দিলে তুমি তার সামনে বাম গাল পেতে দাও"। জিহাদ হচ্ছে আল্লাহর পক্ষ হতে নির্ভরযোগ্য ঢাল। নবী (সঃ) বলেন, "সকল কল্যাণ তরবারী ও তার ছায়াতলে নিহিত"। মুসলিম জাতি হচ্ছে শক্তি ও ক্ষমতার অধিকারী একটি জাতি। উইল ডুরান্ট তাঁর "সভ্যতার ইতিহাস" নামক বইটিতে লিখেছেন, "ইসলামের মত আর কোন ধর্মই তার অনুসারীদের শক্তির দিকে এতো বেশি আহবান জানায়নি"।

www.pathagar.com

শহীদ সম্পর্কে বুদ্ধিজীবিদের বিশ্লেষন দ্বিমাত্রিক। তথাকথিত বুদ্ধিজীবি যারা স্থূলচিন্তার অধিকারীরা ইহজগত তাকে চূড়ান্ত বলে মনে করে, তাদের বিচার শহীদ অযথাই মূল্যবান জীবন দেয়। তারা শাহাদাতের মহত্ত্ব খুঁজে পায়না। সংকীর্ণতার কালো পর্দা ভেদ করে তাদের দৃষ্টি প্রসারিত হতে পারে না।

প্রকৃত বুদ্ধিজীবিগণ জীবনকে ইহজাগতিকতা ও পরলৌকিকতার সমন্বয়ে জীবনকে বিশ্লেষণ করেন। তাঁরাই শুধুমাত্র শাহাদাৎ এর মর্মার্থ উপলব্ধি করতে সমর্থ হন। কাঙ্খিত পরিমাণ শাহাদাত এর নজরানা পেশ না করলে একটি আদর্শবাদী ইসলামী সমাজের মজবুত প্রাসাদ বিনির্মাণ করা অসম্ভব। শহীদের দেহ, মন, রক্ত, পোষাক সবকিছুই আল্লাহর কাছে পবিত্র। এজন্য শহীদকে গোসল দিয়ে নতুন করে পবিত্র করার আবশ্যকতা নাই। আমাদের সমাজ ব্যবস্থায় তার অনুশীলন আবশ্যক। এতে শাহাদাতের উদ্দীপনা তৈরী হয়।

সকল বিশ্বাসীর চিন্তা-চেতনায় শাহাদাত এর আকাঙ্খা জাগরুক থাকুক এটি অলংঘনীয় বিধান। কিন্তু শাহাদাৎ এর মর্যাদা পেতে যোগ্যতার প্রয়োজন। অনুপযুক্ত ব্যক্তিকে আল্লাহ শাহাদাতের জন্য মনোনীত করেন না। সর্বোৎকৃষ্ট মানুষ হিসেবে যিনি স্বীকৃত তিনি যোগ্যতার বিচারে উতরে যান তাকেই শহীদ হিসেবে মঞ্জুর করা হয়।

সত্য এবং মিথ্যার দ্বন্দ্ব আদি ও চিরন্তন। মানব জাতির ইতিহাস সত্য ও মিথ্যার দ্বন্দ্বের ইতিহাস। কাবিল তার সহোদর হাবিলকে নির্মমভাবে শহীদ করা থেকেই শাহাদাতের সূচনা। পৃথিবীতে সত্য প্রতিষ্ঠা এবং মিথ্যাকে প্রতিরোধ করতে শাহাদাত এর কোন বিকল্প নাই।

মৃত্যু যদি মানব জীবনের পরিসমাপ্তি হয় তাহলে শহীদি চেতনার কোন যৌক্তিক সফলতা খুঁজে পাওয়া যায় না। গ্রীক চিকিৎসা বিজ্ঞানী গ্যালেন বলেন, "জীবনের আকুতি এবং রূপ যাই হোক না কেন সকল পরিস্থিতিতে ও পরিবেশে মৃত্যুবরণ করার চেয়ে বেঁচে থাকা শ্রেয়। এ বেঁচে থাকা যদি খচ্চরের পেট থেকে মাথা বের করে নিঃশ্বাস গ্রহণ করে বেঁচে থাকার মত হয় তবুও। কিন্তু মৃত্যু যদি পারলৌকিক জীবনে প্রবেশের সোপান হয়, পরজাগতিক শান্তি বা পুরস্কার যদি মানব জীবনের চূড়ান্ত পরিণতি হয়, তাহলে শহীদি মৃত্যুই মহিমান্বিত মৃত্যু, মৃত্যু শাশ্বত, অবধারিত, কিন্তু সকল মৃত্যু মহৎ মৃত্যু নয়। কিছু মৃত্যু এমন রাজহাসের পালকের চেয়েও হালকা। আর কিছু কিছু মৃত্যু মানব মনে দাগতো কাটেইনা উপরন্তু সমাজ স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে। কখনও কখনও মৃত্যুতে তীব্র বেদনা ও অভাব অনুভূত হয়। শাহাদাত হচ্ছে এমন এক ব্যক্তির মৃত্যু যিনি সকল ঝুঁকি এবং বিপদ সম্পর্কে পুরোপুরি জ্ঞাত থাকা সত্ত্বেও একটি মহান ও পবিত্র উদ্দেশ্যে স্বেচ্ছায় সকল ঝুঁকি ও বিপদের মোকাবিলা করেন। শহীদি মৃত্যু এক অতীব পবিত্র। অপর পক্ষে শহীদি মৃত্যুর সাথে একটি অপরাধও জড়িত থাকে। শহীদের হত্যাকারীদের ক্রিয়াকান্ড হচ্ছে মানবতার প্রতি এক জঘন্য অপরাধ।

ইসলামী পরিভাষায় শহীদ শব্দ বিশেষভাবে পবিত্র অর্থে ব্যবহৃত হয়। এ শব্দটি একটি মোহনীয় ও পবিত্র ভাবধারা প্রকাশ করে। শহীদ যে ব্যক্তি যিনি তার কাজকর্মে ইসলামী আদর্শের মাপকাঠিতে উৎরে গেছেন এবং যিনি ইসলামের সর্বোচ্চ লক্ষ্য হাছিল করার জন্যে প্রাণ বিলিয়ে দেন এবং মানবিক মূল্যবোধের সংরক্ষণের আকাঙ্খা দ্বারা যথার্থই উদ্বুদ্ধ হন। মানুষের আকাঙ্খার জগতে সম্মান ও মর্যাদা হচ্ছে সর্বোচ্চ প্রাপ্তি। শাহাদাতের মাধ্যমে এ প্রাপ্তি অর্জিত হয়।

www.pathagar.com

সমাজ জীবনে, ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার, পন্ডিত, দার্শনিক, শিক্ষক, বুদ্ধিজীবি, এদের বিস্তর অবদান অনস্বীকার্য, তারা মানুষের কৃতজ্ঞতা ভাজন। কিন্তু একজন শহীদ এর যতটুকু হকদার অন্যকেহ ততটুকু নয়। মানব জাতি সকল শহীদের নিকট ঋণী। একজন শহীদ তার মহামূল্যবান জীবন বিলীন করে মানবতার জন্য সুখে বসবাস করার অনুকূল পরিবেশ রেখে যান। একটি মোমবাতি যেমন নিজে পুড়ে নিঃশেষ হয়ে আমাদেরকে আলো দান করে তেমনি শহীদ হলো সমাজের মোমবাতি। শহীদের দেহ ও আত্মা সমভাবে পবিত্র। কথিত বুদ্ধিজীবির দৃষ্টিকোন থেকে শহীদি প্রেরণাকে উপলব্ধি করা যায় না। তারা এটাকে নির্বোধ প্রেরণা বলেই আখ্যায়িত করবে। কেননা তাদের চেতনা জাগতিক স্তর ভেদ করে উর্ধ্বলোকের অনন্ত স্তরে পৌছাতে ব্যর্থ হয়। শহীদি রক্ত পরাজয় মানে না। তা ব্যর্থ হয়না, প্রতি কনা রক্ত শত সহস্র রক্ত বিন্দুতে পরিণত হয় এবং সমাজ দেহে তা সঞ্চালিত হয়। রক্ত শূন্যতার ব্যধিগ্রস্ত সমাজে রক্ত সঞ্চালন করে তাকে পুনরুজ্জীবিত করে। দুশমনকে পরাজিত করাই শাহাদাতের একমাত্র উদ্দেশ্য নয়, সমাজ পরিমন্ডলে প্রবল উদ্দীপনা সৃষ্টিকরাও এর লক্ষ্য। তাই শহীদি রক্ত এত মহিয়ান এত গরিয়ান।

লেখকঃ এডভোকেট, লক্ষ্মীপুর জজকোর্ট
শূরা ও কর্মপরিষদ সদস্য, বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী, লক্ষ্মীপুর জেলা।

www.pathagar.com

প্রতিষ্ঠার ৩২ বছরঃ প্রেক্ষিত লক্ষ্মীপুর

আবুল ফারাহ নিশান

**** স্বাধীনতা উত্তর বাংলাদেশঃ***

বহু আন্দোলন সংগ্রাম ও ত্যাগের বিনিময়ে স্বাধীন বাংলাদেশের জন্ম। রাজনৈতিক অধিকার ও অর্থনৈতিক মুক্তি, বাকস্বাধীনতা এবং সুখী সমৃদ্ধশালী বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে এ দেশের মানুষ স্বাধীনতা যুদ্ধ করেছিল। কিন্তু স্বাধীনতা উত্তর বাংলাদেশে হত্যা সন্ত্রাসী, টেন্ডারবাজী, শিক্ষাঙ্গনে অস্ত্রবাজী, চুরি, ডাকাতি, ছিনতাই, বাকশাল গঠন, ধর্মীয় রাজনীতিবন্ধসহ মানুষের মানবিক অধিকার লুণ্ঠনের চক্রান্তে মেতে উঠে বুর্জোয়ার রাজনৈতিক সংগঠনগুলো। দেশ পরিণত হয় একটি শূণ্য তলাবিহীন ঝুড়িতে।

৫২'র ভাষা আন্দোলনে, ৬৬'র ছয় দফা, ৬৯'র গণ অভ্যুত্থানের ধারাবাহিক আন্দোলনের সুত্রপাত ধরে পরাধীনতার শিকড় ভেঙ্গে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক শোষণ ও বৈষম্যের বিরুদ্ধে অধিকার আদায় আন্দোলন তথা স্বাধীন সার্বভৌম একটি লাল সবুজ পতাকার জন্য স্বাধীনতা যুদ্ধ সংঘটিত হয়। কিন্তু স্বাধীনতার পরে এই সোনার দেশে অত্যন্ত নগ্ন ও নির্লজ্জভাবে জনগনের ঐতিহ্য ও মূলবোধের উপর আঘাত করা শুরু হল। সলিমুল্লাহ মুসলিম হলের নাম থেকে মুসলিম শব্দ, জাহাঙ্গীরনগর মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মুসলিম শব্দ বাদ দিয়ে, কবি নজরুল ইসলাম কলেজ থেকে ইসলাম শব্দটি কেটে ফেলে সেকুলার রাষ্ট্র গঠনে চক্রান্ত শুরু হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোগ্রাম থেকে কুরআনের আয়াত ও সংবিধান থেকে বিসমিল্লাহ বাদ দেওয়া হয় । ধর্মীয় রাজনীতি বন্ধ করে ও সংবাদপত্রের উপর নিষেধাজ্ঞা জারী করে তৎকালীন সরকার ৪৭, ৫২, ৬৯, ৭১ এর স্বাধিকার আন্দোলনের সকল ত্যাগ কুরবানী পায়েপিষ্টে পদদলিত করে গঠন করে রক্ষী বাহিনী নামে "বাকশাল"। ভারতের প্রাচীন ও বিখ্যাত প্রকাশনা সংস্থা কোলকাতা দেব সাহিত্য কুঠির ১৯৭৩ সালে তাদের বিখ্যাত স্টুডেন্ট ফেভারিট ডিকশনারী একটি সংশোধিত সংস্করণে ম্যাপসহ বাংলাদেশকে ভারতের প্রদেশে দেখানো হয়। তৎকালীন ভারতের দৈনিক অমৃত বাজার পত্রিকায় বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমান চীফ মিনিষ্টার অফ বাংলাদেশ বলে অভিহিত করে। যা তাদের দেশের প্রদেশের প্রধানদের বলা হয়। এভাবে বাংলাদেশকে ভারতের অঙ্গরাজ্যে পরিণত করার হীণ ষড়যন্ত্র করা হয়। রক্ষী বাহিনী গঠন করে নির্বিচারে মানুষ হত্যা করা হয়। খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থানের সমাধান যেখানে দিতে পারছে না সেখানে রক্ষী বাহিনী দিয়ে নিরপরাধ মানুষের উপর চালানো হয় নির্যাতনের স্টীম রোলার। যার কারণে জাতির পিতা নামক শেখ মুজিবকে ৯৮ ভাগ মানুষ ভোট দিয়ে নির্বাচিত করেছিল, তার শাসনামলের তিন বছরে মানুষ তাকে প্রত্যাখ্যান করতে বাধ্য হয়। জাতি যখন নির্বিকার ও হতাশায় নিমজ্জিত তখন, স্বাধীন দেশে বাক স্বাধীনতা পুনরুদ্ধার, অর্থনৈতিক শোষণ, রাজনৈতিক নিপীড়ন ও সাংস্কৃতির গোলামী হতে জাতিকে উদ্ধার করে ইসলামী মূল্যবোধের উপর ভিত্তি করে সুখী সমৃদ্ধ দেশ গড়ার মহান লক্ষ্যকে সামনে রেখে ১৯৭৭ সালের ০৬ ফেব্রুয়ারী প্রতিষ্ঠিত হয় ছাত্র জনতার প্রিয় সংগঠন 'বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবির'।

www.pathagar.com

** ছাত্রশিবিরের নবযাত্রা ঃ-*

ছাত্রশিবিরের প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে লক্ষ্মীপুরসহ সারাদেশে শিবিরের অগ্রযাত্রাকে বাধাগ্রস্থ করতে নানাবিধ ষড়যন্ত্র ও অপপ্রচারে লিপ্ত হয় ছাত্র ইউনিয়ন, জাসদ, ছাত্রলীগ ও বাকশাল সৃষ্টির হোতারা। ছাত্রশিবিরের উপর চলে অত্যাচার, অবিচার, জেল জুলুম, নির্যাতন, অপপ্রচার ও হত্যাযজ্ঞ। তবুও ছাত্রশিবিরকে দাবিয়ে রাখতে পারেনি। সকল বাধার প্রাচীর ভেঙ্গে দুর্বার গতিতে ছুটে চলছে ইসলামী ছাত্রশিবির। ছাত্রশিবির চলছে তার প্রানান্তকর প্রচেষ্টার মাধ্যমে লক্ষ্য মঞ্জিলের পথে। গেয়ে চলছে জীবনের জয়গান " জেগেছে শিবির ভেঙ্গেছে তিমির উঠছে শিঙ্গ দল, আগুনের ফুলকি উঠছে দুলকি রুখবে কে আর বল"। শাহাদাতের তামান্না নিয়ে ইসলামী সমাজ তৈরীর লক্ষ্যে কোরআনের ভাষায় আহ্বান করছে ছাত্রসমাজকে "তার কথার চেয়ে কার কথা উত্তম হতে পারে যে মানুষকে আল্লাহর দিকে ডাকে, নেক আমল করে এবং ঘোষনা করে, আমি মুসলমান"। ছাত্রশিবিরের ডাকে সাড়া দিয়ে গোটা দেশে জেগে উঠেছে মুক্তির লাখো বন্দর। টেকনাফ থেকে তেতুলিয়া রুপসা থেকে পাথুরিয়া সারা বাংলাদেশের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্রশিবির তার সুন্দর চারিত্রিক মাধুর্য দিয়ে দুর্জয় ঘাটিতে পরিণত করতে সক্ষম হয়েছে। ছাত্রশিবির আজ এক ঐতিহাসিক বিপ্লবী শহীদি কাফেলার নাম। ছাত্র জনতার হৃদয়ের স্পন্দন। শহীদের রক্তের প্রতিধ্বনীতে জেগে উঠে লাখো শিবিরের দল। শতাধিক শহীদের জীবন দান, শহীদের পিতামাতার চোখের পানিতে সিক্ত উর্বর জমিন আহত, পঙ্গুত্ব বরণকারী লাখ লাখ জনশক্তির ত্যাগ ও কুরবানীর বিনিময়ের ফসল আজকের ছাত্রশিবির। আজ জাতি হতাশ ও বিস্মিত হচ্ছে ছাত্রাঙ্গনে কলমের পরিবর্তে অস্ত্রের ঝনঝনানী, ফেনসিডিল, মদ, গাঁজা ও হেরোইন তথা মাদকের করাল গ্রাসে আজ ছাত্রসমাজ জর্জরিত। ছাত্রশিবির ছাত্রদের এ ধরণের জীবননাশক কাজ থেকে বিরত রাখতে আল কোরআন ও আল হাদীসের পথে আহ্বান করছে। "এসো কুরআনের ছায়াতলে সমবেত হই, এসো আল্লাহ ও রাসূলের অনুগত হই"।

** জাতীয় দিবস পালন ঃ-*

ইসলামী ছাত্রশিবির শুধুমাত্র গতানুগতিক ছাত্রসংগঠনই নয় বরং ইহা একটি দায়িত্বশীল সংগঠন হিসেবে জাতীয়ভাবে অনন্য ভূমিকা পালন করে থাকে। ছাত্রশিবির লক্ষ্মীপুরে অত্যন্ত জাকজমক ও উৎসাহ উদ্দীপনার মাধ্যমে ভাষা দিবস, স্বাধীনতা দিবস, বিজয় দিবস উপলক্ষে আলোচনা সভা, বর্ণাঢ্য র‍্যালী

www.pathagar.com

কুইজ প্রতিযোগিতা, ক্রিকেট, ফুটবল, ব্যাডমিন্টন টুর্নামেন্ট, রচনা, আবৃতি, বিতর্ক ও বক্তৃতা প্রতিযোগিতা ইত্যাদি অনুষ্ঠানের আয়োজন করে থাকে। এর মধ্যে দিয়েই ছাত্রবন্ধুরা দেশের ইতিহাস সম্পর্কে জ্ঞান লাভ এবং তাদের শারিরীক ও মননশীলতার বিকাশ ঘটে। গড়ে উঠে সুদক্ষ ও দেশপ্রেমিক জনশক্তি এবং আগামি দিনের দেশের কর্ণধার।

**** শিক্ষাঙ্গনে ছাত্রশিবির ঃ-***

ছাত্রশিবির শিক্ষাঙ্গনে একটি দায়িত্বশীল সংগঠন হিসাবে ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করে আসছে। শিক্ষাঙ্গনে মেধাহীন ছাত্র রাজনীতিকে বয়কট করে মেধানির্ভর পরিচ্ছন্ন রাজনীতি চর্চায় ছাত্রশিবির ছাত্রসমাজকে আহবান করে থাকে। ছাত্র-ছাত্রীদের ভর্তি ও আসন সমস্যা, শিক্ষকের সংকট, পাঠাগারে বই স্বল্পতা, ক্যান্টিন ও মসজিদ না থাকা, শিক্ষা উপকরন, বই ও বেতন বৃদ্ধি ইত্যাদি সমস্যা সমাধানে ছাত্রশিবির সুশৃঙ্খল ও গঠনমুলক আন্দোলন চালিয়ে থাকে। শিক্ষাঙ্গনে টেন্ডারবাজি ও অপসংস্কৃতিরোধে ছাত্রশিবির ঐতিহাসিক ভুমিকা পালন করে। জ্ঞান বিকাশের লক্ষে ছাত্রশিবির "Creativity search, Academic T.S,Word meaning Competition,

Hand Writing Competition, General knowledge Competition, Book Reading Competition ইত্যাদি কর্মসূচি আয়োজন করে থাকে। ছাত্রদের মেধার স্বীকৃতি স্বরুপ ছাত্রশিবির আয়োজন করে মেধাবী ছাত্র সংবর্ধনা, বৃত্তি প্রদান অনুষ্ঠান ও A+ সংর্বধনা।

**** ছাত্রকল্যানে ছাত্রশিবির ঃ-***

ছাত্রশিবির প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে মেধাবী ও দরিদ্র ছাত্রদের শিক্ষা জীবন অব্যাহত রাখতে গুরুত্বপূর্ন ভুমিকা পালন করে থাকে। এ ক্ষেত্রে ছাত্রদের লজিং না থাকা, বেতন ও পরীক্ষার ফি দিতে অক্ষমতা এবং বই কেনার অসামর্থ ইত্যাদি দূরীকরণে ছাত্রশিবির ছাত্রকল্যান তহবিলের মাধ্যমে সমাধানের উদ্যোগ নিয়ে থাকে। এ ছাড়া দরিদ্র মেধাবী ছাত্রদের মাঝে শিক্ষা উপকরন বিতরণ, স্টাইপেন্ড চালু, ল্যান্ডিং লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠা, ফ্রি কোচিং ক্লাস চালু, বিনামুল্যে প্রশ্নপত্র বিলি ও ভর্তি সহায়িকা প্রকাশের মাধ্যমে ছাত্রাঙ্গনে সহায়তা করে থাকে ।

www.pathagar.com

** ধর্মীয় দিবস পালন ঃ-*

আল্লাহ প্রদত্ত কোরআন, রাসূল (সঃ) এর জীবন আদর্শই ছাত্রশিবিরের একমাত্র চলার পাথেয়। ছাত্র জনতার মধ্যে নৈতিক মূল্যবোধ এবং সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ঈদ-ই মিলাদুন নবী, কোরআন দিবস, বালাকোট দিবস, ফরায়েজী আন্দোলন, ইসলামী শিক্ষা দিবস উপলক্ষে আলোচনা সভা, বর্ণাঢ্য র‍্যালী, কুইজ, রচনা ও বক্তৃতা প্রতিযোগিতা, শব্বেদারী, নাতে রাসূল (সঃ), সিরাত সিম্পোজিয়াম ইত্যাদি অনুষ্টানের আয়োজন করে থাকে। এ সকল কর্মসূচির মাধ্যমে ছাত্রদের নৈতিক মানবৃদ্ধি, মুসলমানের দায়িত্ব ও কর্তব্য এবং দেশপ্রেমিক নাগরিক তৈরীতে মোটিভেশন করা হয় ।

** সামাজিক কাজে ছাত্রশিবির ঃ-*

ছাত্রশিবির একটি সামাজিক সংগঠন হিসাবেও পিছিয়ে নেই, সমাজের প্রতিটি মানুষের জীবনের পাশে দাড়ানো ও সমাজ উন্নয়নে ছাত্রশিবির সামাজিক সংগঠন হিসাবে ভূমিকা পালন করে থাকে। ফ্রি চিকিৎসা সেবা, বিনামূল্যে রক্তদান কর্মসূচি, ঔষধ বিতরণ অসহায় দুঃস্থ মানুষ ও পথ শিশুদের মাঝে খাবার বিতরণ, বন্যার্ত মানুষের সাহায্য, পরিবেশ রক্ষায় ছাত্রশিবির বৃক্ষরোপন কর্মসূচী, পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা অভিযান ও মাধক বিরোধী র‍্যালির আয়োজন করে থাকে। এ ছাড়াও বয়স্ক শিক্ষা কার্যক্রম ও তালিমুল কোরআন পরিচালনার মাধ্যমে ছাত্রশিবির সামাজিক অঙ্গনে বিরাট অবদান রাখে।

** সাংস্কৃতিক অঙ্গনে ছাত্রশিবির ঃ-*

অপসংস্কৃতির আগ্রাসন সমাজ ও দেশকে বিষাক্ত করে তুলছে। জাতিগতভাবে মুসলমানরা অনেক পিছিয়ে পড়ছে। মুসলমানেরা নিজস্ব সংস্কৃতির চর্চা না করে পাশ্চাত্যের সংস্কৃতির উপরে নির্ভরশীল হচ্ছে। ফলে আজ নগ্নতা, বেহায়পনায় আমাদের সংস্কৃতি জর্জরিত। ছাত্রশিবির ইসলামী বিপ্লবের পাশাপাশি ইসলামী সংস্কৃতি চর্চায় উদ্বুদ্ধকরণে বিশেষ ভূমিকা পালন করে। লক্ষ্মীপুর সাংস্কৃতিক সংসদের আওতাধীন অনুপম শিল্পী গোষ্ঠি, রেঁনেসা, ফোকাস, অগ্নিবীনা, নবজাগরণ, ধ্রুবতারা, উদয়ন, প্রত্যাশা, তরঙ্গ, বিকল্প, আলহেরা, শতাব্দী, টুমচর সাহিত্য সংসদ ইত্যাদি শিল্পী গোষ্ঠির মাধ্যমে দেশীয় সংস্কৃতির লালন ও ইসলামী সংস্কৃতির সমন্বয়ে সংস্কৃতি জগতে নতুন দিগন্ত উন্মোচন করতে সক্ষম

www.pathagar.com

হয়েছে। অপসংস্কৃতি রোধে অনুপম শিল্পী গোষ্ঠি আয়োজন করেছে সাংস্কৃতিক সন্ধ্যা ২০০৮ এবং 'পরিশীলিত সংস্কৃতির আলোক ছোঁয়ায় মুছবোই অমানিশা'-এই স্লোগানকে সামনে রেখে অনুপম পত্রিকার নবযাত্রা শুরু হয়। এছাড়া বিজয় দিবস, স্বাধীনতা দিবস, বৃক্ষ মেলা, সরকারী ও সামাজিক বিভিন্ন অনুষ্ঠানে অনুপম শিল্পী গোষ্ঠি নৈপুণ্যতা প্রদর্শনের মাধ্যমে ইসলামী সংস্কৃতি বিকাশে অনন্য ভূমিকা পালন করে।

**** জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ইস্যুতে ছাত্রশিবির ঃ-***

ছাত্রশিবির মানুষের মৌলিক অধিকার রক্ষায় দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব টিকিয়ে রাখার স্বার্থে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ইস্যুতে আন্দোলন করে থাকে। মানুষের জীবিকা নির্বাহের জন্য নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যমূল্য ক্রয়ক্ষমতার মধ্যে রাখা, গ্যাস-বিদ্যুৎ ও পানির সংকট দূরীকরনের জন্য, দেশের স্বার্থবিরোধী ফারাক্কা বাঁধ, টিপাইমুখ বাঁধ, সীমান্তে বাংলাদেশের জনগনকে ভারতের বিএসএফ দ্বারা হত্যার প্রতিবাদে ছাত্রশিবির গঠনতান্ত্রিক ও গনতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় সংগ্রাম চালিয়ে আসছে। জাতীয় ও স্থানীয় নির্বাচনেও ছাত্রশিবিরের ভূমিকা বাংলাদেশের পট পরিবর্তনে উজ্জল ইতিহাসে পরিণত হয়েছে। আন্তর্জাতিক ইস্যুতে ছাত্রশিবির ইরাক, ফিলিস্তিন, বসনিয়া, চেচনিয়া, কাশ্মীর, আফগান, লিবিয়া ইত্যাদি দেশের সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসী শক্তির দ্বারা নির্যাতিত ও বঞ্চিত মানুষের অধিকার আদায়ের জন্য প্রতিবাদ সমাবেশ ও বিক্ষোভ কর্মসূচি পালন করে ।

**** ছাত্রশিবির একটি অনন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ঃ-***

ছাত্রশিবিরকে একটি বিশ্ববিদ্যালয় বললেও ভুল হবেনা, কারন যেখানে প্রায় ৪০ লক্ষ ছাত্র প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থা ও ইসলামী শিক্ষা সমন্বয়ে অধ্যয়ন করছে নিঃসন্দেহে তাকে বিশ্ববিদ্যালয় বলাই শ্রেয়। একাডেমিক ভর্তি কোচিং, বই পাঠ প্রতিযোগিতা, কোরআন হাদিস অধ্যয়ন, পাঠ্যপুস্তক অধ্যয়নের ক্ষেত্রে ছাত্রশিবির দায়িত্বশীল সংগঠন হিসাবে মটিভেশন করে থাকে । ছাত্রশিবিরের রিপোর্ট সংরক্ষণ, আত্মসমালোচনা ও মানোন্নয়নের জন্য একটি চমৎকার আবিস্কার। Skill Devolop এর জন্য ছাত্রশিবির পাঠাগার প্রতিষ্ঠা, Study সার্কেল, আলোচনা চক্র, পাঠ চক্র, শিক্ষা শিবির, শিক্ষা বৈঠক, লেখক শিবির, কোরআন ক্লাস ইত্যাদি কর্মসূচি আয়োজন করে থাকে। ছাত্রশিবির স্তরভিত্তিক সিলেবাস, রিপোর্ট সংরক্ষণ, পরীক্ষা পদ্ধতি হলো যুগান্তকারী ও বিজ্ঞানসম্মত। এক্ষেত্রে ছাত্রশিবির অন্যান্য ছাত্রসংগঠন থেকে সম্পূর্ণ আলাদা ও ব্যতিক্রমী ছাত্রসংগঠন হিসাবে দেশে ও বিদেশে ভূয়শী প্রসংশা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে, গড়ে তুলেছে দুর্নীতি ও সন্ত্রাসমুক্ত মেধানির্ভর একঝাক তরুন যুবকের কাফেলা।

**** লক্ষীপুরে শিবিরের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস ঃ-***

১৯৭৭ সালে ৬ ই ফ্রেব্রুয়ারী প্রতিষ্ঠা লাভের পর বৃহত্তম নোয়াখালীর অধীনে ফেনী, নোয়াখালী, লক্ষীপুর সংগঠনের অগ্রযাত্রা শুরু হয়। তখন বৃহত্তর নোয়াখালীর সভাপতি

www.pathagar.com

ছিলেন হিফজুর রহমান ভাই। সর্বপ্রথম দারুল আমান একাডেমীতে মহকুমার (লক্ষ্মীপুর) সভাপতি হিসেবে মনিরুল ইসলাম ভাইকে দায়িত্ব দেয়া হয় এবং লক্ষ্মীপুর সরকারী কলেজের পশ্চিম পার্শ্বে সামুর ক্যান্টিনে সাধারণ সভা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে লক্ষ্মীপুরে ছাত্রশিবিরের নবযাত্রা শুরু হয়। হিফজুর রহমান ভাই ৩ বছর (১৯৭৭-১৯৮০) যাবত বৃহত্তর নোয়াখালীর সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৮০ সালে এসে বৃহত্তর নোয়াখালী দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে কেন্দ্রের ২ টি শাখায় (ফেনী ও নোয়াখালী লক্ষ্মীপুর) পরিণত হয়। ১৯৮১ সালে এসে আবার দু'টি শাখাকে একটি শাখায় পরিনত করা হয় তখন আবার সভাপতি হিসাবে হিফজুর রহমান ভাইকে সভাপতি হিসেবে মনোনায়ন দেওয়া হয়। হিফজুর রহমান ভাই ১৯৮১-৮৫ পর্যন্ত বৃহত্তর নোয়াখালীর সভাপতি হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৮৬ সালে তৎকালীন সরকার লক্ষ্মীপুরকে মহকুমা থেকে জেলায় উত্তীর্ণ করা হয়। লক্ষ্মীপুরের প্রথম জেলা সভাপতি হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন সাঈদ আহম্মদ ভাই, ১৯৮৭-৮৮ সালে আলাউদ্দিন ভাই, ১৯৮৯-৯০ সালে আবুল খায়ের ভাই, ১৯৯১ সালে সর্দার সৈয়দ আহম্মদ ভাই, ১৯৯২-১৯৯৩ সালে নাসির উদ্দিন মাহমুদ ভাই, ১৯৯৪ সালে আমিনুল ইসলাম মুকুল ভাই, ১৯৯৫ সালে মনিরুল ইসলাম বকুল ভাই, ১৯৯৬-৯৭ সালে এ.আর হাফিজুল্লাহ ভাই, ১৯৯৮-৯৯ সালে ওমর ফারুক ভাই, ২০০০ সালে মোস্তাফিজুর রহমান ভাই, ২০০১ সালে ফারুক হোসাইন নূরনবী ভাই, ২০০০-০৩ সালে মিজানুর রহমান মোল্লা ভাই, ২০০৪ সালে জি.আর.এম জাকারিয়া ভাই, ২০০৫-০৭ সালে মহসিন কবির মুরাদ ভাই, ২০০৮ সালে সর্বশেষ অবিভক্ত লক্ষ্মীপুর জেলার সভাপতি হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন আবুল ফারাহ নিশান। প্রাক্তন দায়িত্বশীলদের পরিকল্পনা ও অকৃত্রিম পরিশ্রমে ফলশ্রুতিতে ২০০৯ সালে লক্ষ্মীপুর জেলাকে ২ ভাগে বিভক্ত করে লক্ষ্মীপুর সদর উপজেলাকে 'লক্ষ্মীপুর শহর' নামে কেন্দ্র নিয়ন্ত্রিত সাথী শাখা এবং রায়পুর, রামগঞ্জ, রামগতি, কমলনগরকে 'লক্ষ্মীপুর জেলা শাখা' নামে নামকরণ ও কেন্দ্রে নতুন শাখা হিসেবে বৃদ্ধি করা হয়। ২০০৯ সালে সাথী ভাইদের প্রত্যক্ষ ভোটের মাধ্যমে লক্ষ্মীপুর শহর শাখা সভাপতি হিসাবে আবুল ফারাহ নিশান এবং লক্ষ্মীপুর জেলা শাখার সভাপতি হিসাবে নাজমুল হাসান ভাইকে কেন্দ্রের পক্ষ থেকে মনোনয়ন দেয়া হয়।

রক্তরাঙ্গা পথ

ইসলামী আন্দোলন কখনই কুসুমাস্তীর্ণ ছিলনা। রাসুলে করীম (সাঃ), খোলাফায়ে রাশেদার যুগ থেকে শুরু করে অদ্যাবদি অনেক ত্যাগ কোরবানী নজরানার মধ্য দিয়ে একটি গৌরবোজ্জল ইতিহাস রচিত হয়েছে। শাহাদাতের সিঁড়ি বেয়ে একদিন ইসলামী সমাজ কায়েম হবেই। লক্ষ্মীপুরে ইসলামী আন্দোলনের ইতিহাসে একটি সোনালী অতীত রয়েছে। ইসলামী ছাত্রশিবির ১৯৭৭ সালে ৬ই ফেব্রুয়ারী প্রতিষ্ঠা লাভের পর শতাধিক শাহাদাতের নজরানা অসংখ্য আহত, পঙ্গুত্ব বরণ করেছে। লক্ষ্মীপুরে তারই ধারাবাহিকতায় সাত জন শহীদ এবং অগনিত নির্যাতিত নিবেদিত কর্মীর রক্তরঞ্জিত আজকের এই সংগঠন। প্রতিষ্ঠার শুরু থেকে ছাত্রশিবির লক্ষ্মীপুর সরকারী কলেজসহ গোটা জেলায় কুরআনের পথে ছাত্রদেরকে আহ্বান করলে বিপুল পরিমান ছাত্র এই সংগঠনের পতাকাতলে আবদ্ধ হতে শুরু করে। কিন্তু তৎকালীন সময়ে প্রতাপশালী ছাত্র সংগঠন জাসদ ছাত্রলীগ, বাকশালের নায়কেরা শিবিরের অগ্রযাত্রা ঠেকাতে ষড়যন্ত্রে মেতে উঠে। একের পর এক আমাদের নেতা কর্মীদের উপর নির্যাতন চালানো হয়। তাদের নির্যাতনের শিকার হয়

www.pathagar.com

তৎকালীন সভাপতি মনিরুল ইসলাম, নজির আহমেদ, সাইফুদ্দিন, আবুল বাশার, আব্দুল কাইয়ুম, আব্দুল কাদের, জাফর ভাইসহ শতাধিক নেতা কর্মী। ১৯৮১ সালে জাসদ ছাত্রলীগ লক্ষ্মীপুর কলেজ থেকে শিবিরকে নিঃশ্বেষ করতে অস্ত্র সস্ত্রে সজ্জিত হয়ে শিবিরের নিরস্ত্র কর্মীদের উপর হামলা করে। শিবিরের নেতা কর্মীরা খালি হাতে আল্লাহর উপর ভরসা করে প্রতিরোধগড়ে তুলে। আল্লাহর সহযোগীতায় সেদিন জাসদ ছাত্রলীগ লক্ষ্মীপুর কলেজে নিজেরাই নিঃশ্বেস হয়ে যায়। তবুও বাতিলের ষড়যন্ত্র থেমে থাকে নি। ১৯৮২ সাল থেকে ১৯৯১ সাল পর্যন্ত সৈরাচারী সরকার এরশাদ ছাত্রশিবিরের কাজ বন্ধ করে দেওয়ার জন্যই নানাবিধ পরিকল্পনা ও ষড়যন্ত্র করতে থাকে। তৎকালিন সময়ে ছাত্র রাজনীতি বন্ধসহ মানুষের মানবিক অধিকার ভু-লুণ্ঠিত করা হয়। ইসলামের দুষমনেরা আরো সক্রিয় হয়ে উঠে। কিন্তু আল্লাহর মেহেরবানীতে কোন ষড়যন্ত্রই কাজে আসেনি। অবশেষে ১৯৯১ সালে স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলনে এরশাদের দুঃশাসন ও স্বেচ্ছচারিতার পরিসমাপ্তি ঘটে।

১৯৯১ থেকে ১৯৯৬ সালে বি.এন.পি. সরকার জনগনের নিকট প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন করতে ব্যর্থ হয়। বিএনপি সরকারের আমলে এমপি খায়রুল আলমের নেতৃত্বে ১৯৯৫ সালে ৩ ডিসেম্বর শহীদ ফজলে এলাহীকে নির্মমভাবে হত্যা করে ত্রাসের রাজত্ব সৃষ্টি করে। আওয়ামী দুঃশাসনের সময় ছাত্রলীগের নরপিশাচদের হাতে ১৯৯৯ সালের ১৭আগষ্ট আহমাদ যায়েদ, ২০০০ সালের ৫ই সেপ্টেম্বর এ.এফ.এম মহসিন, ২৩শে সেপ্টেম্বর কামাল হোসাইন, ১৯ডিসেম্বর চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের মেধাবী ছাত্র মাহমুদুল হাসানকে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়। তারপর চার দলীয় জোট সরকারের সময়ে ছাত্রদলের ভেতরে ছাত্রলীগ পরিকল্পিতভাবে ঢুকে শিবিরের সাথে সংঘর্ষ সৃষ্টি করে। ২০০৬ সালের জোট সরকারের শেষের দিকে এসে কলেজ হোস্টেলে শিবিরের কর্মী তুহিনকে অতর্কিত হামলা চালিয়ে গুরুতর আহত করে। আমরা এর প্রতিবাদ জানাতে গেলে ছাত্রদল নামধারী সন্ত্রাসীরা আমাদের কর্মীদের উপর ঝাপিয়ে পড়ে তৌহিদুল ইসলাম ও মিজানকে আহত করে। আমাদের ভাইয়েরা তাদের মোকাবেলায় শক্ত অবস্থান নিয়ে নারায়ে তাকবিরের শ্লোগান দিলে তারা দিশারি কটেজ থেকে দৌড়ে সওদাগর বাড়ির সামনে অবস্থান নেয়। দীর্ঘ ২ ঘন্টা সংঘর্ষে তাদেরও ১০/১৫জন আহত হয়। এক পর্যায়ে আমাদের মোকাবেলায় তারা না টিকতে পেরে পুলিশের মাধ্যমে আমাদের উপর নতুন করে আক্রমণ চালায়। হ্যাপী চৌধুরীর নির্দেশে পুলিশ আমাদের কর্মী গাওয়ার, মোস্তফা, শাকের, মশিউল আযম, নজরুল, রাজু, বারাত, নিজামসহ ১০/১৫জন গ্রেফতার করে নিয়ে যায়। আমরা এর প্রতিবাদে পরদিন চক মসজিদ চত্তরে প্রতিবাদ সমাবেশের আয়োজন করি। আমাদের প্রতিবাদের শক্ত অবস্থান দেখে ২৪ ঘন্টার মধ্যে প্রশাসন আমাদের ভাইদেরকে নিঃশর্ত মুক্তি দেয়। এছাড়াও বিভিন্ন সময়ে ছাত্রদল নামধারী সন্ত্রাসীরা বিচ্ছিন্ন ঘটনা ঘটিয়ে একটি অস্থিতিশীল পরিস্থিতি তৈরী করার ষড়যন্ত্রে মেতে ছিল। কিন্তু আল্লাহর মেহেরবানী আমাদের দায়িত্বশীল ভাইদের যথাযথ সিদ্ধান্তের মাধ্যমে ছাত্রশিবির ধৈর্য্য ধারণ করে সকল প্রতিকুল অবস্থার মোকাবেলা করেছে। অতঃপর তত্ত্বাবধায়ক সরকার ফখরুদ্দিনের ২ বছরের শাসনামল অতিবাহিত হয়। মানুষ মনে করেছিল আওয়ামীলীগের দুঃশাসনের সমাপ্তি ঘটেছে। কিন্তু ২০০৮ সালের ২৯ ডিসেম্বরের নির্বাচনে ব্যাপক কারচুপির মাধ্যমে আওমীলীগ ক্ষমতায় আসলে আবার জ্বালাও-পোড়াও, হত্যা, সন্ত্রাস, টেন্ডার বাজী ও দখল দারিত্বে মেতে উঠে।

www.pathagar.com

লক্ষ্মীপুর কলেজে বিনা উসকানিতে শিবিরকর্মী গিয়াস উদ্দিন, মাকসুদ, ইয়াসীন, তৌহিদ, চন্দ্রগঞ্জে সোহাগ, মাহফুজ, দত্তপাড়ার মামুন, ফয়েজ, চৌরাস্তার মিজান, রায়পুরে মিরাজ, পরান, চাঁদখালীতে ইউসুফ, রামগঞ্জে জামাতের কর্মী সমাবেশে হামলা করে শাহিদ, আনোয়ার ও ইসমাইলসহ সমগ্র লক্ষ্মীপুরে প্রায় ৪৫/৫০ জনের উপর অমানুষিক নির্যাতন চালায়। ২০০৯ সালের ২১ মে নছির আহম্মদ ভূঁইয়া মিলনায়তনে শিবিরের উপশাখা প্রতিনিধি সম্মেলন শুরু হওয়ার ২ঘন্টা পূর্বে ছাত্রলীগ ক্যাডার ভি.পি মুরাদ ও জেলা ছাত্রলীগের সেক্রেটারী শেখ জামাল রিপনের নেতৃত্বে ৫০/৬০ জন দল বদ্ধ হয়ে প্রোগ্রামস্থলে হামলা চালায়। তাদের হামলায় শিবিরের পৌরসভা শাখার সেক্রেটারী ফয়েজ আহমদ গুরুতর আহত হয়। ছাত্রলীগ ক্যাডাররা হামলা চালিয়ে অডিটরিয়মের দরজা, চেয়ার, মাইক্রোপোন, সাউন বক্স, গ্লাসসহ মূল্যবান আসবাব পত্র ভাংচুর করে পালিয়ে যায়। পরবর্তীতে মহান আল্লাহর অশেষ রহমতে যথা সময়ে প্রোগ্রাম শুরু হয়। লোকে লোকারন্য হয়ে যায় নছির আহমদ ভূইয়া মিলনায়তন। প্রধান অতিথি ছিলেন কেন্দ্রীয় সভাপতি জনাব, রেজাউল করিম। প্রোগ্রাম শেষ করে লক্ষ্মীপুর প্রেস ক্লাসে সাংবাদিক সম্মেলন করে এ হালামর তীবৃ নিন্দা জ্ঞাপন করা হয়। এভাবে বাতিল পন্থীরা হত্যা, সন্ত্রাস, নির্যাতন অব্যাহত চালিয়ে আসছে। ইসলামী আন্দোলনে এটি কোন নতুন অধ্যায় নয়। আমাদের ইতিহাস স্বয়ং রাসুলে করিম (সাঃ) থেকে শুরু করে সুমাইয়া, খাব্বাব, বেলাল, হামযা (রাঃ) উজ্জ্বল ত্যাগ কোরবাণীর ইতিহাস। তাই আজ আমাদেরকে শহীদের স্মৃতিকে ধারণ করে ত্যাগ কোরবাণীর অনুপম দৃষ্টান্ত স্থাপনের মাধ্যমে লক্ষ্যপানে অগ্রসর হতে হবে।

সত্য, মিথ্যার দন্দ চিরন্তন থাকবে। তবে সত্য সমাগত মিথ্যা অপসৃত, সত্যের বিজয় অবিশ্যম্ভাবী। বাতিল পন্থীরা চায় তাদের হুংকারে কুরআনের আলো নিভিয়ে দিতে। আর মহান আল্লাহর সিদ্ধান্ত হলো তিনি তার নূর দিয়ে এ আন্দোলনকে প্রজ্জোলিত করবেন। ছাত্রশিবিরের শতাধিক শহীদ অসংখ্য অগনিত আহত, পঙ্গুত্ব প্রমাণ করেছে পাহাড় সমান বাঁধা আসলেও আল্লাহর উপর ভরসা করে শিবিরের কর্মীরা শাহাদাতের তামান্না নিয়ে বাতিলের সকল ষড়যন্ত্র রুখে দিয়ে মঞ্জিলে মকসুদে এগিয়ে যাবে। শহীদের স্বপ্নে লালিত কুরআনের সমাজ একদিন বাস্তবায়ন হবে। কেটে যাবে সকল অমানিষা, মুঁছে যাবে শহীদের মায়েদের ছেলে হারানোর বেদনা, দলে দলে লোক ইসলামের পতাকাতলে সংঘটিত হতে থাকবে। প্রতিষ্ঠিত হবে খোলাফায়ে রাশেদার সোনালী যুগ। ইনশাআল্লাহ!

লেখক: আবুল ফারাহ নিশান

সভাপতি

বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবির, লক্ষ্মীপুর শহর।

www.pathagar.com

জনাব সফিক উল্যাহ
এক সাহসী মুজাহিদ, এক ত্যাগী নেতা

মকবুল আহমদ

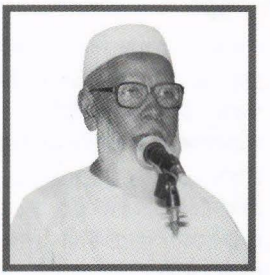

জনাব সফিকুল্লাহ লক্ষ্মীপুর জিলার লক্ষ্মীপুর শহরেরই অধিবাসী। দীর্ঘ দিন তিনি স্থানীয় হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক হিসেবে কৃতিত্ব ও সুনামের সাথে নিজ পেশায় জড়িত ছিলেন। অনেক উচ্চ শিক্ষিত ও প্রভাবশালী ব্যবসায়ী, শিক্ষাবিদ, সরকারী কর্মকর্তা-কর্মচারী তার ছাত্র ছিলেন। এ সুবাদে তিনি ব্যাপক পরিচিতি ও সম্মানের অধিকারী ছিলেন।

মাওলানা মওদূদীর বিখ্যাত তাফসীর "তাফহিমুল কুরআনের" মাধ্যমেই তিনি ইসলামের ব্যাপক ও গভীর জ্ঞানের অধিকারী হন। মাওলানা মরহুমের সাহিত্যের মাধ্যমেই তিনি ইসলামী আন্দোলনের দাওয়াত পান। যখন এ আন্দোলন 'হক' এটা বুঝতে পারলেন তখনই তিনি এ আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েন এবং সাহসী ও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। কোন কাজ তিনি আধাআধি বা ঢিলাঢালাভাবে করতে পারেন না। যখন দায়িত্ব জিম্মাদারী বুঝেছেন, তখন পূর্ণরূপে হৃদয়-মন শপে দিয়ে এ দায়িত্ব আঞ্জাম দিয়েছেন।

তিনি প্রথমে নিজ এলাকা, পরে বৃহত্তর নোয়াখালী (যা বর্তমানে নোয়াখালী, লক্ষ্মীপুর ও ফেনী জিলা) জিলার আমীর, এর পরে বৃহত্তর চট্টগ্রাম বিভাগের (যা বর্তমানে চট্টগ্রাম ও সিলেট বিভাগ) আমীরের দায়িত্ব পালন করেন।

মরহুম শেখ মুজিব ও এরশাদের শাসন ক্ষমতার সময়ে আন্দোলনের অনেক বিপর্যয় ঝুঁকি বেড়েছিল, কিন্তু তিনি সে সময় যে প্রজ্ঞা, দৃঢ় চিত্ততা, ত্যাগ ও কুরবানীর পরিচয় দিয়েছেন তা অকল্পনীয়।

সে সময়ের কঠিন দিনে একটা হাত ব্যাগ সম্বল করে নোয়াখালী, লক্ষ্মীপুর, ফেনী, বৃহত্তর চট্টগ্রামের প্রত্যন্ত অঞ্চল, নদী-নালা, পাহাড় ডিঙ্গিয়ে সিলেটের প্রত্যন্ত অঞ্চলে যাত্রীবাহী সাধারণ বাসে বসে, দাঁড়িয়ে সফর করেছেন, তা আজকের যুবকরাও চিন্তা করলে গা শিহরে উঠবে।

নিজের জীবনের স্বপ্ন-সাধ, বাড়ি-গাড়ী, ব্যাংক ব্যালেন্স, মহানগরীতে সুরম্য অট্টালিকার পরিকল্পনা কিছুই তিনি করেননি। জীবনের বড় স্বপ্ন আল্লাহর দীন কায়েম হলে সকল মানুষের অধিকার ও সমাজের ইনসাফ বাস্তবায়িত হবে, তাই নিজের সকল স্বপ্ন গুড়িয়ে দিয়েছেন আল্লাহর দ্বীনের মহান আন্দোলনের জন্যে। আকাশচুম্বী উঁচু ইমারতের নীচে যেমন অনেক ইট নিজকে সুরকী করে দিয়ে মাটির গভীরে নিজকে সপে দেয়, কেউ কোন দিন দেখবে না, প্রশংসা করবে না। ঐ সুরকী ও ইটের দালান যখন বৃহৎ অট্টালিকার রূপ ধারণ করে, তখন কি কেউ খোঁজ নেয়, কল্পনা করে এ প্রাসাদের নীচে কিছু গুড়া ইটা সুরকী আছে যাদের মাটিতে মিশে যাওয়ার পরই নির্মিত হয়েছে এ গগনচুম্বী অট্টালিকা।

আল্লাহর মেহেরবাণী ইসলামী আন্দোলনের যতটুকু পরিচয়, সুনাম, আশার আলো দেখা যাচ্ছে এ সকলের পিছনে আছে জনাব সফিকুল্লাহর মত অনেক ত্যাগী পুরুষের অদেখা অবদান, হে আল্লাহ তুমি পার এ ত্যাগ-কুরবানের পুরা মূল্যায়ন করতে। কাল আদালতে -আখিরাতে তার পুরষ্কার নিশ্চয়ই তুমি দেবে।

www.pathagar.com

আমার জীবনেও মহাপুরুষের অবদান অসীম, বিরাট। ফেনীর এককালীন ইসলামী আন্দোলনের নিবেদিত প্রাণ, ত্যাগী নেতা জনাব মাওলানা আব্দুস সাত্তারই প্রধানত আমাকে এ আদর্শের আন্দোলনের দিকে পথ দেখিয়েছেন। তার তিল তিল মেহনতেই আমি এ পথে এগিয়েছি। কিন্তু জনাব সফিকুল্লাহই আমাকে এগিয়ে নেয়, শপথের জন্য মন মানষিকতা তৈরী করা, গাইড করা- সবই করেছেন। তার প্রচেষ্টাতেই আমি এ আন্দোলনে শপথ নেয়ার হিম্মত করেছি ০৬/০৬/১৯৬৬ তারিখে। এমনকি তিনি আমার বিয়ে শাদীর ব্যাপারেও আপন নিকটতম মুরব্বীর ভূমিকা পালন করেছেন। আমার স্কুল জীবনে পিতা মারা যাওয়ায়, পারিবারিক জীবনে সংসারী জীবনে পাড়ি দেয়া কঠিন ছিল। তিনি এ ব্যাপারে আমাকে সহায়তা করেছেন। তার চেষ্টাতেই প্রখ্যাত আলেমে দ্বীন ঢাকাস্থ আরমানী টোলা সরকারী উচ্চবিদ্যালয়ের সাবেক প্রধান মাওলানা মরহুম ওহিদুল হকের (পেয়ারপুর, লক্ষ্মীপুর) পরিবারের সাথে আত্মীয়তার সম্পর্ক স্থাপনের ব্যবস্থা হয়েছে। সামাজিক পরিবেশের কারণে আমাদের দেশে বিয়ে শাদীতে কিছু না কিছু সমস্যা হয়, এ ধরনের সমস্যা সমাধানে তিনি যে আন্তরিকতা ও সাহসিকতার পরিচয় দিয়েছেন তাও স্মরণীয় হয়ে থাকবে।

এরশাদের স্বৈরশাসন ও মুজিবের একদলীয় বাকশালী দুঃশাসনে ইসলামী আন্দোলনের জন্য কঠিন সময় ছিল। এ সময়ে ইসলামের নাম নেয়া, ইসলামী সমাজ কায়েমের কোন ভূমিকা রাখা, এমনকি কুরআনের তাফসীর মাহফিল ও অনুষ্ঠান ছিল তাদের রোষানলে। এ কঠিন সময়ে দ্বীনের দাওয়াত নিয়ে, দ্বীনের কাজকে অগ্রসর করার জন্য কঠোর পরিশ্রম করেছেন এ অকুতোভয় সৈনিক জনাব সফিকুল্লাহ। রাতের নিশীথে বৈঠকাদি শেষ করে আবার দূর-দূরান্তে পাড়ি দেয়া, আরামের নরম বিছানার বদলে পুরাতন কাপড়ের শক্ত বিছানার ঘুমানো তার জন্য খুবই সহজ ছিল। এ ধরনের ঘটনা বলা যত সহজ, বাস্তবে এ অবস্থাকে হাসিমুখে বরণ করা খুবই কঠিন। মরহুম মাষ্টার সফিকুল্লাহ সাহেব এ পরিস্থিতিতে নির্দ্বিধায় বরণ করেছিলেন।

তিনি যে দারসুল কুরআন দিতেন তা ছিল হৃদয়গ্রাহী। অনেক প্রবীণ আলেম অপলক দৃষ্টিতে শুনতেন, দেখতেন একজন ইংরেজী শিক্ষিত, স্কুলের শিক্ষক কুরআনের আলোকে আমাদের চলার পথের পাথেয় হিসাবে, আল কুরআনের মহান শিক্ষনীয় বিষয়সমূহকে কিভাবে পেশ করছেন। অপরিচিত জন বলতেন তিনি কোন মাদ্রাসা থেকে কামিল পাশ করেছেন?

সাধনা ও নিষ্ঠা থাকলে, অনুশীলনের ধৈর্য থাকলে আল্লাহর কালামকে এভাবে হৃদয়ঙ্গম করতে পারা যায়। আর পারে অপরের হৃদয়ের মনি কোঠায় পৌঁছিয়ে দিতে দ্বীনের শাশ্বত দাওয়াতকে, আল্লাহর মহান বাণীকে।

লক্ষ্মীপুর সামাদ একাডেমী জামে মসজিদে তার দোয়ার মাহফিলে দেখলাম স্বতঃস্ফূর্ত জনতার ভীড়। তার জানাজায়ও শুনেছি বিরাট সমাবেশের কথা। স্থানীয় রাজনৈতিক ও ধর্মীয় নেতৃবৃন্দ, দলমত নির্বিশেষে যে বক্তব্য রেখেছেন, তাতে বুঝা যায় তিনি সত্যি গণমানুষের মনের কাছের মহান নেতা ছিলেন।

সমাজ বিনির্মানে শ্রমিক সমাজের অবদান বিরাট। এ ময়দানেও তিনি ব্যাপক প্রভাব রাখতেন। তিনি ছিলেন এক সময় শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সভাপতি। শ্রমিকদেরকে ইসলামী শ্রমনীতির আলোকে সংগঠিত করা খুবই কঠিন। এ ময়দান ছিল কথামালার রাজনীতি, বড় বড় বুলি আওড়িয়ে শ্রমিকদের সমর্থন নিয়ে নিজের আখের গুছানোর মজাদার ময়দান।

www.pathagar.com

এখানে তিনি মালিক শ্রমিকের পারস্পরিক অধিকার ও দায়িত্ববোধের জিম্মাদারী সৃষ্টির জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন। শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনকে একটা আদর্শ সংগঠন হিসেবে দাঁড় করানোর জন্য কঠোর পরিশ্রম করেছেন। তিনি ছিলেন জামায়াতের কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদের অন্যতম সদস্য। তার রাজনৈতিক বিশ্লেষণ, সাংগঠনিক প্রজ্ঞা সবই ছিল খুবই গভীর তাৎপর্যমন্ডিত। সাধারণত লোক নিজেদের মাঝে থাকলে অনেক সময় বুঝা যায় না, কিন্তু যখন চলে যায় তখন তার অভাব তীব্রভাবে অনুভূত হয়। মানুষ যখন একত্রে বসবাস করে তখন গুণের চেয়ে কমতিগুলো নজরে বেশি পড়ে, যখন চলে যায় তখন তীব্রভাবে অনুভব হয় ঐ লোকেরই কত মহৎ গুণ ছিল, মহৎ একটি দিল ছিল। তিনি ছিলেন অল্পেতুষ্ট। চলাফেরা, খাওয়া দাওয়ায় খুবই সহজ সরল। তিনি ছিলেন কম চাহিদার বড় দিলের মানুষ।

একদিন সফরে যাচ্ছি। গাড়ীর সামনে সীটে বসার জন্য তাকে অনুরোধ করলাম। তখন আমি সহকারী সেক্রেটারী জেনারেল। তিনি বললেন আমাকে বসতে, প্রটোকলের দোহাই দিয়ে। আমি বললাম প্রটোকলতো মুরুব্বী অগ্রাধিকার পাবে। কিন্তু তিনি রাজী হচ্ছিলেন না। আমি বললাম আমীরে সফর কে? তিনি আমার কথাই বললেন, আমি বললাম, আমীরে সফরের হুকুম জনাব সফিকুল্লাহ সামনের সীটে বসবেন। তিনি হেসে উঠলেন, উঠে গিয়ে সামনের সীটে বসলেন।

রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের সাথে আলোচনা কালেও লক্ষ্য করা গিয়েছে তার বলিষ্ঠ রাজনৈতিক বক্তব্য, বিশ্লেষণী শক্তি ও ক্ষুরধার যুক্তির কারণে সবাই প্রভাবিত হতেন। আন্দোলন সংগঠন ছিল তার সার্বক্ষণিক চিন্তা। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তিনি সক্রিয় ছিলেন দ্বীনি জিম্মাদারী পালনে। মৃত্যুর একদিন আগেই হবিগঞ্জ থেকে সফর শেষে বাসায় ফিরলেন। পরদিন ফজরের পরেই অসুস্থ হয়ে পড়লেন। জীবনের শেষ দিকে কুরআন-হাদীসের চর্চা এবং বিশেষ করে কুরআনের তাফসীর, তুলনামূলক তাফসীর গভীর অধ্যয়ন করতেন। কোনআনের দারস পেশ করলে বা আলোচনা রাখলে তিনি কুরআন কেন্দ্রিক রেফারেন্স অত্যধিক পেশ করতেন।

জীবনের শেষ প্রান্তে এসে আল্লাহর ফায়সালায় তার জীবন সঙ্গিনী, ইসলামী আন্দোলনে বিরাট অবদানের অধিকারিনী তার বিবি ইন্তেকাল করেন। এ বয়সে নিজ জীবন সঙ্গিনীকে হারিয়ে খুবই মুষড়ে পড়া ছিল স্বাভাবিক। কিন্তু তিনি ধৈর্যের অটল পাহাড়ের মত দৈনন্দিন কাজ চালিয়ে যেতেন, কাউকে বুঝতে দেননি তার এ জীবনের এ বিরাট বিয়োগ ব্যাথাকে।

আমরা সবাই মহান রাব্বুল আলামীনের নিকট আকুল আবেদন জানাই তিনি যেন তার জীবনের মানবিক ভুল ত্রুটিগুলো মাফ করে দেন, নেক আমলগুলো কবুল করেন। আর তার অপার দয়া ও করুনায় তাকে স্থান দেন জান্নাতের সর্বোচ্চ মর্যাদায়। তার পরিবার পরিজন কে ইকামতে দ্বীনের আন্দোলনে অগ্রণী ভূমিকা পালন করার তৌফিক দিন।

লেখকঃ কেন্দ্রীয় নায়েবে আমীর, বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী

www.pathagar.com

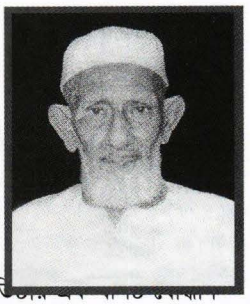

একটি সংগ্রামী জীবনের অবসান

আলহাজ্ব মাষ্টার শফিকুল্লাহ

ইসলামী আদর্শে উজ্জীবিত আর অদম্য এক বীর সেনানীর নাম মরহুম আবুল কাশেম চৌধুরী। যার জীবনের বিভিন্ন স্মৃতিগুলো আজও আমাদের দ্বীন প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে অনঢ় ও অটল থাকতে উৎসাহিত করে। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি ছিলেন একজন সৎ, নির্ভিক, আত্মপ্রত্যয়ী, সমাজসেবী, দেশপ্রেমিক ও আল্লাহর দ্বীন প্রতি[illegible]।

জন্ম

জনাব মরহুম আবুল কাশেম চৌধুরী ১৯২৬ সালে লক্ষ্মীপুর জেলার সদর উপজেলার ১৬নং লাহারকান্দি (বর্তমান লক্ষ্মীপুর পৌরসভা) ইউনিয়নের লাহারকান্দি গ্রামের এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম জমিদার পরিবারে জন্মগ্রহন করেন।

রাজনীতিতে মরহুম আবুল কাশেম চৌধুরী

আন্দোলনের তরুন সৈনিক হিসেবে তার রাজনৈতিক জীবনের সুচনা। তিনি প্রথমে আওয়ামী ছাত্রলীগ ও পরবর্তিতে ইয়ুর্থ ছাত্রলীগের বৃহত্তর নোয়াখালী জেলার সহসভাপতি ছিলেন স্বাধীনতাত্তোর মাওলানা হামিদ খাঁন ভাসানির উদ্যোগে আওয়ামী মুসলীম লীগের প্রথম কাউন্সিলের বৃহত্তর নোয়াখালী জেলার অন্যতম প্রতিনিধি হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তিতে যখন আওয়ামী মুসলিম লীগের মুসলিম শব্দটি বাদ দিয়ে আওয়ামী লীগ প্রতিষ্ঠা লাভ করে তখন ও তিনি আওয়ামী লীগের প্রথম সারির নেতা ছিলেন। এবং বিভিন্ন আন্দোলন সংগ্রামের তার ভূমিকা ছিল অনন্য।

ইসলামী আন্দোলনে মরহুম আবুল কাশেম চৌধুরী

সমাজের সাধারন মানুষের প্রতিবাভালবাসা প্রবন এই নেতা যখন বুঝতে পারলেন মানুষের মনগড়া মতবাদ দিয়ে মানুষের ভাগ্য পরিবর্তন সম্ভব নয়। ঠিক সেই সময় ১৯৬০ সালে আমি তাকে নিয়ে বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ, সংগ্রামী জননেতা অধ্যাপক গোলাম আযম সাহেবের সাথে সাক্ষাত করি। ঐ সাক্ষাতেই তিনি জামায়াতে ইসলামীতে যোগদান করেন এবং ময়দানে সক্রিয় ভাবে ইসলামী আন্দোলনের কাজ করতে থাকেন। ১৯৬৩ইং সালে তিনি বৃহত্তর নোয়াখালী জেলার সেক্রেটারী হিসাবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন এবং পরবর্তীতে লক্ষ্মীপুর আনুষ্ঠানিক ভাবে জেলা ঘোষনা হওয়ার পর তিনি জেলা জামায়াতের প্রতিষ্ঠাতা আমীর হিসাবে শপথ গ্রহণ করে খুবই দক্ষতার সাথে নেতৃত্ব দিয়ে যান এবং ঐ বছরই তিনি জামায়াতে ইসলামীর কেন্দ্রীয় মসলিশে শুরার সদস্য নির্বাচিত হন।

সদা নিবেদিত এক প্রাণ পুরুষ

ইসলামী আন্দোলনের সাথে সম্পৃক্ত হওয়ার পর থেকেই তিনি সাংসারিক আর রোজগারের জন্য আর কোন সময় দেননি। সার্বক্ষণিক সময় দিয়ে গিয়েছিলেন ইসলামী আন্দোলনের জন্য। তিনি ছিলেন আন্দোলনের একজন একনিষ্ঠ, সৎ, নির্ভিক ও নিবেদিত প্রাণ নেতা। ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদের হক আদায়, পরষ্পরের প্রতি ইনসাফ করা, আমানতের সংরক্ষন, ব্যক্তিগত লেনদেন ও সাংগঠনিক সম্পদ এর সুষ্ঠু ব্যবহারের ক্ষেত্রে তিনি এক অনুকরনীয় উদাহরণ সৃষ্টি করেন।

www.pathagar.com

১৯৬৫ইং সালে লক্ষ্মীপুরে মাওলানা মওদুদী (রহঃ) এর আগমন উপলক্ষে আয়োজিত জনসভার পুরো দায়িত্ব পালন করে একজন সুদক্ষ সংগঠকের পরিচয় দিয়েছিলেন।

সামাজিক কাজে মরহুম আবুল কাশেম চৌধুরী

মরহুম আবুল কাশেম চৌধুরী ইসলামী আন্দোলনকে সময় দানের পাশাপাশি সমাজের অসহায় মানুষের জন্য বহু কাজ করেছিলেন। সমাজের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সাথে জড়িত থেকে প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের কল্পে ভূমিকা রেখেছিলেন। তিনি লক্ষ্মীপুর সরকারী কলেজ ও লক্ষ্মীপুর আদর্শ সামাদ একাডেমীর গভর্ণিং বোর্ডের সদস্য ছিলেন। মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত লাহার কান্দি হাই স্কুলের ও এনায়েতপুর মাদ্রাসার সহ সভাপতি ছিলেন। লক্ষ্মীপুর দারুল আমান ট্রাষ্ট্রের আজীবন সভাপতি ছিলেন। এছাড়াও তিনি সামাজিক বিভিন্ন কাজে জড়িত ছিলেন।

চেতনার এক মূর্ত প্রতীক

মরহুম আবুল কাশেম চৌধুরী ব্যক্তিগত জীবনে যেমনিভাবে ছিলেন সৎ, নির্ভিক ও আল্লাহর প্রতি আনুগত্যশীল তেমনি ভাবে সংগঠনের ভিতরে ছিলেন একজন নিবেদিত, কর্মীদের প্রতি ভালবাসা দানকারী, ত্যাগী ও বলিষ্ঠ সংগঠক। অপর দিকে সমাজের মাঝে ছিলেন একজন জনদরদী, সামাজসেবী, মানুষের সুখ দুঃখে অংশীদারী একজন জনপ্রিয় সমাজ নেতা। যাহা আমাদের জন্য অর্থাৎ ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদের জন্য একটি অনুকরনীয় চেতনার মূর্ত প্রতীক।

মৃত্যুকাল

'কুল্লু নাফসিন জায়িকাতুল মাউত' পবিত্র কোরআনে এই আয়াতের বাস্তবায়নের মহান প্রভুর ডাকে সাড়া দিয়ে এই জনদরদী, ত্যাগী ও বলিষ্ঠ নেতা মরহুম আবুল কাশেম চৌধুরী ছয় ছেলে, পাঁচ মেয়ে সহ অসংখ্য আত্মীয় স্বজন, অসংখ্য কর্মী ও গুণগ্রাহীদের শোকের সাগরে ভাসিয়ে বিগত ১১ এপ্রিল ২০০১ইং দিবাগত রাত ৩:৩০ মিনিটে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স ছিল ৭৫ বছর। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাঁকে জান্নাতের সর্বোচ্চ মর্যাদা দান করুন। আমীন!

লেখকঃ প্রাক্তন এম পি (লক্ষ্মীপুর- ৩)
প্রাক্তন কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদ সদস্য (মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত), বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী।

www.pathagar.com

স্মৃতির পাতায় অধ্যক্ষ আবদুল জাব্বার

মোঃ রুহুল আমিন ভুঁইয়া

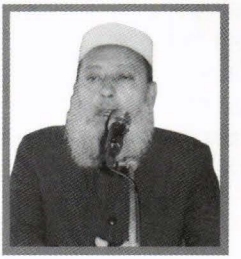

লক্ষ্মীপুর জেলার একজন প্রতিভাবান আলেমেদ্বীন, শিক্ষাবিদ ও রাজনীতিবিদ ছিলেন অধ্যক্ষ মাওঃ আব্দুল জাব্বার। তিনি মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত ঐতিহ্যবাহী হায়দরগঞ্জ আর. এম. ফাজিল (ডিগ্রী) মাদ্রাসার অধ্যক্ষ হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। ১৯৯১ ও ১৯৯৬ সালে জাতীয় সংসদ নির্বাচনে জামায়াতে ইসলামীর প্রার্থী হিসাবে বিপুল ভোট পেয়ে নিকটতম হয়েছেন। ২০০২-০৩ সেশনে লক্ষ্মীপুর জেলা জামায়াতের আমীর হিসাবে ছাত্র, শিক্ষক কমিটি এবং এলাকার লোকের কাছে সমাদৃত ছিলেন। মরহুম জাব্বার সাহেব শুধুমাত্র একজন অধ্যক্ষ বা সংগঠকই ছিলেন না। তিনি ছিলেন ছাত্রদের জন্য একজন যোগ্য অভিভাবক, অধীনস্তদের জন্য কোমল হৃদয়ের দায়িত্বশীল, একজন মানুষ এতগুলো গুনাবলী সম্পন্ন হতে পারে তাকে দেখলেই বুঝা যায়। শুধুমাত্র মুসলমান নয়, তার এলাকার অনেক হিন্দু মানুষ ও তার কাছে আমানত রেখেছিলেন। যার প্রমান তিনি মৃত্যুরপরে পাওয়া গিয়েছিল। অনেক অমুসলিমকে তার কফিনের সামনে অজোরে চোখের পানি ফেলে কাঁদতে দেখা গেছে। ছাত্রদের শাষন করার পরক্ষনেই আবার বুকে টেনে আদর করার নজির বিরল।

১৯৯১ সালের নির্বাচনে আমি আওয়ামীলীগ প্রার্থী জনাব খালেদ মোহাম্মদ আলীর নির্বাচনে কাজ করি। এ সময়ে নির্বাচনে জামায়াতের প্রার্থী হিসাবে তিনি গণসংযোগ করতে এসেছিলেন। এক রকম হঠাৎই রসুলগঞ্জ বাজারের মাঝখানে আমার সাথে সাক্ষাত হলো। পরস্পরে কুশলাদি বিনিময়ে আমার তখনই চেতনায় জাগ্রত হলো যে, এ ধরনের লোকই সংসদ সদস্য হওয়া প্রয়োজন।

সুন্দর হাসি ও মিষ্টি ব্যবহারে সেদিন অনেকেরই ভোট দেওয়ার আগ্রহ সৃষ্টি হলেও দলীয় টানে পারেননি। ১৯৯৩ সালে আমি জামায়াতে ইসলামীতে যোগ দেওয়ার পর তাঁর সাথে আরও যোগাযোগের সুযোগ হয়। ১৯৯৬ সালে জাতীয় সংসদ নির্বাচনের সময় আমি সদর উপজেলার চররুহিতা ইউনিয়নের আমীর ছিলাম। এর পাশাপাশি শাকচর, দালাল বাজার ও দক্ষিণ হামছাদি ইউনিয়নের আংশিক নির্বাচনর তদারকির দায়িত্ব পালন কালে অধ্যক্ষ মাওলানা আব্দুল জাব্বারের সাথে গণসংযোগে এবং বিভিন্ন কর্মসূচীতে অংশ গ্রহণ করি। এ সময় তাঁকে সময়ানুবর্তিতায় দেখেছি খুবই কঠোর অনুশীলনের অধিকারী। মাঠে ময়দানের কর্মীরা হাজারো সমস্যা নিয়ে আসলেও তিনি অল্প কথায় সবাইকে সন্তুষ্ট করতেন। নির্বাচনে কঠোর পরিশ্রম সহ নানা কারণে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন। দুই দুই বার হার্ট এ্যাটাকে আক্রান্ত হন এবং ডায়বেটিকস রোগে ভোগতে থাকেন।

২০০১ সালের নির্বাচনে ৪দলীয় জোটের বিপুল বিজয়ের পর ৯ নভেম্বর জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের সেক্রেটারী জেনারেল জনাব আলী আহসান মোহাম্মদ মুজাহিদ লক্ষ্মীপুরে আগমন করেন। নানা কর্মসূচীর পর বাদ মাগরিব লক্ষ্মীপুর আলীয়া মাদরাসা মিলনায়তনে জেলা রুকন সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সম্মেলনে জেলা আমীর নিযুক্তির জন্য ভোট গ্রহন করা হয়। বিশেষ কারনে জামায়াতের ঐতিহ্য ব্যতিক্রমে ঐ দিনই ভোট গণনা এবং ঘোষনা করা হয়। জনাব মাওলাা আব্দুল জাব্বার সাহেব তখন অসুস্থ ছিলেন। অসুস্থতা নিয়েই তিনি রুকন সম্মেলনে হাজির হন।

www.pathagar.com

মরেও অমর

ভোট গণনার শেষের দিকে তিনি মুহতারাম সেক্রেটারী জেনারেলের কাছে অসুস্থতার কারনে ছুটি চান। কিন্তু আল্লাহ যাকে ছুটি দেননা তিনি কি করে ছুটি নেন। জনাব মুজাহিদ ভাই বলেন "কিসের ছুটি? বসেন এবং দেখেন কি হয়"। এর পর মুহতারাম সেক্রেটারী জেনারেল ২০০২-০৩ সেশনের জন্য লক্ষ্মীপুর জেলার আমীর হিসাবে যার নাম ঘোষনা করেন তিনি হচ্ছেন জনাব অধ্যক্ষ মাওলানা আব্দুল জাব্বার। উপস্থিত রুকনগন সমস্বরের আলহামদুলিল্লাহ ধ্বনিতে সেদিন মাদরাসার হল রুম প্রকম্পিত হলো। এর পর জনাব আব্দুজ জাব্বার সাহেব বললেন "আমি অসুস্থ, কিভাবে দায়িত্ব পালন করব।" উপস্থিত মেহমান বললেন যে আল্লাহ সাহায্য করবেন। সত্যিই তাই হলো। জেলা মজলিসে শুরার নির্বাচন হলো। ১৯ নভেম্বর জেলা সেটিং পূর্ণাঙ্গতা রূপ নিল। আমাকে নায়েবে আমীর এবং ডাঃ ফয়েজ আহমদ সেক্রেটারী মনোনীত হলেন। বলতে গেলে অধিকাংশ দায়িত্বশীল নতুন এবং ইতিপুর্বে জেলা সংগঠনের দায়িত্ব পালন করেন নি। এ অবস্থায় নবনিযুক্ত জেলা আমীর জনাব মাওলানা আব্দুল জাব্বার সাহেবের বুদ্ধিদীপ্ত দায়িত্ব, আন্তরিকতা ও শৃংখলাবোধ অল্পদিনের মধ্যে একটি সুশৃংখল সংগঠনে পরিণত করে। নায়েবে আমীর হিসাবে তিনি আমার উপর খুবই আস্থাশীল ছিলেন।

একটি বিষয় শিক্ষনীয় যে আল্লাহ যাকে দায়িত্ব দেন, তাকে সাহায্য করা আল্লাহর নীতি। জনাব আব্দুল জাব্বার অসুস্থ অবস্থায় দায়িত্বগ্রহণ করেন। কিন্তু দায়িত্ব পালন কালে আমরা কোন দিনই তাঁকে ক্লান্ত দেখিনি। কিন্তু এ মহান দায়িত্বশীলের খেদমত বেশিদিন লক্ষ্মীপুরের ইসলামী আন্দোলন পায়নি। মাত্র ১৫ মাস তিনি জেলা আমীরের দায়িত্ব পালনের সুযোগ পেয়েছেন। ২০০৩ সালে ৩১ জানুয়ারী তিনি হঠাৎ ব্রেইন স্ট্রোক করে ভোকাল প্যারালাইসিসে আক্রান্ত হন। ২০০৭ সালের ২৯ জুন ইন্তেকালের পূর্ব পর্যন্ত তিনি পুর্ণ সুস্থ হননি।

একটি প্রাণ এক নিমিষে শেষ হয়ে যায়। কিন্তু আদর্শবান মানুষ জন্মের জন্য শত শত বর্ষ পর্যন্ত অপেক্ষায় থাকতে হয়। আজ জাতীয় এই সংকটময় সময়ে অনেক আবদুল জাব্বারের প্রয়োজন রয়েছে যারা সঠিক নেতৃত্ব দিয়ে এদেশের মুসলমানদেরকে সঠিক পথ নির্দেশনা দিয়ে এগিয়ে যাবেন। জাতি মাথা তুলে দাড়াবে আমরা সে প্রতীক্ষায় রইলাম।

জানাযায় অজুত সংখ্যক লোকের উপস্থিতিই প্রমাণ করে তিনি একজন ভাল মানুষ ছিলেন।

আমরা তার জন্য মহান প্রভুর দরবারে প্রার্থনা করি আল্লাহ যেন তাকে জান্নাতুল ফিরদাউসের মেহমান বানান।

লেখকঃ আমীর, বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী, লক্ষ্মীপুর জেলা

www.pathagar.com

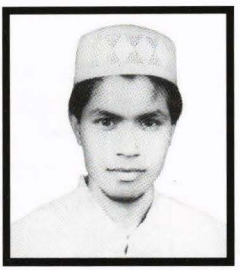

আল্লাহর পথে নির্ভীক এক সৈনিক মরহুম মোঃ মাকবুল আল পারভেজ

নুর মোহাম্মদ রাসেল

আমি ১৯৯৪ সালে দাখিল পাশ করে চন্দ্রগনজ কামিল মাদরাসায় আলিমে ভর্তি হই। সদর পশ্চিমে কর্মী হওয়ার কারণে সদর পূর্বের কোন দায়িত্বশীল ভাইদের সাথে আমার পরিচয় ছিলনা। মাদরাসায় যাওয়া আসার পথে মান্দারীতে অবস্থান করতাম। দক্ষিন বাজারে অবস্থিত সাংগঠনিক অফিসের সামনে দিয়ে হাটতাম, কিন্তু কেউ আমাকে কিছু জিজ্ঞাসা করতনা, আমিও কাউকে কিছু বলতাম না। একদিন হঠাৎ দেখি একজন ভাই হাতে একটা রং তুলি ও একটা ডায়রীসহ হাসোজ্জল চেহারা নিয়ে আমার দিকে এগিয়ে আসছেন, কাছে এসে সালাম দিয়ে হাত বাড়িয়ে মোসাফাহ করলেন, পরিচয় আদান প্রদান হলো উভয়ের মধ্যে, তিনি আর কেউ নন, তিনি হচ্ছেন আমার শ্রদ্ধেয় দায়িত্বশীল মরহুম মোঃ মাকবুল আল পারভেজ।

পারভেজ ভাইয়ের সহযোগীতায় আমি সদর পূর্বসাথী শাখার অধীনে সাংগঠনিক কাজ শুরু করি। ১৯৯৮-২০০০ পর্যন্ত তিনি সাথী শাখার অফিস, সাংগঠনিক সম্পাদক, বিভাগীয় সেক্রেটারী ও সর্বশেষ সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন, তার পাশা পাশি আমিও বিভিন্ন বিভাগীয় দায়িত্ব পালন করি। এই দায়িত্ব পালন করার সময় যেভাবে আমি তাকে দেখি।

জীবন সংগ্রামে বিজয়ী এক সৈনিক

পারিবারিক সমস্যা, বাবা অসুস্থ ইত্যাদি নানা রকম সমস্যা থাকলে ও তার ব্যক্তিগত লেখা পড়া ও সাংগঠনিক দায়িত্ব পালনে কোন প্রকার অবহেলা দেখা যায়নি। বরং এমন ভাবে কাজ করতেন, মনে হতো তার জীবনে কোন সমস্যাই নাই। দায়িত্ব পালনের পাশা পাশি আর্টের কাজ করতেন। এই কাজের মাধ্যমে বাজারের ব্যবসায়ী ও সর্বস্তরের জনগনের কাছে একজন গ্রহনযোগ্য ব্যক্তি হিসাবে খ্যাতি লাভ করেন।

রাতে অফিসের চেয়ারে ঘুমাতেন

রাতে লেখা পড়া শেস করে কিছুক্ষন আর্টের কাজ করতেন এবং সাংগঠনিক কাজ থাকলে তা শেষ করে অফিসের চেয়ারে ঘুমিয়ে থাকতেন, মাঝে মাঝে আমি ওনাকে সুন্দর ভাবে শোয়ার ব্যবস্থা করতাম। নচেৎ চেয়ারেই রাত শেষ হয়ে যেত।

নিজের উপর অন্যকে প্রাধান্য দেওয়ার উদাহরন

আমি যেদিন রাতে মান্দারী থাকতাম পারভেজ ভাই আমাকে যত্নসহকারে তার বিছানায় ঘুমানোর সুযোগ দিতেন। অন্যান্য কর্মী, সাথী কেউ রাতে আসলে, তাকেও নিজের বিছানার ঘুমানোর ব্যবস্থা করতেন। আমার জানামতে অনেক ভাইকে অর্থনৈতিক সহযোগিতা করেছেন। অন্য এক ভাইয়ের সমস্যাকে নিজের সমস্যা মনে করতেন। আমার বি.এ. পরীক্ষার ফরমের টাকাও তিনি যোগাড় করে দেন। নিজের উপর অন্যকে প্রাধান্য দেওয়ার এক উজ্জল দৃষ্টান্ত মকবুল ভাই। সাংগঠনিক কাজ ও ব্যক্তিগত কাজের কারনে অনেক সময় না খেয়ে থাকতেন।

www.pathagar.com

মরেও অমর

তিনি একটানা ১৪ দিন ভাত না খেয়ে শুধুমাত্র রুটি খেয়ে দিন কাটিয়েছেন। আমি তাকে বললাম, এইভাবে না খেয়ে থাকলে এক সময় আপনার সমস্যা হবে। তিনি উত্তর দিলেন দুনিয়াতে যখন এসেছি, তখন একদিন চলে যেতে হবে। আসলে আমাদেরকে কাঁদিয়ে চির দিনের জন্য তিনি চলে গেলেন ওপারে। ২০০৪ সাল বন্যার পানি থৈই থৈই করছে চারদিক। এমন একদিন খবর আসলো পারভেজ ভাই আর নাই। বন্যার পানিকে উপেক্ষা করে হাজার হাজার নেতা কর্মী ও সাধারন মানুষ তার জানাযায় উপস্থিত হয়। আমার থেকে মাত্র আধা কিঃমিঃ দুরে আমার যাওয়া আসার রাস্তার পাশে আমার চোখের সামনেই চিরদিনের জন্য শায়িত আছেন আমার পরম শ্রদ্ধেয় দায়িত্বশীল ভাই আল্লাহর সৈনিক মোঃ মাকবুল আল পারভেজ। আমি আমার নিজ হাতে তাকে চির দিনের জন্য কবরে শুইয়ে দিলাম। তাঁর স্মৃতি কখনও ভুলবোনা ভুলার নয়।

কোরআন, হাদীসের দৃষ্টিতে পারভেজ ভাইকে শহীদ বলা যায়। হে আল্লাহ তুমি তাকে শহীদ হিসাবে কবুল কর। আমীন।

লেখকঃ প্রাক্তন সভাপতি, বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবির, সদরপূর্ব সাথী শাখা

www.pathagar.com

শহীদ পরিচিতি

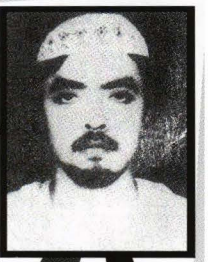

নাম	ঃ	**মুহাম্মদ ফজলে এলাহী**
পিতার নাম	ঃ	মুহাম্মদ মমতাজ উদ্দীন
সাংগঠনিক মান	ঃ	কর্মী, দায়িত্বঃ উপশাখা সভাপতি
সর্বশেষ পড়াশুনা	ঃ	এম,এ ১ম পর্ব, ইসলামিক স্টাডিজ কামিল ফলপ্রার্থী
সর্বশেষ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান	ঃ	জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ
অন্যান্য কৃতিত্ব	ঃ	ভালো শিল্পী ছিলেন
জীবনের লক্ষ্য কী ছিল	ঃ	শিক্ষকতা
আহত হওয়ার স্থান	ঃ	লক্ষ্মীপুর শহরের চক বাজার, শিবির কার্যালয়ের সামনে
শহীদ হওয়ার স্থান	ঃ	লক্ষ্মীপুর সদর হাসপাতাল
আঘাতের ধরন	ঃ	চাইনিজ কুড়াল, লাঠি ও রড
যাদের আঘাতে নিহত	ঃ	বি,এন,পি দলীয় এম,পি খাইরুল এনামের নেতৃত্বে ছাত্রদল
শহীদ হওয়ার তারিখ	ঃ	০৩.১২.১৯৯৫ রাত-৮টা
যে শাখার শহীদ	ঃ	লক্ষ্মীপুর জেলা
স্থায়ী ঠিকানা	ঃ	গ্রাম: চরগোঁসাই, পো: বিবিরহাট থানা: রামগতি, জেলা: লক্ষ্মীপুর
ভাই- বোন	ঃ	৫ ভাই, ৫ বোন
ভাইদের মাঝে অবস্থান	ঃ	৩য়
ভাইবোনদের মাঝে অবস্থান	ঃ	৮ম
পরিবারের মোট সদস্য	ঃ	১১জন
পিতা	ঃ	মৃত
মাতা	ঃ	জীবিত, পেশা:গৃহিনী
কত তম শহীদ	ঃ	৭৮

www.pathagar.com

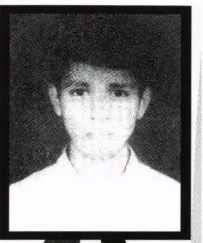

নাম	ঃ **আহমাদ যায়েদ**
পিতার নাম	ঃ মাস্টার মনির আহমদ
সর্বশেষ পড়াশুনা	ঃ দশম শ্রেণী
সর্বশেষ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান	ঃ আদর্শ সামাদ সরকারী উচ্চ বিদ্যালয়
সাংগঠনিক মান	ঃ কর্মী
অন্যান্য কৃতিত্ব	ঃ কণ্ঠ শিল্পী
জীবনের লক্ষ্য কী ছিল	ঃ ডাক্তার
আহত হওয়ার স্থান	ঃ গোহাটা এরশাদ ভিলা মসজিদের সামনে লক্ষ্মীপুর
শহীদ হওয়ার স্থান	ঃ লক্ষ্মীপুর থেকে নোয়াখালী যাওয়ার পথে।
আঘাতের ধরন	ঃ গুলি
যাদের আঘাতে নিহত	ঃ বাংলাদেশ ছাত্রলীগ
শহীদ হওয়ার তারিখ	ঃ ১৭-০৮-১৯৯৯
যে শাখার শহীদ	ঃ লক্ষ্মীপুর শহর
স্থায়ী ঠিকানা	ঃ দারুল আমান একাডেমী গোডাউন রোড, সদর, লক্ষ্মীপুর
ভাই বোন	ঃ ১১ ভাই বোন
ভাইদের মাঝের অবস্থান	ঃ চতুর্থ
ভাই বোনদের মাঝের অবস্থান	ঃ নবম
পরিবারের মোট সদস্য	ঃ ১৩ জন
পিতা : জীবিত, পেশা	ঃ স্কুল মাস্টার
মাতা : জীবিত, পেশা	ঃ গৃহিনী
কত তম শহীদ	ঃ ১০২

www.pathagar.com

শহীদ পরিচিতি

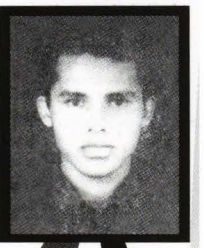

নাম	ঃ **শহীদ কামাল হোসেন**
পিতা	ঃ মোঃ রহমত উল্লাহ
জন্ম তারিখ	ঃ ১লা মার্চ ১৯৮৩ইং
গ্রাম	ঃ মিরিকপুর (৭নং বাঙা খাঁ ইউনিয়ন) সদর, লক্ষ্মীপুর।
সাংগঠনিক মান	ঃ কর্মী
শাহাদাতের তারিখ	ঃ ২২-০৯-১৯৯৯ সালের গভীর রাত।
আহত হওয়ার স্থান	ঃ দারুল আমান একাডেমীর মসজিদের সামনে
শহীদ হওয়ার স্থান	ঃ লক্ষ্মীপুর সদর হাসপাতাল
আঘাতের ধরণ	ঃ গুলি
যাদের আঘাতে নিহত	ঃ বাংলাদেশ ছাত্রলীগ
কোন শাখার শহীদ	ঃ লক্ষ্মীপুর শহর
ভাইবোন	ঃ ৩ ভাই ২ বোন
ভাইদের মধ্যে অবস্থান	ঃ ২য়
ভাইবোনদের মধ্যে অবস্থান	ঃ ৩য়
পরিবারে মোট সদস্য	ঃ ৭জন
পিতা	ঃ জীবিত
পেশাঃ	ঃ ইসলামী ব্যাংকে কর্মরত
মাতা	ঃ জীবিত
পেশা	ঃ গৃহিনী
সর্বশেষ পড়াশোনা	ঃ আলিম পাশ
সর্বশেষ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান	ঃ লক্ষ্মীপুর আলিয়া মাদ্রাসা
শিক্ষায় বিশেষ কৃতিত্ব	ঃ দাখিল ১ম বিভাগ
জীবনের লক্ষ্য	ঃ শিক্ষকতা
কত তম শহীদ	ঃ ১০৩

www.pathagar.com

শহীদ পরিচিতি

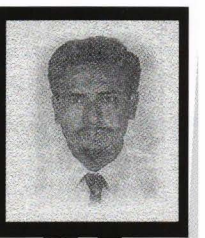

নাম	ঃ	**শহীদ এ.এফ.এম মহসীন**
পিতা	ঃ	মোঃ আমান উল্লাহ
সাংগঠনিক মান	ঃ	সদস্য, কেন্দ্রীয় শিক্ষা কার্যক্রম সম্পাদক
সর্বশেষ পড়াশোন	ঃ	মাস্টার্স পাশ (রাজনীতি বিজ্ঞান)
শিক্ষায় বিশেষ কৃতিত্ব	ঃ	সৌদী আরবে একটি এনজিও ঘোষিত পুরস্কার
জীবনের লক্ষ্য	ঃ	ব্যবসা
আহত হওয়ার স্থান	ঃ	মডেল একাডেমী , লক্ষ্মীপুর
শহীদ হওয়ার স্থান	ঃ	লক্ষ্মীপুর সদর হাসপাতাল
কোন শাখার শহীদ	ঃ	লক্ষ্মীপুর শহর
আঘাতের ধরণ	ঃ	গুলি
যাদের আঘাতে নিহত	ঃ	বাংলাদেশ ছাত্রলীগ
শহীদ হওয়ার তারিখ	ঃ	৫-৯-২০০০
ভাইবোন	ঃ	পাঁচ ভাই, তিন বোন, ভাইদের মধ্যে চতুর্থ।
স্থায়ী ঠিকানা	ঃ	গঙ্গা শিবপুর, বশিকপুর, সদর, লক্ষ্মীপুর।
পিতা	ঃ	জীবিত
মাতা	ঃ	মৃত

www.pathagar.com

শহীদ পরিচিতি

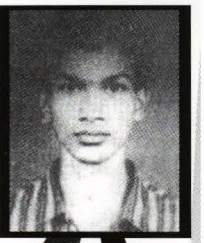

নাম	ঃ	**মোঃ মাহমুদুল হাসান**
পিতা	ঃ	মোঃ আব্দুর জাহের
ঠিকানা	ঃ	চরমনসা, ভবানীগঞ্জ, সদর, লক্ষীপুর।
শিক্ষাগত যোগ্যতা	ঃ	অর্নাস চতুর্থ বর্ষ, (ফিন্যান্স)
সর্বশেষ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান	ঃ	চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়
সাংগঠনিক মান	ঃ	সাথী
ঘটনার স্থান	ঃ	চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়
শহীদ হওয়ার স্থান	ঃ	চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়ার পথে।
আঘাতের ধরন	ঃ	মাথায় গুলি
শাহাদাতের তারিখ	ঃ	১৯-১২-১৯৯৯ইং রোজ রবিবার।
যে শাখার শহীদ	ঃ	চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়
ভাইবোন	ঃ	৩ ভাই, ৩ বোন
ভাইদের মাঝে অবস্থান	ঃ	২য়
পরিবারের মোট সদস্য	ঃ	৮ জন
পিতা	ঃ	মৃত
মাতা	ঃ	জীবিত
পারিবারিক পরিচিতি	ঃ	শহীদ মাহমুদুল হাসান তিন ভাইয়ের মধ্যে দ্বিতীয় ছিলেন। বোন তিন জন।
কত তম শহীদ	ঃ	১০৭

www.pathagar.com

নাম	ঃ	**আবুল কাশেম পাঠান**
পিতার নাম	ঃ	সৈয়দ আলী পাঠান
সাংগঠনিক মান	ঃ	সদস্য
দায়িত্ব	ঃ	সভাপতি, বি,এল কলেজ, খুলনা
সর্বশেষ পড়াশুনা	ঃ	ব্যবস্থাপনা শেষ বর্ষ
সর্বশেষ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান	ঃ	বি, এল কলেজ
শিক্ষায় বিশেষ কৃতিত্ব	ঃ	এস,এস,সি-তে ২ বিষয়ে লেটারসহ ১ম বিভাগ
অন্যান্য কৃতিত্ব	ঃ	১৯৯১-৯২, ৯২-৯৩ সেশনে (শাহাদাত কালীন) বি, এল কলেজ ছাত্র সংসদের এ,জি,এস
আহত হওয়ার স্থান	ঃ	খুলনা সিটি কলেজের সামনের রাস্তায়
শহীদ হওয়ার স্থান	ঃ	খুলনা সিটি কলেজের সামনের রাস্তায়
আঘাতের ধরন	ঃ	গুলি
যাদের আঘাতে নিহত	ঃ	ছাত্রদল
শহীদ হওয়ার তারিখ	ঃ	২৩.১০.১৯৯৪
যে শাখার শহীদ	ঃ	খুলনা মহানগরী
ভাই- বোন	ঃ	৫ ভাই, ৩ বোন
ভাইদের মাঝে অবস্থান	ঃ	৫ম
পিতা	ঃ	মৃত
মাতা	ঃ	জীবিত
কত তম শহীদ	ঃ	৭০

www.pathagar.com

শহীদ পরিচিতি

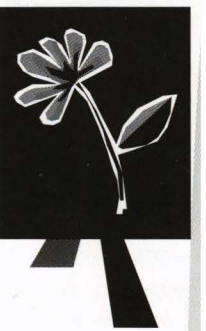

নাম	ঃ	**মোঃ নূর উদ্দিন**
পিতা	ঃ	মোঃ সেকান্দর মিয়া
মাতা	ঃ	শহীদা বেগম
ঠিকানা	ঃ	দক্ষিণ বশিকপুর, সদর, লক্ষ্মীপুর।
শিক্ষাগত যোগ্যতা	ঃ	৯ম
সর্বশেষ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান	ঃ	বশিকপুর আলিয়া মাদ্রাসা
সাংগঠনিক মান	ঃ	কর্মী
ঘটনার স্থান	ঃ	লক্ষ্মীপুর, জজ কোর্ট সম্মুখে
শহীদ হওয়ার স্থান	ঃ	জজ কোর্ট সম্মুখে
আঘাতের ধরন	ঃ	গাড়ি চাপা
শাহাদাতের তারিখ	ঃ	২১ ফেব্রুয়ারী ১৯৯১
যে শাখার শহীদ	ঃ	লক্ষ্মীপুর শহর
ভাইবোন	ঃ	৪ ভাই, ৫ বোন
পরিবারের মোট সদস্য	ঃ	১১ জন
পিতা	ঃ	মৃত
মাতা	ঃ	জীবিত

www.pathagar.com

দ্বীন প্রতিষ্ঠার এক দৃঢ় প্রত্যয়ী যুবকঃ শহীদ মাহমুদুল হাসান

মজিবুর রহমান মঞ্জু

সবাইকে কাঁদিয়ে হারিয়ে গেল মেধাবী ছাত্র মাহমুদুল হাসান। আল্লাহকে যারা ভয় করে তারা কাউকে পরোয়া করতে শেখেনি। জীবনকে হাতের মুঠোয় নিয়ে দ্বীন কায়েমের অদম্য প্রেরণায় এগিয়ে যায় সম্মুখে। শাহাদাত যাদের কাম্য, তাদেরকে কেউ ইচ্ছে করলে বসিয়ে রাখতে পারবেনা। ১৯ ডিসেম্বর ১৯৯৯ সাল। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসে নেমে আসে নির্মম হত্যাকান্ডের কালো অধ্যায়, রক্তাক্ত একটি স্মৃতি। এ দিন পবিত্র রমজান মাস হওয়ায় বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা স্বাভাবিক ভাবে হলে অবস্থান করে। যার যার পড়ালেখা ও ইবাদত বন্দেগীতে ব্যস্ত ছিল। ঠিক সেই মূহুর্তে আওয়ামীলীগের সোনার ছেলে ছাত্রলীগের সন্ত্রাসীরা সোহারাওয়ার্দী হল দখলের পরিকল্পনা করে। এরই অংশ হিসেবে তৎকালীন ছাত্রলীগের সেক্রেটারী কলিমের নেতৃত্বে বাহার, মেজবাহ্ রায়হান তানভীর সহ চিহ্নিত ছাত্রলীগ সন্ত্রাসীরা একে-৪৭, এস,এম,জি কাটা রাইফেলসহ মারাত্মক অস্ত্রে সজ্জীত হয়ে শহীদ সোহরাওয়ার্দী হল আক্রমন করে। সেদিন শত শত পুলিশের উপস্থিতিতে তারা ফিল্মি কায়দায় ব্রাশ ফায়ার করতে করতে সোহরাওয়ার্দী হলে প্রবেশ করতে চেষ্টা করে। ছাত্রলীগের এই অভিযানের সংবাদ পেয়ে আলাওল ও এ এফ রহমান হলে অবস্থানরত ছাত্রশিবির নেতা কর্মীরা "নারায়ে তাকবীর আল্লাহু আকবার" শ্লোগান দিতে দিতে সন্ত্রাসীদের প্রতিরোধে এগিয়ে আসে। আল্লাহর অকুতোভয় সৈনিকরা যখন সম্পূর্ণ আল্লাহর উপর ভরসা রেখে ইসলামী আন্দোলনের এই ঘাঁটিকে রক্ষা করতে এগিয়ে আসেন ঠিক তখন শয়তানের প্রেতাত্মা ছাত্রলীগের সন্ত্রাসীরা শিবিরের মিছিল লক্ষ্য করে বৃষ্টির মত গুলি বর্ষন করতে থাকে। সাথে সাথে বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় মসজিদের সামনে লুটিয়ে পড়ে ইসলামী আন্দোলনের দুই মর্দে মুজাহীদ। সেই দিন ঘটনাস্থলে শাহাদাতের অমীয় সুধা পান করেন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের মেধাবী ছাত্র ও ফতেহপুর শাখার শিবির সেক্রেটারী ছাত্রনেতা রহিম উদ্দিন ও ফাইন্যান্স বিভাগের মেধাবী ছাত্র মাহমুদুল হাসান। পায়ে বুলেট বিদ্ধ হয়ে পঙ্গুত্ব বরণ করেন শিবির নেতা আবদুশ শাকুর।

মেধাবী ছাত্র শহীদ মাহমুদুল হাসান দক্ষিণাঞ্চলের শ্রেষ্ঠ এ বিদ্যাপিঠে এসেছিল সর্বোচ্চ ডিগ্রি অর্জন করতে। তারা চেয়েছিল বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রি অর্জন করে দেশ ও জাতির সেবায় আত্মনিয়োগ করবে। কিন্তু হায়েনাদের নির্মম ব্রাশ ফায়ার তাদের সে স্বপ্নকে ধুলিসাৎ করে দেয়। সেদিন বুলেটবিদ্ধ হয়ে কেন্দ্রীয় মসজিদের সামনে পড়ে থাকা নিস্তব্ধ রহিম, নিথর হাসানের নির্বাক দৃষ্টিতে একটিই প্রশ্ন ছিল, কী আমাদের অপরাধ? আমরা কি সন্ত্রাসী? চোর ডাকাত? কেন তোমরা আমাদের হত্যা করলে? আমাদেরওতো স্বপ্ন ছিল সবার মত বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রি নিয়ে মায়ের কোলে ফিরে যাওয়ার। জবাব চাই আওয়ামী সরকার ও প্রশাসন। আজকে রহিম, হাসান, জোবায়েরের সাথীদেরও জিজ্ঞাসা- কী ছিল তাদের অপরাধ? কেন আওয়ামী দুর্বৃত্তরা বিনা দ্বিধায় পাখির মত গুলি করে তাঁদেরকে হত্যা করল?

www.pathagar.com

বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের অভিমত

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে ফিনান্স বিভাগের চেয়ারম্যান প্রফেসর হারুনুর রশীদ শহীদ মাহমুদুল হাসানের হত্যাকান্ডের প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে বলেন,'শুরু থেকে চটফটে হওয়ায় ক্লাশে অন্য কারো চেয়ে কয়েকজন ছাত্রের সাথে একটু বেশি পরিচয় হয়। তাদের সাথে মাহমুদ তার স্বভাব সূলভ চঞ্চলাতার পাশাপাশি ভাল ছাত্র হওয়ায় শুধু আমার কাছে নয় পরে জানতে পারি অন্যান্য শিক্ষক ও বন্ধুদের কাছে খুবই প্রিয়। প্রথম বর্ষ থেকে একটু স্নেহ পাওয়ায় সে নিয়মিত যোগাযোগ রাখতো। বিভাগের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে সকল দায়িত্ব নিজে করার কারণে ছাত্র-শিক্ষক সকলের তার প্রতি আলাদা একটি দূর্বলতা ছিল। দীর্ঘ চার বছর হেঁসে খেলে সবার হৃদয়ে স্থান করে নেওয়া মাহমুদ এভাবে হঠাৎ চলে যাবে ভাবতে কষ্ট হয়। মুক্তিযোদ্ধা ছিলাম বলে নিজের প্রতি এতটা প্রচন্ড ক্ষোভ জন্মালো। একটি দেশে এভাবে প্রকাশ্যে দুইজন ছাত্রকে ব্রাশ ফায়ার করে হত্যা করল অথচ কোনো প্রতিকার নেই, বিচার নেই। এমনকি যে ক্যাম্পাসে এই ছেলেটি দীর্ঘ সময় সে ক্যাম্পাসবাসীকে জানাযা পর্যন্ত পড়তে দিল না। আজও খুব কষ্ট পাই আমার প্রিয় ছাত্রটির জানাযা পড়তে পারিনি বলে। আজ সেই অপশক্তি বিদায় নিয়েছে। আল্লাহর কাছে প্রার্থনা আর কোনো শিক্ষককে যেন এভাবে চোখের সামনে ছাত্রের লাশ দেখতে না হয় এবং যারা এ নারকীয় ঘটনার জন্য দায়ী সুষ্ঠু তদন্তপূর্বক তাদের বিচার করার জন্য প্রশাসনের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

লেখকঃ প্রাক্তন কেন্দ্রীয় সভাপতি

www.pathagar.com

ইসলামী আন্দোলনে পরীক্ষা অনিবার্য

হোসাইন আহমদ ভূঁইয়া

মহান আল্লাহর সৃষ্টি এ পৃথিবীর ইতিহাস যত দীর্ঘ ইসলামী আন্দোলনে বাঁধা বা পরীক্ষাও তত ব্যাপক। তাগুতের অনুসারীরা যুগে যুগে ইসলাম প্রতিষ্ঠার পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছে। ইসলাম প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে খাঁটি মানুষ তৈরীর জন্য এটাই অনিবার্য। অত্যাচারকে যত বেশী দিন বরদাস্ত করা হয় তার থেকে মুক্তি পেতে তত বেশী কুরবানী স্বীকার করতে হয়। আন্দোলন তার মঞ্জিলের দিকে যে গতিতে অগ্রসর হতে থাকে বাধার ধরণও সে গতিতে বৃদ্ধি পেতে থাকে। বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার পূর্ব থেকেই ইসলামী আন্দোলনের বিরুদ্ধে ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী রাম ও বাম পন্থীরা যে জঘন্যতম ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করেছে তার কিছু ছিটে ফোঁটা প্রত্যক্ষ ঘটনা পেশ করছি।

ইসলাম ও মানবতার শত্রু ধর্মনিরপেক্ষ ও সমাজতন্ত্রীরা কখনও দ্বীনের অগ্রগতি বরদাস্ত করেনি। এর উদাহরণ সৃষ্টি করেছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এক মেধাবী ছাত্রকে নির্মমভাবে হত্যা করে। ১৯৬৯ সালের ১৫ই আগষ্ট ইসলামী শিক্ষা আন্দোলনের অপ্রতিদ্বন্দ্বী নেতা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতি ছাত্র আবদুল মালেক ছাত্র শিক্ষক মিলন কেন্দ্রে ইসলামী শিক্ষার পক্ষে যৌক্তিক, তাৎপর্যপূর্ণ ও জোরালো বক্তব্য রেখেছিল। বক্তৃতা দিয়ে যাওয়ার পথে এই প্রতিভাবান ছাত্রনেতা আবদুল মালেকের পবিত্র রক্তে রমনার খোলা মাঠের সবুজ ঘাসকে রঞ্জিত করেছিল। শহীদ আবদুল মালেক হচ্ছে জীবিত আবদুল মালেকের চেয়ে অনেক শক্তিশালী। তাই মহান শহীদদের রক্তদানের প্রেরণায় আজও শাহাদাতের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যকে স্মরণ করে আন্দোলন গতিশীল হচ্ছে।

যারা গণতন্ত্রকে বিশ্বাস করেনা, তারা যে কোন নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতিতে নির্বাচনের মাধ্যমে ক্ষমতায় যেতে পারবে না মনে করেই জ্বালাও পোড়াওর মাধ্যমে মারাত্মক বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে ঘোলা পানিতে মৎস শিকার করতে চায়। এরই ধারাবাহিকতায় ১৯৭০ সালের ১৮ই জানুয়ারী ঐতিহাসিক পল্টন ময়দানে জামায়াতে ইসলামীর বিশাল জনসভা বানচাল করার লক্ষ্যে ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী গুন্ডারা পরিকল্পিতভাবে আক্রমণ চালায়। সুসজ্জিত সন্ত্রাসীরা ময়দানের চারদিক থেকে ইট ও পাথর নিক্ষেপ করতে থাকে। জামায়াত কর্মীরা ২ ঘন্টা পর্যন্ত জনসভার কার্যক্রম পরিচালনা ও শ্রোতাদের রক্ষা করার জন্য প্রচেষ্টা চালিয়েও ব্যর্থ হয়। কয়েকশত পুলিশ নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করে। জামায়াতকর্মীরা পল্টন সংলগ্ন মসজিদে আশ্রয় নিয়েও আত্মরক্ষা করতে পারেনি। ইটের আঘাতে প্রায় এক হাজার লোক ক্ষত-বিক্ষত হয়ে যায়। এ পৈশাচিক হামলায় ফেনীর আবদুল আউয়াল শাহাদাত বরণ করেন। সন্ধ্যার পর ই.পি.আর. ট্রাকে করে আহতদেরকে হাসপাতালে নিয়ে যায়। এম্বুলেন্সে করে আহতদেরকে হাসপাতালে নেয়ার সময় সন্ত্রাসীরা ইট ও পাথর নিক্ষেপ করে গাড়ি ভাংচুর করে। হাসপাতালে এক হৃদয় বিদারক অবস্থার সৃষ্টি হয়। আমাকে যে সিটে ভর্তি করেছিল তার পাশের সিটেই খুলনার ইসলামী ছাত্র সংঘের কর্মী মোঃ আবদুল মাজেদ রাতের শেষের দিকে শাহাদাতের পিয়ালা পান করেন। বাংলাদেশে হিংসাত্মক আন্দোলনের সৃষ্টি হচ্ছে আওয়ামীলীগ। যার ব্যাপকতা থেকে সে সময় লক্ষ্মীপুরও রেহাই পায়নি। জাতীয় নির্বাচনে লক্ষ্মীপুর সদর, রায়পুর, রামগঞ্জ ও রামগতিতে জামায়াতে ইসলামীর জনসভা ও মিছিলে আক্রমণ চালিয়েছিল। এর ফলে স্বাধীনভাবে ভোট দেয়ার ব্যাপারে ভীতি সৃষ্টি হয়েছিল।

www.pathagar.com

১৯৯৬ সালে আওয়ামীলীগ দীর্ঘ ২১ বছর পর জাতীয় সংসদের নির্বাচনে সংখ্যা গরিষ্ঠতা লাভ করে। কিন্তু সরকার গঠন করার মত সংখ্যা গরিষ্ঠতা ছিল না। যার ফলে স্বৈরাচার হোসাইন মোঃ এরশাদের জাতীয় পার্টির সমর্থন নিয়ে ক্ষমতা লাভ করে আওয়ামীলীগ। ক্ষমতায় গিয়েই তাদের মূল চরিত্রের প্রদর্শন শুরু করে। মামলা ও হামলার মাধ্যমে তারা লক্ষ্মীপুরে ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করে। সমস্ত মানুষ তাদের হাতে জিম্মি হয়ে যায়। জান-মালের কোন নিরাপত্তা ছিলনা। ১৯৯৯ সালের ৪ ফেব্রুয়ারী তাহের বাহিনীর গুন্ডারা লক্ষ্মীপুরে গো-হাটা সংলগ্ন দারুল আমান একাডেমী জামে মসজিদে মাগরিবের ফরজ নামাযরত অবস্থায় বোমা হামলা ও গুলি বর্ষণ করে। নামাজের জামায়াত ছেড়ে সমস্ত মুসল্লিরা মসজিদ ত্যাগ করে পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়। এর একদিন পরেই উল্লেখিত মসজিদের খতিব জনাব মাওলানা সফিকুল ইসলামকে গো-হাটার রাস্তায় অস্ত্রে সজ্জিত গুন্ডা বাহিনী ঘেরাও করে। নিকটেই ছিল তাঁর বাসা। ছোট মেয়েকে কোলে করে এসেছিলেন দোকানে কিছু কেনা-কাটার জন্য। সন্ত্রাসীদের গুলির আগাতে তিনি আহত হন। তবে সাহসীকতার কারণে আল্লাহর মেহেরবানীতে আহত হলেও মারাত্নক ক্ষতি থেকে বেঁচে যান তিনি।

১৯৯৯ সালের ১৫ই আগস্ট আওয়ামী সন্ত্রাসী বাহিনী ইসলামী ছাত্রশিবিরের তিনজন নেতা শামছুল ইসলাম, মিজানুর রহমান মোল্লা ও বাহারকে অপহরণ করে পশুর মত অমানবিক নির্যাতন করেছিল। শামছুল ইসলামকে গাছের সংগে হাতে পায়ে তারকাটা মেরে অমানবিক নির্যাতন করে ক্ষত-বিক্ষত করে দেয়। থানায় খবর দিলে পুলিশ অনেক খোজাখুঁজি করে মুমূর্ষ অবস্থায় শামছুল ইসলামকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যায়। তাঁর আর্তচিৎকারে আকাশ বাতাস ভারী হয়ে যায়। এখনও তাঁকে দেখলেই সেই স্মৃতি আমাকে আহত করে। শিবির নেতা শামছুল ইসলাম অন্যায়ভাবে অমানবিক নির্যাতনের প্রতিবাদে দুইদিন পর ১৭ই আগস্ট ইসলামী ছাত্রশিবির একটি মিছিল বের করে। আওয়ামী সন্ত্রাসীরা গো-হাটায় মিছিলের উপর রক্ত পিপাসু হায়নার মত ঝাঁপিয়ে পড়ে। তাদের অস্ত্রের আঘাতে রক্তাক্ত হয়ে ঢলে পড়ে অনেকে। মারাত্নক আহত হয় সামাদ একাডেমীর কৃতি ছাত্র আহমদ যায়েদ বিন মনির, চন্দ্রগঞ্জের নূর নবীসহ প্রায় ৫০জন। মুমূর্ষ অবস্থায় আহমদ জায়েদকে মাইজদী সদর হাসপাতালে নেয়ার পর শাহাদাত বরন করে। এহেন হৃদয় বিদারক ঘটনা যারা দেখেছে বা শুনেছে কেউই ভুলতে পারবেনা। শহীদ আহমদ জায়েদ হচ্ছে জামায়াতে ইসলামীর কেন্দ্রীয় নেতা, ইসলামী আন্দোলনের অভিভাবক সাবেক এম.পি মরহুম মাষ্টার সফিক উল্যা সাহেবের নাতি। আহমদ জায়েদের এ আত্মত্যাগ ইসলামী আন্দোলনকে বেগবান করেছে এবং অনুপ্রেরণা দান করছে।

২০০০ সালের ২জুলাই রাত ১১.৩০টায় ৪/৫টা মোটরসাইকেল নিয়ে ১০/১২জন সন্ত্রাসী ভারী অস্ত্রে সজ্জিত হয়ে দারুল আমান একাডেমী মাদরাসা সংলগ্ন জেলা জামায়াত অফিসে অবস্থানকারী শামছুল ইসলামের উপর হামলা চালায়। অফিসের নিকটবর্তী মসজিদে তোফায়েল আহমদ নামের এক ব্যক্তি ঘুমন্ত অবস্থায় ছিল। শামছুল ইসলামের আত্ম-চিৎকারে সে জেগে উঠে এ দুর্ঘটনার খবর আমাকে জানায়। আমি দ্রুত অফিসে গিয়ে যা দেখেছি তা' ভাষায় প্রকাশ করা কঠিন। সমস্ত ফ্লোর রক্তে লাল হয়ে আছে। পা রাখার মত কোন জায়গা ছিলনা। তখন কেউ অফিসে ছিলনা। জানলাম শামছুল ইসলাম পাশের বাড়িতে আছে। সেখান থেকে তাকে ইয়াতিম খানায় আনা হলো।

www.pathagar.com

শাহাদাতের ঘটনা

তাঁর হাত, পায়ে হাড় ভেঙ্গে খন্ড-বিখন্ড করে দিয়েছে। একজন নিরীহ মায়ের একমাত্র ইয়াতিম ছেলেকে আঘাতে আঘাতে সমস্ত শরীর ক্ষত-বিক্ষত করে দিয়েছে। শরীরের সমস্ত রক্ত ঝরে গেছে। সে আমাকে দেখে আর্তনাদ করে বলছে " স্যার আমি বাঁচবোনা".....। রাত ১.৩০টায় আমি থানা, আধুনিক হাসপাতাল ও ডাঃ ফয়েজ আহমদ সাহেবের নিকট টেলিফোন করি। পুলিশের সহযোগিতায় শামছুকে আধুনিক হাসপাতালে নেয়া হলো। সাথে সাথে তাকে ৩ ব্যাগ রক্ত দেয়া হয়। পরদিনই আশংকাজনক অবস্থায় তাকে ঢাকাস্থ ইসলামী ব্যাংক হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে দীর্ঘ ৯ মাস চিকিৎসার পর মোটামুটি সুস্থ্য হয়ে লক্ষ্মীপুরে ফিরে আসে। কি অন্যায় করেছিল এ নিরীহ ইয়াতিম ছেলেটি? তার একটি মাত্র অপরাধ ছিল সে একটি অফিসে ইসলামী আন্দোলনের পাহারাদারের ভূমিকা পালন করেছে। আল্লাহ তাঁর এই রক্ত দানকে কবুল করুন। এভাবে তারা অগনিত লোমহর্ষক ঘটনা ঘটিয়েছে। যা এ স্বল্প পরিসরে লেখা অসম্ভব।

লক্ষ্মীপুরের ইসলামী আন্দোলন তার মঞ্জিলের দিকে অগ্রসর হচ্ছে। শহীদ ও গাজীদের রক্ত প্রেরণা দান করেছে। এ রক্তের দাবী পূরনে ইসলামী আন্দোলনে সময় ও সম্পদের কুরবানী হোক আমাদের জীবনের লক্ষ্য। যার মাধ্যমে সম্ভব হবে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন ও পরকালের নাজাত।

লেখকঃ নায়েবে আমীর, বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী, লক্ষ্মীপুর জেলা।

www.pathagar.com

শহীদ ফজলে এলাহী-
দ্বীন প্রতিষ্ঠার এক অনুপম প্রেরণা

শহীদ এ.এফ.এম মহসীন

শহীদ একটি মর্যাদাপূর্ণ পরিচিতি। শাহাদাত একটি পবিত্রতম শব্দ। সকল মানুষের কাছে শহীদগন সুউচ্চ মর্যাদায় সমাসীন। মুসলিম, অমুসলিম, জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে যে কোন মানুষই শাহাদাত বা শহীদ শব্দটিতে বিশেষ আবেগ অনুভূতিতে উচ্ছসিত হয়। মানুষ যতকিছুকে ভালবাসে তার মধ্যে সব চাইতে প্রিয় বস্তু হচ্ছে নিজের জীবন। সে জীবনকে কোন কিছুর জন্য অকাতরে বিলিয়ে দেয়া সহজ কথা নয়। তাই মানুষ যে জিনিসটির জন্য নিজের জীবনকে অকাতরে বিসর্জন দেয় নিঃসন্দেহে সে উদ্দেশ্যটি অনেক মহৎ, অনেক বড় এবং সকলের কাছে গ্রহণযোগ্য। এজন্যই যে উদ্দেশ্যে মানুষ শহীদ হয় সে উদ্দেশ্যের সাথে সাথে একাত্ম সকল মানুষই শহীদকে সবচাইতে বেশী সম্মান করে মর্যাদা দেয়।

শহীদ মূলতঃ আরবী শব্দ। এর মূল ধাতু 'শাহাদ' শব্দ থেকে শাহাদাত। "শাহাদাতুন" অর্থঃ সাক্ষ্য, উপস্থিত থাকা, দেখা, জানা উপলব্ধি করা ইত্যাদি। এর মধ্যে সাক্ষ্য অর্থটাই সঠিক সামঞ্জস্যপূর্ণ ও বহুল প্রচলিত।

শহীদের অভিধানিক অর্থ সাক্ষী হলেও ইসলামী পরিভাষায় এর অর্থ সাক্ষী নয়। ইসলামী পরিভাষায় জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহ তথা ইসলামী জীবন বিধান প্রতিষ্ঠার সামগ্রিক প্রচেষ্টার চুড়ান্ত পর্যায়ে নিছক আল্লাহর সন্তোষ লাভের উদ্দেশ্যে জীবন দানকারী ব্যক্তিকে বলা হয় শহীদ। পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে "আর এভাবেই আমরা তোমাদেরকে এক মধ্যমপন্থি জাতি বানিয়েছি। যাতে তোমরা লোকদের জন্য সাক্ষী হও, আর রাসুল (সাঃ) যেন স্বাক্ষী হন তোমাদের জন্য। মুসলমানগন ইসলামের বাস্তব নমুনা পেশ করে ইসলামের সাক্ষী বহন করবে। এ পথের কোন বাধা-বিপত্তি, ষড়যন্ত্র সংঘাতের সাথে তারা আপোষ করবেনা। প্রয়োজন বোধে এই সাক্ষী দিতে গিয়ে তারা প্রাণ উৎসর্গ করবে। এভাবেই তারা প্রকৃত সাক্ষী তথা শহীদ হবে। শহীদ ফজলে এলাহী তেমনি একটি প্রাণ, একটি প্রেরণা, একটি জীবন, একটি প্রত্যয়, একটি জিহাদি ঘোষনা, একটি বিপ্লব। শহীদ ফজলে এলাহীর প্রতি ফোটা রক্ত লক্ষীপুরের ইসলামী আন্দোলনের প্রতিটি কর্মীর অনুপ্রেরণার জন্য এক বিস্ফোরনমুখ বারুদের ভূমিকা পালন করবে।

Memories that shook me, inspire me and influens to revolution যে স্মৃতি বেদনা দেয়, অনুপ্রেরণা যোগায় এবং বিপ্লবের জন্য উদ্বুদ্ধ করে।" আমার ১২ বছরের সক্রিয় সাংগঠনিক জীবনের অনেকগুলো উল্লেখযোগ্য স্মৃতির মাঝে শহীদ ফজলে এলাহীর শাহাদাত স্মৃতি সবচাইতে স্মরণীয়। কারণ স্মৃতির সাথে জড়িত রয়েছে আমার নিজ এলাকার মাটির গন্ধ এবং গভীর ভালবাসা। যে মাটির কোলে আমি জন্মগ্রহন করেছি সে মাটির কোলেই আমার প্রিয় ভাই, প্রিয় নেতা শহীদ ফজলে এলাহী জীবনের ফুটন্ত সময়ে আল্লাহর দ্বীনের প্রয়োজনে জীবন দিয়ে শাহাদাত বরণ করে চিরসুখের জান্নাতে শায়িত রয়েছে।

৩রা ডিসেম্বর ৯৫ ঢাকায় বসে যখন খবর পেলাম লক্ষীপুরে শহীদ ফজলে এলাহী শাহাদাত বরণ করেছে চক বাজারের পীচঢালা কালো রাজপথের উপর। তখন আমার স্মৃতিপটে ভেসে উঠল লক্ষীপুরের অনেক স্মৃতি। ঢাকায় কাজের ব্যস্ততার কারণে আমার লক্ষীপুর যাওয়া সম্ভব হয় নাই। কিছুদিন পরেই ছাত্রগণজমায়েত উপলক্ষ্যে কেন্দ্রীয় সভাপতি রফিকুল ইসলাম খান ভাইসহ লক্ষীপুর যাওয়ার সুযোগ হল। শহীদ ফজলে এলাহীর কবর যেয়ারত করলাম আবার ফিরে আসলাম ঢাকায়। শহীদ ফযলে এলাহী আমাদের জন্য দ্বীন প্রতিষ্ঠার সোজা পথ অংকিত করে অনুপম প্রেরণার উৎসাহ যোগিয়েছেন। তাই আজ তার অসমাপ্ত কাজ পূর্ণতা করা আমাদেরই দায়িত্ব। আল্লাহ আমাদেরকে তার দ্বীনের জন্য কবুল করুন। আমীন।

লেখকঃ শিবিরের সাবেক কেন্দ্রীয় শিক্ষা কার্যক্রম বিষয়ক সম্পাদক (পরবর্তীতে শহীদ)।

www.pathagar.com

শহীদ মহসিন স্মরণে

মাওলানা মফিজুল ইসলাম

শহীদ মুহসীন ছিলেন একজন ক্ষণজন্মা প্রতিভাধর সংগঠক, অনলবর্ষী বক্তা এবং আকর্ষণীয় চরিত্রের অধিকারী একজন যুবক। বিদ্যুৎ চমকানোর আলো যেমনি ক্ষণস্থায়ী ও প্রভাব বিস্তার কারী ঠিক তেমনি শহীদ মুহসীন ছিল মানব সমাজে ক্ষণজন্মা প্রতিভাবধর ব্যাক্তি। শহীদ মুহসীন হাজার লক্ষ হৃদয়ের অংকিত একনাম। এ নামটি আজ শুধুই স্মৃতি। আজ আর তার বৃদ্ধ পিতা মাতা মুহসিন বলে ডাকবেন না, ভাই বোন ভাইয়া আসবে বলে পথ চেয়ে বসে থাকবে না। প্রতিবেশী সমাজের মানুষগুলো স্বপ্নচূড়ার কাঙ্খিত মানুষটিকে আর দেখবে না। সবাইকে ফেলে রেখে - আল্লার ডাকে সাড়া দিয়ে পরপারে জান্নাতের পথে পাঁ দিলেন শহীদ এ. এফ. এম. মহসীন।

আল কুরআনের আহ্বানে মহসীন

ছোট বেলা থেকে মহসীন ভাই ছিল টগবগে এক তেজস্বী বালক। অল্প বয়সে তাকে দেখে মনে হতো অনেক বয়স হয়েছে। পড়ালেখা ছিল অত্যান্ত মেধাবী। পরিশীলিত সমাজ প্রতিষ্ঠার দীপ্ত স্বপ্ন ছিলো শহীদ মহসীন ভাইয়ের। এমন একটি সমাজ হবে যে সমাজের মধ্যে, খুন, ধর্ষন, রাহাজানি, অনায়, অত্যাচার থাকবেনা। থাকবে পরস্পর ভালোবাসা, আন্তরিকতা, সংঘবদ্ধতা। কিন্তু একাকি সে সমাজ গঠন করা সম্ভব হবে না। কাজ করতে হবে দলবদ্ধভাবে। খোলাপায়ে রাশেদার ঐতিহ্য ধারণ করে কোরআনের পথে সত্য ও সুন্দরের খোঁজে সদা তৎপর ছিলেন শহীদ মহসীন। কোরআন প্রতিষ্ঠার কাফেলায় নিবেদিত একজন কর্মী হিসাবে নিজেকে গড়ে তুললেন। ক্রমান্বয়ে শিবিরের সাথী সদস্য এবং পরবর্তীতে কেন্দ্রীয় শিক্ষা কার্যক্রম সম্পাদক হিসেবে বাংলাদেশের আনাছে কানাছে দ্বীন কায়েমের জন্য পাগলের মত ঘুরে বেড়িয়েছেন। ছাত্রজীবন শেষে যোগ দিলেন বৃহত্তম আন্দোলন বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর কর্মী হিসেবে। সময়ের ব্যবধানে দ্রুততার সহিত জামায়াতের রোকনীয়তার শপথ নিলেন। চলছেন বীরদর্পে আল্লাহর শ্রেষ্টত্ব ঘোষণা দিতে এবং পাশাপাশি শুরু করলেন কর্ম জীবন। নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে চাইলেন একজন সফল ব্যবসায়ী হিসেবে।

ঘটনার দিন

১৯৯৯ সাল ৫ই সেপ্টেম্বর আমি ও তৎকালীন কেন্দ্রীয় সভাপতি এহসানুল মাহবুব যুবায়ের ভাই কলাবাগান থেকে কেন্দ্রীয় অফিসের দিকে রওয়ানা হই। তখন প্রতিটি মুহুর্তেই গোটা দেশের বিভিন্ন জায়গা থেকে শাহাদাত, নির্যাতন ও গ্রেফতারের খবর আসা ছিল নিত্য নৈমিত্তিক বিষয়। নির্যাতনের খবর গুলোর যদিও বেদনার ছিল কিন্তু আমারদের নিকট অনেকটা সহ্য হয়ে গিয়েছিল। কেন্দ্রীয় অফিসে আসা মাত্র লক্ষীপুর থেকে একটি ফোন আসে কেন্দীয় সভাপতি ফোন ধরে শেষ না করতেই তার চেহারা মলিন হয়ে যায়। বুঝতে আর বাকী ছিলনা যে কোথায়ও কিছু ঘটেছে। জুবায়ের ভাইকে জিজ্ঞাস করলে উনি বলল লক্ষীপুরে আমাদের সাবেক শিক্ষা সম্পাদক মহসিন ভাই শাহাদাত বরণ করেছেন। খবরটি শুনে নিজেকে আর স্থির রাখতে পারিনি। তাৎক্ষণিক আমি ও এহছানুল মাহবুব জুবায়ের ভাই আমাকে নিয়ে নাখালপাড়ার উদ্দেশ্যে রওয়ানা

www.pathagar.com

দেই। বাসায় গিয়ে দেখি মহসিন ভাইয়ের বাবা, মা, ভাই, বোনের আত্মচিৎকারে আকাশ-বাতাস কেঁপে উঠছে। নিজেদের চোখে আর পানি ধরে রাখতে পারছিনা। সবাইকে শান্তনা দেবার চেষ্টা করি। কেন্দ্রের পক্ষ থেকে লুৎফর রহমান ভাই ফেণী জেলা সভাপতি আয়াজ ভাই লক্ষ্মীপুরে মহসিন ভাইদের বাড়িতে আসে। সন্ত্রাসীরা মহসিন ভাইয়ের জানাযা লক্ষ্মীপুর শহরে বাধা দেওয়ায় মহসিন ভাইদের বাড়ি বশিকপুরে অনুষ্ঠিত হয়। পরের দিন কেন্দ্রের পক্ষ থেকে ঢাকা ক্রিসেন্ট পল্টন মসজিদ সম্মুখে বিক্ষোভ সমাবেশ ও মিছিল অনুষ্ঠিত হয়। গোটা বাংলাদেশে শহীদ মহসিন ভাইয়ের হত্যার প্রতিবাদে মিছিল সমাবেশ অব্যাহত থাকে।

পিতা মাতার স্বপ্ন

শহীদ মহসীন ভাইয়ের পিতা মাতা ভাই বোন তার উপরে নির্ভর ছিল। মা বাবার স্বপ্ন ছিল ছেলে মাষ্টার্স পাশ করে সংগঠন থেকে বিদায় নিয়ে উজ্জল সংসার জীবন চালিয়ে নিবে। এখন আর আগের মত পরিবারে অভাব অনটন থাকবেনা। দীর্ঘ দিনে দুঃখ কষ্টের অবসান ঘটবে।

মহসীন ভাইয়েরও স্বপ্ন ছিল তাই। কর্ম জীবনে এসে বৃদ্ধ পিতা মাতার সেবা যত্ন করা। পিতা মাতার চোখে দুঃখের পানি মুছিয়ে মুখে সুখের হাসি তুলে ধরবেন। কিন্তু না! লক্ষ্মীপুরের সন্ত্রসীরা তা হতে দেয় নি।

পরিশ্রম প্রিয়

শহীদ মহসীন ভাই ছিলেন একজন পরিশ্রম প্রিয় নিষ্ঠাবন যুবক। অসংখ্য মানুষের মাঝেও তাকে খুঁজে পাওয়া যেত তার লম্বা গড়ন। আর জ্যোতির্ময় চেহারার উজ্জলতা দেখে। অসন্তুষ্টি এবং কষ্টের চাপ কেউ তার চেহারায় দেখেনি। তার পরিবর্তে দেখেছে আশার পরিতৃপ্তি, আর মুখে উজ্জলতার চাপ। তিনি যখন জামায়াতের ওয়ার্ড সভাপতি তখন পল্টন মোড়ে যুব কমিটির একটি র‍্যালি সারিবদ্ধভাবে সাজানোর সময় মহসিন ভাইয়ের দ্রুততার সাথে র‍্যালির ব্যবস্থাপনার কাজ আজো হৃদয়ে নাড়া দিয়ে যায়।

আমাদের শহীদেরা সবচেয়ে বড় সম্পদ, রেখে গেছে দ্বীধাহীন সোজা রাজ পথ। আজ আর মহসীন ভাই নেই। তাকে আর পল্টনে সমাবেশ মিছিলে দেখা যাবে না। পিতা মাতা ভাই বোনদের দেখার আর কেউ রইল না। সবাইকে কাঁদিয়ে জান্নাতের পাখি হয়ে চলে গেলেন এ উজ্জল নক্ষত্র। শুধু রেখে গেছে তার স্মৃতি, তার মিষ্টি হাসির প্রাণচঞ্চলতা আর সুবিশাল হৃদয়ের ভালবাসা। শহীদ হয়ে আমাদের জন্য দিয়ে গেল বিজয়ের কেতন। আমাদর উচিত হবে তার রেখে যাওয়া কাজ পরিপূর্ণভাবে সমাপ্ত করার দৃঢ় প্রচেষ্ঠা চালানো। তাহলেই দেখা হবে পরকালে জান্নাতের সাথী হয়ে।

লেখকঃ সাবেক কার্যকরী পরিষদের সদস্য ও
সহকারী সেক্রেটারী বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী
লক্ষ্মীপুর জেলা।

www.pathagar.com

শহীদের মিছিল
শহীদ জায়েদ : আমাদের অনুপ্রেরনা

মোঃ আতিকুর রহমান

এ সুন্দর পৃথিবীতে সত্য-মিথ্যার দ্বন্দ্বের ইতিহাস চিরন্তন। সত্যিকার অর্থে যারা আল্লাহকে রব হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে তারা সব সময়ই চেষ্টা করেছে সত্যকে উর্ধ্বে তুলে ধরতে। অন্যদিকে মিথ্যার ধ্বজাধারীরা সত্যের টুটি চেপে ধরতে চেয়েছে। ফুৎকারে নিভিয়ে দিতে চেয়েছে সত্যের উজ্জ্বল আলোক শিখাকে। কিন্তু ইতিহাস সাক্ষী তারা বার বার ব্যর্থ হয়েছে। এটাতো স্বয়ং মহান আল্লাহর রাব্বুল আলামীনেরই ঘোষণা। বাতিল শক্তির পৈচাশিক আঘাতে ক্ষত-বিক্ষত ইসলামী আন্দোলন আজ ক্ষুদ্র বালিকণা থেকে বিরাট সাহারায় পরিণত হয়েছে। ইব্রাহীম (আঃ) এর সময়ে নমরুদের অস্তিত্ব, মুসা (আঃ) এর সাথে ফেরাউনের দ্বন্দ্ব, মুহাম্মদ (সাঃ) এর সময়ে আবু জেহেলের হুংকার যেমন ছিল আজও মুহাম্মদ (সাঃ) কর্তৃক সূচীত আন্দোলনের ধারক বাহকদের সাথে দ্বন্দ্ব চলছে নব্য নমরূদ, ফেরাউন, আবু জেহেল, আবু লাহাব ও উৎবা–শায়বাসহ অসংখ্য বাতিল শক্তির সাথে।

পৃথিবীর যে কোন দেশে বা জনপদে যেখানেই ইসলামী আন্দোলন অপেক্ষাকৃত শক্তিশালী পর্যায়ে চলে আসে সেখানেই আন্দোলন বাতিল শক্তির সবচেয়ে মাথাব্যাথার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। তারা যে কোন মূল্যে আন্দোলনকে দমিয়ে রাখার চেষ্টা করে। তখনই শুরু হয় সংঘাত-সংঘর্ষ। বয়ে যায় রক্তস্রোত। শাহাদাত বরণ করতে হয় অসংখ্য তরুণ যুবককে। কারণ ইসলামী আন্দোলনের সৈনিকরা কখনও বাতিলের কাছে মাথানত করতে জানে না। আন্দোলনের বৃক্ষকে সতেজ ও সজীব রাখার জন্য বৃক্ষের গোড়ায় রক্ত সিঞ্চন করে চলেছে আল কোরানের বিপ্লবী সৈনিকরা।

কিশোর শহীদ আহমদ জায়েদ সে রকম একজন সৈনিকের নাম। ছোটবেলা থেকেই জায়েদ ইসলামের অনুশাসনগুলো পালন করতে অভ্যস্থ ছিল। ইসলাম ও ইসলামী আন্দোলনের প্রতি ছিল তার ব্যাপক আগ্রহ উদ্দীপনা। তাইতো স্কুল জীবনেই সে ইসলামকে সমাজে প্রতিষ্ঠা করার স্বপ্ন দেখত। মাঝে মাঝে চিন্তা করত, যদি আমার জীবনের বিনিময়ে হলেও ইসলামের কিছুটা কল্যাণ হয় তা আমি নির্দ্বিধায় গ্রহণ করব। আসলে মানুষ জীবিত থাকতে অন্য মানুষ তার কৃতকর্মকে সে রকম মুল্যায়ন করে না। সে ব্যক্তিটিই যখন দুনিয়া ছেড়ে চলে যায় তখনি মানুষ তার জীবনের বিভিন্ন ঘটনাবলী ও তার কথোপকথনগুলোকে অত্যধিক গুরুত্ব দিয়ে থাকে। তখন তারা এ কথা বলতে বাধ্য হয় যে, আল্লাহ তাকে পছন্দ করেছেন বিধায় কিংবা সে শাহাদাতবরণ করবে বিধায় মনে হয় এ কথাগুলো আল্লাহ তাকে দিয়ে বলিয়েছেন। শহীদ জায়েদ তার আম্মাকে বলত "মা আমি শহীদ হলে আপনি কাঁদবেন না, আমাকে দু'বছর পূর্বে বিষধর সাপ দংশন করেছিলো, আমি তখন মরে যেতে পারতাম; কিন্তু আল্লাহ আমাকে বাঁচিয়ে রেখেছেন। একটি গান সে প্রায়ই গাইত ওমা কাদিসনা তুই সে ছেলেটির জন্য, খোদার পথে জীবন দিয়ে হলো যে জন ধন্য।" আল্লাহর কাছে ফরিয়াদ করে শহীদ জায়েদ প্রায়ই গাইত "আমাকে শহীদ করে সে মিছিলে শামিল করে নিও, যে মিছিলের নেতা আমীর হামযা, যোবায়ের, খাব্বাব, খোদার ছিল যারা অতি প্রিয়।" এ ভাবেই আমরা আরো অনেক উক্তি পাই যেগুলো শহীদ জায়েদ তার জীবিত অবস্থায় করেছেন। যেগুলো ইসলামী আন্দোলনের প্রতিটি কর্মীর জন্য অনুপ্রেরণা।

www.pathagar.com

শাহাদাতের ঘটনা

১৯৯৯ সালের ১৭ আগষ্ট। দিনটির কথা মনে হলে এখানো গা-শিহরে উঠে। নিষ্ঠুর মির্মমতার প্রতিচ্ছবি মনের মনি কোঠায় ভেসে উঠলে কিছুক্ষণের জন্য হলেও মনের অজান্তেই বাকরুদ্ধ হয়ে যাই। মানুষ মানুষের সাথে এমন আচরণ করতে পারে? তাও একজন নিষ্পাপ কোমলমতি কিশোরের সাথে? ১৯৯৬ সালে আওয়ামীলীগ ক্ষমতায় আসার পর থেকেই ইসলাম ও ইসলামী শক্তির বিরুদ্ধে গভীর ষড়যন্ত্রে মেতে ওঠে। ইসলামী আদর্শ মুছে দিয়ে তারা অতীতের মতো বাংলাদেশকে একট সেক্যুলার রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য সকল চেষ্টা প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিল। কিন্তু তাদের সে পরিকল্পনায় বাঁধা প্রাপ্ত হয়ে ইসলামী ছাত্রশিবিরের জিন্দাদিল কিছু মর্দে মুজাহিদের কর্মতৎপরতার কাছে। যারা হচ্ছে শাহজালাল, শাহপরান ও তিতুমীরের উত্তরসূরী। যার ফলশ্রুতিতে ছাত্রশিবির তাদের টার্গেটে পরিণত হয়। সারাদেশে সরকার দলীয় সন্ত্রাসীরা ছাত্রশিবিরের কর্মীদের উপর একযোগে হামলা, মামলা ও আক্রমন পরিচালনা করতে থাকে। তারই ধারাবাহিকতায় তারা লক্ষীপুরেও নারকীয় তান্ডব চালায়। তৎকালীন সরকারের আশির্বাদপুষ্ট গডফাদার মুজীববাদী তাহের বাহিনীর নির্যাতনে গোটা লক্ষীপুর অনেকটা মৃত্যুপুরীতে পরিণত হয়েছিল। হত্যা, ধর্ষন, নির্যাতন, লাশ গুম, হত্যাকৃত লাশকে টুকরো টুকরো করে বস্তা ভর্তি করে নদীতে ফেলে দেয়া সে সময়ে নিত্ত নৈমিত্তিক ব্যাপার ছিল। লক্ষীপুরের শক্তিশালী ছাত্র ইসলামী আন্দোলন ছাত্রশিবির তাদের প্রধান প্রতিপক্ষ হয়ে দাঁড়ায়। শুরু হয় প্রতিপক্ষের উপর নির্যাতনের স্টীম রোলার। জামায়াত এবং শিবির অফিসের যাবতীয় কোরআন-হাদিসের বই এবং আসবাবপত্রে অগ্নিসংযোগ করে। এর ধারাবাহিকতায় তারা শিবির নেতাকর্মীদের উপর নিরবিচ্ছিন্ন হামলা করতে থাকে। সে সময়কার শিবির নেতা শামসুল ইসলামকে তারা গাছের সাথে বেঁধে তার দু'পায়ে পেরেক ঢুকিয়ে পা এবং হাতকে চুর্ণবিচূর্ণ করে পঙ্গু করে দেয়। প্রতিবাদে ১৭ই জুলাই'৯৯ তারিখে শহরে শান্তিপূর্ণ মিছিল বের করে ইসলামী ছাত্রশিবির। মিছিল শেষে বাড়ী ফেরার পথে তাহের বাহিনীর শতাধিক সন্ত্রাসী ঘরমুখো নিরস্ত্র শিবির কর্মীদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। নির্বিচারে গুলি চালাতে থাকে। অবিরাম গুলি বর্ষণ করতে করতে তারা শিবির অফিসের দিকে অগ্রসর হয়। এর মধ্যে ২০-২৫জন শিবির কর্মী মারাত্মকভাবে আহত হন। চোখ হারাতে হয় শিবির নেতা নাছির, জাহাঙ্গীর ও আলমগীরকে। চাইনিজ কুড়াল, রামদা ও হকস্টিক দিয়ে শিবির নেতা নূরনবীকে সমস্ত শরীর ক্ষতবিক্ষত করে। কিশোর জায়েদ তার কর্মপন্থা ঠিক করার জন্য চিন্তা করতে থাকে। এমতাবস্থায় তাকে একা পেয়ে ছাত্রলীগের সন্ত্রাসীরা তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। তারা তাকে ঘিরে ধরে গুলি চালায়। গুলি তার ডান হাতে বিদ্ধ হয়। সে মাটিতে পড়ে যায়। মাটিতে পড়ে যাওয়ার পর তার উপর বর্ষিত হতে থাকে উপর্যুপরি লাথি, হকিস্টিকের আঘাত। হাতুড়ি দিয়ে আঘাত করে মাথার খুলি ভেঙ্গে মগজ বের করে দেয়। তার বুকের হাড়গুলো ভেঙ্গে দেয়। বাম হাত লাথির পর লাথি মেরে ভেঙ্গে দেয়। মরারত্মকভাবে আহত জায়েদকে নোয়াখালী সদর হাসপাতালে নেয়া হলে এর কিছুক্ষণ পর বিকেল চারটায় জায়েদ সকলকে শোকের সাগরে ভাসিয়ে শাহাদাতের অমীয় সুধা পান করেন। (ইন্না.....রাজেউন)

www.pathagar.com

শাহাদাতের ঘটনা

এ যেন এক হিংস্র বর্বরতা। যে বর্বরতা জাহেলী যুগকেও হার মানিয়েছে। কি অপরাধ ছিল কিশোর জায়েদের? কেন এত আক্রোশ ছাত্রলীগের সন্ত্রাসীদের নিস্পাপ জায়েদের প্রতি? ইসলামী অনুশাসন মেনে চলাই কি ছিল জায়েদের অপরাধ. আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠার কাজে নিবেদিত প্রাণ হওয়াই কি ছিল তার অপরাধ? জায়েদের শাহাদাতের খবর মুহূর্তের মধ্যে সকলের কাছে পৌঁছে যায়। জনতার বাঁধ ভাঙ্গা জোয়ারের ন্যায় সহপাঠিরা মিছিলের ন্যায় দলে দলে ছুটে আসেন। তাদের কান্নায় সেদিন আকাশ বাতাস প্রকম্পিত হয়ে উঠেছিল।

জানাযা শেষে শহীদের সঙ্গীরা কালেমা শাহাদাত পড়তে পড়তে যায়েদের কফিন দারুল আমান নিজ বাড়িতে নিয়ে যায়। সেখানে এক অবিশ্বাস্য দৃশ্যের অবতারণা হয। শহীদের আম্মা কফিন দেখে অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিলেন কিছুক্ষন। কিন্তু কাঁদেনি। তিনি বলেছিলেন "আজ আমি গর্বিত, আমি শহীদের মা হতে পেরেছি। আল্লাহ আমার জায়েদকে কবুল করেছেন।"

শহীদের গর্বিত আব্বা আপ্লুত কণ্ঠে বলেছেন, হে পরোয়ার দেগার সবই তোমার খুশী। তোমার সন্তুষ্টিই আমাদের সন্তুষ্টি। তুমি আমার জায়েদকে শাহাদাতের মর্যাদা দান কর। সত্যিই আল্লাহ তার ও তার মা-বাবার স্বপ্ন পূরণ করেছেন। শাহাদাতের মর্যাদা লাভ করে ধন্য হওয়ার সুযোগ পেয়েছে। বাংলাদেশে ইসলাম প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে শহীদ জায়েদ ও তার পরিবারের যে ভূমিকা নিঃসন্দেহে সবার জন্য অনুকরণীয় হয়ে থাকবে। হে আল্লাহ! শহীদি তামান্না হোক আমাদের জন্য ইসলামী আন্দোলনের কন্টকাকীর্ণ চলার পথের অনুপ্রেরণা।

লেখকঃ কেন্দ্রীয় কার্যকরী পরিষদ সদস্য ও সভাপতি, ঢাকা মহানগরী উত্তর

www.pathagar.com

আঁধার রাতের পাহারাদার : শহীদ কামাল হোসেন

এডভোকেট মোঃ সাইফুর রহমান

যে হৃদয়ে শাহাদাতের তামান্না সে হৃদয় কি ঘরে বসে থাকতে পারে? বিংশ শতাব্দীর পরিসমাপ্তিতে হৃদয়ে পুঞ্জিভূত সকল আবেগ উজাড় করে শাহাদাতের অমিয় পেয়ালা পান করে মহান প্রভুর কাছে যিনি পৌঁছে গেলেন তিনি হলেন ইসলামী ছাত্রশিবিরের ১০৩ তম শহীদ কামাল হোসেন। মা-বাবা যাকে আদর করে ডাকতেন হৃদয়। বিশাল মন আর অফুরন্ত ভালবাসা দিয়ে, বন্ধু-বান্ধব, পাড়া-প্রতিবেশী, মা-বাবা, শিক্ষক, সমাজ, এমনকি সংগঠনের ভাইদের মনকে সহজে জয় করেছিলেন তিনি। কিন্তু সকলের হৃদয়ে হাহাকার সৃষ্টি করে কেড়ে নিল ঘাতক বুলেট শহীদ কামাল হোসেনকে ২২ সেপ্টেম্বর গভীর রাতে। লক্ষীপুরস্থ দারুল আমান একাডেমী মসজিদের সামনে তাহাজ্জুদ পড়ার আগে মহান রবের দরবারে পৌঁছে গেলেন তার প্রিয় বান্দা। মনে হচ্ছিল শাহাদাতের জন্য নিজ হাতে সাজিয়ে নিলেন শহীদ কামাল হোসেনকে। আর তিনিও প্রস্তুত ছিলেন আল্লাহর ডাকে সাড়া দেওয়ার জন্য। মনে হচ্ছিল এটি প্রভুর পক্ষ থেকে পরিকল্পিত আয়োজন! শাহাদাতের পূর্বে শহীদ কামাল হোসেন ছিলেন ইসলামী ছাত্রশিবিরের লক্ষীপুর শহর শাখার একনিষ্ঠ কর্মী। তার অপর দুই ভাইও শিবির-এর সাথে ওতপ্রোতভাবে সম্পৃক্ত। 'আল্লাহ' দু'ধরনের চোখকে জাহান্নামের আগুনে জ্বালাবেন না, যে চোখ আল্লাহর ভয়ে কান্নাকাটি করে আর এ চোখ যে আল্লাহর পথে পাহারাদারী করে। রাসুল (সাঃ)-এর হাদীসটি যার কথাই সাক্ষী দিচ্ছে তিনি হচ্ছেন শহীদ কামাল হোসেন। শাহাদাতের মাত্র ৪০ দিন পূর্বে মুজিববাদী খুনী চক্র দারুল আমান একাডেমীতে আক্রমণ করে। এ খবর মিরিকপুর গ্রামে পৌঁছার সাথে সাথে ১৬ আগষ্ট ভোরেই ছুটে আসেন শহীদ কামাল হোসেন এবং তার বড় ভাই আবদুর রহিম। ছাত্রলীগ সন্ত্রাসীদের গুলিতে সেদিন তারা সামান্য আহতও হন। লক্ষীপুর দারুল আমান একাডেমী বারবার আক্রমণ হওয়া আর শহীদ জায়েদের শাহাদাত শহীদ কামাল হোসেন ও তার বন্ধুদের হৃদয়ে জ্বালিয়ে দেয়। ফলে প্রতিরোধে একাডেমীর আশেপাশে নারী পুরুষ সকলে সক্রিয় হয়ে ওঠে। ২২ সেপ্টেম্বর একাডেমীতে পুনরায় সন্ত্রাসীদের আক্রমণ হতে পারে এ খবরে ব্যাকুল করে তোলে। চলতে থাকে সারারাত পাহারাধারী। শহীদ কামাল হোসেন একজন কর্মী হয়েও তদারকী করতে থাকেন প্রতিটি গ্রুপকে। রাত তখন ১টা মসজিদে বসে জীবনের শেষ সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন। নিজে সাথী হবেন এবং লক্ষীপুরে থেকে লেখাপড়া করবেন। কন্ট্রাক শেষে অজু করে তাহাজ্জুদ নামাযের জন্য মসজিদের যাবেন ঠিক সে সময়ে ঘাতক বুলেট দূর থেকে এসে শহীদ কামাল হোসেনের স্বপ্নসৌধ শেষ করে দেয়। আহত কামাল হোসেনকে রাতেই হাসপাতাল থেকে নেয়ার পথে তার বড় ভাই আব্দুর রহিমের কোলেই চিরনিদ্রায় শায়িত হয়। শহীদ জায়েদের শাহাদাতের খবর শুনেই দুই ভাই পাহারাদারীর জন্য এলেন বড় ভাইয়ের কোলে মাথা রেখে ছোট ভাই শাহাদাতবরণ করলেন, এটি কোন এজিদের কারবালা নয়, এটি হচ্ছে মুজিববাদী তাহেরের কারবালা লক্ষীপুরের মাটিতে।

শহীদ কামাল হোসেন মিরিকপুরবাসীর হৃদয়ও জয় করেছিলেন অনেক আগ থেকে। তার শাহাদাতের খবর শুনে নিয়ন্ত্রণ করতে পারেনি আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা নিজেদেরকে, হাজার হাজার মানুষ ছুটে আসে শহীদদের বাড়িতে। কর্দমাক্ত রাস্তা হাজার হাজার মানুষের পদভারে তলিয়ে যায়। দিনের আলো যখন অন্ধকারকে হাতছানি দিয়ে

www.pathagar.com

শাহাদাতের ঘটনা

ডাকছে ঠিক সে সময়ে গুড়িগুড়ি বৃষ্টির মধ্যে নিজস্ব পুকুর পাড়ের গোরস্থানে চিরদিনের জন্য শায়িত করেন। যে শহীদ কামাল হোসেন পাহারাদারী অবস্থায় তাহাজ্জুদের পূর্বে শাহাদাত বরণ করেছেন, পুকুর পাড়ে ফেরেশতারা জান্নাতের জ্যোতি দিয়ে পাহারাদারী করছেন। শাহাদাতের তিনদিন পর শহীদের নিজ বাড়িতে গিয়ে দেখি তখনো শহীদের পিতামাতা পাড়া প্রতিবেশী শোকের মাতম আমাদের জড়িয়ে ধরে অঝোরে কান্না শুরু করেছেন। মনে হচ্ছিল সে কান্না আল্লাহর আরশকে পর্যন্ত কাপিয়ে তুলছে। তিন ভাই শিবির করেন সে জন্য সন্ত্রাসী মুজিব বাহিনী বেশ আগে থেকে তাদের টার্গেট করেছে। কান্নাকণ্ঠে তখনো জড়িয়ে আছেন শহীদের পিতা। মনে হচ্ছিল তার বুকটা ফেঁটে যাচ্ছে। নিজের অশ্রু সংবরণ করতে পারছিলাম না। আবেগ জরিত কণ্ঠে শহীদের পিতা জানালেন, তার ছোট ছেলে মাত্র দাখিলে পড়ে। তিনবার তাকে অপহরণ করে ৪০ হাজার টাকা জোর করে আদায় করে। শেষ বার তাকে বেদম মারপিট করে। প্রতিশোধ স্পৃহায় তার ছোট ছেলেটি বাড়িঘর ছেড়েছে। কান্না তখনো থামেনি, শহীদ পিতা আবেগজড়িত কণ্ঠে আরও বলেন, 'আমার ছোট ছেলেটি ঘর ছেড়েছে, কামাল শহীদ হয়েছে, আমি কাকে নিয়ে বেঁচে থাকব। তোমরা আমার কামালকে এনে দাও। এ সময় শহীদ জায়েদের ভগ্নিপতি আবুল খায়ের এবং ফেনী জেলা সভাপতি মিজানুল হক মামুন শহীদের পিতাকে কিছুটা শান্ত করেন। আমাদের আগমনে পাড়ার বন্ধুরা জড়ো হতে থাকে। চোখে মুখে তাদের প্রতিশোধ স্পৃহা। সারাদেশে দোয়া আর প্রতিবাদ মিছিল সংগ্রামের কথা জানতে পেরে শহীদ পিতা শান্ত হয়ে বলেন, 'সত্যি আমার কামাল অমর থাকবে। শহীদ পিতা তার সার্টিফিকেট ও ছবি এনে বলেন, কামাল আমার সাধারণ ছেলে নয়, সে আমার রত্ন, ১৯৯৭ সালে মকরধ্বজ সিনিয়র মাদ্রাসা থেকে প্রথম বিভাগে দাখিল এবং ১৯৯৯ সালে লক্ষ্মীপুর আলীয়া মাদ্রাসা থেকে দ্বিতীয় বিভাগে আলিম পাশ করে। প্রবেশপত্রের ছবি দেখিয়ে শহীদ পিতা আবারও কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে বলেন, 'তোমরা দেখ আমার কত সুন্দর কামাল, আল্লাহ এত সুন্দর ছেলে কেন আমাকে দিলেন আর কেন নিয়ে গেলেন' শহীদের স্বপ্ন ইসলামী বিপ্লবের প্রত্যয় ব্যক্ত করে সূর্য ঠিক সোজা হওয়ার আগে আমরা মিরিকপুর ত্যাগ করি। কর্দমাক্ত মিরিকপুরের রাস্তা দিয়ে চলার সময় এলাকার ছাত্র-যুবকদের সহযোগিতায় আমরা বুঝতে পেরেছি শহীদ কামাল হোসেনকে মিরিকপুরবাসী কত ভালবাসত।

শহীদ কামাল হোসেন ছাত্র-শিক্ষক, বন্ধুমহল সকলের প্রিয়। শাহাদাতের পর লক্ষ্মীপুর আলিয়া মাদ্রাসায় শোকসভায় মাদ্রাসার অধ্যক্ষ বলেন, আমার মাদ্রাসা আজ থেকে অন্ধকার হয়ে যাবে। তার বিনয়ী চরিত্র, একনিষ্ঠতা আর সংগঠনের প্রতি আনুগত্যশীল কর্মী হয়েও সংগঠনের সর্বপর্যায়ে জনশক্তির মণিকোঠায় স্থান করে নিয়েছিল, কর্মী হয়েও দায়িত্বশীলতা তাকে করেছে অধিকতর সম্মানীত। জামায়াত নেতা হাসান সাহেব বলেন, 'এমন ছেলেকে ভুলবার নয়। সে আমার হৃদয় ভেঙ্গে দিয়েছে। শহীদ কামাল হোসেন ছিলেন জিহাদী কাফেলার নিবেদিত প্রাণ সৈনিক। মনে হচ্ছিল বদর বা ওহুদের জিহাদের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন।" শাহাদাতের মাত্র ক'দিন পূর্বের ঘটনা, সংগঠন সিদ্ধান্ত দিয়েছে বাজারে না যাওয়ার জন্য। কিন্তু কামাল ভাইয়ের চুল কাটা প্রয়োজন। কি করা সংগঠন নিষেধ করেছেন বাজারে যেতে। তাই একজন সাথী ভাইয়ের সাথে চুক্তি করেছেন, আমি তোমার চুল কাটি, তুমি আমার কাটবে। অবশেষে তাই হল। সুন্দর গঠন, সুঠাম দেহের অধিকারী শহীদ কামাল হোসেন একজন ভাল ফুটবল খেলোয়াড় ছিলেন।

www.pathagar.com

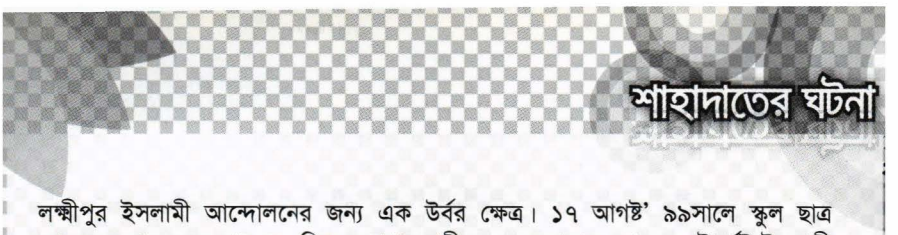

শাহাদাতের ঘটনা

লক্ষ্মীপুর ইসলামী আন্দোলনের জন্য এক উর্বর ক্ষেত্র। ১৭ আগষ্ট' ৯৯সালে স্কুল ছাত্র জায়েদকে খুন করে তার ৪০ দিনের মাথায় শহীদ হলেন কামাল হোসেন। টার্গেট ইসলামী ছাত্রশিবিরকে দুর্বল করে লক্ষ্মীপুরে সন্ত্রাসবাদ কায়েম করা এবং ক্ষমতায় যাওয়ার পথ প্রশস্ত করা। খুনীরা জানে না শহীদের রক্ত কোনদিন বৃথা যায় না। যেখানে শহীদ রক্ত ঝরে সে ময়দানকে আল্লাহ অবশ্যই উর্বর করবেন। শহীদ ফজলে এলাহী, আহমদ জায়েদের খুনরাঙ্গাপথে শহীদ কামাল হোসেন যে ত্যাগের অনুপম দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন তা অনাদিকাল ধরে ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদের জন্য দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে। দ্বীনের পথে পাহারাদারী, আল্লাহর জন্য কান্নাকাটি এবং আল্লাহর পথে শহীদ হওয়ার যে গৌরব শহীদ কামাল হোসেন অর্জন করলেন, তার জন্য শুধু শাহাদাতের উত্তম মর্যাদাই নয় তার এ শাহাদাত বাংলার জমিনে ইসলাম প্রতিষ্ঠার পথকে প্রশস্ত করবে ইনশাআল্লাহ।

লেখকঃ এডভোকেট, বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট
প্রাক্তন কার্যকরী পরিষদ সদস্য
বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবির

www.pathagar.com

শহীদ ফজলে এলাহী ছিলেন শান্ত ও অমায়িক

আ.ন.ম আবুল খায়ের

১৯৯১ এর নভেম্বর মাস। হৃদয় ধোয়া, সাগর ছোঁয়া, অশ্রুতে নিজেকে হারিয়ে ফেলেছি বার বার। দীর্ঘ এক যুগের বেশি সময়ের কর্মচঞ্চল আমার প্রাণের চেয়ে প্রিয় সংগঠন ইসলামী ছাত্রশিবির লক্ষ্মীপুর জেলা ছেড়ে আসতে হচ্ছে কেন্দ্রে। আগ থেকে চিন্তা করছিলাম কিভাবে ছেড়ে আসব লক্ষ্মীপুরকে। জেলার প্রতিটি অঞ্চলে দ্বীনের দাওয়াত নিয়ে ঘুরে বেড়িয়েছি এক যুগের বেশি সময় বিশেষ করে লক্ষ্মীপুর কলেজেরই আমার ছয় বৎসরের স্মৃতি জড়িত। লক্ষ্মীপুর ছেড়ে আসার সময় আমার অবস্থা দেখে আমাকে শান্তনা দিয়ে জামায়াতের জেলা সেক্রেটারী নজির ভাই বলেছিল, দায়িত্ব নেওয়া যত বড় কঠিন দায়িত্ব ছেড়ে আসাও তার চেয়ে কঠিন। তিন চার দিন পর নাইট কোচে লক্ষ্মীপুরে আসতেছিলাম। চন্দ্রগঞ্জ আসলে মনের অজান্তেই কান্নায় ভেঙ্গে পড়ি। কারণ এখানেও দায়িত্ব পালন করেছি ছয় মাস। ঢাকায় আসার পরও সব সময় আমি লক্ষ্মীপুরের সংগঠনকে নিয়ে ভাবতাম। লক্ষ্মীপুরের সংগঠনের জন্য কিছু করার চেষ্টা করতাম। লক্ষ্মীপুর থেকে কেউ আসলেই আমার খুব ভাল লাগত। প্রথমেই খোজ নিতাম লক্ষ্মীপুর কলেজের কি অবস্থা। শহরের কোন কর্মীর কি অবস্থা। লক্ষ্মীপুরের কোন দুঃসংবাদ শুনলেই ছুটে যেতাম। আমি কেন্দ্রীয় অফিসে সাংগঠনিক কাজ করছি এমন সময় কলাবাগান থেকে টেলিফোন আসল লক্ষ্মীপুরে যেতে হবে। বেলা তখন দুপুর ২টা। সাথে সাথে ফোন করলাম লক্ষ্মীপুর কলেজ, হাসপাতালে, চকবাজারে, জানলাম ফারুক সহ অনেকেই আহত লক্ষ্মীপুরের অবস্থা খুবই খারাপ। জানলাম ফারুককে ঢাকা পঙ্গু হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। ছুটে যাই পঙ্গু হাসপাতালে। কিছুক্ষনের মধ্যেই ফারুক ভাইকে নিয়ে এ্যম্বুলেন্স এসে থামল। ফারুকের দিকে তাকিয়ে চিৎকার দিয়ে উঠলাম, হায়রে ফারুক। তাকে মৃতের মত করে ফেল গেল ছাত্রদল নামক নরপিচাশরা।

১৯৯৫ এর ৩রা ডিসেম্বরে থাকতাম সেন্ট্রাল রোডে। সারাদিন নিজের কাজকর্ম সেরে রুমে ফিরে কয়েকজন বন্ধু বসে কথা বলছিলাম। রাত প্রায় ৯টা, কেউ যেন রুমের দরজার কড়া নাড়ল। দরজা খুলে দিলাম। অপরিচিত একজন লোক রুমে ডুকে বলল এখানে খায়ের ভাই কে, বললাম আমি। কি সংবাদ বলেন। বলল আমি কলাবাগান থেকে এসেছি, কেন্দ্রীয় সভাপতি পাঠিয়েছেন আপনাকে লক্ষ্মীপুরে যেতে হবে। কারণ জানতে চাইলে বলল, লক্ষ্মীপুর ছাত্রদলের সাথে মারামারি হয়েছে। আমাদের একজন ভাই শহীদ হয়েছে। আর কিছুই জিজ্ঞাসা করতে পারলাম না, আমার বাকশক্তি রুদ্ধ হয়ে আসল। রিক্সায় করে কলাবাগান গিয়ে জানলাম ফজলে এলাহী ভাই আর আমাদের মাঝে নেই। জহির ভাইয়ের অবস্থা খুবই খারাপ। তবে তাকে ঢাকায় নিয়ে আসা হচ্ছে, সে রাতেই লক্ষ্মীপুর চলে আসি। ফজলে এলাহীকে যে নির্মম আঘাতের পর আঘাত করে দুনিয়া থেকে বিদায় করে দেয়া হয়েছে, তা দেখে মনে হয়েছিল এ কাজ কোন মানুষ করতে পারে না। তারা মানুষ নামের নরপিচাশ। সাংগঠনিক জীবনে শহীদ ফজলে এলাহীকে একজন শান্ত, অমায়িক ও মেধাবী ছাত্র হিসাবেই জানতাম, তার চলা চরিত্র ছিল এক ব্যতিক্রধর্মী।

তাই শহীদি ঈদগা এই লক্ষ্মীপুরের ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদের জন্য শহীদ ফজলে এলাহীর শাহাদাত এক অনুপ্রেরণার উৎস। তার রক্তমাখা লক্ষ্মীপুরের প্রতি ইঞ্চিতে ইসলামী আন্দোলনের খুঁটিকে আরো মজবুত করতে হবে। সক্রিয় হতে হবে সকল পর্যায়ের জনশক্তিকে। শহীদের আত্মা যেন আমাদের জন্য দোয়া করে, শান্তি পায়। শহীদ পরিবারের সকলের প্রতি সমবেদনা ও আন্তরিকতা প্রকাশ করছি।

লেখকঃ সাবেক সভাপতি, লক্ষ্মীপুর জেলা

www.pathagar.com

শহীদ ফজলে এলাহিঃ কিছু স্মৃতি কিছু কথা

এ আর হাফিজউল্লাহ

৪ঠা ডিসেম্বর ১৯৯৫ সাল। ফজরের নামাজের পর বাড়ির সামনে মসজিদে বসে ছিলাম। এমন সময় আলেকজান্ডার সাথী শাখার একজন ভাই এসে বললেন লক্ষ্মীপুরে একজন ভাই শহীদ হয়েছে। তার বাড়ি রামগতি। তখন দেরী না করে দ্রুত বাড়ি গিয়ে আম্মার থেকে বিদায় নিয়ে লক্ষ্মীপুর রওয়ানা করলাম। আলেকজান্ডার বাজারে এসে, জানলাম ফজলে এলাহী শাহাদাত বরণ করেছে। মাহমুদুর রহমান মুরাদ ভাই শহীদের বাড়ি বিবির হাট গিয়ে শহীদের বড় মামা মাওলানা বশীর আহম্মদকে সাথে নিয়ে আসলেন। তখন আমি চোখের পানি ধরে রাখতে পারি নাই। সকল ভাইয়েরা কান্নায় ভেঙ্গে পড়লেন। আলেকজান্ডার ভাইদেরকে শান্তনা দিয়ে লক্ষ্মীপুরের উদ্দেশ্যে মোটর সাইকেলে রওয়ানা করি। শহরে আসার পর দেখতে পেলাম আমাদের ভাইয়েরা মিছিল করতেছে।

ঘটনার দিন

৩রা ডিসেম্বর বিকালে তৎকালীন জেলা সভাপতি মনিরুল ইসলাম বকুল ভাই থেকে ছুটি নিয়ে বাড়ি যাই। বিকালে চক বাজার শহর কার্যালয়ে তৎকালীন জেলা সেক্রেটারী জহির ভাই শহীদ ফজলে এলাহী সহ অফিসে ছিল। অনেকে চলে গেছে। শহীদ ফজলে এলাহি জহির ভাইকে বলল, শহরে উত্তেজনা চলছে এই মুহুর্তে আমি যাব না। ঠিক মাগরিবের পরে তৎকালীন এম.পি খাইরুল এনামের নেতৃত্বে ছাত্রদল ও বিএনপির সন্ত্রাসীরা শিবিরের শহর অফিসে হামলা করে। শহীদ ফজলে এলাহীকে হামলা করে মারাত্মকভাবে আহত করে। সে রাস্তায় পড়ে যায়। সেখান থেকে উদ্ধার করে রিকশায় করে সদর হাসপাতালে নেয়া হয়। হাসপাতালে নরপশুরা পুনরায় হামলা করে তাকে শহীদ করে। ৮.৩০ টার সময় তিনি আল্লাহর দরবারে পৌঁছে যান। আর শহীদ ফজলে এলাহি যে মর্যাদাপূর্ণ মৃত্যুবরণ করেছেন তার চেয়ে মহান মৃত্যু আর নেই। তিনি যদি ইসলামী আন্দোলনের কর্মী হওয়ার কারণে এবং ইসলামী আন্দোলনের যোগ্য ও পরিচিত হওয়ার কারণে মৃত্যুবরণ করে থাকেন তাহলে এ মৃত্যু প্রকৃত শহীদের মৃত্যু। আর এ শহীদরাই একমাত্র বিনা বিচারে, বিনা হিসাবে জান্নাতে যাবেন। আর কোন মানুষের বিনা বিচারে বিনা হিসাবে জান্নাতে যাওয়ার সৌভাগ্য হবে না। এ জন্যে শহীদি মৃত্যু সকল মুমিনের কাম্য। এ শহীদের ব্যাপারে আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কোরআনে এরশাদ করেছেন, যারা আল্লাহর পথে নিহত হয়েছে তাদেরকে তোমরা মৃত বলোনা, এরা জীবিত। এরা আল্লাহর নিকট থেকে রিযিক পাচ্ছে। (সুরা বাকারা ১৫৪)

আল্লাহর রাসুল (সঃ) বলেছেন, এরা মৃত্যুকষ্ট অনুভব করেনা, এদের মৃত্যু পিঁপড়ার কামড়ের মতো হয়'। আল্লাহ তা'য়ালা ইসলামের জন্য শাহাদাত বরণকারীদের মোটেই মৃত্যুকষ্ট দেননা। অথচ পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে, "কুল্লু নাফছিন জায়িকাতুল মউত"। অর্থাৎ প্রতিটি মানুষকে মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করতে হবে। এর কোন ব্যতিক্রম নেই। একমাত্র ইসলামের জন্য যারা জীবন দিয়েছে তারাই এর ব্যতিক্রম হবে।

হাদিসে আছে, 'শহীদের রুহ একটি সবুজ রঙ্গের পাখির আকৃতিতে জান্নাতে যত্র তত্র বিচরণ করতে থাকে'।

www.pathagar.com

শাহাদাতের ঘটনা

অন্য হাদিসে আছে, 'আল্লাহ তায়ালা শহীদদের সকল অন্যায় ক্ষমা করে দিবেন, শুধু ঋণ ব্যতিত'।

মুমিন মাত্রই এ মর্যাদাপূর্ণ শাহাদাতের আকাঙ্খা স্বাভাবিক। বিশেষ করে যারা সাহাবাদের নমুনায় আল্লাহর জমিনে আল্লাহর দ্বীন কায়েমের সংগ্রামে নিবেদিত, তাদের মধ্যে সদা এ শাহাদাতের তামান্না জাগ্রত থাকে। আল্লাহর রাসুল (সঃ) বলেছেন, "যে ব্যক্তি অন্তরে শাহাদাতের তীব্র আকাঙ্খা পোষণ করে সে যদি জ্বর হয়ে ঘরে বসেও মারা যায় তবুও সে শহীদের মর্যাদা লাভ করে।" তাইতো বুঝা যায় শহীদ ফজলে এলাহীর শাহাদাতের আকাঙ্খা আল্লাহ সরাসরি কবুল করেছেন।

শহীদ ফজলে এলাহী আত্মীয়তার দিক দিয়ে আমার মামা, বয়সে আমার একটু ছোট ছিল, তার ব্যবহার সুন্দর ছিল, সব সময় হাসি মুখে থাকতেন। সব সময় আল্লাহর দ্বীনের জন্য গান গাইতেন। ভাল মানের শিল্পী ছিলেন। সবসময় বলতেন মামা আপনারা নেতা হয়েছেন জান্নাতে যাবেন। আল্লাহ আমাকে শহীদ করলে জান্নাতে যাব।

বাতিলের বিরুদ্ধে ছিল বলিষ্ঠ কণ্ঠস্বর। লক্ষীপুরের সকল জনশক্তির মাঝে পরিচয় ছিল গানের শিল্পী হিসেবে। তার প্রথম জানাযা হয় চক বাজার। জানাযায় সর্বস্তরের মানুষ অংশগ্রহণ করে। দ্বিতীয় জানাযা হাজির হাট বাজার, তৃতীয় জানাযা আলেক জান্ডার বাজার, চতুর্থ জানাযা বিবির হাট স্কুলে মাঠে ও সর্বশেষ জানাযা গ্রামের বাড়িতে। বাড়ির সামনে পুকুর পাড়ে মসজিদের কাছে দাফন করা হয়। সকল জানাযায় হাজার হাজার মানুষ অংশ গ্রহণ করে। কফিনের সাথে তৎকালীন সহ সভাপতি (পরে কেন্দ্রীয় সভাপতি) এহছানুল মাহবুব যুবায়ের ভাই সাথে ছিলেন।

উনার নেতৃত্বে আমরা শহীদের বাড়িতে যাওয়ার পর এক হৃদয় বিদারক দৃশ্যের অবতারণা হয়। শহীদের মা আমার নানী, আমাকে জড়িয়ে ধরে কান্নায় ভেঙ্গে পড়লেন। উনাকে শান্তনা দেয়ার ভাষা আমার ছিল না। তারপরও যুবায়ের ভাই সান্তনা দিলেন এবং বললেন আপনার এক ছেলে গেছে আমরা অনেক ছেলে আছি। তখন উনি বলেছিলেন আমার ছেলে যে আদর্শের জন্য জীবন দিয়েছে সে আদর্শ যেন বাস্তবায়ন হয়। ৫ ডিসেম্বর গোটা লক্ষীপুরে হরতাল ডাকা হয়েছিল। সেদিন একটি রিক্সাও চলে নাই। সবাই হরতালের মাধ্যমে প্রতিবাদ জানিয়েছে। গোটা ময়দানে শিবির কর্মী ও সাধারণ জনগণ কর্মসূচী পালন করে। শান্তিপূর্ণ কর্মসূচী পালন করেছিল শিবির। তার স্বাক্ষী লক্ষীপুরের জনগণ। আল্লাহর ভাষায়, "এমনিভাবে আমি তোমাদেরকে একটি মধ্যম জাতি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছি যাতে তোমরা মানুষের জন্য স্বাক্ষ্য (আদর্শ) হতে পার"। শহীদ ফজলে এলাহি তার জীবনের শেষ রক্ত বিন্দুটুকু দিয়ে এ স্বাক্ষ্য হয়ে রয়েছেন। আল্লাহপাক তার জীবনের ভুলত্রুটিগুলো ক্ষমা করে দিয়ে নেক আমলগুলো কবুল করে সত্যিকারের শহীদের মর্যাদা দান করুন। তার কবরকে জান্নাতের বাগানে পরিণত করুন। আর আমাদেরকে তার রেখে যাওয়া দ্বীনের অসমাপ্ত কাজগুলো আঞ্জাম দেয়ার তাওফিক দান করুন। আমীন।

লেখকঃ প্রাক্তন জেলা সভাপতি ও আমীর, বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী, লক্ষীপুর শহর।

www.pathagar.com

শহীদ ফজলে এলাহী
আমার জীবনের প্রেরণা

মোঃ মনিরুল ইসলাম বকুল

এক একজন শহীদ, একটি সমাজে ইসলামী বিপ্লবের সম্ভাবনাকে যতখানি উজ্জল করে তুলতে পারে পৃথিবীর আর কোন শক্তি বোধ হয় তা পারে না।

ইসলামকে বিজয়ী আদর্শ হিসাবে প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে যে অগণিত মর্দে মুজাহিদ শাহাদাত বরণ করেছেন তাদের কাতারে লক্ষ্মীপুরের শহীদ ফজলে এলাহী একটি উজ্জ্বল নক্ষত্র। যার শাহাদাত লক্ষ্মীপুরের জমিনে ইসলামী বিপ্লবের গতিকে বহুগুণে ত্বরান্বিত করেছে।

১৯৯৫ সন ৩রা ডিসেম্বর জাতীয়তাবাদী দলের একটি মিছিল থেকে শিবির অফিসে অতর্কিত হামলায় শাহাদাত বরন করেন শহীদ ফজলে এলাহী।

মাগরীবের আযান হচ্ছে। অফিস থেকে শিবিরের জেলা সেক্রেটারী জহিরুল ইসলাম সহ কর্মীরা ছুটে চলছে মসজিদপানে। নামাজ শেষ করেই অফিসে আসে। মুহুর্তের মধ্যেই অফিস লক্ষ্য করে বোমা ছুড়ে মারে বি.এন.পি কর্মীরা। সবাই হতবাক বিনা মেঘে বজ্রপাত। বাজারের লোকজন ছুটে এদিক সেদিক। চলছে হামলা অফিসে এবং আশেপাশে। জেলা সেক্রেটারী জহির ভাই নিজে রিক্সা চালিয়ে রক্তাক্ত ফজলে এলাহীকে হাসপাতালে ভর্তি করালেন। সহকর্মীরা তাকে যথেষ্ট সহায়তা করেছে। মুহুর্তের মধ্যে পুরো হাসপাতাল ঘিরে হামলা শুরু হয়। জহির ভাইকে ডাক্তারের রুম থেকে টেনে এনে হাত পায়ের মাংশ এবং হাড় গুড়ো করে দেয় হায়নারা। খবর পেয়ে কলেজ সভাপতি এনামুল হক রতনের নেতৃত্বে শিবির কর্মীরা হাসপাতাল পানে ছুটে যায়। চিৎকার আর ছটফট করছে জহির ভাই। জ্ঞান নেই ফজলে এলাহীর। ডাক্তার হতবাক, শোকাহত জনতার আওয়াজ এলো ঢাকায় নিতে হবে দ্রুত। জেলা আমীর মাষ্টার হোসাইন আহম্মদ, সাবেক জেলা সভাপতি নাসির ভাই সহ দ্রুত এম্বুলেন্স খুজে আনলেন। গাড়ী ছাড়ার পূর্ব মুহুর্তে ফজলে এলাহীর মাথা থেকে রক্ত ঝরছে। ডাক্তার ছুটে এলেন। পরীক্ষা করে দেখেন আর নেই। জান্নাতের অমিয় সুধা পান করতে আমাদের ছেড়ে চলে গেলেন তাঁর মালিকের কাছে। কান্নার রোল হাসপাতালে।

জহির ভাইকে নিয়ে গাড়ী ঢাকার পথে। শহীদের লাশ নিয়ে মিছিল শহরপানে। চকমসজিদের সামনে কফিন রাখা হলো। রাত তখন ১০.৩০ মিনিট। জনতার ঢল একনজর দেখতে। এত সুন্দর চেহারায় কুড়ালের আঘাতে মাথার খুলি ভেঙ্গে চোখ বেরিয়ে গেছে।

ঢাকায় ফোন করে কেন্দ্রীয় সভাপতিকে শাহাদাতের খবর সহ পরিস্থিতি জানানো হয়। ঢাকা থেকে ছুটে এলেন সাবেক এমপি মাষ্টার সফিকুল্লাহ। শিবিরের কেন্দ্রীয় সহ সভাপতি এহছানুল মাহবুব যুবায়ের ভাই কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক আলাউদ্দিন ভাইকে নিয়ে রাত ৩.৩০ মিঃ এসে পৌঁছলেন। তখন কফিন একাডেমীর মসজিদ সম্মুখে শিবির কর্মীদের শান্তনা দেয়ার জন্য এলেন নেতৃবৃন্দ। পুলিশ এসে সুরাতহাল রিপোর্ট করল। তারপর লাশ থানা হয়ে নোয়াখালীতে পোষ্টমর্টেম করতে নিয়ে গেল।

www.pathagar.com

শাহাদাতের ঘ

মাইজদীতে জানাজা ও প্রতিবাদ সভা হল। লক্ষ্মীপুরে বিশাল প্রতিবাদ সভা ও জানাজা হলো। জানাযা শেষ করে শহীদের কফিন ভবানিগঞ্জ, হাজীর হাট, আলেকজান্ডার ও সর্বশেষ বিবিরহাটে তার পিত্রালয়ের উদ্দেশ্যে রওয়ান হলো। বাড়ীতে পৌছে শহীদের আত্মীয়-স্বজন, পাড়া, প্রতিবেশী শেষ বারের মত তার প্রিয়জনকে দেখার জন্য তৃষ্ণাত্বক কাকের মত উদগ্রীব হয়ে আছে। শহীদের গর্বিত মা, ভাই-বোন ও অন্যান্য আত্বীয়-স্বজন কফিন ধরে অঝোরে কান্না শুরু করে। শহীদের মায়ের আত্ব চিৎকারের কি জবাব দেব কি দিয়ে শান্তনা দেব সেই ভাষা খুঁজে পাচ্ছিনা। শহীদের মা কাঁদছে আর বলছে কি অপরাধ ছিল আমার ছেলের? পাশুন্ডরা কেন আমার ছেলেকে হত্যা করেছে। সেতো ঢাকা ভার্সিটিতে ভর্তি হওয়ার জন্য বাড়ী থেকে বেড়িয়েছিল। আর আজ সে লাশ হয়ে আমার কাছে ফিরে এসেছে। তারপর শহীদের মাকে শান্তনা দিয়ে শহীদের প্রিয়জনরা শেষ বারের মত তাকে দেখে পারিবারিক গোরস্থানে দাফন কার্য্য সমাধা করেন। আজ শহীদ ফজলে এলাহী আমাদের মাঝে নেই দ্বীন প্রতিষ্ঠার জন্যে তার জীবনের মূল্যবান সম্পদ বিসর্জন দিয়ে পরকালে চলে গেছে। আমাদের জন্য রেখে গেছেন তার স্বপ্ন ও রেখে যাওয়া অসম্পন্ন কাজ। আমাদের উচিৎ হবে দৃঢ়তার সাথে শহীদের সাথী হয়ে তার রেখে যাওয়া কাজ আঞ্জাম দেওয়া। আল্লাহ আমাদের শহীদের সাথী হিসাবে কবুল করুন। আমীন!

লেখকঃ সাবেক জেলা সভাপতি

www.pathagar.com

শহীদ আহমাদ যায়েদ আমাদের প্রেরণা

মোঃ মিজানুর রহমান মোল্লা

সেদিন যা ঘটেছিল

১৭ আগস্ট ১৯৯৯ সাল। তৎকালীন শহর সভাপতি সামছুল ইসলাম ভাইসহ কয়েকজন ভাইয়ের উপর ছাত্রলীগ সন্ত্রাসীরা নৃশংস হামলা করে (দুই দিন আগে) গুরুতর ভাবে আহত করে। এর প্রতিবাদে জেলা সভাপতি ওমর ফারুক ভাইয়ের নেতৃত্বে আয়োজিত বিক্ষোভ মিছিলপূর্ব সমাবেশে (জেলার ১৭০ জন বাছাইকৃত কর্মী নিয়ে) শহীদ আহমাদ যায়েদকে একটি ইসলামী সংগীত পরিবেশনের জন্য বলা হয়। কিন্তু তিনি কিছুক্ষন নিরব থেকে কি যেন ভাবলেন...! এরপরই মিষ্টি সুরে আবেগময় কণ্ঠে গেয়ে উঠলেন "আল্লাহর পথে যারা দিয়ে ছিল জীবন, তাদেরকে তোমরা মৃত বলোনা-বলোনা মৃত....."। সমাবেশে নেতৃবৃন্দ লক্ষ্মীপুরকে বাতিলের হাত থেকে মুক্ত করতে এবং সন্ত্রাসীদের কবল থেকে লক্ষ্মীপুর বাসীকে উদ্ধার করতে এক কঠিন জেহাদের শপথ নেয়ার আহবান জানান। শাহাদাতের প্রেরণায় উজ্জীবিত ছাত্র জনতা যথানিয়মে বিক্ষোভ মিছিল শুরু করে। মিছিলটি তমিজ মার্কেট হয়ে থানা রোড ঘুরে আবার একাডেমীতে এসে সমাপ্ত হয়। ইতোমধ্যে তাহের বাহীনির সকল সন্ত্রাসীরা আমাদের অফিসে আক্রমন করার উদ্দেশ্যে লক্ষ্মীপুর সরকারী কলেজে একত্রিত হওয়ার সংবাদ পাই। এর কিছুক্ষন পর সন্ত্রাসীরা গো-হাটা রোডে আমাদের একজন একনিষ্ট কর্মী নোমানকে আক্রমন করে। তার চিৎকার শুনে আমরা সকলে লাঠি ও ইটের টুকরো নিয়ে সামনে এগিয়ে যাই। দেখলাম প্রায় ২০০ সন্ত্রাসী গো-হাটা মোড়ে আমাদের আক্রমনের জন্য মারাত্বক আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে গুলি ও বোমাবাজি করতে করতে এগিয়ে আসছে। আমি অসুস্থ শরীর নিয়ে আমাদের সকল নেতাকর্মীদেরকে ডাকলাম। নারায়ে তাকবীর শ্লোগান দিয়ে সকলে সামনের দিকে এগিয়ে গেলে তারা পিছু হটলো। সবুজ ভাই,সাজ্জাদ,ওয়াদুদ সহ প্রায় ২০/২৫ জন তাদের গুলিতে মারাত্বকভাবে আহত হলো। আহতদের চিকিৎসার জন্য নেয়া হলো। জেলা সেক্রেটারী নুরনবী ভাইর নেতৃত্বে জাকারিয়া ভাইসহ ৩০/৩৫ জন কর্মী নিয়ে প্রায় এক ঘন্টা ধরে গো-হাটা মোড়ে রাস্তা ব্লক করে দাঁড়িয়ে থাকলেন। কিছুক্ষন পরেই তারা পুনরায় সংঘবদ্ধ হয়ে গোলা বারূদ ও অত্যাধুনিক অস্ত্রসস্ত্র সাথে নিয়ে আমাদের উপর ঝাপিয়ে পড়লো। সন্ত্রাসীদের গুলিতে প্রিয় ভাই আহমাদ যায়েদ মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন। লুটিয়ে পড়া অবস্থায় হাতুড়ি,লোহার রড ও হকিষ্টিক দিয়ে পিটিয়ে পুরো শরীর থেতলিয়ে দেয় সন্ত্রাসীরা। এখানেই শেষ হয়নি হায়নাদের হিংস্র ছোবল। খন্দকার মিজান ভাই তাকে হাসপাতালে নিয়ে যাচ্ছিলেন, পথরোধ করে রিক্সা থেকে নামিয়ে চাইনিজ কুড়াল ও রামদা দিয়ে কুপিয়ে মাথার মগজ বের করে দেয় মাত্র দশম শ্রেনীর ছাত্র নিস্পাপ এই ছোট্র বালকটির। মাথার মগজ বের হয়ে যায় তৎকালীন চন্দ্রগঞ্জ সাথী শাখার সভাপতি নুরনবী ভাইয়ের, চোখ নষ্ট হয়ে যায় নাছির, আলমগীর ও জাহাঙ্গীরের। মারাত্বকভাবে আহত হলেন যোবায়ের ভাই (শহীদের বড় ভাই), জাকারিয়া ভাই, মনিরুল ইসলাম মিলন ভাই, মোরশেদ ভাই সহ আরো অনেকে। পুনঃ হামলার আশংকা থাকায় আহতদেরকে সদর হাসপাতালে না নিয়ে ভাল চিকিৎসার জন্য ডাঃ ফয়েজ আহমেদ সাহেব দুঃসাহসীকতার পরিচয় দিয়ে তার তত্ত্বাবধানে প্রাথমিক চিকিৎসা করেন। পরবর্তীতে ঢাকার বিভিন্ন হাসপাতালে দীর্ঘ ২ বৎসর যাবৎ চিকিৎসা করার পরও মূল্যবান চোখ ফিরে পাননি প্রিয় ভাই নাছির, আলমগীর ও জাহাঙ্গীর । দীর্ঘ সময় জাকারিয়া ভাইকে খুজে পাওয়া যাচ্ছিলনা, কে আবার কাকে খুঁজে, সবাইতো আহত। মনে হচ্ছে এযেন এক ময়দানে কারবালা। ঐদিন বিকেলেই আমরা শুনতে পাই আমাদের প্রিয় ভাই আহমাদ

www.pathagar.com

যায়েদ মহান প্রভূর ডাকে সাড়া দিয়ে পাড়ি জমালেন ওপারের সুন্দর ভূবনে। যার মন সব সময় ছিল শাহাদাতের জন্য ব্যাকুল। মুহুর্তের মধ্যে চতুর্দিকে খবর চড়াতেই পড়ে গেল কান্নার রোল। আকাশ বাতাস যেন ভারি হয়ে ধ্বনিত হচ্ছে এক বেদনার আর্তনাদ। চতুর্দিকে থমথমে পরিস্থিতি বিরাজ করছে । ১৮ আগষ্ট দুপুরে চক চত্ত্বরে জানাযার আয়োজন। সকলেই প্রস্তুত জানাজার জন্য, কিন্তু সন্ত্রাসীরা প্রস্তুত আরো লাশের জন্য। তারা গুলি করতে থাকে জানাজায় আগত মুসল্লীদের উপর, সাবেক জেলা সভাপতি আ ন ম আবুল খায়ের ভাই সহ আহত হলেন অনেকেই। ওরা সম্পন্ন করতে দিলনা শহীদের জানাজা। সকলেই হয়ে পড়লো ছত্রভঙ্গ। আর উপায় না দেখে সন্ত্রাসের নিকট জিম্মী লক্ষ্মীপুরবাসী শহীদ আহমদ যায়েদের জানাজা পড়তে পারেনি চকবাজারে। সকলেই ক্ষুব্দ, কিন্তু কি আর করা, পরে দারুল আমান একাডেমীতে সংক্ষিপ্ত জানাযার মাধ্যমে এ মহান শহীদকে তাদের পারিবারিক কবরস্থানে তার পূর্ব পুরুষ ইসলামী আন্দোলনের অগ্রসেনানীদের সাথে শায়িত করে রাখা হয়।

যেভাবে ঘটনার সুত্রপাত

১। ১৯৯৯ সালের আগষ্ট মাসের প্রথম সপ্তাহের দিকে লক্ষ্মীপুরের উদ্ভুত এ কঠিন পরিস্থিতির মোকাবেলা করতে আমরা বাংলাদেশের ইসলামী আন্দোলনের অন্যতম পথিকৃৎ ও সাবেক এম পি আলহাজ্ব মাষ্টার শফিক উল্লাহ সাহেব ও প্রাক্তন জেলা আমীর মাষ্টার হাছানুজ্জামান স্যার এর সাথে পরামর্শ করতে ছিলাম। আলোচনার মাঝপথেই শুনতে পেলাম আমাদের পাশবর্তী গো-হাটার মোড়ে সন্ত্রাসীরা আমাদের প্রিয় শফিক ভাইকে (তৎকালীন পৌর জামায়াতের সেক্রেটারী) গুলি করে মারাত্বক ভাবে আহত করেছে, তার মাথা থেকে পিনকি দিয়ে রক্ত বের হচ্ছে, অথচ তাকে চিকিৎসা করার জন্য কেউ যেতে পারছেনা, আমরা কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়লাম।

২। সামাদ স্কুলের মোড় থেকে কয়েকজন ছাত্রলীগ সন্ত্রাসী আমাদের সামাদ স্কুলের সভাপতি আব্দুস শহীদ ও জামাল ভাইয়ের পথ রোধ করে তাদেরকে মারধর করে সাইকেল নিয়ে যায় এবং তাদেরকে লক্ষ্মীপুর থেকে চলে না গেলে মেরে ফেলার হুমকি দেয়। তৎকালীন শহর সভাপতি হিসেবে আমি ও সেক্রেটারী শামছুল ইসলাম ভাইয়ের উপর থানায় অভিযোগ করে সাইকেল উদ্ধারের দায়িত্ব অর্পন করা হয়। এর পূর্বে জেলা সেক্রেটারী ফারুক হোসাইন নুর নবী ভাই, আমি ও জাকির হোসেন সবুজ ভাই এ ব্যাপারে বিপ্লবের কাছে গিয়েছিলাম। কিন্তু সে আমাদেরকে কোন পাত্তাই দেয়নাই বরং উল্টো আমাদের সাথে বিভিন্ন দুর্ব্যবহার করে, সে বলেছে তোমাদের সাহস কি তোমরা আমার নিকট আবার সাইকেল চাইতে এসেছ? এই সাইকেল তোমাদের .....দিয়ে ডুকিয়ে দেব, আমরা আশ্চর্য হয়ে যাই একজন নেতার মুখ দিয়ে এ ধরনের বিশ্রি গালি বের হতে পারে। যাই হোক আমরা অভিযোগ নিয়ে থানার তৎকালীন ওসি নুরুল আফসার এর সাথে দেখা করি ওসি সাহেব টিএসআই কে দায়িত্ব দেন। সে অনুযায়ী টিএসআই সাহেব আমাদেরকে তার সাথে সরকারী কলেজের পার্শ্ববর্তী সন্ত্রাসী লিটনদের বাড়ীতে নিয়ে যান এবং সাইকেল নেওয়ার সত্যতা যাচাই করে তিনি চলে আসেন। তার বাবা আমাদেরকে বলেছেন আগামীকাল ১২টার মধ্যে আমরা আমাদের সাইকেল পৌঁছিয়ে দিবে। আমি, শামছু ভাই ও আবুল কশেম বাহার ভাই একই রিক্সায় করে আসতে থাকি, আমরা কলেজ হোস্টেলের পার্শ্বে আসলেই ২/৩ জন সন্ত্রাসী আমাদেরকে জোরপুর্বক তাদের ঘাঁটি নামে পরিচিত কলেজ হোস্টেলে ঢুকিয়ে ফেলে এবং দীর্ঘ সময় আমাদেরকে সেখানে আটকে রেখে অপরাপর সন্ত্রাসীদেরকে খবর দেয়, কিছুক্ষনের মধ্যে দেখি তিনটি

www.pathagar.com

হুন্ডায় করে কিছু সন্ত্রাসী চলে আসে ।

তারা এসেই আমাদের উপর নির্যাতন শুরু করে, এক পর্যায়ে তারা হাত পাঁ বেঁধে তাদের হোন্ডার মাঝখানে বসিয়ে নিয়ে যায় জাইল্লা টোলায় মুজিব তাহেরের পুরনো বাড়ীর সামনে। অন্ধকারের মধ্যে রাস্তার এক পাশে নিয়ে আমাদের উপর উপর্যপুরি হামলা চালানো হয়। আমাদের সাথে থাকা বাহার ভাইকে গাড়ীতে করে নিয়ে যায় এক অপরিচিত স্থানে এবং সেখানে চালানো হয় তার উপর অমানুষিক নির্যাতন। শামছু ভাইকে মাটিতে ফেলে পায়ে হাতুড়ি দিয়ে পেরেক মারার মত করে মারাত্বকভাবে আঘাত করছে এবং তাকে চিৎকার করতে ও দিচ্ছে না। আমার হাতের কবজি কেটে ফেলার সিদ্ধান্ত করে বাড়ীতে গিয়ে দা খুঁজে পায়নি। অতঃপর আমাকে একটু দুরে নিয়ে কিল ঘুষি দিয়ে প্রচন্ডভাবে আঘাত করে এবং অতিশীঘ্রই লক্ষীপুর ছেড়ে চলে যাওয়ার জন্য বলে। এদিকে পুলিশ খবর পেয়ে বাহার ভাইকে তাদের কবল থেকে উদ্ধার করে এবং আমাদেরকে খুঁজতে থাকে। এদিকে আমি শামছু ভাইকে নিয়ে বহু কষ্টে সদর হাসপাতালে চলে আসি। ডাক্তাররা রোগীর মারাত্মক অবস্থা দেখে হতভম্ব হয়ে চিকিৎসা শুরু করে। কিন্তু এখানে বেশিক্ষন থাকা সমীচিন নয় ভেবে তাড়াতাড়ি পুলিশ পাহারায় শামছু ভাইকে নিয়ে দারুল আমান একাডেমীতে চলে যাই। সেখানে উপস্থিত সকলের মধ্যে কান্নার রোল পড়ে গেল। জরুরী পরামর্শ বেঠকে পরদিন প্রতিবাদ মিছিল করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

যেমন ছিলেন শহীদ যায়েদ

আমার মনে পড়ে ১৯৯৫ সাল থেকে একাডেমী মসজিদে নামায পড়তে গিয়ে প্রতিদিনই এশার নামাযের দ্বিতীয় কাতারে যায়েদকে দেখতাম এবং প্রতিটি নামাযে সে সবার আগে হাজির থাকতো । দেখা হলেই মিষ্টি সুরে সালাম দিয়ে বলে উঠত ভাইয়া কেমন আছেন? সে ছিল একজন সুমধুর কণ্ঠ শিল্পি, যার গান না শুনলে যেন কোন প্রোগ্রামই প্রানবন্ত হতোনা ।

অপরদিকে সে একজন ভালো ক্রিকেটার হিসেবে ও সকলের মাঝে পরিচিত ছিল। ছিল একজন নম্র ভদ্র অমায়িক ও অনুপম সুন্দর চরিত্রের অধিকারী আল্লাহর দ্বীনের এক অকুতোভয় সৈনিক। তাকে সব সময় দেখতাম একজন আনুগত্য পরায়ন, নির্ভিক ও শাহাদাতের জন্য পাগলপারা একজন মুজাহিদ হিসেবে। আমি তখন লক্ষীপুর শহর শাখার সভাপতি এবং যায়েদ আমার অধীনে সামাদ স্কুল শাখার কর্মী। একদিন তার বাবা আমাকে বললেন আপনাদের যায়েদতো ইদানিং নিয়মিত স্কুলে যাচ্ছে না। আমি তার বাবার সামনেই তাকে জিজ্ঞাসা করলাম। সে জবাব দিল স্কুলে গিয়ে কি লাভ হবে?

দুনিয়াতে আর কয়দিন বাঁচবো? সন্ত্রাসীরা যেভাবে বেড়ে উঠেছে, তারা আমাকে স্কুলে মারতে আসে,আমাকে রাজাকার বলে গালি দেয়, আমাকে নানা অপমান অপদস্ত করছে। আপনারা কেউতো কিছু বলছেন না, সন্ত্রাসীদের মোকাবেলায় কোন প্রতিবাদও করছেন না। কিন্তু আমি মনে করি এই অশান্ত লক্ষীপুরকে শান্ত করতে প্রয়োজন একজন শহীদের। আর আমিই সর্বপ্রথম সেই শাহাদাতের জন্য প্রস্তুত। আমরা তার কথায় আশ্চর্য হয়ে যাই, দুজনই যেন বাকরুদ্ধ হয়ে পড়লাম। তাকে আর কিছুই বলতে পারলামনা। তার কথাই এক পর্যায়ে বাস্তবে রুপ নিলো, শাহাদাতের অমীয় শুধা পান করে শামিল হলেন জান্নাতী সেই মিছিলে।

লেখক ঃ প্রাক্তন জেলা সভাপতি

www.pathagar.com

পৃথিবীকে কাঁদিয়ে জয়ী হলেন তিনি

মুহাম্মদ নাজমুল হাসান পাটওয়ারী

শহীদ আবুল কাশেম পাঠান। একটি ইতিহাস, একটি নক্ষত্র, একটি গতিধারা, যুগে যুগে মুক্তিকামী মানুষদের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। খুলনার আগা খান প্রাইমারী স্কুল থেকে যার যাত্রা। খুলনা মডেল স্কুলের ক্ষুদ্র পরিসর পেরিয়ে বি.এল. বিশ্ববিদ্যালয় কলেজের সবুজ জমিন মাড়িয়ে তিনি চলে গেছেন জান্নাতুল ফেরদাউসের সুবাসিত বাগানে। জয়ী হলেন তিনি। আর হেরে গেছে জাতীয়তাবাদী শক্তির মুখোশধারী সন্ত্রাসীরা।

জীবন প্রভাত বেলা

শহীদ আবুল কাশেম পাঠন ১৯৬৯ সালের অক্টোবর মাসের এক সুন্দর সকালে কুমিল্লা জেলার শাহারাস্তী থানার ছায়াঘেরা মায়াভরা সবুজ শ্যামলিমায় ভরপুর শহরের কোলাহলে থেকে দুরে বহুদুরে "কেশরাঙ্গা" গ্রামে নানা বাড়িতে জন্ম গ্রহণ করেন। জন্মের কয়েকদিন পরে অবশ্য তাঁর বাবা মা তাঁকে নিয়ে আসেন তাঁদের স্থায়ী নিবাস লক্ষীপুর জেলায় রামগঞ্জ থানায় "নোয়াপাড়া" গ্রামে। জন্মের বছর খানেক পরে কাশেমকে নিয়ে তার আব্বা-আম্মা চলে আসেন বর্তমান নিবাস খুলনা মহানগরীর বসুপাড়া এতিম খানা মোড়ের পাঠান বাড়িতে। শহীদের বাবা মরহুম সৈয়দ আলী পাঠান ছিলেন পাকিস্তান সেনাবাহিনীর একজন অবসর প্রাপ্ত অফিসার। আর মাতা রাশিদা বেগম ছিলেন একজন ধর্মপরায়না আদর্শ গৃহিনী।

পড়াশোনা

কচি বয়স থেকেই অত্যন্ত মেধাবী ও অধ্যবসায়ী আবুল কাশেম পাঠন শিক্ষকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হন। মেধার স্বাক্ষর হিসাবে তাকে ৪র্থ শ্রেণী থেকে ডবল প্রমোশন দিয়ে খুলনা মডেল বহুমুখী উচ্চ বিদ্যালয়ে ৬ষ্ঠ শ্রেণীতে ভর্তি করানো হয়। ১৯৮৭ সালে তিনি মডেল স্কুল থেকে ২ বিষয়ে লেটার মার্কসহ প্রথম বিভাগে কৃতিত্বের সাথে এস.এস.সি পাশ করেন। আই.কম. এ ভর্তি হন খুলনা বি.এল কলেজে। এর পর ১৯৮৯ সালে কৃতিত্বের সাথে আই.কম পাশ করে ব্যবস্থাপনা (সম্মান) ২য় বর্ষে ভর্তি হন একই কলেজে।

নেতৃত্বের গুনাবলী

নেতৃত্বের মোহনীয় গুনাবলী সম্পন্ন আবুল কাশেম পাঠানকে ছেলেবেলা থেকেই পাড়ার ছেলেরা ভালবাসতো। ৭ম শ্রেণীতে থাকাকালে গরীব দুঃখী অসহায়দের সহযোগিতার জন্য পাড়ার ছেলেদের দিয়ে গঠন করেন 'মুক্ত বাংলা সবুজ সংঘ"। ফুটবল, হকি, ক্রিকেটের প্রতি ছিল তার দুর্নিবার আকর্ষণ। পাড়ার সকল টুর্ণামেন্টের নেতৃত্ব দিতেন তিনি।

ভাবনার মহাসাগরে

আমরণ মানবতার জয়গানে মুখর এ মহান শহীদ কিশোর বয়সে শুধু পড়ালেখা আর খেলার ব্যাপারেই মনোযোগ দিলেন না, পড়ার টেবিলে আর খেলার মাঠের অবসর সময়ে তিনি অনেক সময় কাটিয়ে দিতেন দেশ ও মানবতার কল্যানের ধ্যানে। কিসে মানুষের মুক্তি? কেন মানুষকে সৃষ্টি করা হল? কি তার দায়িত্ব? অনাথ দরিদ্র অসহায়দের পাশে কেন বিত্তশালীরা এগিয়ে যায় না? কেন দেশ স্বাধীন হলো? কেন রক্ত ঝরলো? কী উদ্দেশ্যে ঝাপিয়ে পড়েছিল বাংলাদেশের দামাল ছেলেরা স্বাধীনতা সংগ্রামে?

www.pathagar.com

এরকম হাজারো প্রশ্ন প্রতিনিয়ত তার মনে দোলা দিয়ে যেত। ছোট বেলা থেকেই অন্যকে জানার তীব্র আকাঙ্খা তাকে পেয়ে বসেছিল।

শহীদ কাফেলার দাওয়াত

সম্ভবত তখন তিনি সবেমাত্র ৮ম শ্রেণীর ছাত্র। এরই মধ্যে পরিচয় হয় এলাকার বড় ভাই মোশারফ হোসেন এর সাথে। তিনি ছিলেন ইসলামী আন্দোলনের একজন সক্রীয় কর্মী। কাশেম ভাই যখন নানাবিধ প্রশ্নবানে জর্জরিত করতো মোশারফ ভাইকে। তখনই তিনি দেখতে পেয়েছিলেন সত্যের প্রতি ঐকান্তিক আগ্রহের মহিরুহ। যতদূর জানা যায় এই মোশারফ ভাইয়ের অনুপ্রেরণাই তিনি ছাত্রশিবিরের সমর্থক ফরম পুরন করেন।

সংগ্রাম মুখর জীবন

১৯৮৭ সালে এস.এস.সি পাশ করে শহীদ কাশেম পাঠান ভাই ভর্তি হন খুলনা বি.এল বিশ্ববিদ্যালয় কলেজে। বিংশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ ইসলামী চিন্তাবিদ সাইয়্যেদ আবুল আ'লা মওদুদীর বিভিন্ন বই পড়ার মাধ্যমে তার মনে ইসলামের বিপ্লবী চেতনা উজ্জীবিত হয়। এভাবেই আস্তে আস্তে তিনি নিজেকে পরিপূর্ণরুপে শপে দিলেন ছাত্রশিবিরের বৈজ্ঞানিক কর্মসুচীর মাঝে। বি.এল. কলেজের কর্মমুখর ময়দানে তিনি মিশে গেলেন ছাত্র-ছাত্রীদের মাঝে একান্ত আপন হয়ে। কলেজের করিডোরে, ক্যান্টিনে, কমনরুমে, সবুজ ময়দানে দু'বাহু প্রসারিত করে তখন ছাত্র-ছাত্রীদের যিনি নেতৃত্ব দিতেন তিনি শহীদ আবুল কাশেম পাঠান। অনার্স ১ম বর্ষে থাকা কালীন শুরু হল তার পরিপক্ব রাজনৈতিক জীবন। ১৯৯১-৯২, ১৯৯২-৯৩ ছাত্র সংসদে তিনি সর্বোচ্চ ভোট পেয়ে বিজয়ী হলেন এ.জি.এস পদে। প্রথমে তিনি কলেজ শাখা শিবিরের সাংগঠনিক সম্পাদক। পরবর্তী বছর কলেজ শাখা সভাপতি এবং খুলনা মহানগরী শাখার পরামর্শ সভার সদস্য নির্বাচিত হন। শাহাতাদের পূর্ব পর্যন্ত তিনি এ দায়িত্ব পালন করে গেছেন।

মানবতার কল্যানে

শুধু সাংগঠনিক কর্মকান্ডের মধ্যেই এ মহান শহীদ তাঁর কর্ম মুখর জীবনকে সীমাবদ্ধ রাখেননি। সামাজিক কর্মকান্ড, ক্রীড়া সংগঠন, গরীব-দুঃখীদের সহযোগিতা করা প্রভৃতি ছিল তাঁর রুটিন মাফিক কাজ। ১৯৯২ সালে তিনি খুলনা "অগ্রগামী সংসদের ভাইস প্রেসিডেন্ট" ছিলেন। পাড়ার অসহায় দরিদ্র বেকার যুবকদের কর্মসংস্থান ও ভুখা-নাঙ্গা মানুষদের সহযোগিতা করার উদ্দেশ্যে যুবক ছেলেদের সংগঠিত করে গঠন করেন "বৃহত্তর মেঘনা যুব কল্যাণ সমিতি"। তার একান্ত প্রচেষ্টায় খুলনার ইসলামী আন্দোলনের প্রথম শহীদ আমিনুল ইসলাম বিমানের স্মৃতি রক্ষার্থে 'শহীদ বিমান স্মৃতি সংসদ' প্রতিষ্ঠিত হয়। ঘাদানিকের প্রতিরোধ করতে খুলনার যুবকদের সংগঠিত করে 'জাতীয় যুব কমান্ড' গঠন করেন। কাশেম পাঠান তাঁর নিরলস প্রচেষ্টায় বি.এল কলেজে প্রেসক্লাব প্রতিষ্ঠা করেন। বসু পাড়া আল হেরা ইসলামী পাঠাগার ও বি.এল. কলেজের তিতুমীর হলে তারই প্রচেষ্টায় প্রতিষ্ঠিত হয় শহীদ তিতুমীর পাঠাগার।

সাহিত্যানুরাগ

মস্তিষ্ক ভরা চিন্তা, বিপুল সম্ভাবনা, অন্যদের জানার দুর্নিবার আকর্ষণ ও বহুরূপী প্রতিভার অধিকারী আবুল কাশেম পাঠান ছিলেন ভিষন বইপ্রেমী। বই কিনতে ও বই পড়তে ভালো বাসতেন তিনি। তার বাড়ীতে রয়েছে দুর্লভ বইয়ের এক বিশাল সংগ্রহ। পত্র পত্রিকাতেও লেখা-লেখির অভ্যাস ছিল তার। দৈনিক জন বার্তা ও দৈনিক প্রবাহ তে তিনি সাংবাদিকতা করেছেন।

www.pathagar.com

শাহাদাতের ঘটনা

চিরমুক্তির পথে

১৯৯৪ সালের ২৩ অক্টোবর ফজরের নামায পড়ে কুরআন, হাদিস, ইসলামী সাহিত্য অধ্যায়নের পর প্রতিদিনের মত প্রিয় ভাইদের সাথে নিয়ে ক্যাম্পাসে হাঁটতে বের হলেন আবুল কাশেম পাঠান। কিছু সময় পরে ফিরে এসে শহীদ তিতুমীর হলের (৩৭নং) নিজ রুমে নাস্তা ও গোসল সেরে পুনরায় তার সাথীদের নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন বি.এল. বিশ্ববিদ্যালয় কলেজের সবুজ ক্যাম্পাসে আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষনার কাজে। পূর্বের দিন একাদশ শ্রেণীতে ভর্তি পরীক্ষা হয়েছিল। ছাত্র সংসদের নেতা হিসাবে তার কাঁদে ছিল অনেক দায়িত্ব। সকল কাজ শেষে তিনি কলেজের দায়িত্বশীলদের সাথে পরামর্শ করে একজন দায়িত্বশীলকে কলেজে রেখে চলে গেলেন খুলনা সিটি কলেজে নবাগতদের শুভেচ্ছা জানাতে। সকল দলের মিছিল চলছে। বিনা কারণে শিবিরের মিছিল কলেজে ঢুকতে বাধা দিল ছাত্রদলের সন্ত্রাসীরা। শুরু হলো আমাদের ভাইদের উপর মুহুর্মহু বোমা বর্ষণ। পূর্ব থেকে ওঁৎ পেতে থাকা খুলনার গডফাদার তৎকালীন স্পিকার শেখ রাজ্জাক আলীর ভাড়াটে সন্ত্রাসীরা কাশেম পাঠানকে তাক করে গুলি করলো। মুহুর্তেই লুটিয়ে পড়লো আমাদের প্রিয় ভাই। সকলকে কাঁদিয়ে নিজে হাঁসতে হাঁসতে চলে গেলেন জান্নাতের পথে। সকলের ধরা ছোঁয়ার বাইরে। অবসান হল একটি কর্ম মুখর জীবনের।

লেখকঃ জেলা সভাপতি, ২০০৯

www.pathagar.com

ফজলে এলাহীর শাহাদাত একটি পূর্বাপর বিশ্লেষণ

মুহাম্মদ জহিরুল ইসলাম

ভূমিকাঃ ৩রা ডিসেম্বর ১৯৯৫, পড়ন্ত বিকেল, হঠাৎ একজন ভাই রুমে এসে শিবিরের কলেজ সভাপতি এনাম ভাই মারাত্মক অসুস্থ বলে জানালেন। তড়িৎ তার রুমে গিয়ে দেখি তিনি দিব্যি সুস্থ্য। এমনটি সংবাদের কারণ জিজ্ঞাসা করা হলে এনাম ভাইর প্রতি আমার আন্তরিকতা সময়ের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছে বলে জানালেন। এরপর হাসতে হাসতে বাজার হয়ে রুমে যেতে লাগলাম। পথিমধ্যে উত্তেজনাকর শ্লোগান সহকারে জামায়াত শিবির বিরোধী ক্ষমতাসীন দলের মদদপুষ্ট ছাত্র সংগঠনের একটি জংগী মিছিল উত্তর দিকে যাচ্ছিল। উদ্বেগ এবং উৎকণ্ঠিত মনে সোজা রুমে চলে যেতে লাগলাম। হঠাৎ শিবির ধর জবাই কর, শিবিরের আস্তানা ভেঙ্গে দাও জ্বালিয়ে দাও ইত্যাদি মারমুখী শ্লোগানের কোন কারণ খুঁজে পেলাম না। এরই মাঝে চিন্তা করতে করতে রুমে পৌছে গেলাম। কানে প্রচন্ড আওয়াজ শুনতে পেলাম। তড়িৎ এসে একজন ভাই শিবির অফিসে হামলা হয়েছে বলে জানালেন। জেলা সভাপতি মোটর সাইকেলের চাবিটা দিয়ে তাড়াতাড়ি ঘটনাস্থলে যেতে বললেন। কাল বিলম্ব না করে অফিস চত্বরে গিয়েই দেখি ১৫/২০ জন শিবির কর্মী জড়ো হয়ে শংকাচিরে আলাপ করছিলেন। আমি যাওয়ার সাথে সাথে শিবির অফিস সংলগ্ন দেয়ালে ছাত্রদলের মিছিল থেকে সন্ত্রাসীদের নিক্ষিপ্ত বোমার আঘাতের চিহ্ন দেখানো হল। বাজারে অবস্থানরত সচেতন ব্যবসায়ী মহল সবাই হতবাক হলেন। কেন কি কারণে হঠাৎ অফিসে বোমা নিক্ষেপ করা হলো। কিন্তু এটা যে ছাত্রদলের রক্ত পিপাসু সশস্ত্র জানোয়ারদের নজিরবিহীন হত্যাকান্ড আর ধ্বংসযজ্ঞের অশনি সংকেত এটা কেউ বুঝে উঠতে পারেনি। তাদের হাত নিরস্ত্র নিরীহ শিবির কর্মীর তাজা রক্তে রঞ্জিত হবে। কিন্তু তাই হলো অফিসে বোমা হামলার পর উত্তর তেমুহনীতে ছাত্রদলের দাপটধারী ক্যাডারদের প্রস্তুতি চলছিল। তান্ডব দেখানোর জন্য তদানিন্তন যুবদল সভাপতি সন্ধ্যার পর আমাকে ডেকে ঘটনার জন্য দুঃখ প্রকাশ এবং এ ব্যাপারে মীমাংসার আশ্বাস প্রদান করে ফিরে গেলেন। অফিসে গিয়ে আমি সবাইকে ধৈর্য্য ধারণ করার আহ্বান করছিলাম। একজন শিবির সমর্থক আকস্মিক এসে উত্তর দিক থেকে বি.এন.পির বিশাল মিছিল আসার কথা জানালেন। পরিস্থিতি যেন নতুন মোড় নিচ্ছিল। দুই মিনিটের ব্যবধানেই বি.এন.পি এম.পির নেতৃত্বে বিশাল মিছিল শিবির অফিস অতিক্রম করতে লাগলো।

তান্ডবলীলা শুরুঃ

মিছিলটি দক্ষিণ দিকে যেতে লাগলো। আমরা আবার অফিসে স্বাভাবিক আলাপচারিতায় লেগে গেলাম। বি.এন.পির মিছিল শেষ হওয়ার পরই শিবির কর্মীরা চলে যাওয়ার মনস্থ করলেন। কিছুক্ষন যেতে না যেতেই মিছিলটি আবার শিবির অফিস অতিক্রম করতে লাগলো। তখন মিছিলটার ধরণ ছিল জঙ্গী এবং মারমুখী ও আক্রমণাত্বক। মিছিলের শেষ ভাগে ছিল বি.এন.পির চিহ্নিত কিছু সন্ত্রাসী ক্যাডার আর শেষ ভাগ থেকেই শিবির অফিসের দিকে ইট পাটকেল নিক্ষেপ করা হয়। উপরে অবস্থানরত শিবির কর্মীরা এর প্রতিবাদ জানায়। কিন্তু চোরে না শুনে ধর্মের কাহিনী। শুরু হয় শিবির অফিসকে ঘিরে সংঘবদ্ধ আক্রমন, ইট পাটকেল, বোমার আঘাতে মুহুর্তেই অফিস চত্বর অস্ত্রধারী সন্তাসীদের লীলা ভুমিতে পরিণত হলো। মুহুর্মুহু বোমার আঘাতে অফিসের দরজা

www.pathagar.com

জানালা ভাংচুর এবং আশেপাশে ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানগুলোতে এক প্রচন্ড ভীতিকর পরিবেশ নেমে আসে। সাধারণ মানুষ ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে এদিক ওদিক ছুটাছুটি করতে থাকেন। এরই মাঝে ছাত্রদল নরপশুদের নিক্ষিপ্ত ইট এবং বোমার আঘাতে কয়েকজন শিবির কর্মী রক্তাক্ত অবস্থায় অফিসে লুটিয়ে পড়েন। নীচে সন্ত্রাসীদের অস্ত্রের মহড়া উপরে আহত রক্তাক্ত শিবির কর্মীদের বেদনার্ত চিৎকারে পরিবেশটা যেন ভারাক্রান্ত হয়ে উঠছিল। কেউ এগিয়ে আসেননি সাহায্যের জন্য।

অদম্য প্রতিরোধঃ

জান দেগা, লেকীন নেই দেগা আমায়া। বাংলাদেশ ইসলামী বিপ্লবের প্রতিশ্রুত দূর্জয় কাফেলা ইসলামী ছাত্রশিবিরের জিন্দাদীল কর্মীরা এ মন্ত্রনায় বরাবরই অভ্যস্থ। জীবন দিতে জানে, কিন্তু তারা মর্যাদা ভূলুণ্ঠিত করতে দেয়না। চট্টগ্রাম, রাজশাহী, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় এবং খুলনাসহ বিভিন্ন স্থানে শিবির কর্মীদের সাহসী অবস্থা তার যথার্থ প্রমাণ। সেদিনও তার ব্যতিক্রম ঘটেনি। ছাত্রদলের সন্ত্রাসীদের উপর্যপোরী সম্মিলিত আক্রমনে শিবির কর্মীরা সংখ্যায় কম হলেও ইসলামী আন্দোলনের সোনালী ঐহিত্যকে ভুলে যায়নি। আমি মুখে নারায়ে তাকবীর বলার সাথে সাথেই সিংহের মত গর্জে উঠেন। এযেন সুড়ঙ্গের শেষ প্রান্তে আলোর প্রজ্জলিত বিচ্ছুরণ, বদর, উহুদের ঘটনা পড়েছি, কিন্তু দেখিনি। ৩রা ডিসেম্বরের ঘটনায় আমার বদর, উহুদের ঘটনাই স্মরণে এসে যায়। আজ মনে পড়ে আমাদের প্রাণ প্রিয় সম্পদ শহীদ ফজলে এলাহী ছাড়াও আব্দুর রহমান, ইসমাইল, এনায়েত, হাসনাত, ফয়সাল, বাবলু এবং ফরহাদ ভাইসহ মনে না পড়া অনেকের কথা। যারা সেদিন মহান আল্লাহর নাম উচ্চারণ করে অসীম সাহস প্রদর্শন করে সন্ত্রাসীদের মনোবল ভেঙ্গে দিয়েছিলেন। আমি স্পষ্ট দেখেছি সন্ত্রাসীদের শতশত নিক্ষিপ্ত ইট অফিসের ৩য় তলার খালী জায়গায় পড়েছিল, আর আমাদের ভাইয়েরা সেগুলো পাল্টা সন্ত্রাসীদের প্রতি নিক্ষেপ করার সাথে সাথে ইটগুলো আব্রাহা বাহিনীর প্রতি আবাবীল পাখির নিক্ষিপ্ত পাথর কুচির মতো কার্যকরী ভুমিকা পালন করতে লাগল। যা না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না এবং যাবেনা কোনদিন।

লম্পটদের চম্পটঃ

দীর্ঘক্ষণ সংঘর্ষের পর রাস্তায় সন্ত্রাসীদেরকে ক্ষনিক দুর্বল দেখে এবং চকবাজার থেকে প্রটেকশন পাওয়ার সম্ভাবনা ভেবে নারায়ে তাকবীর ধ্বনি দিয়ে আমরা সবাই নীচে নেমে আসি। অবিশ্বাস্য হলেও সত্য যে মুহুর্তের মধ্যেই সন্ত্রাসীরা বৃষ্টি ভেজা শৃগালের ন্যায় পালাতে শুরু করে। মনে হয় মৃত্যুর বিভীষিকা নেমে আসে তাদের উপর। আর আমাদের কর্মীরা তাদেরকে ধাওয়া করে বিমান বিধ্বংসী কামানের ন্যায়। সে এক স্বরনীয় দৃশ্য। কোন মোহনীয় মহাশক্তি আমাদের নিরস্ত্র ভাইদেরকে সাহস জুগিয়ে ছিল তা সেদিন সহসা বুঝতে পারিনি। আর ফজলে এলাহীকে দেখেছি পরম আনুগত্যশীল এক স্বচ্ছ মুজাহিদের ন্যায়। যতবার সন্ত্রাসীদেরকে আমরা ধাওয়া করেছিলাম ততবারই তাকে দেখেছি নিরুদ্বীগ্ন এবং নিঃসংকোচে অগ্রনী ভূমিকা পালন করতে। অবশ্য কিছু সমজদার ভাইকে সেদিন সংঘর্ষ শুরু হওয়ার আগে অফিস চত্বরে দেখে মনোবল বেড়েছিল।

ক্ষত-বিক্ষত ফজলে এলাহী ও রক্তাক্ত সদর হাসপাতালঃ

অবশেষে চকবাজার থেকে ৫/৬ জন শিবির কর্মী ধুমকেতুর মত ছাত্রদল সন্ত্রাসীদেরকে ধাওয়া করলেন। সাথে ফজলু ভাইও যোগ দেন। আমি তখন সামন্য আহত অবস্থায় অফিস চত্বরে। আর সাবেক জেলা সভাপতি নাছির ভাইসহ সন্ত্রাসীদেরকে শেষবারে মত

www.pathagar.com

ধাওয়া করে আসার সময়ই মহান আল্লাহ তার প্রিয় বান্দাকে আটকে ফেলেন। যাকে তিনি ভালবেসেছেন। যার রক্ত আল্লাহর কাছে পবিত্র মনে হয়েছে। শাহাদাতের গৌরবময় স্মৃতির পাতায় যার নাম শোভা ধারন করবে তাকে আল্লাহ আর সামনে এগুতে দিলেন না। আমরা সাবাই অফিস চত্বরে গেলেও একজনকে দেখা যাচ্ছেনা। তিনি হলেন আমাদের নেতা শহীদ ফজলে এলাহী।

মুহুর্তেই আমাদের ভাইয়েরা কাকে যেন ধরা ধরি করে নিয়ে আসছেন। সামনে গিয়ে দেখি তিনি হলেন ফজলে এলাহী। সমগ্র শরীর রক্তাক্ত। তার মাথার অগ্রভাগ থেকে ফিনকি মেরে রক্ত বেরিয়ে আসছে হাত দিয়ে দেখি, মাথার অগ্রভাগ থেকে কপাল পর্যন্ত গভীর ক্ষত। আমি তার অবস্থা দেখে সম্পূর্ণ হতবাক মাঝে মাঝে "আল্লাহ" এবং "উহু" ছাড়া কিছুই বলতে পারছেন না। বার বার জিজ্ঞেস করেছি ফজলু ভাই কেমন লাগছে। কিন্তু আমার সাথে তিনি আর কথা বলেননি। সদা হাসি খুশী মিষ্টিভাষী ভাইটির মুখায়বয়ব অল্পক্ষনের মধ্যেই সম্পূর্ণ বিবর্ণ এবং বিকৃত হয়ে গেল। শিবির অফিসের পার্শ্বস্ত একজন ডাক্তারের কাছে ফজলু ভাইকে নিয়ে গেলে তিনি "সিরিয়াস" হেড ইনজুরীর কথা বলে সদর হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পরামর্শ দিরেন। আমি রিক্সা খোঁজ করার জন্য তাকিয়ে দেখি কোথাও কোনো রিক্সা নেই। শহর জনমানব শুন্য। লক্ষ্মীপুর শহরের ব্যস্ততম এ চকবাজারে যেন হঠাৎ কবরের নীস্তব্ধতা নেমে আসলো। খালি একটা রিক্সা পেয়ে নিজেই চালিয়ে ফজলু ভাইকে নিয়ে চলি সদর হাসপাতালের দিকে। সাথে ছিলেন আরো দুজনভাই দোকানদার পথাচারী সবাই ভীত সন্ত্রস্ত। কেউই আমাকে কিছু জিজ্ঞেস করলেন না। যারা চিনেছেন তারা শুধু ভয়ার্ত চিত্তে তাকিয়ে ছিলেন। সদর হাসপাতালে শহীদ ফজলে এলাহীকে ভর্তি করার পর ডাক্তার আমাকে তার মুমূর্ষ অবস্থা জানালেন এবং ঢাকায় স্থানান্তরের কথা বলেন। ডাক্তারের কথা শুনে আমি হতবিহ্বল হয়ে পড়লাম। উপরে গিয়ে দেখি ফজলু ভাই নিরব, নিথর নিস্তব্ধ। শুধু দীর্ঘক্ষন পরপর একটা যন্ত্রনাদায়ক নিঃশ্বাস ফেলছেন। আবার নীচে আসলাম। বিভিন্ন নাম্বারে ফোন করলাম। তেমন কোন সাড়া পেলাম না। এদিকে হাসপাতালেও এম্বুলেন্স নেই, নেই দিক নির্দেশনা দানকারী কেউ মাঝে মাঝে সাধারণ কিছু লোক আমাকে ছাত্রদল সন্ত্রাসীদের পুনঃ হামলার আশংকায় হাসপাতাল ত্যাগের কথা বললেন। কিন্তু ফজলু ভাইয়ের কলিজা বিদীর্ণকারী গোঙ্গানী তথা মুমূর্ষ অবস্থায় এক মূহুর্তের জন্য আমাকে হাসপাতাল ত্যাগ করতে দিল না। এমনটি করে চলে গেলে কি জবাব দেবো ফজলু ভাইয়ের শোকার্ত মাকে, কি জবাব দেবো ফজলু অনাগত ইসলামী আন্দোলনে। তরুণ প্রজন্ম মুজাহিদদের কাছে? ধারনা ছিল এরই মাঝে হয়তো আমাদের ভাইয়েরা এসে যাবে। কিন্তু তারাও আসেননি। রাত তখন ৮টা। এভাবে চিন্তা করতে করতে শুরু হলো লক্ষ্মীপুরের রাজনীতির পাতায় আলোড়ন সৃষ্টিকারী জঘন্যতম এবং মর্মান্তিক পাশবিকতার।

খুনের নেশা তাদের শেষ হয়নি। রক্ত ক্ষুধায় অতিষ্ঠ ছাত্রদলের ঘাতকরা তাদের হিংস্র ছোবল নিয়ে পিছনের দিক হতে হাসপাতালে হামলা চালায়। কি যে এক জঘন্যতম দৃশ্য। প্রচন্ড বোমার বিকট শব্দে হাসপাতাল বেডের অসহায় রোগীরা বুকফাটা চিৎকার করে উঠেন। হাসপাতালের আসবাবপত্র, জানালার কাঁচ সব ভেঙ্গে চুরমার, আবাসিক মেডিকেল অফিসার আমাকে তার রুমেই চুপচাপ থাকতে বলেন। কিন্তু উপরের রোগীদের আর্তনাদ আর আহাজারি আমার কানে ভেসে আসে। যুদ্ধ বিধ্বস্ত ফিলিস্তিন

www.pathagar.com

শাহাদাতের ঘটনা

আর সোমালিয়ার কোন হাসপাতাল যেন এটা। দায়িত্বে নিয়োজিত ডাক্তারগন বাধা দিতে গিয়ে চরমভাবে লাঞ্ছিত হন। আবাসিক মেডিকেল অফিসারের কক্ষে আমাকে পেয়ে সে কি আনন্দ তাদের । অট্টহাসিতে মেতে উঠলো সবাই। ডাক্তার এর রুম থেকে বের করেই তারা আমার উপর চড়াও হয়। আত্মরক্ষার চেষ্টা করেও সফল হয়নি। তবে যতদুর মনে আছে তাদের কাছে প্রাণ ভিক্ষা চাইনি। আল্লাহকে স্মরণ করেছি। ডায়রিয়া সেকশনের সামনে টেনে হেঁচড়ে নিয়ে তারা আমাকে রড, হকিস্টিক, লাঠি, চাইনিজ কুড়াল দিয়ে ইচ্ছামত আঘাতের পর আঘাত করে ক্ষত-বিক্ষত করে দেয়। মাথা উঁচিয়ে দেখি ডান পায়ের হাড়গুলো খন্ড বিখন্ড। হাড় ভেঙ্গে চামড়া ভেদ করে বেরিয়ে আসে। এরপর কিছুই মনে নেই। অনেকক্ষণ পর দেখি হাসপাতালের বেডে আমার সামনে অনেকে কাঁদছেন। স্কেচে উঠাচ্ছেন ঢাকা নেওয়ার জন্য। গাড়ীতে আমার সাথে ফজলু ভাইকে উঠানো হলো। তাকিয়ে দেখি তার স্যালাইন বন্ধ। ডাক্তার এসে হার্ট ধরে চুপ হয়ে গেলেন এবং ফজলু ভাইকে নামাতে বললেন। অর্থাৎ ফজলু ভাই আর নেই। শহীদদের গৌরব গাঁথা তালিকায় তার নাম লেখা হলো। হতভাগা মা ভাই বোন আত্মীয় স্বজনসহ অসংখ্য সহকর্মীকে শোক সাগরে ভাসিয়ে তিনি প্রতিশ্রুত জান্নাতে চলে গেলেন। রেখে গেলেন ত্যাগ ও কোরবানীর এক জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত। তার শাহাদাতের শিক্ষা হলো আপোষ নয় সংগ্রামই হলো বিরোচিত মুক্তির পথ। তাই আসনু না আমরা ফজলু ভাইয়ের পথ ধরে দ্বীন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে বুকের রক্ত দিয়ে পানি সঞ্চয় করি।

লেখকঃ প্রাক্তন জেলা সেক্রেটারী।

www.pathagar.com

শহীদ নূর উদ্দিনঃ আমাদের প্রেরণার প্রতীক

আব্দুল আউয়াল রাসেল

শহীদ নুর উদ্দিন ভাই ছিলেন দ্বীনের পথে পাগলপারা একজন ছোট বালক। হাজারো বাঁধা তাকে দ্বীনের কাজ থেকে বিরত রাখতে পারেনি। এই পথে বেরহতে পারলেই মনে হয় তৃপ্তি ও মনের খোরাক যোগায়। তিনি ছিলেন লক্ষ্মীপুরের সর্বপ্রথম প্রাণ উৎসর্গকারী নবম শ্রেণীর ছাত্র। যে জীবন আল্লাহর সান্নিধ্যে চলে যেতে চায় তাকে কেউ ধরে রাখতে পারবেনা। এই সুন্দর দুনিয়া থেকে সবাইকে একদিন চলে যেতে হবে। কিন্তু প্রশ্ন হলো কোন পথে যাব। কোন পথে মুক্তি। উত্তর হল যে পথে আল্লাহর দিদার পাওয়া যায় সেই মুক্তির পথ যেই পথ খোলাফায়ে রাশেদার পথ যে পথে শহীদ হলেন আনাস বিন নজর, আব্দুল্লাহ বিন ওমর, সুমাইয়্যা, বেলাল, খাব্বাব (রাঃ)। শহীদ নূর উদ্দিন ছিলেন এই পথের একজন অভিযাত্রী।

দ্বীনের পথে শহীদ নূর উদ্দিন

শহীদ নুর উদ্দিন ভাই শাহাদাতের সময় বশিকপুর আলিয়া মাদ্রাসার নবম শ্রেণীর ছাত্র ছিল। ৬ষ্ঠ শ্রেণীতে থাকতে দ্বীনের দাওয়াত পেয়ে ছাত্রশিবিরে যোগ দেয়। ছাত্রশিবিরে আসার পর থেকে কুরআন হাদীসের কথা তুলে ধরে সাধারণ ছাত্রদের মাঝে দাওয়াত দিতে থাকে।

তিনি ছিলেন হযরত আলী (রাঃ) এর অনুসারী একজন দ্বীনের মুজাহিদ। একদিন রাসূলে করীম (সাঃ) মক্কার প্রভাবশালী গোত্রের প্রধান বা শীর্ষস্থানীয় নেতৃবৃন্দকে ইসলামের দাওয়াত দেওয়ার উদ্দেশ্যে সামষ্টিক ভোজের আয়োজন করে সকলকে দ্বীনের পথে আসার জন্য আহ্বান জানান। যে সমাবেশে ছিল আবু লাহাব, আবু জেহেল, ওতবা, শাইবাদের মত কাফের নেতৃবৃন্দ। আল্লাহর রাসূলের আহ্বানে একজন ছাড়া কেউ সাড়া দেয়না। তিনি হলেন হযরত আলী (রাঃ)। তখন তার বয়স ছিল ১০/১২ বছর। সকল ভয় ভীতি উপেক্ষা করে পিছন থেকে ছোট বালক আলী দাঁড়িয়ে বলল- ইয়া রাসুলাল্লাহ আমি ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করতে চাই। আমাকে কালেমা পড়িয়ে দিন। শহীদ নূর উদ্দিন ভাইও ছিলেন তেমনি একজন ঈমানি চেতনা সত্যপথের যাত্রী।

সাংগঠনিক ও ব্যক্তিগত কাজের ভারসাম্য

নুর উদ্দিন ভাই ছিলেন অত্যান্ত নিষ্ঠাবান ও পরিশ্রমপ্রিয় কর্মী। অসচ্চল পরিবারে জন্মগ্রহণ করেও কখনও সমস্যাকে সমস্যাবলে মনে করতেন না। সর্বদা আল্লাহর উপর ভরসা করে চলতেন। তার সাংগঠনিক ও ব্যক্তিগত কাজে চমৎকার ভারসাম্য ছিল। তিনি একদিকে পাঠ্যপুস্তক অধ্যয়ন অন্যদিকে সাংগঠনিক কাজও অধ্যয়ন করতেন। এছাড়াও পারিবারিক অনেকগুলো কাজ ওনাকে করতে হতো। সকালে মক্তবে ছাত্র পড়ানো, পিতার সাথে কৃষি কাজের সহায়তায় এসবগুলো সমন্বয়কনে শহীদ নূর উদ্দিন ভাই তার জীবন সুন্দর ও পরিপাটি করে পরিচালিত করতেন। যা বর্তমান সময়ে আমাদের জন্য পথ নির্দেশনামূলক।

শাহাদাতের পূর্ব মুহূর্ত

শাহাদাতের দিন তিনি তার ছোট ভাই আলমগীরকে মক্তবে পড়ানোর দায়িত্ব দিয়ে লক্ষ্মীপুরে মিছিলে যাওয়ার জন্য প্রস্তুতি বাড়িতে যান। অনেক আগ থেকে মা তার জন্য নাস্তা তৈরী করে অপেক্ষা করছিলেন। বাড়িতে এসেই বললো মা লক্ষ্মীপুরে একটি

www.pathagar.com

প্রোগ্রাম আছে এখনই যেতে হবে। মা বললো বাবা নাস্তা খেয়ে যা। নূর উদ্দিন ভাই বললো সময় নেই, পথে খেয়ে নেব। মা বললো বাবা এগুলো করার দরকার কী? এগুলোকি আমাদের ভাত খাওয়াবে? জবাবে তিনি বললেন, মা আমরা ইসলামী ছাত্রশিবির করি আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য। অন্যকোন কারণে নয়। এই পথে মারা গেলেও শাহাদাতের মত উত্তম মর্যাদা আল্লাহ দান করবেন। এরই মধ্যে তার বাবা এসে বলল, নূর উদ্দিন এগুলোর পিছনে সময় নষ্ট না করে অন্য কিছু করলে ভাল হয় না? জবাবে নূর উদ্দিন বলল, বাবা তাহলে আমাকে দু'টো গরু কিনে দাও। আমি হাল চাষ করব। এ কথা শুনে নূরু উদ্দিন ভাইয়ের আব্বা আর কিছু না বলে লক্ষ্মীপুরের প্রোগ্রামে যাওয়ার জন্য অনুমতি দেন। নূর উদ্দিন ভাই মাকে বলল, মা জামা দাও, সময় কম। তাড়া তাড়ি যেতে হবে। পিতা মাতার সাথে এই শেষ কথাগুলো বলে লক্ষ্মীপুরের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলো।

যেভাবে শহীদ হলেন ঃ

১৯৯১ সাল ২১শে ফ্রেব্রুয়ারী, তখন সারা দেশে সৈরাচার এরশাদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ, মিছিল, সমাবেশ চলছিল। আন্দোলনের সাথে সাথে জাতীয় সংসদ নির্বাচনের কার্যক্রমও জোরদার গতিতে চলছে। সে দিন ছিল মাষ্টার শফিক উল্লাহ্ সাহেবের নির্বাচনী সাইকেল মিছিল। সবাই এক এক করে সামাদ স্কুল মাঠে উপস্থিত হতে লাগল। শহীদ নূর উদ্দিন ভাইও মোল্লার হাট থেকে মান্দারী ও জকসীন হয়ে সামাদ মাঠের উদ্দেশ্যে সাইকেল চালিয়ে আসতে থাকে। লক্ষ্মীপুর জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সামনে বর্তমান ট্রাফিক চত্তরে আসলে একটি দ্রুতগামী ট্রাক এসে নূর উদ্দিন ভাইকে চাপা দেয়। সেখান থেকে তাকে দ্রুত সদর হাসপাতালে নিয়ে আসলে কর্তব্যরত ডাক্তার তাকে মৃত বলে ঘোষণা দেয়। এই খবর চারদিকে ছড়িয়ে পড়লে লক্ষ্মীপুরে নামে শোকের ছায়া। একদিকে নির্বাচনী সাইকেল মিছিল অন্য দিকে শহীদ নূর উদ্দিন ভাইয়ের লাশের কপিন তৎকালিন জেলা সভাপতি সর্দার সৈয়দ আহাম্মদ ভাইয়ের নির্দেশে কিছু দায়িত্বশীল ভাইদেরকে শহীদের কপিনের সাথে রেখে মিছিলের কার্যক্রম শুরু করে। মিছিল সামাদ থেকে শুরু হয়ে পিয়ারাপুর ভবানিগঞ্জ, তেয়ারীগঞ্জ, শান্তির হাট, দাসের হাট, চরশাহী হয়ে চন্দ্রগঞ্জ আসে। সেখানে পথ সভা করে মিছিলটি আবার বটতলী হয়ে দত্তপাড়া, বশিকপুর, জকসিন দিয়ে লক্ষ্মীপুর এসে সামাদ স্কুল মাঠে শেষ হয়।

মিছিল শেষ করে শহীদের সাথীরা শেষ বারের মত নূর উদ্দিন ভাইকে দেখতে বাড়ীর উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়। বাড়িতে শহীদের কফিন পৌঁছলে এক হৃদয় বিদারক দৃশ্যের অবতারণা হয়। কান্নায় ভেঙ্গে পড়েন শহীদের মা,-বাবা, ভাই-বোন সহ সকল আত্মীয়-স্বজন। সবাইকে শান্তনা দিয়ে শহীদের কফিন বাড়ির সামনে এনে জানাযা ও দাফন কাফন সম্পন্ন হয়।

দ্বীনের পথে বেড়ীয়ে ছিলেন শহীদ নূর উদ্দিন ভাই

বাড়ী থেকে বের হওয়ার সময় শাহাদাতের তীব্র বাসনা মায়ের সাথে ব্যক্ত করেছিলেন। রাসূল (সাঃ) বলেছেন- কোন ব্যক্তি যদি শাহাদাতের তামান্না নিয়ে ঘরে রোগাগ্রস্থ কিংবা দুর্ঘটনায় মারাযান তাহলে তিনি শহীদের মর্যাদা পাবেন। রাসূলের (সাঃ) এ উক্তি দ্বারা আমারা বিশ্বাস করি দ্বীনের পথের মুজাহিদ নূর উদ্দিন ভাইকে অবশ্যই আল্লাহ রাব্বুল আলামীন শহীদ হিসাবে কবুল করেছেন। আমাদের কেও হতে হবে তার মত দাওয়াতী চরিত্রমাধুর্য, নিষ্ঠাবান এবং আল্লাহর পথে উন্মাদ ব্যক্তি। আল্লাহ তাকে শাহাদাতের সর্বোচ্চ মর্যাদা দান করুন। আমীন!

লেখকঃ জেলা সেক্রেটারী, ২০০৯

www.pathagar.com

শহীদ মহসিন–
জান্নাতের পাখি হয়ে হারিয়ে গেল

আ.হ.ম. মোস্তাকুর রহমান

২০০০ সালের ৫ই সেপ্টেম্বর। লক্ষ্মীপুরের ইতিহাসে একটি জঘন্যতম অধ্যায়। মানুষের অন্তরে নেমে আসে দুঃখের কালো ছায়া। একজন প্রতিভাবান নেতৃত্বকে দুনিয়া থেকে সরিয়ে দিল সন্ত্রাসী তাহের বাহিনির গুন্ডারা। অকালে ঝরে গেলেন এই দীপ্তমান প্রদীপ।

ঘটনার দিন মহসীন ভাই আমাদের বাসায় আসে। আমার সাথে উনার নেটওয়ার্ক বিজনেস নিয়ে দীর্ঘক্ষন আলাপ হয়। বিকালে ৪টার দিকে ব্যবসায় সংক্রান্ত একটি বৈঠক পূর্ব নির্ধারিত ছিল। মহসিন ভাই আমাকে ঐ মিটিংএ যাওয়ার জন্য দাওয়াত দিতে এসেছে। আমি মহশিন ভাইকে বললাম- ভাই লক্ষ্মীপুরের পরিবেশ রাজনৈতিক পরিস্থিতি ভাল মনে হচ্ছে না। তখন মহাসীন বলল আল্লাহ ভরসা। আমরা এখানে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে বসব না। শুধুমাত্র ব্যবসায়িক প্রয়োজনে অল্প সময়ের জন্য মত বিনিময় হবে। আমি দেখলাম মহসিন ভাইয়ের মধ্যে তীব্র ব্যস্ততা ও পেরেষানী কাজ করছে। কে জানতো ঐ দিন মহশিন ভাই শাহাদাত বরণ করবেন। শাহাদাতের পর আমার বারবার স্মরণ পড়ছে লক্ষ্মীপুরের পরিস্থিতি বলার পরেও প্রোগ্রাম করার জন্য ওনার সেই উদগ্রিব মানষিকতা ও মুখ মন্ডলের ছাপ। আসলে আল্লাহ যাকে নিয়ে যাবেন তার মৃত্যুর একটি পেরেষানি থাকে যা ছিল শহীদ মহসিন ভাইয়ের।

যেভাবে শহীদ হলেনঃ

মানুষ পাষান হয় জানি, তবে এতো জঘন্যতম হতে পারে তা উপলব্ধিতেও আসেনা। যথারীতি বিকেল ৪টার দিকে প্রোগ্রাম শুরু হল। মহসীন ভাই তখন বিজনেস পলিসির উপর বক্তব্য রাখছিলেন। এমন সময় লক্ষ্মীপুরের ত্রাস সন্ত্রাসী তাহেরের ছেলে বিপ্লবের নেতৃত্বে লাভু, বাবর, জিকু, বিধানসহ ১৫/২০ জনের একটি গ্রুপ সশ্রস্ত্র অবস্থায় ভিতরে ঢুকে পড়ে। রুমে ঢুকেই সবাইকে গালি গালাজ করতে থাকে। এক পর্যায়ে সবাইকে চার্জ করে অস্ত্রের মুখে এক এক করে বের করে দেয়। মহসীন ভাইকে চার্জ করলে ওনার কাছে শিবিরের একটি পকেট ডাইরি পায়। ডায়েরী পেয়ে তারা মহসীন ভাইকে অস্ত্রের মুখে জিম্মি করে রাখে। আমি বার বার তাদেরকে মহসীন ভাইকে ছেড়ে দেওয়ার জন্য অনুরোধ জানাই। তাতে কাজ না হওয়ায় মোবারক কলোনির প্রফেসর বাবর ভাইকে পথে পেয়ে বললাম ভাই মহসীন ভাইকে বাঁচান। উনি গিয়েও ব্যর্থ হয়ে ফিরে আসলেন। তারপর তারা মহসীন ভাইকে সেখান থেকে মডেলের রুমে নিয়ে অমানুষিক ও পাশবিক কায়দায় নির্যাতন আরম্ভ করে। আল্লাহর পথে আপোষহীন মহসীন ভাই একবারের মতও তাদের নিকট প্রাণ ভিক্ষা চাননি। এক পর্যায়ে সন্ত্রাসীরা মহসীন ভাইয়ের হাটুর গিটের উপর এবং বাম হাতের কব্জির উপর বাহুতে বুকের কাছে পর পর কয়েকটি গুলি করে ক্ষত-বিক্ষত করে দেয়। রক্তের স্রোতে মডেল একাডেমীর রুম ভেসে যায়। পাষন্ডরা মৃত্যু অবধারিত নিশ্চিত হয়ে মহসীন ভাইকে হাসপাতালে রিক্সা দিয়ে পাঠিয়ে দেয়। ততক্ষনে মহসীন ভাইয়ের সুঠাম দেহ থেকে রক্ত গুলো ঝরে যায়।

www.pathagar.com

শাহাদাতের ঘটনা

হাসপাতালে নিলে তিনি কর্তব্যরত ডাক্তারকে বলেন আমার রক্তের গ্রুপ এ' পজিটিভ। আমাকে রক্ত দিয়ে বাঁচান। তারপর নিজ শক্তি দিয়ে বেডে উঠে ভাগনির বাসায় ফোন করে বলল আমার রক্তের গ্রুপ এ' পজিটিভ । হাসপাতালে তার বেডের পাশে একজন আত্মিয় ছিল। তাকে বললেন আমাকে একটু সোজা করে শুইয়ে দিন। আমি নিঃশ্বাস নিতে পারছিনা। রক্ত নিয়ে আসলো কিন্তু রক্ত আর দেওয়া গেলনা। আল্লাহু, আল্লাহু আর কালেমা পড়ে আল্লাহর ডাকে সাড়া দিয়ে জান্নাতের পথে পাড়ি জমালেন। হাব্বাব ও বেলাল (রাঃ) এর উত্তরসূরি শহীদ মহসীন ভাই।

কিন্তু কেন? কেন লাল হয়ে গেল সবুজ মাটি? রক্তে রক্তে কেন ভরে গেল মহসিনের সমস্ত শরীর। কি ছিল তার অপরাধ? কেন তাকে এভাবে অকালে ঝরে যেতে হলো? এর জবাব কোথায় পাবো, কারা দেবে এর জবাব? একটা মানুষ! একটা প্রতিভা ঝরে যাবে এভাবে শুধু ইসলামের সাথে সম্পর্ক থাকার কারণে। আজ কি নেই কোন শক্তি, নেই কি কোন জাগ্রত বিবেক, যারা জঘন্যতম পৈশাচিক হত্যাকান্ডের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবে?

আজ তার মায়ের আর্তনাদ পিতার ক্রন্দন ভাইবোন দের চিৎকার ফিরে পাবেনা শহীদ মহসীন ভাইকে। আজ এ প্রজন্মের শহীদের সাথীদের করণীয় কাজ হবে যে উদ্দেশ্যকে বাস্তবায়নের পথে শাহাদাতের পেয়ালা পান করেছিলেন শহীদ মহসীন ভাই সে উদ্দেশ্যকে বাস্তবায়নের জন্য অদম্য গতিতে বেড়িয়ে পড়া।

লেখকঃ প্রাক্তন সভাপতি, লক্ষ্মীপুর সরকারী কলেজ

www.pathagar.com

শাহাদাতের চেতনায় ব্যাকুল যে জীবন

আহমেদ যুবায়ের

সত্য মিথ্যার চিরন্তন দ্বন্দ্বে মিথ্যার ধারক-বাহকেরা সত্যপন্থীদের কখনও সহ্য করেনি। সভ্যতার ঊষালগ্ন থেকে অদ্যাবধি কুরআন, হাদীস ও ইতিহাস আমাদেরকে সে শিক্ষাই দিচ্ছে। মিথ্যার ধারকেরা আদর্শিক লড়াইয়ে পরাজিত হলে সত্যপন্থীদের ওপর নির্যাতনের স্টিমরোলার চালায়। তাদের উপর একের পর এক নির্যাতন চালিয়ে তাদের হাত, পা, চোখ, তথা সমগ্র দেহকে ক্ষত-বিক্ষত করেও তাদেরকে দ্বীনের পথ থেকে বিচ্যুত করতে ব্যর্থ হয়, তখনই সত্যপন্থীদের এ জমিন থেকে সরিয়ে দেয়ার চক্রান্ত করে। যে চক্রান্তের শিকার হয়েছে মেধাবী চরিত্রবান, অমায়িক ও শাহাদাতের প্রেরণায় উজ্জীবিত দশম শ্রেণীর আহমদ যায়েদ।

সে দিন যা ঘটেছিল

বর্তমান স্বৈরাচারী রুশ, ভারত ও আমেরিকার তাঁবেদার, ইসলাম বিদ্বেষী সরকার ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হওয়ার পর থেকে ইসলামী মূল্যবোধ ও স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্বের বিরুদ্ধে সুগভীর ষড়যন্ত্রে মেতে ওঠে। ইসলামী আদর্শকে মুছে দিয়ে সেক্যুলার সমাজ প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে তারা ইসলামী ছাত্রশিবির তথা তৌহিদী ছাত্র জনতাকে চ্যালেঞ্জ হিসেবে গ্রহণ করেছে। ওরা ভালো করেই জানে যে, শাহজালাল, বখতিয়ার, তিতুমীর ও আব্দুল মালেকের উত্তরসূরীরা বেঁচে থাকলে কোনভাবেই তাদের এ ষড়যন্ত্র সফল হবে না। যার অংশ হিসাবে তাঁরা লক্ষ্মীপুরেও নারকীয় তাণ্ডব চালিয়ে ছিল।

১৯৯৯ সালের ৪ ফেব্রুয়ারী লক্ষ্মীপুরের দারুল আমান একাডেমীস্থ এতিমখানা, মাদরাসা ও মসজিদে মাগরিবের নামাজ আদায়রত মুসল্লীদের ওপর নির্বিচারে হামলা চালায়। তাদের বোমা ও গুলির আঘাতে মসজিদের দেয়াল ক্ষতবিক্ষত হয়। জামায়াতে ইসলামী এবং শিবির অফিসের যাবতীয় কোরআন, হাদীসের বই আসবাবপত্রে অগ্নিসংযোগ করে তারা শিবিরের একটি মোটর সাইকেল জ্বালিয়ে দেয়। তাদের এ হামলায় ১০-১৫ জন সাধারণ মুসল্লী আহত হয়। একই দিনে লক্ষ্মীপুর বাজারস্থ শিবির অফিসের কোরআন হাদীসে অগ্নিসংযোগ করে এবং আসবাবপত্র লুট করে। তারা জামায়াতের কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদ সদস্য ও প্রাক্তন সংসদ সদস্য মাস্টার শফিক উল্লাহ সাহেবের বাড়িতে হামলা, ভাংচুর এবং লুটপাট করে। পরবর্তীতে তারা শিবির নেতাকর্মী ও তাদের পরিবারের ওপর নিরবিচ্ছিন্নভাবে হামলা করতে থাকে।

১৯৯৯ সালের ১০ আগস্ট শিবিরের সাথী আব্দুস শহীদ শহরের দক্ষিন দিকে সংগঠনের কাজে সাইকেল নিয়ে যাওয়ার পথে ছাত্রলীগের সন্ত্রাসী লিটনের নেতৃত্বে তার ওপর হামলা করে সাইকেলটি ছিনতাই করে নিয়ে যায়। ১৫ আগস্ট উক্ত ব্যাপারে থানায় মামলা করে ফিরে আসার পথে জেলা অফিস সম্পাদক মিজানুর রহমান, শহর সভাপতি শামছুল ইসলাম ও সাথী আবুল কাসেম বাহার অপহৃত হয়।

লক্ষ্মীপুরের গডফাদার মুজিববাদী তাহের লালিত সন্ত্রাসী লাভলু, টিপু, বিপ্লব সিরাজের অস্ত্রের মুখে তাদেরকে হুন্ডা যোগে বাঞ্ছানগরস্থ নিজ কবরস্থানে নিয়ে যায়। সেখানে তারা শামসুল ইসলাম ভাইকে গাছের সাথে বেঁধে তার দুপায়ে পেরেক ঢুকিয়ে পা এবং হাতকে চূর্ণবিচূর্ণ করে পঙ্গু করে দেয়।

www.pathagar.com

এই পৈশাচিক ও বর্বরোচিত তান্ডবের প্রতিবাদে ১৭.০৮.৯৯ তারিখে ইসলামী ছাত্রশিবির শহরে শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদ মিছিল বের করে। মিছিল শেষে বাড়ি ফেরার পথে লাভলু, টিপুর নেতৃত্বে ৭০-৮০ জন সন্ত্রাসী ঘরমুখো নিরস্ত্র শিবির কর্মীদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। তাদের নির্বিচার গুলিতে নূরনবী ভাইকে শহরের পশ্চিমে কলেজ রোডে নিয়ে চাইনিজ কুড়াল রামদা ও হকিস্টিক দিয়ে মাথাসহ সমস্ত শরীর ক্ষতবিক্ষত করে মৃত ভেবে চলে যায়। অতঃপর তারা অবিরাম গুলিবর্ষণ করলে গ্রামবাসীর সহযোগিতায় ইসলামী ছাত্রশিবির তীব্র প্রতিরোধ গড়ে তোলে।

নির্ভীক যায়েদ এই আকস্মিক হামলায় সামান্যও বিচলিত হয়নি। তাকে একা পেয়ে সন্ত্রাসী টিপু, বিপ্লব, লাভলু, ঝিকু, বাবর, মুরাদসহ ২০-২৫ জন সন্ত্রাসী ঘিরে ধরে গুলি চালায়। তাদের বর্ষিত গুলি জায়েদের ডান হাতে বিদ্ধ হলে সে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে। মাটিতে পড়ে যাওয়ার সাথে সাথে তার ওপর বর্ষিত হতে থাকে উপর্যুপরি লাথি, হকিস্টিকের আঘাত ও চাইনিক কুড়ালের কোপ। এই অত্যাচারের মুহূর্তে তার কণ্ঠ দিয়ে আল্লাহ-আল্লাহ ধ্বনিই উচ্চারিত হচ্ছিল। একটিবারের জন্য সে বাতিলের কাছে প্রাণ ভিক্ষা চায়নি। আহত যায়েদের স্থানীয় জনগন হাসপাতালে নেওয়ার পথে সন্ত্রাসীরা তাকে দেখে ফেলে এবং 'এখনো মরেনি' একথা বলে মুরাদের নেতৃত্বে ছাত্রলীগের সন্ত্রাসীরা তাকে রিকশা থেকে নামিয়ে হাতুড়ি, হকিস্টিক, রামদা দিয়ে সমস্ত শরীর থেতলে দেয়। হাতুড়ি দিয়ে আঘাত করে মাথার খুলি ভেঙ্গে মগজ বের করে দেয়। সন্ত্রাসীচক্র তার বুকে ও তলপেটে উপর্যুপরি লাথি দিয়ে ধুলিতে মথিত করে দেয়। তার বুকের হাড়গুলো ভেঙ্গে দেয়। তার বাম হাতকে লাথি দিয়ে ভেঙ্গে দেয়। রক্তাক্ত মুমূর্ষু যায়েদকে মৃতভেবে তারা ফেলে রেখে গেলে তাকে লক্ষ্মীপুর সদর হাসপাতালে নেয়া হয়। সেখানে ডাক্তারগণ চিকিৎসায় অপারগতা প্রকাশ করলে তাকে নোয়াখালী হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়। হাসপাতালে পৌছার ১০-১৫ মিনিট পর বিকেল চারটায় যায়েদ সকলকে শোকের সাগরে ভাসিয়ে শাহাদাতের অমীয় সুধা পান করে মহান রবের সান্নিধ্যে পাড়ি জমায়। 'ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন'।

শহীদের নামাজে জানাযা

মুহূর্তেই শাহাদাতের সংবাদ সকলের কর্ণকুহরে পৌছে যায়। সন্ত্রাসীরা তখনও পুলিশের সহায়তায় শহরের গুরুত্বপূর্ণ স্থানসমূহে অত্যাধুনিক অস্ত্রে সজ্জিত হয়ে ওঁৎ পেতে বসেছিল। সন্ত্রাসীদের অস্ত্রের মহড়া উপেক্ষা করে তাদের চোখকে ফাঁকি দিয়ে তৌহীদি জনতা অশ্রুসজল হয়ে বাঁধভাঙ্গা জোয়ারের ন্যায় শহর অভিমুখে আসতে থাকে। রাতেই দারুল আমান একাডেমী লোকে লোকারণ্য হয়ে যায়। শহীদের বাড়িতে জনস্রোত আসতে থাকে শহীদের আত্মীয়স্বজনকে সান্ত্বনা দেয়ার জন্য। শহীদের সাথীরা মসজিদে কোরআন তেলাওয়াত করতে থাকে এবং মাইকে শাহাদাতের সংবাদ ঘোষণা দিতে থাকে।

১৮.০৮.৯৯ তারিখে পোস্টমর্টেম শেষে বিশাল জনসভা অনুষ্ঠিত হয় নোয়াখালীতে। এখানে সর্বদলীয় নেতৃবৃন্দ বক্তব্য রাখেন। জনসভা শেষে শহীদের প্রথম জানাযা অনুষ্ঠিত হয়। লক্ষ্মীপুরে হাজার হাজার মানুষ শহীদের কফিনের জন্য অপেক্ষা করতে থাকে। জনতা একে অপরকে জড়িয়ে ধরে আল্লাহর দরবারে আকুল কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে। সেদিন মজলুমের ফরিয়াদে আল্লাহর আরশ যেন কেঁপে উঠেছিল। জায়েদের স্কুলের সহপাঠীরা মিছিলের ন্যায় দলে দলে ছুটে এসেছে। তারা আল্লাহর কাছে ফরিয়াদ করে

www.pathagar.com

বলেছে, হে আল্লাহ আমরা বুঝি আমাদের সেই সদা হাস্যোজ্জ্বল, আকর্ষণীয় চেহারার অধিকারী জায়েদকে আর দেখব না? আমাদেরকে ইসলামের দিকে এভাবে কে আহ্বান করবে? জায়েদের তো কোন অপরাধ ছিল না, তাকে কেন নির্মম, নিষ্ঠুর ও নৃসংশভাবে হত্যা করা হয়েছে? এসব কথা বলে বারবার কান্নায় ভেঙ্গে পড়েছে। প্রশাসনের অনুমতি সাপেক্ষে শহীদের জানাযা বিকাল ৩টায় চক চত্বরে হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু প্রশাসন অদৃশ্য হাতের ইশরায় হঠাৎ করে ১৪৪ ধারা জারি করে এবং শত শত দাঙ্গা পুলিশ দিয়ে শহর অবরোধ করে রাখে। সন্ত্রাসী তাহের দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে অস্ত্রধারী খুনি সন্ত্রাসীদেরকে শহরে সমবেত করে। নোয়াখালীতে জানাযা শেষে শহীদের সাথীরা গর্জে ওঠে। তারা শহীদের রক্ত বৃথা যেতে দেবে না' এক জায়েদের রক্ত থেকে লক্ষ জায়েদ জন্ম নেবে, আমরা সবাই রাসূল সেনা, ভয় করি না বুলেট বোমা, ইত্যাদি শ্লোগানে শহর প্রকম্পিত করে জানাযার নির্ধারিত স্থানের দিকে এগিয়ে যায়। অগ্রসরমাণ কফিনবাহী মিছিলে শত শত পুলিশের উপস্থিতিতে বিভিন্ন ভবনের ছাদে ও শহরের উত্তর পার্শ্বে অবস্থান নেয়া সন্ত্রাসীরা গুলি চালায়। এখানে তাদের গুলিতে ১০-১৫ জন শিবির কর্মী আহত হন। অবশেষে শহরের প্রধান সেতুতে ও নীরবে অশ্রু বর্ষণ করে জায়েদের কফিন দারুল আমানস্থ নিজ বাড়িতে নিয়ে যায়। সেখানে এক অবিশ্বাস্য দৃশ্যের অবতারণা হয়। শহীদের আম্মা কফিন দেখে অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিলেন কিছুক্ষণ, কিন্তু কাঁদেননি, তিনি বলেছিলেন, 'আজ আমি গর্বিত, আমি শহীদের মা হতে পেরেছি, আল্লাহ আমার জায়েদকে কবুল করেছেন।'

শহীদের কফিন তাঁর সম্মানিত নানা বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ মাষ্টার শফিক উল্লাহর বাড়িতে নেয়ার পথে শত শত মহিলা ভীড় জমিয়ে অশ্রু বিসর্জন করছিল তাদের প্রিয় যায়েদকে শেষবারের মত দেখার জন্য। মহিলাদের আকুল আর্তনাদ উপেক্ষা করা সম্ভব হয়নি। বিভিন্ন বাড়ীর সামনে শহীদের কফিন দেখিয়ে শহীদের নানার বাড়িতে যখন কফিন নেয়া হয়। শহীদের দাদি এখনও জানেন না যায়েদের কী হয়েছে। তাকে যখন শহীদের কফিন দেখানোর জন্য আনা হলো তিনি বারবার বলছিলেন, 'যায়েদ কে কি করেছিস'? যায়েদকে ফিরিয়ে দে! 'অতঃপর দারুল আমান একাডেমীস্থ জানাযা পূর্ব সমাবেশে শহীদের গর্বিত নানা মাষ্টার শফিক উল্লাহর কোরআন ও হাদীসের আলোকে শাহাদাতের মার্যাদা সম্পর্কে আবেগময়ী ভাষণ দেন। তিনি শহীদের সাথে আত্মনিয়োগ করার জন্য সকলের প্রতি আহ্বান জানান। এরপর ছাত্রশিবিরের কেন্দ্রীয় প্রকাশনা সম্পাদক মোঃ সাইফুর রহমান তাঁর বক্তব্যে শহীদের রক্তের বিনিময়ে ইসলাম প্রতিষ্ঠার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন। এখানে দশ সহস্রাধিক লোকের উপস্থিতিতে সর্বশেষ জানাযার ইমামতি করেন শহীদের সম্মানিত খালু বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ ও ইস্ট লন্ডন জামে মসজিদের খতিব মাওলানা মোঃ আব্দুল কাইয়ুম। পারিবারিক গোরস্তানে এ উজ্জ্বল নক্ষত্রকে দাফন করা হয়। দাফন শেষে মুনাজাত পরিচালনা করেন শহীদের সম্মানিত মামা মুফাচ্ছিরে কুরআন মাওলানা তারেক মুঃ মুনাওয়ার হোসাইন।

শহীদের আব্বা-আম্মার প্রতিক্রিয়া

শাহাদাতের সংবাদ শোনামাত্রই শহীদের আম্মা বলছিলেন, অসংখ্য মুমিনের মাঝে আল্লাহ আমাদের যায়েদকে কবুল করেছেন আমরা মোটেও ব্যথিত নই। শত কঠিন পরিস্থিতিতেও ইসলাম থেকে বিচ্যুত হওয়া যাবে না। আল্লাহ যেন শাহাদাতের বিনিময়ে

www.pathagar.com

এ জমিনে ইসলামী সমাজ দেন। শহীদের গর্বিত আব্বা আবেগ আপ্লুত কণ্ঠে বলেছেন হে পরোয়ারদেগার সবই তোমার খুশি, তোমার সন্তুষ্টিই আমাদের সন্তুষ্টি। তুমি আমার জায়েদকে শাহাদাতের মর্যাদা দান কর।

বড় ভাই ইকবাল হোসাইন বলেন আমাদের সকলের কলিজার টুকরা জায়েদকে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন শাহাদাতের মহান মর্যাদা দান করেছেন। আমাদেরকে সত্যের পথে, ইসলামী আন্দোলনের পথে এবং জান্নাতের পথে চলার ক্ষেত্রে এ শাহাদাত সব সময় অনুপ্রেরণা যোগাবে। জায়েদ কচি বয়সে তার চরিত্র, আদর্শ এবং আমলের মাধ্যমে আমাদেরকে ঋণী করে গেছে।

পরিচিতি

আহমদ যায়েদ ১৯৮৩ সালের ১৭ সেপ্টেম্বর ঈদুল ফিতরের দিন সুবহে সাদিকের শুভক্ষণে জন্মগ্রহণ করেন। শহীদ যায়েদের ১১ ভাই বোন। যায়েদ ভাইদের মধ্যে চতুর্থ এবং সবার মধ্যে নবম। শাহাদাতের সময় ঐতিহ্যবাহী আদর্শ সামাদ একাডেমীর বিজ্ঞান বিভাগের দশম শ্রেণীর ছাত্র ছিলেন, শাহাদাতের সময় শহীদ যায়েদ স্কুলের সভাপতির দায়িত্ব পালন করছিল। শহীদ যায়েদ ইসলামিক ফাউন্ডেশন এর ইসলামী সঙ্গীত প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান লাভ করে। শাহাদাতের তারিখ ১৯৯৯ সালের ১৭ আগস্ট বিকেল চারটায়।

শহীদের মাতৃকুল ও পিতৃকুলের পূর্ব পুরুষেরা ও বর্তমান প্রজন্মের সবাই ইসলামী আন্দোলনের সাথে সম্পৃক্ত। শহীদের পিতা মাস্টার মনির আহমদ জামায়াতে ইসলামীর অগ্রসর কর্মী। মাতা কুলসুম নূর (মরিয়ম) জামায়াতে ইসলামীর রোকন। দাদা শহীদ সূফী আহমদ এবং এক মাত্র চাচা শহীদ রফিক আহমেদ আওয়ামী সন্ত্রাসীদের হামলায় শাহাদাত বরণ করেন। নানা মাষ্টার শফিক উল্লাহর জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদ সদস্য এবং প্রাক্তন সংসদ সদস্য। বড় মামা মোঃ মোয়াজ্জেম হোসেন জামায়াতের অগ্রসর কর্মী এবং প্রাক্তন শিবির সদস্য। মিঝো মামা মোঃ ইসমাইল হোসেন জামায়াতের রোকন প্রার্থী এবং প্রাক্তন শিবির সদস্য। চতুর্থ মামা বিশিষ্ট মুফাচ্ছিরে কোরআন এবং বিশিষ্ট কণ্ঠশিল্পী তারেক মুনাওয়ার, ছোট মামা আকরাম হোসেন মুজাহিদ প্রাক্তন শিবিরের সদস্য ও সাইমুমের প্রাক্তন পরিচালক। বড় খালু এস, এম, আব্দুল কাইয়ুম ইসলামী ফোরাম অব ইউরোপের লন্ডন দায়িত্ব পালন করছেন। শহীদের ছোট খালু ডাঃ এহতাশামুল হক শাহীন সিলেট মেডিকেল কলেজের সভাপতি ছিলেন এবং বর্তমানে টঙ্গি থানা আমীর। বড় ভাই শিবিরের রমনা থানার সাবেক সভাপতি এবং বর্তমানে জামায়াতের রোকন। ভাই বোনেরা সবাই ইসলামী আন্দোলনের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করছে। বড় ভগ্নিপতি মেরিন ইঞ্জিনিয়ার এবং জামায়াতের রোকন। মেঝ ভগ্নিপতি শিবিরের সাবেক সদস্য এবং বর্তমান জামায়াত কর্মী। তৃতীয় ও চতুর্থ ভগ্নিপতি লক্ষীপুর জেলা শাখার প্রাক্তন সভাপতি এবং বর্তমান জামায়াত কর্মী।

শাহাদাতের চেতনায় ব্যাকুল যে জীবন

শহীদ যায়েদ ইসলাম প্রতিষ্ঠাকে নিজের জীবনের মিশন হিসেবে গ্রহণ করেছিল। সময় পেলেই দাওয়াতী কাজে বেরিয়ে পড়তো। এই অপরাধে বাতিল শক্তি স্কুলে যাতায়াতের পথে ঠাট্টা বিদ্রূপ ও শারীরিকভাবে নির্যাতন করতো। সে সব নির্যাতন চোখ বুঝে সহ্য করেছে। কখনো আব্বা আম্মাকে বলেনি। কি করে মানুষকে আখেরাতের কঠিন আজাব

www.pathagar.com

শাহাদাতের ঘটনা

থেকে বাঁচানো যায় সে পরিকল্পনায় মাঝে মধ্যে সকল হাসি আনন্দ থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে গভীর চিন্তায় তলিয়ে যেত। এ চিন্তার ফলশ্রুতিতে কোরআন হাদিসের দাওয়াত নিয়ে সাধারণ ছাত্রদের কাছে ছুটে যেত। শাহাদাতের আগের দিন রাত সাড়ে নয়টা পর্যন্ত দাওয়াতী কাজ করেছে। নিজের সবচেয়ে শখের প্রিয় কবুতর বিক্রি করে সংগঠনকে দান করেছিল। সে তার আম্মাকে বলত, "আমি শহীদ হলে আপনি কাঁদবেন না' আমাকে দু'বছর পূর্বে বিষধর সাপ দংশন করেছিলো আমি তখনি মরে যেতে পারতাম কিন্তু আল্লাহ আমাকে বাঁচিয়ে রেখেছেন। মামার লেখা এ গানটি সে প্রায়ই গাইত' ওমা কাঁদিস না তুই সে ছেলেটির জন্য, খোদার পথে জীবন দিয়ে হলো যে জন ধন্য।' পত্র-পত্রিকায় বিশ্বব্যাপী ইসলামী শক্তির উত্থান পড়ে আলহামদুলিল্লাহ পড়তো। বাংলাদেশে ভারতীয় আগ্রাসনের ব্যাপারে সে বলতো, আমরা বেঁচে থাকতে ভারতীয় সৈন্য কোনভাবেই বাংলাদেশে প্রবেশ করতে পারবে না। সে তার বন্ধুদের বলতো আমার জীবনের বিনিময়ে যদি লক্ষ্মীপুরে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহলে আমার জীবন দিতে আপত্তি নেই, আমার জীবন সার্থক হবে। আল্লাহর কাছে ফরিয়াদ করে সে গাইত "আমাকে শহীদ করে সে মিছিলে শামিল করে নিও, যে মিছলের নেতা আমীর হামযা, যোবায়ের খাব্বাব খোদার ছিল যারা অতি প্রিয়। আবার গাইত কোরবান করে দেবো যারে এ জীবন, এ ভুবনে কে আর আছেরে আপন"। শহীদ যায়েদ একটি নাম, একটি সংগ্রামী জীবন, আল্লাহর পথের অকুতোভয় সৈনিক, ইসলাম প্রতিষ্ঠার জন্য সে বাতিলের অপপ্রচার, অত্যাচার আর রক্তচক্ষু উপেক্ষা করে আমরণ সংগ্রাম করেছে, আল্লাহ তার শাহাদাত কবুল করুন। আমীন!

লেখকঃ শহীদ আহমেদ যায়েদের বড় ভাই

www.pathagar.com

এ পথ আমাদের প্রেরণার

খন্দকার মিজানুর রহমান

সূর্য উদিত হবে আবার অন্ধকারে ঢেকে যাবে, সূর্য অস্তমিত হবার পর অন্ধকার ঘনিভূত হবে, পূর্ণিমার আকাশে অমানিশা অবস্থান করবে, আলো-অন্ধকার পাশাপাশি থাকবে, সত্য-মিথ্যা একসাথে থাকবে, এটি স্বাভাবিকতার পরিপন্থি নয়। তেমনি ইসলাম এবং জাহেলিয়াতের দ্বন্দ্ব ঐতিহাসিক। তামাম পৃথিবীর ইতিহাস এরই বাস্তবতা।

গান শেখার একটা আগ্রহ আমার পূর্ব থেকেই ছিল, ১৯৯৫ সালে দারুল আমান একাডেমীতে ইলিয়াছ শাহ ভাই আমাদেরকে গান শেখাতেন। শহীদ ফজলে এলাহী ভাই, শহীদ আহমদ জায়েদ সে আসরে আমার সঙ্গী ছিল, কাছাকাছি থেকে এতটুকু বিশ্বাস জাগ্রত হয়েছে যে, বাগানের মালিক প্রিয় ফুলটিই বাছাই করেন অসংখ্যা ফুল থেকে। ফজলে এলাহী ভাই বয়সে আমার ৬ বছরের বড় ছিলেন, অথচ আচরণে বুঝাতেন যেন আমি তার বন্ধু। কোমল হাঁসি ছিল তার সহজাত প্রকৃতি। ১৯৯৫ সালে তৎকালীন সাংসদ খায়রুল এনাম মোরগ হাঁটার সামনে দিয়ে মিছিল নিয়ে শিবির অফিস অতিক্রম করার সময় সে নিজেই শ্লোগান দেয় 'ধর শালাদের ধর' বিনা উস্কানীতে অতর্কিত এ হামলায় শাহাদাত বরণ করেন আল্লাহর এ প্রিয় বান্দা ফললে এলাহী। আর তখন থেকে অদ্যাবধি পর্যন্ত ইতিহাসের আস্তাকুড়ে নিক্ষিপ্ত হয় কুখ্যাত খুনি খায়রুল এনাম, অন্যদিকে বাঁধভাঙ্গা জোয়ার শুরু হয় শহীদি কাফেলার।

বেলাল (রা:) কে একদিন ওমর ফারুক (রা) জিজ্ঞেস করেন, ওহে বেলাল কাফেররা যখন তোমার উপর চরম নির্যাতন করছিল কয়লার আগুনে তোমার মাংস, চর্বি গলে গলে কয়লা নিভে যেত, নতুন করে আবার কয়লা জালিয়ে দিত আর তুমি আহাদ আহাদ করে চিৎকার করতে। তখনতো তুমি মনে মনে আল্লাহর উপর আস্থা রেখে ওদের কথা মেনে নিতে পারতে।

জবাবে বেলাল (রা:) বলেন, হে ওমর (রা:) আমি আপনার মত অতটুকু চিন্তা করিনি, আমি শুধু এতটুকু অপেক্ষায় ছিলাম যখন নির্যাতনের পর নির্যাতনে আমার জীবন শরীর থেকে বের হবে হবে অবস্থা, যখন আমার হাঁড় গুলো থেকে মাংস টুকরো টুকরো হয়ে পড়ছিল আর জান্নাত আমার পাশেই অপেক্ষা করছিল, তখন আমি চিৎকার করছিলাম এ প্রত্যাশায় যে, কখন আমি শাহাদাতের পেয়ালা পান করব, কখন আমার বন্ধুর সান্নিধ্যে জান্নাতে শামিল হব, শাহাদাতের এ তামান্না আমার আপোষের পথ রুদ্ধ করে দিয়েছে।

১৭ আগষ্ট ১৯৯৯ সাল দুপুর ১২টার দিকে আলেকজান্ডার থেকে জেলা অফিস মুখে যাচ্ছিলাম, পথেই হিংস্র ছাত্রলীগ কর্তৃক নিরপরাধ শিবির কর্মীদের উপর হামলার খবর জানতে পারি। গরু হাটার সামনে আসতেই দেখি পানির ট্যাংকের পাশে ছোট্ট একটা কিশোরকে হাতুড়ী দিয়ে পেটানো হচ্ছে, কিছুই বুঝে উঠতে পারিনি। কিছুক্ষন পর ছাত্রলীগের সন্ত্রাসীরা তাকে মৃত ভেবে ফেলে দিলে এলাকাবাসী তাকে রিক্সায় তুললে সে পানি পানি বলে চিৎকার করে। হায়নারা আবার দৌড়ে এসে তাকে রিক্সা থেকে ফেলে বুকের উপর নৃত্য করতে থাকে। কিশোরটি অচেতন হয়ে পড়লে তারা মৃত মনে করে চলে যায়। সাথে সাথে আবার তাকে একটা রিক্সায় করে জেনারেল হাসপাতালের দিকে

www.pathagar.com

নেয়ার সময় যখন আমাকে অতিক্রম করে তখন দেখি এতো আমার গানের আসরের সাথী প্রিয় জায়েদ। অন্য একটা রিক্সায় উঠে হাসপাতালে তাকে জরুরী বিভাগে ভর্তি করার একটু পরেই দেখি আমার ৩ (তিন) বছরের একান্ত সঙ্গী রুমমেট রক্তাক্ত নূরনবী ভাই। মাথা ৩ ভাগ, মগজ দেখা যাচ্ছে। তাড়াতাড়ি তাকেও রিক্সা থেকে কোলে তুলে জরুরী বিভাগে নিয়ে যাই। নূর নবী ভাইয়ের বিবর্ণ চেহারা দেখে আমি চিৎকার করে কাঁদতে থাকলে ডাক্তার বলে উঠেন আপনারা একে সরান, এ বেহুঁশ হয়ে পড়তে পারে। একটু পরেই নিজেকে স্থির করি। দুজনকে দোতলায় ভর্তি করি। কিছুক্ষন পর নার্স আমাকে জানায় জায়েদ রক্তবমি করছে। সে আশংকা জনক। জরুরী ভিত্তিতে তাকে নোয়াখালী জেনারেল হাসপাতালে নেয়া হলে ডাক্তার তাকে মৃত বলে ঘোষণা করে। অন্যদিকে নূরনবী ভাইকে ঢাকায় ইবনে সিনায় ভর্তি করানো হয়। দশ ব্যাগ রক্ত দেয়ার পর নূরনবী ভাই স্বাভাবিক জ্ঞান ফিরে পান।

শহীদ জায়েদ- খাব্বাব, খোবায়েব, হামজার উত্তরসূরী। শহীদ জায়েদ আমাদের প্রেরণা। শাহাদাতের পূর্বে সমাবেশে তাকে গান গাইতে বলা হলে সে জীবনের শেষ গান গায় - আমাকে শহীদ করে সেই মিছিলে শামিল করে নাও, যেই মিছিলের নেতা আমীর হামজা.....।

আমার জানামতে শহীদ যায়েদ ছিল তার পরিবারের শ্রেষ্ঠ ফুল। যাকে আল্লাহ তায়ালা ১০ম শ্রেণীতে পড়া অবস্থাই সর্বোচ্চ মর্যাদা দিয়ে তুলে নেন। এর মাত্র ৩৭ দিন পর ২৩ সেপ্টেম্বর শহীদ কামাল রাতে তাহাযুত নামাজ পড়তে ওজু শেষ করা মাত্র ছাত্রলীগের হায়নাদের বুলেটে জীবন দেন। খবর পেয়ে আলেকজান্ডার থেকে আমরা এক টেম্পু জনশক্তি নিয়ে শহরে হাজির হই। শহীদের কফিন নিয়ে তার গ্রামের বাড়িতে চলে যাই। রাস্তায় ছিল বন্যার পানি, বন্যাকে উপেক্ষা করে হাজার হাজার শোকাহত আবাল, বৃদ্ধ, বনিতা শামিল হয় শহীদের জানাজায়। জানাজা পূর্ব সমাবেশে শহীদ কামাল ভাইয়ের পিতা সর্বস্তরের মানুষের নিকট একটি আপিলই করেছেন যে, আমি একটি অফিসের গার্ড মাত্র। সামান্য বেতনে ছেলেদের মানুষ করাই ছিল আমার লক্ষ। আমি ধন-সম্পদ কিছুই গড়তে পারিনি। সন্ত্রাসীরা আজ আমার বুক খালি করে দিয়েছে। আমার ছেলের চারিত্রিক সার্টিফিকেট আপনারাই দিবেন। শহীদের পিতা হয়ে আমি গর্বিত। আল্লাহর কাছেই আমি এর বিচার প্রার্থী।

দিন দিন মুজিববাদী তাহের চক্রের চুড়ান্ত তান্ডবলিলার উন্মেস ঘটে। তারা পুড়িয়ে দেয় দারুল আমান এতিমখানা, কেড়ে নেয় এতিমদের ছাত্রাবাসের মাটি। মানুষ হত্যা, ত্রাস, ধর্ষণ, চাঁদাবাজি ওদের নেশা হয়ে ওঠে । লক্ষীপুরের প্রবাসীরা পাঁচ বছর বাড়িতে আসার সাহস করেননি । ঢাকায় অবস্থান নিয়ে আবার বিদেশ পাড়ি দিতে হয়েছে । চাঁদা না দিয়ে কোন বর তার নববধুকে তুলে নেয়ার সুযোগ পেতনা। বন্ধ হয়ে যায় বিয়ে সাদী। সুন্দরী ছাত্রীরা স্কুল, কলেজ ছেড়ে দেয়। কারণ ছাত্রলীগের বদনজরে তাদের সম্ভ্রম হারাতে হত। ইজ্জত আবরুর হেফাজতে বোরকা বিক্রী শুরু হয় হরদমে । মাগরিবের নামাজ পড়ে শহরের কম দোকানই খোলা পেতাম। সূর্য অস্তমিত হওয়া মানেই ছিল লক্ষীপুর মৃত্যুপুরী।

www.pathagar.com

শাহাদাতের ঘটনা

কয়েক মাস পার না হতেই ১৯ ডিসেম্বর রাতে চট্রগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ফোন আসে যে, ভবানীগঞ্জ চৌরাস্তার মাহমুদ ভাই (চবি'র এম.বি.এ. এর ছাত্র) শাহাদাত বরন করেন। তার জানাজা পূর্ব সমাবেশে তৎকালীন চবি'র সাংগঠনিক সম্পাদক মিয়া মো: তৌফিক ভাইয়ের একটি বক্তব্য আজও আমাকে প্রেরণা জোগায় । তিনি বলেছেন হে শহীদের উত্তরসূরীরা আমরা চবিতে শহীদ মাহমুদ ভাইয়ের লাশ ছুঁয়ে শপথ করেছি যে, আল্লাহর জমীনে দ্বীনের বিজয় পতাকা উড়ানোর মাধ্যমেই আমরা এর বদলা নেব। আজ ভাবতে হবে আর কতদূর আমাদের সেই মনজীলের ।

৫ সেপ্টেম্বর ২০০০ সাল শহীদি কাফেলার সাবেক কেন্দ্রীয় শিক্ষা কার্যক্রম সম্পাদক এ,এফ,এম, মহসিন লক্ষীপুরে একটা ব্যবসায়ীক সেমিনারে বক্তব্য দেয়ার জন্য আসেন। ছাত্রলীগের সন্ত্রাসীরা তাকে টার্গেট করে খুনের নেশায় মেতে উঠে। সামাদ স্কুল সংলগ্ন পাবলিক হলে তিনি সেমিনার করা কালে মানুষ রুপে পশু গুলো তাকে অবরুদ্ধ করে পাশের বাগানে নিয়ে যায় । তার দু' হাতের কবজি ও দু'পায়ের হাটুতে ৪টি গুলি করে। রক্তাক্ত অবস্থায় মহসীন ভাই চিৎকার করতে থাকেন, তার চারপাশে পাহারা দিচ্ছে সন্ত্রাসীরা, সহযোগিতার জন্য এগিয়ে আসতে দেয়নি কাউকে। শরীর থেকে রক্তক্ষরণ হচেছ আর মহসীন ভাই চটপট করছে। তার আর্তনাদে আল্লাহর আরশ কেঁপে উঠছে। সন্ধ্যা ঘনিয়ে এল, হায়নারা মহসিন ভাইকে মৃত ভেবে ফেলে যায়। পরে তার ভাগিনা তাকে হাসপাতালে নিলে ডাক্তার তাকে মৃত বলে জানায়।

শহীদ মহসিন ভাই ছিলেন আমাদের প্রিয় দায়িত্বশীল। তার ক্যারিয়ার গাইড লাইন আলোচনা আজো আমার হৃদয়ে গাঁথা, সুন্দর সুঠাম দেহের অধিকারী এ ফুলটি আসলেই তাদের পরিবারের প্রজ্বলিত প্রদীপ ছিলেন। যুগে যুগে আল্লাহ তায়ালা তার এমন বান্দাদেরকেই বাছাই করেন।

আসলে শাহাদাত, নির্যাতন, জেল-জুলুম ইত্যাদিতো ইসলামী আন্দোলনের পাথেয়। কবি তাই বলেন "ঈমানের পথ কাঁটায় ভরা ফুল বিছানো নয়"। আর খুন রাঙ্গা এ পথে আল্লাহ তায়ালা যাকে তাকেই কবুল করেন না। আমাদের শহীদেরাতো জান্নাতের সিঁড়ি অতিক্রম করে ফেলেছে, রয়ে গেলাম আমরাই। অনেক শহীদের সাথী ছিলাম, গোসল খানায় ছিলাম, কফিনের মিছিলে ছিলাম, লাশ বহন করেছিলাম কিন্তু শাহাদাতের পেয়ালাতো পান করতে পারিনি। তাই আজ আমাদের বুঝা উচিত এ পথ আমাদের প্রেরণার, এ পথ জান্নাতের, এ পথই হউক আমাদের শেষ ঠিকানা। (আমিন)

লেখকঃ সাবেক সভাপতি, বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবির, লক্ষ্মীপুর শহর

www.pathagar.com

শহীদ মহসিন–
অকালে ঝরে গেল যে ফুল

মুহাম্মদ এনামুল হক রতন

শহীদ মহসিন, সুদর্শন ও উচ্চ শিক্ষিত এক প্রাণবন্ত যুবকের নাম, আকর্ষনীয় দেহাবয়ব আর ঈর্ষণীয় ব্যক্তিত্ব ছিল যার ভূষণ। স্কুল জীবন থেকেই ইসলামী আন্দোলনের সাথে সক্রিয়ভাবে সম্পৃক্ত শহীদ মহসিন ছিলেন সবার কাছে গ্রহনযোগ্য। দলমত নির্বিশেষে সবাইকে সহজেই আপন করে নিতে পারতেন তিনি। তিনি জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় কলেজের ছাত্র ছিলেন। একাডেমিক ক্যারিয়ারের পাশাপাশি ইসলামী আন্দোলনে সাহসী এবং বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করার কারনে অল্প সময়েই শহীদ মহসিনের সুনাম সুখ্যাতি ঢাকা এবং তাঁর জেলা শহর লক্ষ্মীপুরে ছড়িয়ে পড়ে। ইসলামী ছাত্রশিবিরের সাবেক কেন্দ্রীয় সভাপতি এহসানুল মাহবুব যোবায়েরের মতে "যে কোন কঠিন পরিস্থিতিকে সহজভাবে গ্রহণ করা এক অস্বাভাবিক গুন শহীদ মহসিনের মধ্যে ছিল। যা অন্যদের মধ্যে পরিলক্ষিত হয়না।" মাষ্টার ডিগ্রী পাশ করে ঢাকাতে ব্যবসা শুরু করেন এবং বাবা-মা, ভাই-বোনকে নিয়ে ঢাকাতেই থাকতেন। শহীদ মহসিনের পরিবারিক সূত্র মতে, শহীদ হবার পূর্বে নারায়নগঞ্জের এক সম্ভ্রান্ত পরিবারের সাথে তাঁর বিয়ে হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু ঘাতকের বুলেট তা আর হতে দেয়নি।

৫ই সেপ্টেম্বর ২০০০ সাল একান্ত ব্যবসায়ী কাজে পূর্ব নির্ধারিত প্রোগ্রামে লক্ষ্মীপুর যান। শহীদ মহসিন যানতেন না এটাই শহীদ মহসিনের লক্ষ্মীপুর শেষ যাওয়া এবং তিনি আর ঢাকাতে মা-বাবার কাছে ফিরবেন না। লক্ষ্মীপুরে ইসলামী আন্দোলনের বিরুদ্ধে সূদুর প্রসারী ষড়যন্ত্রের অংশ হিসাবে অত্যন্ত সুপরিকল্পিত ভাবে হত্যা করা হয় শহীদ মহসিনকে। আর এই ঘটনার প্রত্যক্ষ নেতৃত্ব দেয় লক্ষ্মীপুরের শান্তিকামী নিরীহ জনতার আতংক তথাকথিত গডফাদারের নেতৃত্বাধীন কুখ্যাত খুনী, সন্ত্রাসী লাভু, বিপ্লব, বাবর, মেহেদি প্রমুখ ক্যাডাররা। পড়ন্ত বিকেলে সহযোগীতা নিয়ে আদর্শ সামাদ স্কুলে ব্যবসায়ী কাজ শুরু করেন শহীদ মহসিন। কিছুক্ষনের মধ্যেই আওয়ামী সন্ত্রাসীরা প্রোগ্রামস্থলে এসে জিজ্ঞাসাবাদ করতে থাকে এবং ব্যবসায়ী কাজ কর্মকে জামায়াত শিবিরের প্রোগ্রাম বলে অভিযোগ করে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠে। শহীদ মহসিনের সহজ, সাবলীল, যুক্তিপূর্ণ এবং মার্জিত কথা শুনে এক সময়ে সন্ত্রাসীরা স্থান ত্যাগ করে কিন্তু চোরে না শুনে ধর্মের কাহিনী। শহীদ মহসিন কে চিনতে পেরে তাঁরা আঁতকে উঠে এবং কয়েক মিনিটের মধ্যেই কয়েক জন পেশাদার খুনীকে নিয়ে সুসংগঠিত হয়ে ক্যাডার বাহিনী আবার শহীদ মহসিনের প্রোগ্রাম স্থলে এসে জড়ো হয়। হল রুম থেকে পরিচয় জেনে সবাইকে বের করে দিয়ে শুধু শহীদ মহসিনকে রুমে তালাবদ্ধ করে আটকে রাখে। প্রত্যক্ষ কর্মীদের মতে একাকী তালাবদ্ধ করে রাখার পরও শহীদ মহসিন ছিলেন স্বভাব সুলভ ভাবে সম্পুর্ণ নিরুদ্বিগ্ন, চিন্তাহীন এবং ঈমানের বলিষ্ঠ প্রত্যয়ে দীপ্তমান। কোন অঘটনের কথা তিনি নূন্যতম ও চিন্তা করেননি। কারণ কোন অপরাধ তিনি করেননি। তাই তিনি সন্ত্রাসীদের সাথে স্বভাব সুলভ ভঙ্গিতে কথা বলতে থাকেন। মূহুর্তেই সন্ত্রাসীরা পারস্পরিক ইশারা ইঙ্গিত দিয়ে অঘটনের প্রস্তুতি নিতে থাকেন। পাশে উপস্থিত শহীদ মহসিনের ভাগ্নে (মানিক) ঘটনা বুঝতে পেরে জিজ্ঞাসা করে- তোমরা কেন আমার মামাকে আটকে রেখেছ? উত্তরে কুখ্যাত সন্ত্রাসী বিপ্লব জবাব দেয়, তোমার মামার সাথে আমাদের একজন বেয়াদবী করেছে এখন মাফ চাওয়ানো হবে। আটকানোর কারন এটাই। কিন্তু বাস্তবে খুনের নেশাই তখন সন্ত্রাসীদেরকে তাড়িত করছিল। মুহুর্তেই সন্ত্রাসী বিপ্লব শহীদ মহসিনের কোমরের বেল্ড ধরে টেনে হেঁচড়াতে

www.pathagar.com

থাকে এবং তার সহযোগী সন্ত্রাসীরা রড়, হকিষ্টিক দিয়ে মহসিনকে আঘাতের পর আঘাত করতে থাকে। এক পর্যায়ে পিস্তল দিয়ে শহীদ মহসিনের পায়ে ও ঘাড়ের পাশে গুলি করলে নিস্তেজ হয়ে যান। সন্ত্রাসীদের জিঘাংসা এখানেই থেমে যায়নি, মৃত্যু নিশ্চিত করার জন্য পেশাদার ক্যাডাররা শহীদ মহসিনকে টেনে হেঁচড়ে নিয়ে যায়। ডাঃ আঃ আউয়ালের বাসার পাশে নিরাপদ স্থানে। এরই মধ্যে প্রচুর রক্ত ক্ষরনে মহসিন মূমুর্ষ হয়ে যান এবং বিরতিহীনভাবে স্বজোরে কালেমা পাঠ করতে থাকেন। সন্ত্রাসীরা তার পায়ে এবং উরুতে গুলি করে উল্লাস করতে করতে অট্টহাসিতে হেসে উঠে। রক্তে ভিজে যায় মাটি। আপন প্রত্যক্ষদর্শীর মতে মাটিতে লুটিয়ে পড়া নীরব নিথর শহীদ মহসিন এক হাত সামান্য উঠিয়ে বাঁচার জন্য পথচারীর দৃষ্টি আকর্ষণ করতে থাকেন। কিন্তু এতে কোন কাজ হয়নি।

শহীদ মহসিনের হত্যাকারীরা যে জঘন্য এবং পেশাদার খুনী তার প্রমাণ হলো মহসিনকে গুলি করে রক্তাক্ত অবস্থায় মাটিতে ফেলে রেখে তারা নিজেরাই থানায় এবং এক জামায়াত নেতারা বাসায় এই বলে খবর দেয় যে একজন শিবির নেতা আহত অবস্থায় অমুক স্থানে পড়ে আছে। এরপর পুলিশ যখন মহসিন ভাইকে হাসপাতালে নিতে আসে তখন তার শরীরে এক ফোটা রক্তও ছিলনা। নিথর নিঃসাড় অবস্থায় হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। লক্ষ্মীপুরে আওয়ামী বর্বরতা এমন পর্যায়ে ছিল যে, চিকিৎসায় সহযাগিতা করার মত কেউ ছিলানা, বরং ঘটনার কথা শুনে সবাই নিরাপদ স্থানে চলে যায়। কিছুক্ষন হাসপাতালের জরুরী বিভাগে মৃত্যু যন্ত্রনায় কাতরাতে থাকেন শহীদ মহসিন। আর বারে বারে পড়তে থাকেন চির মুক্তির বাণী কালমায়ে "লাইলাহা ইল্লাল্লাহ" শহীদ মহসিনের এক ঘনিষ্ঠ আত্মীয়ের মতে ডাক্তাররা চিকিৎসার সুযোগও পাননি কিছুক্ষন কালেমা পড়তে পড়তে শাহাদাতের পেয়ালা পান করেন শহীদ মহসিন। আম্মা আব্বা, বন্ধু বান্ধবের প্রেম ভালবাসার সকল বন্ধন ছিন্ন করে শহীদ মহসিন চলে যান ওপারে প্রভুর দরবারে। জান্নাতের বাগানে ইমাম হোসাইনের কাতারে যোগ দেন আরেক গর্বিত নেতা শহীদ মহসিন।

শহীদ মহসিন একবার ও ক্ষমা চাননি কিংবা জীবন ভিক্ষা ও চাননি খুনীদের কাছে। আল্লাহর নির্দেশের কাছে অকপটে আমানত করে দেন তিনি। শহীদ মহসিন আজ নেই। কিন্তু তাঁর আদর্শ বেঁচে আছে ইতিহাস বিমুখ আওয়ামী সন্ত্রাসীরা হয়তো মনে করেছে মহসিনকে হত্যা করে ইসলামী আন্দোলনকে ধ্বংস করা হয়েছে কিন্তু বাস্তবে তা হয়নি। শহীদ মহসিনের অসংখ্য অনুসারী আজ রাজপথে আল্লাহু আকবার শ্লোগানে মুখরিত করছে।

দুঃখজনক হলেও সত্য যে, মামলা করার পরও শহীদ মহসিনের খুনিরা আজও ধরা পড়েনি। যারা মহসিনকে হত্যা করেছে। তারাই শহীদ যায়েদকে হত্যা করেছে এবং তারাই প্রখ্যাত আইনজীবি এ্যাডঃ নুরুল ইসলামকে অপহরনসহ অসংখ্য হত্যাকান্ডের নায়ক। লক্ষ্মীপুরে অব্যাহত হত্যা, সন্ত্রাসের মূল হোতারাই নিরপরাধ শহীদ মহসিনের মা-বাবার বুক ফাটা আর্তি একটাই খুনীরা যেন দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি পায়। আর যেন কোন মায়ের কোল খালি না হয়।

লেখকঃ প্রাক্তন সভাপতি, লক্ষ্মীপুর সরকারী কলেজ

www.pathagar.com

স্মৃতিগুলো বেদনার ও প্রেরনার

ডাঃ ফয়েজ আহম্মদ, এম.বি.বি.এস.

ছাত্রশিবির একটি জান্নাতি কাফেলার নাম। যার জন্য স্বাভাবিক জীবনের অবসান, আহত, পঙ্গুত্ব, জেল-জুলুম ও অনেক ত্যাগ-কোরবানী পেশ করতে হয়েছে। অত্যাচার আর নির্যাতনে নিষ্পেষিত হয়েছে লক্ষ্মীপুরের রাজপথ। সাতটি পরিবারের পিতামাতা হারিয়েছে তাদের স্বপ্নের প্রিয় সন্তানদের। সন্তান হারানো পিতা-মাতা পরিবার পরিজনের আর্তনাদ আকাশ-বাতাস কাঁপিয়ে তুলেছে। তবুও খুনি বাতিল চক্রের বিন্দুমাত্র আত্মচেতনা পরিলক্ষিত হয়নি। একের পর এক হারাতে হয়েছে ফজলে এলাহী, আহমদ জায়েদ, কামাল হোসেন, আবুল কাশেম পাঠান, মাহমুদুল হাসানের মতো দীপ্তমান উজ্জল নক্ষত্র।

কিছু স্মৃতি

লক্ষ্মীপুর কলেজে ছাত্রশিবিরের সাথে ছাত্রদলের সংঘর্ষ হচ্ছে। শিবিরের নিরীহ কর্মীদের উপর তারা ঝাঁপিয়ে পড়ে। এবং শিবিরকে কলেজে থাকতে দিবে না বলে আক্রমণ চালিয়ে যায়। এ ধরনের সংবাদ শুনে নিজেকে আর বসিয়ে রাখতে পারিনি। দোকান থেকে বেরিয়ে হোন্ডা স্টার্ট দিয়ে কলেজের উদ্দেশ্যে রওনা দেই। কলেজে শহীদ মিনারের কাছে গেলে ছাত্রদলের ক্যাডারগণ আমার দিকে তেড়ে আসে এবং বিভিন্ন গালমন্দ করে। ততক্ষণে আমাদের শিবিরের কর্মীরা নারায়ে তাকবীর শ্লোগান দিয়ে এগিয়ে আসে। এবং ঈমানের দৃঢ়তা নিয়ে সন্ত্রাসী শক্তির মোকাবেলা করতে থাকে। আল্লাহর অশেষ রহমতে আমাদের মোকাবেলা ছাত্রদলের ক্যাডারগণ সেখান থেকে চলে যেতে বাধ্য হয়। তারা ওখান থেকে তাড়া খেয়ে তিতাখাঁ মসজিদের দক্ষিণ পূর্ব পাশে আমার কাওসার ক্লিনিকে এসে হামলা চালায়। তাদের উচ্ছৃঙ্খল বাক্যালাপ এবং অতর্কিত হামলায় দোকান ভাঙ্গার নাশকতা দেখে লক্ষ্মীপুরের ব্যবসায়ী ও সব ধরনের জনগণ বিস্মিত ও হতবাক হয়েছে।

১৭ই আগস্ট' ১৯৯৯ইং সালে ছাত্র শিবিরের উপর খুনী তাহের চক্রের স্টীম রোলার চালানো হয়। দা, ছেনি, হাতবোমা, কাটা রাইফেলসহ বিভিন্ন আগ্নেয়াস্ত্র সজ্জিত হয়ে শিবিরের নিরস্ত্র কর্মীদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। শিবিরের কর্মীরা তাদের জীবনের শেষ রক্তবিন্দু থাকতেও এ জমিন বাতিলের হাতে ছেড়ে দিবেনা বলে ঘোষণা দেয়। তারা প্রাণপন লড়াই করতে থাকে। সে লড়াইয়ে শহীদি তামান্না নিয়ে সবার আগে সামনে অগ্রসর হয় মাষ্টার সফিকুল্লাহ সাহেবের (সাবেক এমপি) নাতী দশম শ্রেণীর ছাত্র আহমাদ যায়েদ। ছোট নিস্পাপ ছেলে যায়েদকে তারা একা পেয়ে খুনী বিপ্লব, লাভু, বাবর সন্ত্রাসীরা রড দিয়ে আঘাত করে তার বুকের পাজরগুলো ভেঙ্গে দেয়। চিরতরে হারিয়ে যায় আমাদের ছোট ভাই যায়েদ। আমি তাকে হাসপাতালে দেখতে গেলে, দেখি সে আল্লাহু আল্লাহু করছে। তার নিস্পাপ দেহটি দেখে আমি আমার চোখের পানি ধরে রাখতে পারিনি। সন্ত্রাসীরা লক্ষ্মীপুরে যায়েদের চিকিৎসা করতে দেবে না। তাই তাকে নোয়াখালীতে রিলিজ করা হয়েছে। যাওয়ার আগে চিরতরে হারিয়ে গেল আমার প্রিয় ছোট ভাই যায়েদ। পরবর্তীতে খুনী তাহেরের নির্দেশে দারুল আমান একাডেমিতে ধ্বংসযজ্ঞ চালানো হয়। শিবির ও জামায়াত অফিস ভাংচুর করে সেখান থেকে ট্রাকে করে মাটি কেটে নিয়ে যায় ভূমিদস্যু তাহের বাহিনীর গুন্ডারা।

www.pathagar.com

এখানেই শেষ নয়, অতঃপর ৫ সেপ্টেম্বর ২০০০ইং এফ এম মহসিন ব্যবসায়িক কাজে আসলে তাকে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়। ২৩ সেপ্টেম্বর ভোররাতে তাহাজ্জুদ নামায পড়ার জন্য ওযু করতে উঠলে আগে থেকে ওঁত পেতে থাকা সন্ত্রাসীরা গুলি করে হত্যা করে শহীদ কামালকে। বর্তমানে জামায়াত জেলা অফিসের স্টাফ এতিম ছেলে সামছুকে রাত ৩.০০টায় একাডেমিতে একা পেয়ে লাভু, টিপু, আরজুসহ ১৫/২০ সন্ত্রাসী তার হাত ও পায়ের হাড়গুলো পাশবিক কায়দায় ভেঙ্গে চুরমার করে দেয়। যা জাহেলি বর্বর যুগকেও হার মানায়।

শহীদের নজরানা আহত, পঙ্গুত্ব, যুলুম, নির্যাতন সহ্য করেও এ জনপদে ইসলামী আন্দোলন এগিয়ে চলছে দূর্বার গতিতে। বাতিলের রক্তচক্ষু দাবিয়ে রাখতে পারবে না ছাত্রশিবিরের যাত্রাকে। দ্বীন কায়েমের অদম্য প্রেরণায় আমাদের সকল শহীদ ও আহত ভাইদের কেয়ামতের ময়দানে উত্তম বিনিময় আল্লাহতায়ালা দান করুন। আমীন।

লেখকঃ সেক্রেটারী, বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী, লক্ষ্মীপুর জেলা

www.pathagar.com

ফিরে দেখা দিনগুলো :

হিফজুর রহমান

বহমান নদীর ন্যায় জীবনের অনেকগুলো সময় কখন কিভাবে যেন শেষ হয়ে গেল ভাবতেই অবাক লাগে। এইতো মাত্র সেদিনের কথা দুরু দুরু বুক নিয়ে কেন্দ্রীয় সভাপতি মুহ্তারাম এনামুল হক মঞ্জু ভাইয়ের কক্ষে প্রবেশ করলাম স্থানটি ছিল ফেনী শিবিরের জেলা অফিস। অফিস কক্ষে প্রবেশ করার কিছু দিন পরে কেন্দ্রীয় সভাপতি আমার দিকে তাকালেন তখন পর্যন্ত তিনি ছিলেন চিন্তার রাজ্যে বিভোর। ফেনী জেলার সাংগঠনিক অবস্থা কেমন, আগামীতে কাকে নেতৃত্বের জন্য চিন্তা করা য়ায়- এ ব্যাপারে আমার পরমার্শ কি? মুহ্তারাম কেন্দ্রীয় সভাপতির কথা শুনে মনে হল, "এ যেন আদার ব্যাপারীকে জাহাজের সংবাদ জিজ্ঞেস করার মত"। স্মরণ করা যেতে পারে তারও ১ বৎসর পূর্বে নোয়াখালী জেলা থেকে ফেনী মহকুমাকে পৃথক করে জেলার মর্যাদা দিয়ে কেন্দ্রের শাখা করা হয়। প্রথম জেলা সভাপতি হিসেবে যার উপর দায়িত্ব অর্পণ করা হয় তিনি হচ্ছেন ফেনীর কৃতি সন্তান মরহুম মোফাসসেরুল হক খন্দকার। যিনি আজ আর আমাদের মাঝে নেই। প্রভুর ডাকে সাড়া দিয়ে চলে গেলেন অনেকের আগে। আমি তখন পর্যন্ত নোয়াখালী জেলার সদর মহকুকমা সভাপতি, আমি পরামর্শ দেবো? আরেকটি জেলার নেতৃত্বে কাকে আনা যায় তার সম্পর্কে? অবাক হলাম কিছুই বলতে পারলাম না। শুধু ভিতরে ভিতরে অস্থির হচ্ছিলাম আর চিন্তা করছিলাম কেন আমার কাছে এ বিষয়ে পরামর্শ চাওয়া হচ্ছে। কিন্তু কিছু সময়ের পর মুহ্তারাম কেন্দ্রীয় সভাপতি আরো অবাক করে কেন্দ্রের সিদ্ধান্ত শুনালেন নোয়াখালী জেলার সভাপতির দায়িত্ব আমাকে পালন করতে হবে আর নোয়াখালী জেলার সভাপতি জনাব মোঃ আলা উদ্দিন সাংগঠনিক প্রয়োজনে ফেনী জেলা সভাপতি হিসেবে দায়িত্বপালন করবেন। একথা শুনার পর মনে হল পায়ের নীচের মাটি সরে যাচ্ছে। আমি সমুদ্রে তলদেশে নেমে যাচ্ছি। কখন শপথ হল মুনাজাত হল কিছুই বুঝতে পারলামনা। কেন্দ্রীয় সভাপতি বুকে নিয়ে বললেন ইসলামী আন্দোলনের দায়িত্ব কঠিন, কিন্তু পালন করা অসম্ভব নয়। দরকার আল্লাহর উপর তায়াক্কুল গভীর সম্পর্ক, ও জনশক্তির ঐকান্তিক পরামর্শ ও সহযোগিতা।

উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, প্রশাসনিকভাবে তখন পর্যন্ত (১৯৮১) নোয়াখালীর জেলায় ৩টি মহকুমা ছিল । যার ১টি ফেনী, ২য় নোয়াখালী সদর, ৩য় লক্ষ্মীপুর। ফেনী ছাড়া নোয়াখালী সদর ও লক্ষ্মীপুর মহকুমা নিয়ে নোয়খালী সাংগঠনিক জেলা আর ফেনী মহকুমা এবং সদর মহকুমার কোম্পানীগঞ্জ থানা নিয়ে ফেনী সাংগঠনিক জেলার সীমানা নির্ধারণ করা হয়।

নোয়াখালী সাংগঠনিক জেলার অধীন শাখাগুলো নিম্নরুপঃ সেশান ১৯৮১/৮২

০১. সদর মহকুমা (চৌমুহনী/মাইজদী ও সোনাপুর সাথী শাখা বাদে)	সভাপতি হাফেজ খাইরুল বাশার
০২. চৌমুহনী সাথী শাখা	সভাপতি আবদুল মালেক ইমরান
০৩. মাইজদী সাথী শাখা	সভাপতি শাহজাহান সিরাজী (পরে কার্যকরী পরিষদের সদস্য)

www.pathagar.com

০৪. সোনাপুর সাথী শাখা — সভাপতি মোঃ বোরহান উদ্দিন

০৫. লক্ষ্মীপুর মহকুমা
(লক্ষ্মীপুর শহর/রায়পুর সাথী শাখা বাদে) — সভাপতি মোঃ ছাইফ উদ্দিন

০৬. লক্ষ্মীপুর সাথী শাখা — সভাপতি মোঃ বশির আহমদ

০৭. রায়পুর সাথী শাখা — সভাপতি হাফেজ ছানা উল্লাহ

এই সাতটি (৭) শাখা থেকে রিপোর্ট জেলায় জমা দেয়া হত। ১৯৮১/৮২ সালের মাঝামাঝি তৎকালনি সেনা প্রধান কর্তৃক রাষ্ট্রীয় পদে অধিষ্ঠিত হবার পর সাংগঠনিকভাবে আমাদেরকে বেশ বেগ পেতে হয়। সাংগঠনিক প্রয়োজনে পুনরায় ফেনী জেলাকে বিলুপ্ত করে তা নোয়াখালীর জেলার সাথে সম্পৃক্ত করা হয় যা ১৯৮২/৮৩, ১৯৮৩/৮৪ সেশান পর্যন্ত বলবৎ থাকে ১৯৮৪/৮৫ সাংগঠনিক সেশানে পুনরায় ফেনীকে পৃথক জেলার মর্যাদা দিয়ে কেন্দ্রের অধীনে নেয়া হয়। প্রথম সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন জনাব শাহজাহান সিরাজী (বর্তমানে সৌদি আরবে কর্মরত)। উল্লেখ্য ১৯৮২/৮৩ সেশানটি ছাত্র ইসলামী আন্দোলনের জন্য একটি কঠিন নাজুক সময়, আমাদের অনেক সহযোদ্ধা ভুল বুঝে সংগঠন ছেড়ে চলে গেলেন। সম্ভবত তাদেরই স্মরণে কবি মতিউর রহমান মল্লিকের কবিতা "যা কিছু করতে চাও করতে পার অনুরোধ শুধু এই ঘর ভেঙ্গনা" ..... সময়টি লক্ষ্মীপুর জেলার জন্য আরো নাজুক। মহকুমার দায়িত্ব, লক্ষ্মীপুর শহরের দায়িত্ব, সদর থানার দায়িত্ব দেয়ার মত কোন ভাইকে খুঁজে পাচ্ছিলামনা। বাধ্য হয়ে তখন জুনিয়র সাথী সদ্য এসএসসি পাশ এনায়েত উল্লাহ পাটোয়ারীকে লক্ষ্মীপুর শহর সভাপতি (বর্তমানে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় চট্রগ্রামে কর্মরত), জনাব মোঃ সোলায়মান লক্ষ্মীপুর আলীয়া মাদ্রাসা সভাপতি, (ডঃ সোলায়মান বর্তমানে ইসলামী ব্যাংকে কর্মরত), জনাব মোস্তাফিজুর রহমান লক্ষ্মীপুর সরকারী কলেজের সভাপতি, (বর্তমানে আইন পেশায় নিয়োজিত), জনাব এস,এম আলাউদ্দিন রামগতি থানার সভাপতি, জনাব গোলাম মোস্তফা রায়পুর সাথী শাখায়, জনাব সাইফুল ইসলাম লক্ষ্মীপুর মহকুমার দায়িত্ব প্রদান করে লক্ষ্মীপুর মহকুমার কাজ পুনর্গঠন করা হয়। সেই সময়টি আসলেই কঠিন ছিল। ছিলনা দায়িত্বশীল থাকা খাওয়ার কোন ব্যবস্থা, ছিলনা পরিবহনের জন্য নূন্যতম সাইকেলের ব্যবস্থা। অনেক ভাই একাধিক দিন না খেয়েই সাংগঠনিক দায়িত্ব পালন করেছেন। কখনও মহকুমা সভাপতিকে তালাবদ্ধ করে আটক কখনও অন্য কর্মীকে আঘাত এমনিভাবে কঠিন সময় পাড়ি দিয়ে ঐ সেশনটি আল্লাহর উপর ভরসা করে শেষ করতে হয়।

১৯৮৫/৮৬ সালে নোয়াখালী জেলা থেকে পৃথক করে লক্ষ্মীপুরকে জেলার মর্যাদা দিয়ে কেন্দ্রের শাখা করা হয়। প্রথম জেলা সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন জনাব সাইয়্যেদ আহমদ।

১৯৮৬/৮৭ সালে জনাব সাইয়্যেদ আহমেদ এর উপর নোয়াখালী জেলা সভাপতির দায়িত্ব অর্পিত হয়। ঐ বছর লক্ষ্মীপুর জেলার সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন জনাব এ.এস.এম আলাউদ্দিন (সাবেক ফেনী জেলা সভাপতি ও কাপ সদস্য নির্বাচিত হন)।

লেখকঃ মুহাম্মদ হিফজুর রহমান, সাবেক জেলা সভাপতি, বৃহত্তর নোয়াখালী জেলা।
সময়কাল ঃ ১৯৮১/৮২ থেকে ১৯৮৫/৮৬ সেশান

www.pathagar.com

পথচলার প্রেরনা

মনিরুল ইসলাম

১৯৭৭ সালের ৬ই ফেব্রুয়ারী ছাত্র শিবিরের প্রতিষ্ঠালাভের পর থেকেই লক্ষ্মীপুরের সাংগঠনিক কাজ শুরু হয়। ঐ সময় বৃহত্তম নোয়াখালীর অধিনে লক্ষ্মীপুর মহকুমা ছিল। তখন বৃহত্তম নোয়াখালীর সভাপতি ছিল হিফজুর রহমান ভাই। ১৯৭৭ সালের এপ্রিল মাসে হিফজুর রহমান ভাই লক্ষ্মীপুরে শিবিরের নতুন কমিটি করতে আসেন। আমরা সবাই দারুল আমান একাডেমীতে মিলিত হই। সেই প্রোগ্রামে আমার মত একজন নগন্য মানুষকে মহাকুমার সভাপতির দায়িত্ব অর্পন করেন এবং সেক্রেটারী হিসাবে আব্দুল হক ভাইকে ঘোষণা করা হয়। আমি এ কঠিন দায়িত্ব কি ভাবে পালন করব, কাদেরকে নিয়ে কাজ করব তা নিয়ে ভাবতে লাগলাম। কিছুটা হতাশা কাজ করলেও দায়িত্বশীলদের যোগাযোগ ও ইসলাম কায়েমের স্বপ্ন নিজের মনে সাহস যোগিয়ে দেয়। তখন আমরা ১৫ জন সাথী ছিলাম। আল্লাহর উপর ভরসা করে সকলে মিলে সাংগঠনিক কাজ শুরু করি। প্রতিটি স্কুল, কলেজ, মাদরাসায় ইসলামের দাওয়াত তুলে ধরতে প্রচেষ্টা চালাই। সর্বপ্রথম লক্ষ্মীপুর আদর্শ সামাদ স্কুল থেকে বেলাল আহমেদ সাথী শপথ নেয়। আমাদের মনে আরো আশার সঞ্চার জেগে উঠে। তৎকালিন সময়ে জাসদ ছাত্রলীগের খুব প্রতাপ ছিল। শিবিরের অগ্রযাত্রাকে তারা সহজে মেনে নিতে পারেনি। যেখানে সেখানে আমাদের নেতা কর্মীদের উপর নির্যাতন চালায়। অপপ্রচার ও পেশী শক্তি দিয়ে আমাদের পথ চলাকে বন্ধ করতে চেয়েছিল। তার পরিবর্তে আমাদের ঘোষণা ছিল "তারা কাঁদা ছোড়ে বাঁধা দিবে ভাবে ওদের অস্ত্র নিন্দাবাদ, মোরা ফুল ছুড়ে মারিব ওদের বলিব এক আল্লাহ জিন্দাবাদ।"

তবুও ছাত্রশিবির ধৈর্য্যধারন করে সমাজ কল্যাণ ও ছাত্র কল্যাণ মূলক কাজ অব্যাহত রাখে। ধীরে ধীরে ছাত্রশিবির একটি শক্তিশালী সংগঠনে রূপ নেয়। সময়ের ব্যবধানে ৩ বৎসরের মধ্যে জাসদ ছাত্রলীগ চিরতরে নিঃশ্বেস হয়ে যায়। ছাত্রশিবির তার গন্তব্যের পথে অনড় ও অটল ভাবে এগিয়ে যায়। আমি যখন বিদায় নেই তখন ৩৩জন সাথী ও ৪ জন সদস্য প্রার্থী ছিল। আজ সংগঠন অনেক বড় হয়েছে। মহান রাব্বুল আলামীন এই শহীদি কাফেলার বিরুদ্ধে সকল অপপ্রচার ষড়যন্ত্র নস্যাৎ করে একটি দুর্বার সংগঠনে পরিণত করুন। আমিন!

লেখকঃ প্রাক্তন জেলা সভাপতি (মহকুমা)

www.pathagar.com

বন্ধুর পথচলা

মু. সাইফ উদ্দিন

ছাত্রশিবিরের ইতিহাস কখনো ফুলশয্যা ছিলনা। প্রতিষ্ঠার শুরু হতে শিবির কর্মীদের উপর চালানো হয়েছে অত্যাচার, নির্যাতন, কারাবরণ ও হত্যাযজ্ঞ। ১৯৮১ সাল লক্ষ্মীপুর তখন সব সময় একটি রনাঙ্গনের পরিবেশ ছিল। প্রতিদিন কোথাও না কোথাও দুএকটি ঘটনা ঘটতো। অনেকগুলো ইতিহাস থেকে একটি ইতিহাস বলছি। কফিল উদ্দিন ডিগ্রী কলেজে আমাদের পূর্ব নির্ধারিত সাধারণ সভা ছিল। আমি ও মহব্বত ভাই (সদর দক্ষিনের সভাপতি) চন্দ্রগঞ্জ কলেজে মেহমান হিসাবে যাই। কলেজে সাধারণ সভা শেষ করে সকলে বাড়ী ফিরে যাওয়ার উদ্দেশ্যে চন্দ্রগঞ্জ পশ্চিম বাজারে একত্রিত হই। সে খান থেকে যে যার গন্তব্যে রওয়ানা হলো। আমরা গাড়ীতে উঠলাম আমাদের সাথে ১০/১৫জন কর্মীও গাড়ীতে ছিল। এমন সময় জাসদ ছাত্রলীগের কিছু উশৃংখল সন্ত্রাসী আমাদের দিকে হাত বোমা ও ইট পাটকেল নিক্ষেপ করতে করতে এগিয়ে আসে। আমি তাৎক্ষনিক গাড়ী থেকে নেমে সবাইকে প্রতিরোধ করতে বলি। আমাদের কর্মীরা সাথে সাথে গাড়ী থেকে নেমে পাশে থাকা কাঠের স্তুপ থেকে কাঠ হাতে নিয়ে তাদেরকে ধাওয়া করে। আল্লাহর মেহেরবানীতে আমাদের প্রতিরোধে তারা পিছু হটতে বাধ্য হয়। এ ঘটনায় আমাদের আবুল কালাম ভাই নামের একজন কর্মী আহত হয়। তাদের ৫/৬জন আহত হয়েছিল। পরিস্থিতি অনুকুলে আসলে সবাইকে বিদায় দিয়ে আমি ও মহব্বত ভাই লক্ষ্মীপুরের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হই। আমরা উত্তর ষ্টেশন বর্তমান আনন্দ বাস ষ্টেশন গাড়ী থেকে নামতে গেলে পূর্ব থেকে ওতপেতে থাকা জাসদ ছাত্রলীগের ক্যাডার হেলাল ও মাহমুদ সহ ৫/৬জন আমার দিকে তেড়ে আসে। আমি তাকে কিছু বুঝে উঠার আগেই একটি বক্সিন মেরে পাশের কুয়াতে ঝাঁপদিয়ে ওপাড়ে চলে যাই। সেখান থেকে তৎকালীন জেলা অফিস চক বাজার মোল্লা ভবন এসে অবস্থান নেই। অত্যাচার নির্যাতন এ আন্দোলনের জন্যে অনেক পুরোনো। হযরত খাব্বাব, বেলাল (রাঃ) এর মতই আমাদেরকেও ত্যাগ কুরবাণীর সর্বোচ্চ নজরানা পেশ করতে হবে। এখন প্রয়োজন ভোগ নয় ত্যাগ কুরবানীর পূর্ণ মানষিকতা নিয়ে আল্লাহর উপর ভরসা করে সম্মুখ পানে এগিয়ে চলা। ইনশাআল্লাহ, বিজয় আমাদের সুনিশ্চিত।

লেখকঃ প্রাক্তন জেলা সভাপতি (মহকুমা)

www.pathagar.com

স্মৃতিগুলো যেন এক স্বর্গীয় পরিবেশ

মোঃ শরীফ হোসাইন

ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ দর্শন, পরিপূর্ণ তথা ভারসাম্যপূর্ণ ও সার্বজনীন জীবন ব্যবস্থা। সার্বিক স্বার্বভৌমত্বের একচ্ছত্র অধিপতি, বিশ্ব ব্রম্মান্ডের নিরঙ্কুশ ক্ষমতার একমাত্র স্বত্তাধিকারী, যার নিরবিচ্ছিন্ন আধিপত্য ভূমন্ডল ও নভমন্ডলের সর্বত্র বিরাজমান সেই মহান সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের নিকট গ্রহনযোগ্য এবং মানব জাতির জন্য কল্যানের একমাত্র প্রমানসিদ্ধ, নির্ভরযোগ্য ও সর্বাধুনিক জীবন ব্যবস্থার নাম ইসলাম। মানব জীবনের সামগ্রিক দিক ও বিভাগের কল্যানের জন্য ইসলামের রয়েছে নিজস্ব মূলনীতি ও বিধান, রয়েছে সঠিক ও সুস্পষ্ট দিক নির্দেশনা। আর এর প্রতিষ্ঠা ও সফল বাস্তবায়নের জন্য রয়েছে সুনির্দিষ্ট অবকাঠামো।

ইসলামকে একটি পরিপূর্ণ জীবনাদর্শ হিসাবে গ্রহণ করার জন্য ইসলাম সম্পর্কে প্রয়োজনীয় জ্ঞান লাভ, মন-মানসিকতা ও চরিত্র এমন ভাবে তৈরী করতে হবে যাতে ইসলামের আদর্শে জীবনের সামগ্রীক কর্মকান্ড পরিচালনার যোগ্যতা ও দক্ষতা অর্জিত হয়। ইসলামের অনুশীলন, অধ্যয়ণ, চর্চা ও গবেষণা করলে মহান আল্লাহ প্রদত্ত জীবন বিধান পরিচালনা ও আল্লাহ প্রদত্ত জীবন বিধান পরিচালনা ও আল্লাহ প্রদত্ত খিলাফতের দায়িত্ব কর্তব্য, যথাযথ ভাবে পালন করার দিক নির্দেশনা ও অনুপ্রেরণা লাভ করা যায়। আশরাফুল মাখলুকাত হিসাবে মহান আল্লাহর প্রতিনিধি হওয়ার গৌরব অর্জন করা যায়।

বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবির সেই মহান লক্ষ্য অর্জনের প্রচেষ্টায় তরুন ছাত্র সমাজের মধ্যে ইসলামের সুমহান শিক্ষার প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি, ইসলামী শিক্ষার সুবিস্তৃত অঙ্গনে প্রবেশের প্রেরণা যোগাতে জ্ঞান রাজ্যের গভীরতম অনুসন্ধানী দৃষ্টিকোন থেকে ইসলামের বিভিন্ন দিক ও বিভাগকে বুঝতে এবং সুক্ষ্মাতি সুক্ষ্মজ্ঞান অর্জন করে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করার ও ভারসাম্যপূর্ণ জীবন গড়ার জন্য নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবিরের একজন কর্মী হিসেবে আমি বিভিন্ন সময়ে সংগঠনের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেছি। সত্যিকার অর্থে সংগঠনের অভ্যন্তরে থেকে এই সংগঠনের সৌন্দর্য, অলংকার, চিরসুন্দর শোভা, স্বর্গীয় পরিবেশ, কর্মীদের চির অম্লান ভাবাবেগ ও অনুভূতি, মননশীলতা সৃজনশীলতা, কর্মকুশলতা, দুরদর্শিতা, ভ্রাতৃত্ববোধ, উদার মানবতাবোধ, ন্যায়নীতির প্রতি শ্রদ্ধাশীল, বিভিন্ন নৈতিক গুনের সমাহারে সমৃদ্ধ এই সংগঠন তা তেমন অনুধাবন করতে পারিনি। ছাত্র জীবন শেষ করে কর্মজীবনে এসে ইসলামী ছাত্রশিবিরের এতসব সমৃদ্ধি দেখে আমি অভিভূত হয়ে যাই। আনন্দে, পূলকে মন-প্রাণ ভরে উঠে, অশ্রুসিক্ত নয়নে মন কেঁদে উঠে আর বিনীত ভাবে মহান করুনাময়ের কাছে আবেদন করতে ইচ্ছে করে, আমি যদি আবার এই শহীদী কাফেলার নিস্পাপ তরুনদের সাথে কাধে কাধ মিলিয়ে তোমার দ্বীনের কাজ করতে পারতাম। সৃষ্টির অমোঘ বিধানে তা তো কখনই সম্ভব নয়।

পরিশেষে, শিবিরের কর্মীদের প্রতি আমার পরামর্শ, তোমরা রাসুল (সাঃ) এর সাহাবীদের মত দিনে মুজাহিদ, রাতে আবেদ, আর আল্লাহর প্রতি সার্বিক নির্ভরশীলতার মাধ্যমে দুর্বার গতিতে এগিয়ে যাও। আল্লাহ তাঁর প্রদত্ত ওয়াদা পূরন করবেন। তোমরা সন্দেহাতীত ভাবে সফলকাম হবে। আল্লাহ আমাদের সবাইকে তাওফীক দান করুন। আমীন॥

লেখকঃ প্রাক্তন জেলা সভাপতি (মহকুমা)

www.pathagar.com

স্মৃতির পাতা থেকে

মোঃ সাইফুল ইসলাম

প্রথমেই বলে রাখা ভালো যে এ ব্যাপারে ছাত্র জীবন থেকেই কোন কিছু বলা বা লেখার ব্যাপারে আমার ঘোর আপত্তি আছে। কেননা এতে করে নিজকে প্রকাশ করা হয় এবং শয়তানের নানা প্রকার বিভ্রান্তির সুযোগ সৃষ্টি হয়। তবুও দায়িত্বশীলের অনুরোধে একান্ত বাধ্য হয়ে নগন্য জীবনের ২/১টি ঘটনা এ ভরসায় তুলে ধরার চেষ্টা করবো যে, এতে করে এ কাফেলার কোন কর্মী ভাই যদি কিছুটাও অনুপ্রানিত হয়। তবে হয়তো বা মহান রাব্বুল আলামিন আমাকে সামান্য কিছু হলেও যাযায়ে খায়ের দান করবেন। যাহা আমার আখেরাতে মুক্তির জন্য খুবই প্রয়োজন।

১৯৮৪ সালের কথা। তৎকালিন কেন্দ্রীয় সভাপতি মুহতারাম সাইফুল আলম খান (মিলন ভাইয়ের সিদ্ধান্তক্রমে আমাকে চট্টগ্রাম থেকে নোয়াখালী হিজরত করতে হয়। প্রথমেই মাইজদিতে এসে ২/৩ মাস অবস্থান করার পর তৎকালিন নোয়াখালী জিলার সভাপতি জনাব হিফজুর রহমান ভাই আমাকে সাথে নিয়ে লক্ষ্মীপুর আসেন এবং মাত্র ২জন সাথী ভাই ও ৩/৪ জন জামায়াত নেতৃবৃন্দের উপস্থিতিতে আমাকে দায়িত্বশীল হিসাবে শপথ বাক্য পাঠ করান। শুরু হয় এক নতুন, কঠিন এবং বিচিত্র জীবন।

দায়িত্ব পাওয়ার পর প্রথমেই আধা দিস্তা সাদা কাগজ ক্রয় করি এবং বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের তালিকা প্রস্তুত করে (জামায়াত নেতৃবৃন্দের সহযোগীতায়) মহান আল্লাহর উপর ভরসা করে কাজে নেমে পড়ি। এখানে বলে রাখা ভালো যে, এই আধা দিস্তা সাদা কাগজই ছিল লক্ষ্মীপুর সংগঠনের সম্পদ। সম্ভবতঃ ১৯৮১ সালের শেষের দিকের একটি ঘটনা মনে পড়লে কেন জানি আজও বেশ আনন্দিত ও শিহরিত হয়। একদিন লক্ষ্মীপুর থেকে আলেকজান্ডার হয়ে রামগতির উদ্দেশ্যে সফরে বাহির হলাম(মুলতঃ সংগঠনকে গুছানোর জন্য) ৩/৪ দিন পর্যন্ত বিভিন্ন মসজিদ - মাদ্রাসায় অবস্থান করে মাত্র ৪/৫ জন ভাইকে সংগঠন মুখী করা সম্ভব হয়েছে।

রামগতি থেকে সফর শেষ করে যখন লক্ষ্মীপুরের উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করলাম তখন পকেটে মাত্র ৩.৬০ টাকা। জনশক্তির মাঝেও এমন অবস্থা তৈরী হয়নি যে কারো কাছ থেকে সহযোগীতা নেব। এছাড়া যানবাহন ও রাস্তার অবস্থা কেমন থাকতে পারে তা মনে হয় না বললেও চলে। অগত্য মহান আল্লাহর উপর ভরসা করে রামগতি থেকে লক্ষ্মীপুরের উদ্দেশ্যে পদযাত্রা শুরু করলাম এবং রাত্রে এক বাড়ীতে মুসাফির থেকে পরের দিন লক্ষ্মীপুর এসে পৌছালাম।

প্রিয় ভাইয়েরা, আপনারা বিশ্বাস করবেন কিনা জানিনা এবং আমার নিজের কাছেও অবিশ্বাস্য হলেও সত্য যে, এ দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়ে আসার ফলে শরীরের কোথাও বিন্দু মাত্র ব্যাথা বা ক্লান্তি অনুভব করিনি।

আর একদিনের ঘটনা। সংগঠনকে গুছানোর জন্য বেশ কয়েকবার রামগঞ্জ সফর করি। ইতি মধ্যে শুভাকাঙ্খীদের সার্বিক সহযোগীতায় এবং আল্লাহর মেহেরবানিতে সংগঠনের জন্য একটি বাইসাইকেল ক্রয় করা সম্ভব হয়। রামগঞ্জে যাবার ফলে ৭/৮ জন ভাই বিভ্রান্তী থেকে ফিরে পুনরায় সংগঠনের সাথে কাজ করার প্রতিশ্রুতি দেন। আমি তাদেরকে নিয়ে একদিন একটি বৈঠকের ব্যবস্থা করি। সেই মোতাবেক আমি রামগঞ্জে গিয়ে মাগরিব আদায় করি এবং প্রোগ্রাম স্থলে যাই। কিন্তু আশ্চার্য্যের বিষয় হলো এই ৭/৮ জনের কাহাকেও স্ব স্ব স্থানে পাওয়া গেল না।

www.pathagar.com

আমি সাইকেলে রাত ১০টা পর্যন্ত এলাকা ঘুরেও কাহাকেও না পেয়ে অগত্যা লক্ষ্মীপুর ফিরে আসার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি। কিন্তু রাত অনেক হয়ে যাওয়ায় সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করে রামগঞ্জে থাকার সিদ্ধান্ত নেই। কিন্তু থাকবো কোথায়? থাকার জায়গা কোথাও নেই। অনেক ঘুরাঘুরির পরও যখন কোন জায়গার ব্যবস্থা হলো না। তখন একটি টং দোকানের মালিককে অনেক কষ্টে রাজি করালাম এবং তার দোকান থেকে ৩/৪ টা পুরি খেয়ে ২টা টেবিল একত্রিত করে সাইকেলটাকে কোমরের সাথে মজবুতভাবে বেঁধে আল্লাহর উপর ভরসা করে শুয়ে পড়লাম এবং সালাতুল ফজরের সাথে সাথেই লক্ষ্মীপুরের উদ্দেশ্যে রওনা দিলাম।

আর একটি ছোট ঘটনা না বললেই নয়। এক রাত্রে বাদ এশা বশিকপুর কবিরাজ বাড়ীর কাচারী ঘরে কর্মী সমাবেশের আয়োজন করা হল। কর্মী সমাবেশের অবস্থা দেখে মনে হলো এতো কর্মী সমাবেশ নয় বরং প্রশ্নোত্তরের আসর বলাই উত্তম। সমাবেশের শুরু থেকে রাত ১১.৩০ পর্যন্ত শুধু প্রশ্ন পাল্টা প্রশ্ন আর উত্তরের পালা চলল। এক পর্যায়ে একজন কর্মী ভাই প্রশ্ন করলেন যে, "সারা দেশে শুধু সদস্য সাথীদেরকে বহিষ্কার করা হয় কিন্তু কর্মীদের বহিষ্কার করা হয় না কেন?" এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার জন্য সমাবেশের মধ্য থেকে একজন কর্মী ভাই দাড়িয়ে অনুমতি চাইলো। তাকে অনুমতি দেওয়ার পর তিনি যে উত্তর দিলেন তাতে গোটা সমাবেশে হাসির রোল পড়ে গেল। তিনি উত্তর দিতে গিয়ে পাল্টা প্রশ্ন করে বসলেন, আচ্ছা বলুনতো যে মেয়ের বিয়ে হয়নি তাকে কেউ তালাক দিতে পারে কিনা? তার এই রসিকতাপূর্ণ প্রশ্নের মাধ্যমেই পূর্বের প্রশ্নের একটা মোক্ষম উত্তর হয়ে গেল বৈকি?

ইসলামী আন্দোলনের লক্ষ্মীপুর জিলার ইতিহাস ঐতিহ্যে সংরক্ষণের একটি মহৎ উদ্দ্যোগ নেয়ার জন্য শহীদী কাফেলার বর্তমান দায়িত্বশীলদের মোবারকবাদ জানাই এবং মহান রাব্বুল আলামিনের শুকরিয়া আদায় করছি।

ইসলাম এবং ইসলামী আন্দোলনকে বুঝার জন্য প্রশিক্ষনের কোন বিকল্প আছে বলে আমার জানা নাই। এ প্রশিক্ষণ নৈতিক, মানষিক, শারীরিক ও আর্থিক সর্বক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। এ প্রশিক্ষনের উত্তম ক্ষেত্র হলো বাস্তব ময়দান। আল্লাহ আমাদের সকলকেই বাস্তব ময়দানের প্রশিক্ষনে উত্তীর্ণ হয়ে তার সন্তোষ অর্জনে তৌফিক দান করুক। (আমিন)

লেখকঃ প্রাক্তন জেলা সভাপতি (মহকুমা) ও কেন্দ্রীয় কার্যকরী পরিষদ সদস্য

www.pathagar.com

স্মৃতির পাতায় আজও কাঁদে

মুহাম্মদ আইয়ুব আলী হায়দার

জীবনের প্রথম ১৯৮৩ সালে একবার লক্ষ্মীপুর গিয়েছিলাম তাও সাংগঠনিক প্রয়োজনে রামগতি সাথী শাখার একটি সাংগঠনিক জটিলতা নিরসনে। কখনো ভাবিনি এরপর আবার যেতে হবে সাংগঠনিক দায়িত্ব পালনে করতে। কিন্তু ভাবিনী বলে কি হবে। সাংগঠনিক সিদ্ধান্তে আমাকে যেতে হবে। ১৯৮৪ সালের ২৯শে অক্টোবর তখন আমি চৌমুহনী শহর সভাপতি হিসাবে দায়িত্ব পালন করছি। তৎকালীন জেলা সভাপতি হিফজুর রহমান ভাই আমাকে সাংগঠনিক সিদ্ধান্ত জানিয়ে বললেন সংগঠনের বৃহত্তর স্বার্থে আমাকে লক্ষ্মীপুর জেলায় দায়িত্ব পালন করতে হবে। ৩০ শে অক্টোবর লক্ষ্মীপুর জেলার কর্মী সমাবেশে আমাকে জেলার দায়িত্বশীল ঘোষণা করা হলো। সেদিন থেকে শুরু হলো লক্ষ্মীপুর সাংগঠনিক জীবনের মিশন। ঐ সময় লক্ষ্মীপুরে নেতৃত্বের শুন্যতা ছিল প্রকট। সে অভাব পুরনে কোরবানী দিতে হলো তৎকালীন শহর সেক্রেটারী এনায়েত উল্যাহ পাটওয়ারী ভাইকে, তিনি ছিলেন এইচএসসি ফল প্রার্থী। বিদায় বিদায় ভাব। পরীক্ষার রেজাল্ট হলো তিনি ২য় বিভাগে উত্তীর্ণ হলেন। তাকে খুব ভালভাবে বুঝিয়ে মানোন্নয়ন পরীক্ষার জন্য রাজি করিয়ে নিলাম। এর সাথে আমি একজন সাংগঠনিক সংঙ্গী পেলাম। এছাড়া মোস্তাক ভাই ছিলেন। তিনি কোন দিকে থাকবেন সিদ্ধান্তহীনতায় ভোগছিলেন। এইভাবে শুরু হলো সংগ্রাম। ধীরে ধীরে একজন একজন করে কর্মী তৈরী করে সাথী বৃদ্ধি করে সংগঠন গুছানোর জন্য কঠোর পরিশ্রম করলাম। আল্লাহ এতে বরকত দান করলেন। এক বৎসর যেতে না যেতে ৮৫ সনে সংগঠন ভাল অবস্থানে পৌছার কারণে কেন্দ্রীয় সংগঠন এই সাজানো বাগানকে আরও দৃঢ় মজবুত করার প্রয়াসে সাংগঠনিক জেলা হিসাবে ঘোষনা করলেন। এরপর এই সুন্দর বাগান থেকে আল্লাহ তার প্রিয় কয়েকটি গোলাপকে নিয়ে নিলেন। তাদের মধ্যে শহীদ মহসিন ছিলেন আমার হাতে গড়া কর্মী থেকে সাথী, শহীদ আহমদ যায়েদ যে আমার একান্ত আদরের ভাগিনা হিসাবে পরিচিত। সাংগঠনিক এই মজবুত অবস্থানের পিছনে যে বিষয়টি কাজ করেছিল তাহলো তৎকালীন দায়িত্বশীলদের নির্লোভ মানষিকতা এবং ত্যাগের অপূর্ব দৃষ্টান্ত স্থাপন।

লেখকঃ প্রাক্তন জেলা সভাপতি

www.pathagar.com

অপ-প্রচার ও হত্যাযজ্ঞ চালিয়ে শিবিরের বিজয় ঠেকাতে পারবেনা

মাওলানা নাছির উদ্দিন মাহমুদ

ছাত্রশিবির এক দূর্জয় কাফেলার নাম। শত ষড়যন্ত্র ও হত্যাযজ্ঞ চালালেও শিবিরের বিজয় ঠেকাতে পারবে না । ছাত্রশিবির শাহাদাতের তামান্না নিয়ে বজ্র কণ্ঠে এগিয়ে চলে তাদের সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যের পথে। কে রুখবে তাদের? রুখাবার শক্তি কাহারো নেই। কারণ যারা আল্লাহর বিধানকে বাস্তবায়নের জন্য লড়াই করে তাদের কোন বাধার প্রাচীর দাবিয়ে রাখতে পারবেনা। ছাত্রশিবির এক শহীদি কাফেলার বিপ্লবী নাম। শতাধিক শহীদ লাখ লাখ ভাইদের আহত, পঙ্গুত্ববরণ যা প্রেরণার অন্যতম উৎস। শুধু তাই নয় রাসূলে করিম (সঃ) এর জীবন, সাহাবায়ে কেরামের বলিষ্ট নেতৃত্ব যুগে যুগে রেঁনেসায় ইতিহাসলব্ধ জ্ঞান, ছাত্রশিবিরকে করেছে যুগপযোগী অপ্রতিরুদ্ধ কাফেলায়। ছাত্রশিবির একটি আনুগত্যশীল সুশৃঙ্খল সংগঠনের নাম। এ সংগঠনের কর্মীদের যখন দৌড়াতে বলা হয় তখন তারা হাটতে জানে না, যখন হাটতে বলা হয় তখন তারা বসতে জানে না। রাসূলের অনুসারী হয়ে মন্‌জিলে মকসুদে এগিয়ে চলে। গুলির মুখে বোমার হামলায় ছাত্রশিবির গেয়ে যায় "ভয় করিনা বুলেট বোমা আমরা সবাই রাসূল সেনা"। নারায়ে তাকবিরের শ্লোগানে প্রকম্পিত হয় বাতিলের হৃদয়।

১৯৯১ সালে আমি তখন জেলা সেক্রেটারি হিসাবে দায়িত্ব পালন করি। লক্ষ্মীপুর কলেজে সংসদ নির্বাচন। আমাদের প্রার্থী মোস্তাক-কিরণ-ফারুক পরিষদ। অন্যদিকে ছাত্রদলের রিয়াজ-মঞ্জু পরিষদ। ছাত্রদলের পরিকল্পনা ছিল ছাত্রশিবিরকে আঘাত করে নির্বাচনী প্রচারণা থেকে বিরত রাখা। তারই ধারাবাহিকতায় লক্ষ্মীপুর সরকারী কলেজে আমাদের র্নিবাচনী মিছিল শুরু হলে তার কাউন্টারে ছাত্রদলও মিছিল বের করে। পূর্ব পরিকল্পিতভাবে তারা আমাদের মিছিলে রামদা, ছেনি, চাইনিজ কুড়াল দিয়ে অতর্কিত হামলা চালায়। আমাদের একজন কর্মীকে আঘাত করলে তৎকালীন জেলা সভাপতি আবুল খায়ের ভাই বাধা দিতে গেলে ওনার মাথায় আঘাত করে ছাত্রদলের সন্ত্রাসীরা। সাথে সাথে ফিনকি দিয়ে রক্ত বেরিয়ে পড়ে। মাজহার রিয়াজরা তাদের গ্রুপ নিয়ে হামলায় অংশগ্রহন করে। আল্লাহর সহযোগীতায় নারায়ে তাকবিরের শ্লোগান দিয়ে আমরাও লড়তে থাকি খালি হাতে। বাতিলের পরিকল্পনা হলো তারা চায় আল্লাহর বাণীকে মুছে দিতে। অথচ আল্লহ তার সিদ্ধান্তে বদ্ধপরিকর। সকল অমানিশার কালো অন্ধকার কেটে আল্লাহর দ্বীনকে বিজয়ী করবেন (আল-কোরআন)। আমরা কলেজের দোতলায় অবস্থান নিয়েছিলাম। নিচে কেচি গেটে ছাত্রদলের সন্ত্রাসীরা তালা মেরে দেয়। তৎকালিন লক্ষ্মীপুর আলীয়ার সভাপতি সেলিম উদ্দিন নিজামী ভাইয়ের নেতৃত্বে একটি গ্রুপ কলেজে ঢুকলে ছাত্রদল সন্ত্রাসীরা তাদের দিকে ধেয়ে যায়। আমরা তখন কলেজের দোতলা থেকে লাফ দিয়ে এগিয়ে আসলে ছাত্রদল সন্ত্রাসীরা দিক বিদিক ছুটাছুটি করে পালিয়ে যায়। আমাদের ভাইয়েরা প্রমান করেছে প্রয়োজনে রক্ত ঝরবে জীবন বিসর্জন করা হবে তবুও লক্ষ্মীপুরের মাটিকে বাতিলের হাতে ছেড়ে দেওয়া হবেনা ।

www.pathagar.com

১৯৯৩ সাল ছাত্র সংসদ নির্বাচনে বিজয়ের দ্বার প্রান্তে গিয়েও বাতিলের চক্রান্তে সম্পূর্ন বিজয় লাভ করা যায়নি । লক্ষীপুর সরকারী কলেজে আবারও সংসদ নির্বাচনে আমাদের প্রার্থী মনির-মহিব-মঞ্জু পরিষদ অপর দিকে ছাত্রদলের মাজহার-মিলন-শাকিল পরিষদ। নির্বাচনের দিন ছাত্র/ছাত্রীগনের প্রচুর ভোট পড়ে আমাদের পেনেলে যা দেখে ছাত্রদলের মাথা খারাপ হয়ে যায়। তারা পুনরায় নির্বাচন বানচালের ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়। ভোট গ্রহন শেষে রেজাল্ট যেন ঘোষণা না করা হয় সে জন্যে প্রশাসনের মাধ্যমে ইঞ্জেনশন জারি করা হয়। শুরু হয় মুখোমুখি সংঘর্ষ। এদিন আমাদের এনাম ভাই ও কামাল ভাইকে ছাত্রদল সন্ত্রাসীরা মাজহার মিলন গংগরা ছেনি দিয়ে কুপিয়ে মারাত্বক আহত করে। ফলে আমাদের নিশ্চিত বিজয় তাদের ভিন্ন ষড়যন্ত্রে বাধাগ্রস্ত হয়। প্রশাসন রেজাল্ট ঘোষনা না দিয়ে ভোট বাকস্ থানায় নিয়ে যায়। পরবতীতে নির্বাচনের রেজাল্ট নিয়ে কলেজে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। এর আগে মারা-মারিতে কালো বাহার ভাইয়ের আঘাতে জিকু সহ তাদের কয়েকজন আহত হওয়ায় তাদের টার্গেট কালো বাহার ভাইকে আঘাত করা। আগ থেকে পিটিআই এর মোড়ে উৎ পেতে থাকা ছাত্রদল কেডার জিকুর নেতৃত্বে ১০/১৫ জনের সন্ত্রাসী দল কালো বাহার ভাইকে হকিষ্টিক, চাইনিজ কুড়াল দিয়ে মারাত্বক জখম করে। ষড়যন্ত্র ও আঘাতের পর আঘাত করেও ছাত্রশিবিরকে তার বিজয় থেকে সরাতে পারে নাই। ভোট গ্রহনের ৬ মাস পরে প্রশাসন আমাদের মঞ্জু ভাইকে এজিএস এবং বাকিগুলো অবৈধভাবে ছাত্রদলের পক্ষে ঘোষনা করে। যা সকল মহলে প্রশাসনের ন্যাক্কারজনক ও ঘৃণিত সিদ্ধান্ত বলে বিবেচিত হয়েছে।

অতীত ইতিহাস থেকে প্রেরনার বাতি নিয়ে আগামী প্রজন্মের কর্মীরা দূর্বেধ্য প্রাচীর ভেদ করে বাতিলেরে সকল ষড়যন্ত্র ও চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার প্রস্তুতি নিতে হবে। তবেই বাতিলের সকল চক্রান্ত ও ষড়যন্ত্র পদদলিত হবে। এগিয়ে যাবে বিজয়ের বেশে দ্বীনের কাফেলা। আধার রাতের অমানিশা কেটে উদিত হবে নব প্রভাতের সূর্য।

লেখকঃ প্রাক্তন জেলা সভাপতি

www.pathagar.com

আমার দায়িত্ব পালন কালিন সময়ের কিছু কথা

মুঃ আমিনুল ইসলাম মুকুল

শিবিরের পক্ষ থেকে স্মরণিকা বের হচ্ছে শুনে আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করছি। ৬ ফেব্রুয়ারি, ১৯৭৭ইং সন প্রতিষ্ঠাকাল থেকে আজ পর্যন্ত শিবির আল্লাহর সাহায্য নিয়ে বাতিলের সকল ঘাত-প্রতিঘাত মোকাবেলা করে এ শহীদি কাফেলা সামনের দিকে দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছে।

আমি সংগঠনে যোগদান করি চাঁদপুর জেলায়। ৯১ সাল পর্যন্ত সেখানে কাজ করি। ৯২ সালে রামগঞ্জ উপজেলায় সভাপতি, ৯৩ সালে জেলা সেক্রেটারী, ৯৪ সালে জেলা সভাপতি হিসাবে দায়িত্ব পালন করি। সময়ের ব্যবধানে লক্ষ্মীপুর জেলার প্রায় সবকটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিবির মেধার ভিত্তিতে এক প্রাধান্য লাভ করে। এবং ছাত্রাঙ্গনে শিবিরকে জানার ব্যাপারে ব্যাপক আগ্রহের সৃষ্টি হয়। ঠিক সেই মুহূর্তে কিছু ষড়যন্ত্রকারী ও সন্ত্রাসী ঐকবদ্ধভাবে শিবিরকে প্রতিহত করার জন্য পরিকল্পনা করে। লক্ষ্মীপুর সরকারী কলেজ নির্বাচনে আমরা আল্লাহর ইচ্ছায় সর্বশক্তি নিয়োগ করি। তৎকালীন সরকারের পেটুয়া বাহিনী ও নির্বাচনের সাথে সংশ্লিষ্ট দায়িত্বে নিয়োজিত ব্যক্তিগন পরিকল্পিত ভাবে আমাদেরকে হারানোর জন্য আদাজল খেয়ে মাঠে নামে। আমাদের মনির-মহির ও মঞ্জু পরিষদের মঞ্জু ভাই এজিএস নির্বাচিত হন। এটাও তারা মেনে নিতে পারেনি। যার প্রমাণ ছাত্র সংসদে নির্বাচিতদের জন্য চেয়ার টেবিল ক্রয় করা হলো কিন্তু শিবিরের এজিএস মঞ্জুর জন্য কেনা হলো না। তিনি বিষয়টি আমাদেরকে জানালে আমরা শিবিরের পক্ষ থেকে কলেজ প্রশাসনের সাথে যোগাযোগ করেও সুন্দর সমাধান না পাওয়াতে সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীদের মাঝে বিষয়টি খুবই ক্ষোভের সৃষ্টি হয়। কারণ তাদের ভোটে নির্বাচিত এজিএস হওয়ার কারণে পরবর্তীতে কলেজে সাধারণ ছাত্ররা মিছিল করে দাবী আদায়ের জন্য। তৎকালীন সরকারী ছাত্র সংগঠন আমাদের উপর আক্রমণ করলে ছাত্র সংসদ ভাংচুর হয়। এতে করে এক রণক্ষেত্র তৈরী হয়। ক্যাম্পাসে পুলিশ লাইন ও থানার পুলিশ অবস্থান নেয়। আমাদের জহির ভাইসহ নুরুল আলম, মনির, মহিব, মঞ্জু, রতন, ফারুক, মনির চৌধুরীসহ প্রায় দু' আড়াইশ নেতাকর্মী সেদিনের রণাঙ্গনে সক্রিয় ভূমিকা রেখেছেন। বার বার আক্রমণ মোকাবেলা করে আল্লাহর ইচ্ছায় আমরা যখন একাডেমীতে, তখন সংবাদ আসলো রেইড হবে। কেন রেইড হবে আমাদেরতো কোন অপরাধ নাই। প্রশাসন বললো উপরের নির্দেশ। যাই হোক ব্যর্থ রেড হলো। আমাদের অবস্থান আরো পরিচ্ছন্ন হলো। সেদিন তাদের টার্গেট ছিল আমাদের ভাইদের আহত, নিহত ও গ্রেফতার করে তাদের ভবিষ্যত নোংরা রাজনীতির পথ উন্মুক্ত করা।

আল্লাহর ইচ্ছায় আমাদের ভাইদের যোগ্য নেতৃত্বের কারনে সেদিন অনেক ভাই গ্রেফতারের হাত থেকে বেচে গেলেন। পরবর্তীতে মান্দারীতে নুরুল হুদা, সামাদ একাডেমির সামনে বাহারসহ বিভিন্ন স্থানে আমাদের ভাইদের উপর আক্রমণ হয়। কিন্তু তাদের সকল পরিকল্পনাই ব্যর্থ হয়। তাই ইসলামী ছাত্রশিবির লক্ষ্মীপুর জেলার একক ছাত্র সংগঠনে পরিণত হয়। আগামী দিনে আরো দৃঢ় কদমে এগুবার জন্য আল্লাহর সাহায্য কামনা করছি। যাদের দাওয়াতে এ কাফেলায় সামিল হতে পেরেছি তাদের জন্য দোয়া কামনা করে শেষ করছি। আমীন।

লেখকঃ প্রাক্তন জেলা সভাপতি

www.pathagar.com

এক যায়েদের রক্ত থেকে লাখো যায়েদের জন্ম

মোঃ ওমর ফারুক

আমাদের আন্দোলন হচ্ছে আল্লাহ ও রাসুল (সাঃ) এর পথে ইসলামী সমাজ বিনির্মানের আন্দোলন। বিজয়ের হাতছানি কিংবা পরাজয়ের গ্লানি কিছুই আমাদেরকে এ দায়িত্ব থেকে বিরত রাখতে পারেনা। আল্লাহর সন্তুষ্টিই আমাদের সকল কাজের কেন্দ্র বিন্দু। সাহাবায়ে কেরামের পথ ধরে এ আন্দোলনে শাহাদাত বরণ, আহত, পঙ্গুত্ব, জেল যুলুম, নির্যাতন আগামী প্রজন্মের জন্য বিশাল প্রেরণা ও দিক নির্দেশনা। লক্ষীপুরের সাংগঠনিক জীবনের স্মৃতি গুলো হৃদয়ের অন্তস্থলে নকশি কাঁথার মত গেঁথে আছে। শহীদ আহমদ যায়েদ, কামাল হোসাইন, এ.এফ. এম. মহসিন ভাইয়ের শাহাদাতের ঘটনা, অসংখ্য ভাইয়ের নির্যাতনের চিত্র দীর্ঘদিন উপবাস থেকে সাংগঠনিক দায়িত্বপালন করে ত্যাগ কুরবানীর নজরানা পেশ আজও হৃদয়ের মনি কোঠায় দোলাদিয়ে যাচ্ছে। স্মৃতিগুলো মনে হলে অন্তর চক্ষু দিয়ে বেদনার অশ্রু ঝরে। বেলাল, খাব্বাব (রাঃ) এর মত প্রচন্ড সাহসীকতার সঞ্চার হয়। জীবন বিলিয়ে দিয়েও প্রমাণ করেছে শহীদের রেখে যাওয়া জমিন বাতিলের হাতে এক বিন্দুও ছেড়ে দেওয়া যাবেনা।

এমনি একটি স্মরণীয় ঘটনার কথা বলছি-

৪ঠা ফেব্রুয়ারী ১৯৯৯ সাল। আমরা বিকেল বেলায় দারুল আমান একাডেমীতে অবস্থান করছি। সালাতুল মাগরিবের আযান হলে অজু করে নামায পড়তে মসজিদে ঢুকলাম। যথারীতি নামায শুরু হয়ে এক রাকায়াত শেষ হলে অকস্মাৎ নামায রত অবস্থায় গুলি বর্ষনের শব্দে মুর্হুমুহু পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়।

পূর্ব পরিকল্পিত ভাবে আমাদেরকে নামায রত অবস্থায় তৎকালীন লক্ষীপুরের সন্ত্রাসী চক্রের গড ফাদার আবু তাহেরের ছেলে বিপ্লবের নেতৃত্বে লাবু, বাবর, জিকু, মেহেদী, মারজু সহ ৪০/৫০ জনের একটি ছাত্রলীগ দুদর্ষ বাহিনী অস্ত্র-সস্ত্রে সর্জিত হয়ে একাডেমির মোড় থেকে গুলি করতে করতে আমাদের অফিস ও মাষ্টার সফিকুল্লাহ সাহেবের বাসায় হামলা চালায়। পাশুন্ডদের হামলায় আল্লহর ঘর মসজিদটিও রেহাই পায়নি। মাষ্টার সফিকুল্লাহ সাহেবের বাসা ও আমাদের অফিসে ঢুকে আসবাব পত্র লুটপাট ও কুরআন হাদীস সহ প্রয়োজনীয় কাগজপত্র জ্বালিয়ে দেয়। সংগঠনের ৩টি হুন্ডা, ৬টি সাইকেল নিয়ে যায়। ততক্ষনে জামায়াতে নামায শেষ করে আমরা বের হতে চাইলে সন্ত্রাসীরা আবারো গুলি বর্ষণ করতে থাকে এবং আমাদেরকে মসজিদের মধ্যে জিম্মি করে ভাংচুর অব্যাহত রাখে। সন্ত্রাসীদের গুলির মুখে আমরা সিদ্ধান্ত নিলাম দূর্বার প্রতিরোধ গড়ে তুলার। নারায়ে তাকবীরের শ্লোগান দিয়ে মসজিদ থেকে বের হলে নর পিচাশ কাপুরুষের দল ছাত্রলীগের সন্ত্রাসীরা দৌড়ে পালাতে থাকে। আমাদের ১৫/২০ জন কর্মী তাদের অস্ত্রের মুখে শাহাদাতের তামান্না নিয়ে সম্মুখে এগিয়ে গেলে কুখ্যাত সন্ত্রাসী তাহেরের গুন্ডা বাহিনী পালিয়ে যায়। সে দিন চাক্ষুস দেখেছিলাম নারায়ে তাকবীরের শ্লোগানে অস্ত্র-সস্ত্র সজ্জিত বাতিল বাহিনীর অন্তরে কিরূপ আতংক সৃষ্টি হয়।

www.pathagar.com

বুখারী শরীফে আছে - চার হাজার লোকের চিৎকারে যে শব্দের সৃষ্টি হয় এক বার নারায়ে তাকবীরের শ্লোগান দিলে বাতিলের হৃদয়ে তার চেয়ে বেশী ভয়ানক শব্দের কম্পন সৃষ্টি হয়। এ ঘটনায় আমাদের কয়েক জন শাহাদাত বরণ সহ বড় ধরনের ক্ষয় ক্ষতি হতে পারতো। কিন্তু আল্লাহ রাব্বুল আলামীন সেদিন আমাদেরকে বড় ধরনের দুর্ঘটনা থেকে হেফাজত করেন। তার কিছু দিন পরেই তাহেরের সন্ত্রাসীরা আমাদের শহর সভাপতি মিজানুর রহমান ভাই ও শামছুল ইসলাম ভাইকে মেঘনা রোডে ধরে নিয়ে গিয়ে জানে মেরে ফেলার উদ্দেশ্যে নির্মম ভাবে নির্যাতন চালায়। শামছুল ইসলাম ভাইকে গাছের সাথে বেঁধে হাত পায়ে পেরাগ মেরে অমানুষিক অত্যাচার করে মৃত্যু নিশ্চিত ভেবে রেখে যায়। কিন্তু আল্লাহ যাকে বেঁচে রাখবেন শত নির্যাতন করেও তাকে কেউ মেরে ফেলতে পারেনা। সাইয়্যেদ আবুল আলা মওদুদী (রহঃ) কে ফাঁসির কাষ্ঠে ঝুলানোর সিদ্ধান্ত নিয়ে যখন প্রাণ ভিক্ষা চাইতে বলা হলো তখন তিনি বলেছিলেন মৃত্যুর ফায়সালা জমিনে নয় বরং আসমানে হয়। সেই দিন আমাদের প্রিয় ভাই শামছুল ইসলামকে আল্লাহ মৃত্যুর দার প্রান্ত হতে জীবন দান করেছেন।

শহীদি ময়দান লক্ষ্মীপুরের অশান্ত পরিবেশকে শান্ত করতে একে একে জীবন উৎসর্গ করেছেন শহীদ আহমদ যায়েদ, কামাল হোসেন, এ এফ এম মহসিন ভাই। এ সকল ভাইদের রক্তের বিনিময়ে একটি উর্বর প্রসস্থ জমি আল্লাহ তায়ালা দান করেছেন। এক যায়েদের রক্তের প্রতি ধ্বনি থেকে লক্ষ লক্ষ যায়েদের জন্ম হয়েছে। আমরাও তাদের পথ ধরে এগিয়ে যাব মঞ্জিলে মকসুদে। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমাদের সকলকে শহীদের সাথী হয়ে কাল কেয়ামতের ময়দানে শামীল হওয়ার তৌফিক দান করুন। আমীন!

লেখকঃ প্রাক্তন জেলা সভাপতি

www.pathagar.com

যে স্মৃতি বারবার দোলা দেয়

মুঃ ফারুক হোসাইন নূর নবী

১৫ আগস্ট' ১৯৯৯ সাল। ইসলামী ছাত্রশিবির রামগতি সাংগঠনিক থানা শাখার ইসলামী শিক্ষা দিবস উপলক্ষে এক আলোচনা সভার আয়োজন করে। তখন মুহতারাম জেলা সভাপতি আমাকে সেই আলোচনা সভায় মেহমান হিসেবে যাওয়ার জন্য নির্দেশ দেয়। মুহতারাম সভাপতির আদেশে আগামী ১৪ আগস্ট বিকাল ৫টায় রামগতির উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলাম। রাত ৮টায় আলেকজান্ডার সাথী শাখা, সাথী বৈঠকে যোগদান করি। বৈঠক শেষ করে ঐখানে রাত্রি যাপন করি। পরদিন বিকাল বেলায় যথারীতি রামগতি উপজেলার প্রোগ্রাম শেষ করে রাতে আবার আলেকজান্ডার শাখার সভাপতি মাওঃ সালেহ উদ্দিন সাহেবের বাড়িতে রাত্রি যাপন করি। ফজর নামায শেষ করে লক্ষ্মীপুর শহরের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হই। সকাল আনুমানিক ৭টা/৭.৩০টায় শহরে তৎকালীন শিবির জেলা অফিস দারুল আমান একাডেমীতে এসে দেখতে পেলাম লক্ষ্মীপুরে গডফাদার তাহের বাহিনী ওরফে মজিববাদী তাহের এর লেলিয়ে দেওয়া গুন্ডাবাহিনী আমার প্রিয় ভাই শহর শাখার সেক্রেটারী শামসুল ইসলাম এবং শহর সভাপতি মিজানুর রহমান মোল্লা ভাইকে কলেজ হোস্টেল থেকে ধরে নিয়ে মজিব তাহেরের পুরাতন বাড়ির সামনে মারাত্মক ভাবে আহত করে। অবস্থা আশংকাজনক দেখে এবং হাসপাতালে আবার হামলার ভয়ে শামসু ভাইকে ভর্তি করা হয় নোয়াখালী সদর হাসপাতালে। এরপর সেখান থেকে ঢাকা নেয়া হয়। দুই বছর চিকিৎসার মাধ্যমে আল্লাহ তায়ালা আমার প্রিয় ভাইকে দীর্ঘ হায়াত দান করেন। মিজান মোল্লা, আবুল কাশেম বাহার, বেনজিরকে মারাত্মকভাবে আহত করা হয়।

এই ঘৃণ্য ঘটনার প্রতিবাদে আমরা ১৭ই আগস্ট' ৯৯ লক্ষ্মীপুর শহরে শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদ মিছিল শেষ করি এবং আমাদের ভাইয়েরা মিছিল শেষ করে যখন নিজ নিজ বাড়িঘরে ফিরছে, আমরা দায়িত্বশীল কয়েকজন দারুল আমান একাডেমীতে যখন অবস্থান করলাম, তখনি কয়েক মিনিটের ব্যবধানে প্রকাশ্য অস্ত্র উচিয়ে তাহের বাহিনী আমার নিরীহ ভাই শিবির নেতাকর্মী ও এতিম খানার এতিম সন্তানদের উপর প্রকাশ্য হামলা শুরু করে। শিবিরের নেতাকর্মীরা প্রতিরোধ করলে তারা পিছু হটতে হটতে মিন্টু চেয়ারম্যানের বাসার সামনে হতে জাহাঙ্গীর চেয়ারম্যান এর বাসা পর্যন্ত কাপুরুষের মত পালাতে থাকে। পরে তৎকালীন ওসি সিরাজ এর সহযোগিতায় অস্ত্র ও ভাড়া করা গুন্ডাবাহিনী দিয়ে আবার নিরীহ শিবির নেতাকর্মীদের উপর প্রকাশ্য গুলি চালায়। তাদের গুলিতে শিবির নেতা নূর নবী, সবুজ, নাছিরসহ অনেক নেতাকর্মী মারাত্মক আহত হয়। ১০ম শ্রেণীর মেধাবী ছাত্র আহমাদ যায়েদ লক্ষ্মীপুর আদর্শ সামাদ সরকারী উচ্চ বিদ্যালয়ের ছাত্র স্কুলে যাওয়ার পথে জালিমদের এই অত্যাচার দেখে অনুভুতি জাগ্রত হয় যে জীবন দিয়েও তাদের প্রতিরোধ করবে। যালিমরা তাকে পেয়ে প্রথমে তার পুরো শরীর বন্দুকের নল দিয়ে পিটিয়ে চূর্ণ বিচুর্ণ করে। মৃত্যু নিশ্চিত জেনে ফেলে চলে যায়। এরপরও তার ডান হাতে প্রকাশ্য গুলি করে সন্ত্রাসী বাবর। তারপর এলাকার লোকজন আহমদ যায়েদকে লক্ষ্মীপুর সদর হাসপাতালে ভর্তি করে। ডাক্তার তার অবস্থা আশংকাজনক দেখে নোয়াখালী সদর হাসপাতালে স্থানান্তর করে। হাসপাতালে ভর্তির কয়েক মিনিট পর আহমদ যায়েদ আল্লাহর ডাকে সাড়া দিয়ে শাহাদাতের অমৃত সুধা পান করেন। ইন্নানিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজিউন।

www.pathagar.com

স্মরণীয় ঘটনা

আহমদ যায়েদ এর শাহাদাতের খবর শুনে লক্ষ্মীপুরের আকাশ বাতাস যখন শোকের মাতম করছে তখনও হায়েনার দল তাহের বাহিনী তাদের অপকর্ম থেকে বিন্দুমাত্র থেমে থাকেনি। তখনও তারা প্রকাশ্য অস্ত্র নিয়ে লক্ষ্মীপুরে প্রশাসনের নাকের ডগায় ঘুরছে। পুলিশ তাহেরের ভয়ে কাউকে গ্রেফতার করতে সাহস করেনি। রাতে জেলার সকল অস্ত্রধারী সন্ত্রাসীরা তার বাসায় একত্রিত হয়। শহীদ এর জানাযা লক্ষ্মীপুর এর তৎকালীন জেলা প্রশাসক এর অনুমতি নিয়ে চক বাজার নির্ধারণ করা হয়। কিন্তু অতিব দুঃখের সাথে আমরা লক্ষ্য করেছি যে, সেই ডিসি তাহেরের কথায় চক বাজার জানাযার স্থলে ১৪৪ ধারা জারি করে। আহমদ যায়েদ এর জানাযায় লক্ষ্মীপুর জেলার প্রত্যেক এলাকা থেকে যখন তৌহিদী ছাত্রজনতা আসতে শুরু করল তখন পুলিশ এবং তাহেরের গুন্ডা বাহিনীর প্রকাশ্য তৌহিদী জনতার উপর আক্রমণ করে। মিছিলে আসা এক নানাজীকে তাহের পুত্র বিপ্লব ডেকে নিয়ে কোলাকুলি করে তার দুই হাতের বুড়ো আঙ্গুল কেটে দেয়। এছাড়া প্রায় ৮০০ ছাত্র জনতার উপর গুলি চালায়। এতে ৩০০ নেতা-কর্মী আহত হয়। নামাজের ইমামতি করেন শহীদ আহমদ যায়েদ এর মামা মাওঃ তারেক মনোয়ার। যায়েদ এর রক্তের দাগ শুকাতে না শুকাতে তারা আমাদের আবাসস্থল দারুল আমান একাডেমীতে হামলা চালায়। আগুন দিয়ে সব জ্বালিয়ে, পুড়িয়ে দেয় এবং সেখান থেকে মাটি কেটে নিয়ে যায়। শিবির উৎখাতের নামে এলাকার নিরীহ জনতার উপর হামলা চালায়। লক্ষ্মীপুরে রাজত্ব কায়েম করে লক্ষ্মীপুরের নিরীহ মানুষের আর্তচিৎকারে আকাশ বাতাস ভারী হয়। অবশেষে ১ অক্টোবর, ২০০১ জাতীয় নির্বাচনের পর তারা লক্ষ্মীপুর ছেড়ে পালিয়ে যায়। উপরোক্ত ঘটনায় প্রমাণ করে শহীদ এর রক্ত বৃথা যায়না। আল্লাহর ঘোষণা (তোমরা তাদেরকে মৃত বল না যারা আল্লাহর রাস্তায় শহীদ হয় বরং তারা জীবিত) সুরা বাকারা।

আরও প্রমাণ হল-বাস্তব সত্য কথা তারা ঈমানদারদেরকে গর্তের মধ্যে ফেলে দিতে চায়, মূলতঃ তারাই গর্তের মধ্যে নিমজ্জিত হয়েছে।

মোট কথা হল তারা আল্লাহর দ্বীনকে নিপাত করতে চায় অথচ আল্লাহ তার দ্বীনকে বিজয় করবেনই। এতে কাফেরদের যতই অসহনীয় হউক, জালিমদের শতকোটি বাধা অতিক্রম করে আমাদেরকে দাবী পূরনের জন্য আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য কারো চক্ষু ভয় না করে আল্লাহর ভয়ে মাথা নত হয়ে শহীদ এর রেখে যাওয়া দায়িত্বের হক আদায় করা। মহান আল্লাহ আমাদের সকল নেক আমল কবুল করুন। আমিন।

লেখকঃ প্রাক্তন জেলা সভাপতি ও সেক্রেটারী
বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী, লক্ষ্মীপুর শহর

www.pathagar.com

একাডেমি ট্র্যাজেডি

অধ্যাপক জি.এম জাকারিয়া খাঁন

শহীদ যায়েদ এর সাথে একত্রে মিছিলে গিয়েছিলাম ১৯৯৯ইং সনের ১৭ আগষ্ট। মিছিল শেষে দারুল আমান একাডেমী মসজিদে সকলে সমাবেশে একত্রিত হয়েছিলাম। পরিস্থিতি ভালো নয়, তাই কর্মীদেরকে দিক নির্দেশনা দেয়া হচ্ছে। আমি ছিলাম তখন লক্ষীপুরের তৎকালীন শ্রেষ্ঠ বিদ্যাপীঠ লক্ষীপুর সরকারী কলেজের সভাপতি। তাই আমার উপর দায়িত্ব পড়ে কলেজ শাখার বাছাইকৃত ৪১জন কর্মীকে পরিচালনা করার। আমরা যথানিয়মে আমাদের নির্দিষ্ট স্থানে চলে যাই। কিছুক্ষণ পরে শুনতে পেলাম আমাদের একেবারেই নিকটে লক্ষীপুর সরকারী কলেজে সন্ত্রাসীরা আমাদেরকে আক্রমণের উদ্দেশ্যে জড়ো হচ্ছে এবং আমাদেরকে তৈরী হতে বলা হলো। আমরা তৈরী হতে না হতেই তারা আমাদের আক্রমণের জন্য আমাদের দিকে ভারী অস্ত্র নিয়ে গুলি করতে করতে এগিয়ে আসছে। আমরা সকলে নারায়ে তাকবির দিয়ে এগিয়ে গেলাম, তাদের গুলির আঘাতে আমাদের কয়েকজন আহত হলো কিন্তু আমরা থেমে থাকিনি। সকলে এক দৌড়ে তাদেরকে ধরতে গেলাম, তারা ভয়ে পিছু হটতে থাকলো। তারা দৌড়ে একেবারে কলেজ ক্যাম্পাসে গিয়ে উঠলো। আমরা দেড়ঘন্টা রাস্তায় বেরিকেড দিয়ে দাড়িয়ে থাকলাম, জেলা সেক্রেটারী নুরনবী ভাই আমাদের সাথে আছেন। তিনি বলছেন আমরা এখানে থাকবো তাদেরকে এদিকে আসতে দিবনা। কিন্তু আমাদের কর্মীরা ক্লান্ত হয়ে খুবই দূর্বল হয়ে পড়লো। একপর্যায়ে নূরনবী ভাইকে বললাম চলুন আমরা একাডেমীতে ফিরে যাই। আবার পুলিশও আমাদেরকে ফিরে যেতে বলছে তবুও নূরনবী ভাই বলছেন যাওয়া যাবেনা। সবাইকে এখানেই থাকতে হবে। ফলে আমরা কয়েকজন দাঁড়িয়ে আছি। শহীদ যায়েদকেও আমার পার্শ্বে দাড়ানো অবস্থায় দেখতে পেলাম। তাকে চলে যেতে বললাম সে মানলোনা। ইত্যবসরে সন্ত্রাসীরা আবার চতুর্দিক থেকে লোকবল ও গোলাবারুদ সংগ্রহ করে পুলিশকে ওভারটেক করে আকস্মিক আমাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে খালি হাতে থাকা আমাদের সাথে দাঁড়ানো ১৫/২০জন কর্মী ছিলেন। আমার হাতে একটি লোহার রড, শহীদ যায়েদের হাতে একটি ছুরি দেখতে পেলাম। কিছু না বুঝতেই দেখি সবাই দৌড়াচ্ছে। আমি আর যায়েদ একত্রে দাঁড়িয়েছিলাম। তারা আমাদেরকে একেরপর এক গুলি করছে। লাভু টিপু আমাকে ধরে ফেলে এবং তাদের ৫জন সন্ত্রাসী ক্যাডারের হাতে আমাকে ধরিয়ে দিয়ে বলে একে কলেজ হোস্টেলে নিয়ে বেঁধে রাখ আমরা আসছি। এই কথা বলে তারা ক্রমাগত গুলি করে একাডেমীর দিকে যাচ্ছে। অপরদিকে এরা আমাকে মারতে মারতে কলেজ হোস্টেলের দিকে নিয়ে যাচ্ছে। আমি মনে মনে কালেমা, দোয়া দরুদ পড়ে মৃত্যুর জন্য তৈরী হয়ে যাই। এখন তাদের মারপিট আমার গায়ে যেন লাগছেনা। কারণ তারচেয়ে মহাবিপদ মৃত্যু আমার সন্নিকটে এসে পড়েছে। আর হয়তো রক্ষা নেই। তবু ভাবছি বাবর, বিপ্লব, টিপু, লাভু, ভুলুসহ সন্ত্রাসীদের আসার অপেক্ষা। আমাকে কলেজ হোস্টেলে নেওয়া হলো। আমাকে হাত দিয়ে এবং লাঠি দিয়ে ইচ্ছেমত মারা হচ্ছে। ব্যথায় কান্নায় চোখের পানিতে আমি ভিজে যাচ্ছি এমন সময় তাদের একজন হঠাৎ আমাকে বলছে তুমি কে, কোথায় তোমার বাড়ি? তুমি কোথাকার ক্যাডার? এ প্রশ্ন করা থেকে আমি ভাবলাম তারা আমাকে হয়তো ভালভাবে চিনতে পারেনি। তাই আমি একটু কৌশলের আশ্রয় নিলাম। আমি তাদেরকে বললাম, ভাইজান আমি নির্দোষ, আমি মারামারি করতে আসিনি। আমি এসেছিলাম বাজার করতে। আমার মা অসুস্থ। এই দেখেন আমার পকেটে প্রেসক্রিপশন। আমি কিছুই জানিনা। তাই এই পথ দিয়ে যেতেই হঠাৎ করে এই মারামারির মাঝখানে পড়ে গেলাম।

www.pathagar.com

(অবশ্য আমার তখন দায়িত্বই ছিল মারামারিতে আহতদের চিকিৎসা করানো, তাদের ঔষধ খাওয়ানো এবং মামলা দেখাশুনা করা। ফলে প্রয়োজনীয় ঔষধের জন্য ডাক্তার ফয়েজ সাহেবের একটি স্লিপ ও এক হাজার (১,০০০.০০) টাকা আমাকে দেয়া হয়েছিল। আমি বাজারে কাউকে পাঠানোর প্রস্তুতি নিচ্ছি ঠিক এই মুহূর্তে মারামারি শুরু হয়ে যায়। ফলে আমি আমাদের কলেজ কর্মীদের নিয়ে সন্ত্রাসীদের মোকাবেলায় সামনের দিকে এগিয়ে যাই এবং টাকাগুলোও আমার পকেটে থেকে যায়।) তখন তাদের একজন বললো, 'তোর পকেটে ঔষধ কেনার টাকা কই'? আমি তখন আমার পকেটে থাকা ১১০০/- (এগারশত) টাকা তাদেরকে বের করে দেখালাম। টাকাগুলো তাদের একজন আমার হাত থেকে কেড়ে নিয়ে গেল। তারা টাকা ভাগাভাগি নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়লে আমি হোস্টেলের রুম থেকে বের হয়ে খুব জোরে দৌড় দেই। উত্তর দিকে বাগবাগিচা অতিক্রম করে রামগতি রোডে গিয়ে উঠি এবং একটি দোকানের ভেতর ঢুকে বসে পড়ি। দোকানের মধ্যে সকলেই আলোচনা করছে, শিবিরের প্রায় ৫০/৬০জন নেতাকর্মীকে মেরে ফেলেছে। "সর্বশেষ শিবিরের মত শক্তিশালী সংগঠনকেও তারা শেষ করে দিয়েছে। এখন আর তাদের সামনে দাড়ানোর মতো কেউ নেই। তারা এখন যা ইচ্ছা তাই করবে। সন্ত্রাসের একক রাজত্ব কায়েম করবে। তারা আর কাউকে ছাড়বেনা। চাঁদাবাজি, খুন, রাহাজানি খুব বেড়ে যাবে। একজন রিক্সাওয়ালা, কুলি, মজুর সবাইকে চাঁদা দিতে হবে। অন্যায় ও অপরাধের স্বর্গরাজ্যে পরিণত হবে এই লক্ষ্মীপুর। আল্লাহ ছাড়া এই পৃথিবীর কেউ আর এদের মোকাবিলা করতে পারবেনা।' তাদের এ সকল মন্তব্য শুনছি এবং মনে মনে ভাবছি ও কাঁদছি, তারা কি দারুল আমান একাডেমীতে ঢুকে সবাইকে মেরে ফেলল নাকি। কারণ আমি তাদের হাতে যে অস্ত্র দেখছি এবং যেভাবে জেলার সকল সন্ত্রাসীদের একত্রিত করেছে এবং তারা যেভাবে আমাদের নিরীহ নিরস্ত্র কর্মীদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে তাতে আমারও কেন যেন মনে হয়েছে আমি ছাড়া হয়তো আর সবাই মারা গিয়েছে। তাই আর বাড়িতে না গিয়ে আবার সাহস করে অনেক কষ্টে হামাগুড়ি দিয়ে একটি রিক্সায় উঠে জেলা অফিসের দিকেই গেলাম। সেখানে গিয়ে করুন দৃশ্য আহতদের আত্মীয় স্বজন এসেছেন। যায়েদ, নুরনবী, নাছিরসহ কয়েকজনকে নোয়াখালী ও ঢাকা হাসপাতালে নেওয়া হয়েছে-তাদের অবস্থা খুবই গুরুতর। আবার ২০/২৫জন আহত হামাগুড়ি দিচ্ছে দারুল আমান একাডেমীতে। তাদের চিকিৎসা হচ্ছে এখানে। তাদের চিৎকারে এবং আমাদেরকে দেখতে আসা আত্মীয়স্বজন, কর্মী, শুভাকাঙ্খীদের কান্নার আওয়াজে কারবালা প্রান্তরের কথা মনে পড়ে যায়। একি অবাক করা দৃশ্য মানুষ মানুষকে এভাবে হিংস্র জানোয়ারের মত শেষ করে দিতে পারে শুনলেও গা শিউরে উঠে, আর আমি কিনা নিজ চোখে দেখছি। আমি আর ঠিক থাকতে পারলাম না। আমি অজ্ঞান হয়ে গেলাম। আমাকে কয়েকজন ধরে একটি রুমে ঢুকিয়ে চিকিৎসা শুরু করলো। কিছুক্ষণ পর সংবাদ এলো যায়েদ নেই। আবার কান্নার রোল আকাশ বাতাস প্রকম্পিত। সারাদিন কিছু খাওয়া হয়নি ভুলেই গিয়েছি। আমাকে সন্ত্রাসীরা মেরেছে। ধরে নিয়ে মারাত্মকভাবে আহত করেছে ভুলেই গিয়েছি। সারারাত ঘুম হয়নি। পরদিন যায়েদের কফিন এসেছে। চকবাজারে জানাজা হতে পারেনি। আবার সন্ত্রাসীদের হামলা। শতাধিক আহত, সন্ত্রাসীদের আরো লাশ চাই। এই এক লাশ তাদের উদ্দেশ্য ছিল না। তারা হাজার লাশের কাঙ্গাল। পুলিশ প্রশাসন তাদেরকে সহযোগিতা করছে। তাদের আর সমস্যা কি? তারা নির্ভয়ে জানাযার উদ্দেশ্যে আসার হাজার হাজার জনতাকে উদ্দেশ্য করে গুলির পর গুলি করেছে। কিন্তু শুধু যায়েদের শাহাদাৎই আল্লাহ কবুল করেছেন। তাদের দুর্ভাগ্য, 'তাদের সকল প্রস্তুতি ব্যর্থ, ব্যর্থ তাদের লক্ষ গুলির কার্টিজ। আল্লাহ তায়ালা যায়েদ, কামাল ও মহসিনের রক্তে বাতিলের সমস্ত শক্তি অল্প সময়ের ব্যবধানে নস্যাত করে ইসলামী আন্দোলনের পথকে সুগম করে দিয়েছেন।

লেখকঃ প্রাক্তন জেলা সভাপতি

www.pathagar.com

স্মৃতিগুলো প্রেরনার

মুঃ মহসিন কবির মুরাদ

আমি যেভাবে সংগঠনে এসেছি

১৯৯১সাল। জামায়াতে ইসলামীর নির্বাচনে লক্ষ্মীপুর-১ (রামগঞ্জ) আসনে প্রার্থী ছিলেন আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন মুফাসসিরে কোরআন আলহাজ্ব মাওলানা লুৎফর রহমান সাহেব। আমাদের এলাকার মানুষের পূর্ব থেকেই ধর্মীয় অনুভূতির কারণে হুজুরের অর্থাৎ দাঁড়িপাল্লার নির্বাচন করাকে ঈমানের দাবী এবং না করাকে গুনাহের কাজ মনে করা হত। যাহা আমাকেও দারুনভাবে নাড়া দেয়। যদিও আমি তখন মাত্র ৫ম শ্রেণীর ছাত্র। রামগঞ্জে একটি নির্বাচনী মিছিলে অংশগ্রহণ করতে গিয়ে বাতিলের পক্ষ থেকে হামলা হওয়ার আশংকা থাকায় বহু কান্নাকাটি করার পরও দায়িত্বশীল ভাইয়েরা আমাকে মিছিলে অংশগ্রহণ করতে না দিয়ে আমাকে অফিসে বসিয়ে রাখে। কারণ আমি ছোট ছিলাম। আগে এলাকার সকল প্রোগ্রামে অংশগ্রহণ করলেও এরপর থেকে রাগ করে আর কোন প্রোগ্রামে যেতামনা এবং দায়িত্বশীল ভাইদের দেখলে পালিয়ে যেতাম এবং নিজেকে এর সাথে সম্পৃক্ত নয় বলে ভাবতাম। মাস ছয়েক পর (তখন ৬ষ্ঠ শ্রেণীতে পড়ি) একদিন মসজিদ থেকে আছরের নামায পড়ে বের হলাম। আমাদের বাড়ির আজাদ নামে (যাকে আমি আজাদ কাকা বলতাম) একজন শিবির কর্মী আমাকে একটু হেটে আসার কথা বলে গাজীপুর ইসলামী পাঠাগারে নিয়ে যায়। সেখানে যাওয়ার পর গাজীপুর জোন শাখার তৎকালীন দায়িত্বশীল কামাল ভাই আমার সাথে কোলাকুলি করে পাশে বসিয়ে চা বিস্কুট খাওয়ালেন এবং আমাকে একটি কিশোরকণ্ঠ উপহার দিলেন। খুশি হয়ে বইটি সেখানেই পড়তে গিয়ে ভিতরে একটি সমর্থক ফরম দেখতে পেলাম। আমি ফরমটি পড়ে ভাল লাগার কারনে কামাল ভাইয়ের কাছে এতদিনের গ্যাপের জন্য ক্ষমা চেয়ে ফরমটি পূরণ করার অনুমতি চাইলে তিনি আমার উপর ছেড়ে দেন। আমি ফরমটি পূরণ করে তার কাছে দিলে তিনি মুড়িটা রেখে বাকি অংশ আমাকে ফেরত দিতেই জোরে আলহামদুল্লিাহ পড়ে আজাদ কাকা আমাকে জড়িয়ে ধরে কেঁদে দেন। এভাবেই আমি শহীদি কাফেলার সাথে সম্পৃক্ত হই। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন কামাল ভাই ও আজাদ কাকাকে এর উত্তম প্রতিদান দিন। আমীন।

স্মরণীয় ঘটনা

স্মরণীয় ঘটনা নয় একটি স্মরণীয় মুহূর্তের কথা বলছি। ২০০৫ সালের ২৩ সেপ্টেম্বর, শহীদ কামাল ভাইয়ের শাহাদাৎ বার্ষিকী। দেশ তখন বন্যা কবলিত। কামাল ভাইদের এলাকার জামে মসজিদে আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়েছে। আমি এবং তৎকালীন জেলা বায়তুল মাল সম্পাদক (পরবর্তীতে জেলা সেক্রেটারী) মমিন উল্যাহ ভাই গেলাম। মিরিকপুর পোলের গোড়া থেকে মসজিদে যেতে হলে বুক সমান পানি পার হতে হয়। কিভাবে যাব চিন্তা করতেই দেখলাম মনিরুল ইসলাম মিলন ভাই একটি তালের নৌকা নিয়ে আমাদের জন্য আসছেন। অনেক ভয়ে ভয়ে তালের নৌকায় উঠে ওপারে গেলাম। গিয়ে মসজিদের ভিতর ঢুকে দেখি থানা সভাপতি জাহাঙ্গির ভাইয়ের পরিচালনায় প্রোগ্রামে অবাক করা উপস্থিতি যা কামাল ভাইয়ের প্রতি এলাকার মানুষের প্রাণঢালা ভালবাসার কথা প্রমাণ করে। যাহোক প্রোগ্রাম শেষে শহীদের বাড়িতে যাওয়ার পালা, তাও আবার ঐ আগের যানটিতে চড়েই। গিয়ে শহীদের কবরের পাশে হাটু পানিতে দাঁড়িয়ে কবর যিয়ারত শুরু করি।

www.pathagar.com

শহীদের সাথীরা কেউ হাঁটু পরিমান আবার কেউ কোমর পরিমান পানিতে ভিজে ভিজে এসে যিয়ারতে অংশ নিলেন। যিয়ারত শেষে শহীদের বাবাকে আল্লাহর দরবারে মুনাজাত করার অনুরোধ করলে তিনি মুনাজাত দিলেন। ভেবেছিলাম তিনি হয়তো বলবেন, আল্লাহ আমার মত আর কেউ যেন এভাবে সন্তান হারা না হয়। আমার স্ত্রীর মত আর কেউ যেন এভাবে পুত্রশোকে কাতরাতে না হয়। হয়তো তিনি বলবেন যারা আমার কামালকে আমার বুক থেকে কেড়ে নিয়েছে আল্লাহ তুমি তাদের বিচার কর। কিন্তু তিনি এধরনের কোন কথাই না বলে আল্লাহর দরবারে দোয়া করলেন, " হে আল্লাহ তুমি আমার কামালকে যেভাবে কবুল করেছো, প্রয়োজনে আমাকে এবং আমার অন্যান্য সন্তানদেরকেও কবুল কর তারপরও এ জমিনে ইসলামী হুকুমাত কায়েম করে দাও এবং বাতিলের মোকাবেলায় আমার সন্তানতুল্য এই ছেলেদেরকে (আমাদের বোঝাচ্ছেন) বজ্র কঠোর ঈমানের অধিকারী করে দাও"। সত্যিই, বিশ্বাস করুন, শহীদের পিতার এই আশ্চার্য ধরনের আবেগময়ী আকুতির কারনে মোনাজাত শেষ হওয়ার কয়েক মিনিট অতিবাহিত হওয়ার পরও চোখের পানি থামাতে পারিনি। তারপর শহীদের মায়ের সাথে দেখা করতে ঘরে গেলাম। তিনি আবেগ জড়িত কণ্ঠে বললেন, বাবা তোমরাই আমার কামাল, তোমরা আসলে আমি মনে করি আমার কামাল এসেছে, তোমরা কেন আমাকে ঘন ঘন দেখতে আসনা। আমি তোমাদের জন্য সব সময় দোয়া করি।

আমি স্মরণীয় ঘটনা না বলে এই মুহুর্তটির কথা বলেছি কারণ, আমি শহীদি কাফেলার জেলা সভাপতি থাকার কারণেই শহীদের বাবা ও মায়ের এই আবেগ ভরা দোয়া পেয়েছি। কিন্তু শহীদ কামাল ভাইয়ের মা আর হয়তো কখনো আমাকে বলবেন না বাবা ঘন ঘন কেন আসনা? শহীদ ফজলে এলাহী ভাইয়ের মায়ের কণ্ঠে আর হয়তো একথা শোনার সুযোগ হবে না, " বাবা তোঁগরে আঁর ফজলে এলাহীর মতন লাগে, আঁই তোঁগলাই বেক সময় নোয়াজ হড়ি দোয়া করি"। জেলা সভাপতি হিসাবে শহীদ জায়েদের মায়ের তাহাজ্জুদ পরবর্তী দোয়াতো আর নছিবে মিলবেনা। শহীদ মহসীন ভাইয়ের গর্বিত পিতা হয়তো আর কখনো দেখলেই জড়িয়ে ধরে বলবেন না, 'বাবা কেমন আছ? শহীদ মাহমুদ ভাইয়ের মায়ের হাতের তৈরি করা (মাহমুদ ভাইয়ের প্রিয়) পিঠা হয়তো আর খাওয়ার সুযোগ হবে না। কিন্তু আমি মনে করি শহীদি কাফেলার বর্তমান দায়িত্বশীল ভাইদেরকে শহীদ পরিবার আরো অনেক বেশি কাছে নিবেন, অনেক বেশি ভালবাসবেন এবং আরো অনেক বেশি দোয়া করবেন। আর আমি পৃথিবীর অভাবনীয় বাস্তবতার কারনে কাফেলায় অনুপস্থিত থাকায় এ সকল নিয়ামত থেকে বঞ্চিত। তবে নথি পত্রে আমার নাম না থাকলেও আমার হৃদয় সব সময় .....।

লেখকঃ প্রাক্তন জেলা সভাপতি

www.pathagar.com

স্মৃতিগুলো আল্লাহর সাহায্যের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়

এ.টি.এম. রুহুল্লাহ মানিক

আনুগত্য আমাদের সংগঠনের শৃংখলা বিধানের গুরুত্বপূর্ণ দিক। দায়িত্বশীল যেই হোক না কেন তার আনুগত্য করা ফরজ। হাদীসে আছে- তোমাদের দায়িত্বশীল যদি হাবশী গোলামও হয় এবং তার মাথাটা যদি আঙ্গুরের মত ছোট হয় তবুও তার আনুগত্য অবশ্যই করতে হবে।

অন্য হাদীসে আছে- যে আমার আনুগত্য করল সে আল্লাহর আনুগত্যই করল। আর যে আমার হুকুম অমান্য করল সে আল্লাহরই হুকুম অমান্য করল।

যারা নেতার আনুগত্য করল তারা আমার আনুগত্য করল, আর যারা নেতার আদেশ অমান্য করল সে প্রকৃতপক্ষে আমারই আদেশ অমান্য করল। আনুগত্যের মাপকাঠি দিয়ে ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদের দায়িত্ব পালন করতে হবে, নচেৎ দায়িত্ব পালন হবে অন্তঃসারশুন্য।

১৯৮৪ সালে হায়দরগঞ্জ মাদরাসা থেকে ফাযিল পাশ করার পর সাংগঠনিক সিদ্ধান্তে আমাকে নোয়াখালী সোনাইমুড়ি যেতে হয়। ওখানে থাকতে ফাযিল পরীক্ষার রেজাল্ট দেওয়ার পর তৎকালীন নোয়াখালীর সভাপতি হিফজুর রহমান ভাই আমাকে মাইজদি ডেকে নিয়ে রামগতিতে দায়িত্ব পালন করতে বলেন। পরে আলাউদ্দিন ভাই আমাকে আলেকজান্ডার নিয়ে যায় এবং কর্মী সমাবেশে আমাকে রামগতির সভাপতি ঘোষণা করে। সাংগঠনিক সিদ্ধান্তের ব্যাপারে কখনই আমার মাঝে বিন্দু মাত্র হিনমন্নতা কাজ করেনি বরং এক শাখা থেকে অন্য শাখার দায়িত্ব স্থানান্তরের সিদ্ধান্ত আল্লাহর পক্ষ থেকে এসেছে বলে মনে করেছি। আলাউদ্দিন ভাই আমাকে রামগতিতে দিয়ে যাওয়ার পর থেকে নতুন এক সাংগঠনিক জীবন শুরু হয়। ঐ সময়ের একটি স্মরণীয় ঘটনা বলছি-

১৯৯৫ সাল সৈরাচার এরশাদের শাসন কাল। তখন আ.স.ম. আব্দুর রব বিরোধী দলীয় নেতা। জাসদ ছাত্রলীগের কর্মীরা আ.স.ম রবের নিকট বলল শিবিরের ছেলেরা কলেজে ডিষ্টার্ব করে। তাদের জন্য আমরা কোন কাজ করতে পারিনা। তখন আ.স.ম. আব্দুর রব উত্তেজিত হয়ে বললো- ঠিক আছে শিবিরকে পিটিয়ে কলেজ থেকে বের করে দিবে। আ.স.ম আব্দুর রবের নির্দেশ অনুযায়ী জাসদের কর্মীরা পরদিন শিবিরের কর্মীদের উপর হামলা করার পরিকল্পনা করে কলেজের পিছনে রাত্রে লাঠি শোটা লুকিয়ে রাখে। শিবিরের কর্মীরা এতথ্য পেয়ে ভোর রাতে তাদের লুকিয়ে রাখা লাঠিশোটাগুলো অন্য যায়গায় সরিয়ে রাখে। পরের দিন শিবিরের কর্মীরাও মানুষিক ভাবে প্রস্তুতি নিয়ে কলেজে গেলে জাসদ ছাত্রলীগের কর্মীরা তাদের উপর হামলা করে। জাসদের লুকিয়ে রাখা লাঠিশোটাগুলো না পেয়ে তারা কিংকর্তব্যবিমুড় হয়ে পড়ে। আমাদের কর্মীরাও তাদের আক্রমনের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলে। এই ঘটনায় আমাদের ২/৩ জন এবং জাসদের ৬/৭জন কর্মী আহত হয়।

আল্লাহর মেহেরবাণী, আমাদের কর্মীদের বিচক্ষণতা ও অনড় মনোবল থাকার কারণে অনেক ষড়যন্ত্র করেও তারা আমাদের ঘায়েল করতে পারেনি। বরং বিজয় আমাদেরই হয়েছে। আল্লাহ তার এই দ্বীনের বিজয় অব্যাহত রাখুন। আমীন!

লেখকঃ প্রাক্তন জেলা সেক্রেটারী

www.pathagar.com

যে স্মৃতিগুলো আজও প্রেরণা যোগায়

আ. জ. ম কামাল উদ্দিন

ছোট বেলা থেকে ধর্মীয় অনুভুতিতে বেড়ে উঠলেও "খাও দাও ফুর্তিকর, দুনিয়াটা মস্ত বড়" শ্লোগানের সঙ্গীদের সাথেই স্কুল জীবন অতিক্রম করি, এস, এস, সি পাশ করে ভর্তি হই চৌমুহনী সরকারী কলেজে। এই আঙ্গিনায় জাসদ ছাত্রলীগ করাটাই ছিল একটি গৌরবের পরিচয়। সবার সাথে তাল মিলিয়ে আমিও সেই পরিচয়ে চলতাম, কিন্তু এরই মাঝে নাম ভুলে যাওয়া এক বন্ধুর সদা হাস্যোজ্জল চেহারা, অমায়িক ব্যাবহারে তার ব্যক্তিত্বের প্রতি কিছুটা দুর্বল হই। ক্রমান্বয়ে দাওয়াতী চরিত্র নিয়ে একদিন তিনি আমার নিকট উপস্থাপন করলেন ছাত্রশিবিরকে। সেই দিন কেন যেন মনের অজান্তেই বলে ফেললাম শিবির এত ভাল তাহলে আমিও শিবির করি। এরই মাঝে একদিন চৌমূহনী বাজারে জাসদ ছাত্রলীগ কর্তৃক ছাত্রশিবিরের এক কর্মীর উপর নিমর্ম নির্যাতনের দৃশ্য দেখে কিছুটা ঘৃণা জন্মে জাসদ ছাত্রলীগের প্রতি। এবং মনে মনে সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেললাম, আমি এখন থেকে এই জালিমদের দল আর করবনা। আমি তাদেরই দল করব যারা এত নির্যাতনের শিকার হয়েও শ্লোগান দেয় -

"এসো কুরআনের ছায়া তলে সমবেত হই
এসো আল্লাহ ও রাসুলের অনুগত হই।"

কিছুদিন পর পবিত্র মাহে রমজানের ছুটির সময় গ্রামের বাড়িতে আসি। আমার এলাকার বন্ধুদের নিকট উপস্থাপন করলাম ছাত্রশিবিরের আদর্শের কথা। আমার দাওয়াতে সকল বন্ধুরা এক হয়ে গেল যে ঠিক আছে তাহলে আমরা সবাই শিবির করব। তখন একদিন সবাইকে নিয়ে একটি সাধারন সভার আয়োজন করি এবং মেহমান হিসেবে দাওয়াত করি (তৎকালিন চট্টগ্রাম মেডিকেলের দায়িত্বশীল) আমাদের গ্রামের পাটওয়ারী বাড়ীর আনোয়ারুল আজীম খসরু ভাইকে। তিনি তার বক্তব্যে অত্যন্ত সুন্দর ভাবে ছাত্রশিবিরের অনুপম আদর্শকে সকলের নিকট তুলে ধরলেন। কিছু দিনের মাঝেই হাজীর পাড়া সভাপতি খোরশেদ ভাই এর টার্গেটে শিবিরের কর্মী হই। কর্মী হয়ে চৌপল্লী শাখা বায়তুল মাল সম্পাদকের দায়িত্ব পাই এবং অত্যন্ত দূর্বার গতিতে সংগঠনের কাজ চালিয়ে যাই। এরই মাঝে কিছু স্মৃতি আজও আমাকে প্রেরণা যোগায় এমনি কিছু স্মৃতী স্বরণ করছি।

কন কনে শীত কুয়াশা আর অন্ধকারে যেন নিজের শরীরের সবগুলো অঙ্গ ঠিক ভাবে দেখা যাচ্ছেনা। এমনি একদিন মুয়াজ্জিন কেবল ফজরের আযান দিল। কিছির মিচির কণ্ঠে পাখিরা ঘুম ভাঙ্গানোর গান শুনাচ্ছে। অন্ধকার এখনো কাটেনি ঠিক সে সময় সাইকেলের কলিংয়ের পর কামাল ডাক শুনে দরজা খুলে দেখি খোরশেদ ভাই এসেছেন। এত ভোর বেলায় আমার বাড়িতে আসার কারণ জিজ্ঞাসা করলে চলো নামাজ পড়ে আসি। জবাব শুনে বুঝতে পারলাম তিনি আমাকে জামাতে নামাজ পড়ার জন্য ঘুম ভাঙ্গাতে এসেছেন। এভাবে তিনি কখনো নামাজের পূর্বে আবার কখনো নামাজের পরে জনশক্তিদের খোজ খবর নেয়ার জন্য তিন মাইল পথ সাইকেল চালিয়ে আমাদের এলাকায় আসতেন। আমার এলাকার ছাত্রশিবিরের গণ জোয়ার তৈরী হয়েছে এমনি একদিন একটি সাধারণ সভায় মেহমান আসলেন সাথী সাখার সভাপতি গোলাম মোস্তফা ভাই। প্রোগ্রাম শেষে অপরিকল্পিত ভাবে তাঁকে আমার বাড়িতে নিয়ে গেলাম।

www.pathagar.com

তখন সময় সকাল সাড়ে ৯টা-১০টা। আমি বললাম ভাই বেলা অনেক হয়েছে কয়টা ভাত খেয়ে যান। তিনি খুব জোর তাগিদ দিয়ে বললেন অন্য যায়গায় আরেকটি প্রোগ্রাম আছে। সেখানে যেতে হবে। এখন যাবনা। অন্যদিন যাব। আমি খুব জোরালো অনুরোধ করে খেয়ে যেতে বললাম, যাবার পথে জিজ্ঞাসা করলাম ভাই আপনি সকাল থেকে কি খেয়েছেন? জবাবে বললেন এখনো কিছু খাইনি, তাঁর জবাব শুনতে খুবই অবাক লাগল। ১০টা বেজে গেল এখনো কিছু খায়নি অথচ অন্য একটি প্রোগ্রামে যাচ্ছে। মনে হল তাঁর মাঝে ক্ষুদার কোন চাপ এবং খাওয়ার কোন চিন্তাও নেই। তখনকার সময়ে দায়িত্বশীলদের সেই কষ্টের মুহূর্ত আর ত্যাগ কুরবানীর স্মৃতিগুলো আজো আমাকে এ আন্দোলনের প্রেরণা যোগায়। এবং আমি আশা করি তাঁদের এই ত্যাগের মহিমার বিনিময়ে আল্লাহর এই জমিনে একদিন কালেমার পাতাকা উড্ডিন হবেই। ইনশাআল্লাহ। মহান আল্লাহ তাঁদের এই ত্যাগ কুরবানী কে কবুল করুন। আমীন!

লেখকঃ আমীর, বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী, তেজগাঁও থানা

নির্ভীক পথচলা

মোঃ শামসুল ইসলাম

ছাত্রশিবিরের প্রতিষ্ঠা থেকে শিবিরের অগ্রযাত্রাকে নস্যাত করতে বিরোধী শক্তিগুলো অপপ্রচার ও নির্যাতন অব্যাহত রাখে। আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের সহযোগিতা এবং আমাদের কর্মীদের অনঢ় মনোবলের কারনে তাদের সকল ষড়যন্ত্র ভেস্তে যায়। বরং ষড়যন্ত্রের পরিকল্পনায় তারা নিজেরাই নিপতিত হয়। তারা জানে না, ছাত্রশিবিরের কর্মীদের যত রক্ত ঝরবে, সে রক্তের ফল্গুধারায় হাজার হাজার শিবিরের কর্মী তৈরী হবে। মনে পড়ে ১৯৯৪ সালের কথা। ছাত্রশিবিরকে লক্ষীপুর কলেজ থেকে উৎখাত করার হীন ষড়যন্ত্রকে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে একটি ব্যর্থ পরিকল্পনা নেয়া হয়। এ উদ্দেশ্যে বিভিন্ন আগ্নেয়াস্ত্র, পেরেক খচিত কাঠ কলেজ হোস্টেলের পেছনে আগে থেকেই জড়ো করা হয়। যথারীতি আমাদের নেতাকর্মীরা লক্ষীপুর কলেজে আসলে আকস্মিক ছাত্রদলের সন্ত্রাসীরা আমাদের উপর হামলা চালায়। ইব্রাহিম, মিঠু, শফিক ভাই তখন সংগঠনের দায়িত্বশীল ছিলেন। তাদের হামলায় মুহিবভাই সহ কয়েকজন কর্মী আঘাতপ্রাপ্ত হয়। আমাদের কর্মীদের গা থেকে রক্ত ঝরতে দেখে সকলের শরীরের প্রতিবাদের ঝড় উঠে। চারদিকে বিচ্ছিন্ন থাকা কর্মীরা সংঘবদ্ধ হয়ে তাদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায়। আল্লাহর উপর ভরসা করে আমাদের কর্মীরা রাস্তার পাশে রাখা আখের লাঠি দিয়ে সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলে। ছাত্রশিবিরের নিরস্ত্র কর্মীদের ধাওয়া খেয়ে তারা দিকভ্রান্ত হয়ে বিভিন্ন দিকে পালিয়ে যায়। এতেই প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহর পথের নির্ভীক কর্মীরা যে পথে ধাবিত হয়, সে পথের সকল প্রতিবন্ধকতা ধূলিস্যাত হয়ে যায়।

লেখকঃ প্রাক্তন জেলা সেক্রেটারী

www.pathagar.com

আজো মনে পড়ে

নিজাম উদ্দিন মাহমুদ

সংগঠনে আগমন ও দায়িত্ব পালন

১৯৯২ সালের কথা। একই পথে এক চাচাতো ভাইসহ নানার বাড়ী যাচ্ছি। বিলের পথে যেতে যেতে সে কৌশলে পরিচিতির লক্ষ্য উদ্দেশ্য, পাঁচ দফা মুখস্ত করালো। মনে হয় টার্গেট নিল। বাড়ী এসে সমর্থক হলাম। শুরু হলো রিপোর্ট রাখা। পড়া হলো কয়েকটি বই। কয়েকমাস পর ১৯৯৩ সালে ৭ম শ্রেণীতে পড়া অবস্থায় শব্বেদারী শেষে থানা সভাপতি শিহাব ভাই কর্মী ঘোষনা করে। (যার চেষ্টায় কর্মী হলাম পরে আমারই চেষ্টায় সে সাথী হলো)।

সাংগঠনিক জীবনের স্মরনীয় ঘটনা

স্মৃতি হাতরালে ক্ষুদ্র সাংগঠনিক জীবনে বহু না হলেও গুটিকয়েক ঘটনা জ্বলজ্বল করে। সংক্ষিপ্তভাবে লিখতে বলা হয়েছে। গভীরভাবে ভাব প্রকাশ না হলেও ঘটনার টাচ্ দিয়ে যাচ্ছি। ১৯৯৯ সালের ৪ ফেব্রুয়ারী একাডেমী মসজিদে মাগরিবের নামাজ চলাকালীন সময়ে ছাত্রলীগের বোমা হামলা, অফিসে ভাংচুর, মোটর সাইকেলে অগ্নিসংযোগ ইত্যাদি ঘটনার প্রেক্ষিতে অনেক জনশক্তি ৫তাং বিকেলে অফিস পাহারার জন্য সমবেত হলো। পরের দিন পরিস্থিতি উত্তপ্ত। ছোট হওয়ায় তথ্য কালেকশনের জন্য আমাকে পাঠানো হলো তমিজ মার্কেটের দিকে। হাতে একটা সিগারেট নিয়ে জায়গা মত গেলাম। কিছুক্ষন পর দেখলাম ৭/৮ হোন্ডায় করে ১৪/১৫জনের গ্রুপ মারমুখী হয়ে হামলার উদ্দেশ্যে কলেজের দিকে যাচ্ছে। দ্রুত এসে খবর দিলাম। কেউ তেমন সচেতন হয়েছে বলে মনে হয়নি। প্রায় এক ঘন্টা পর গোহাটা মোড়ে সফিক ভাই গুলিবিদ্ধ হলেন।.... ধাওয়া পাল্টা ধাওয়া হলো, গ্রুপ ভিত্তিক চারদিকে পাহারা বসানো হলো, সারাদিন তেমন কিছুই খাওয়া হলোনা, রাতে খেতে আসলাম ডাইনিংয়ে। কেউ তরকারী নিচ্ছে কেউবা দুএক লোকমা মুখে দিয়েছে মাত্র, এমন সময় খবর এলো গোহাটা ও ধানহাটা দিয়ে পুলিশ ঢুকছে সবাই পালান, কেউ থাকা যাবেনা, এতিম খানার ছাত্রদেরকেও বলা হলো পালিয়ে যাওয়ার জন্য। সবাই পালিয়ে গেলো দুজন রয়ে গেল, তারা বললো পুলিশ আসুক, আমাদের ধরবেনা, তারা আনুগত্য করলোনা। পুলিশ এসে ভাত তরকারী যা ছিল সব পানিতে ফেলে দিলো এবং ঐ দুজনকে (এক জনের নাম আকতার) গ্রেফতার করলো। আমরা পালিয়ে পশ্চিম দিকের পানি ভর্তি প্রশস্থ গড় পাড়ি দিয়ে গভীর বাগানে ঢুকে পড়লাম। শীতের মধ্যে অনেকে পানিতে ভিজে গেল, কুয়াশার মধ্যে সারারাত ক্ষুধার্ত অবস্থায় বাগানে দাঁড়িয়ে পার করলাম পুলিশ আতংকের মধ্যে। অনেকগুলো ঘটনার সে রাত যে কত কষ্টের ছিল তা অনুভব করা সত্যিই কঠিন।

আমার আরেকটি ঘটনা তেমন কেউই জানেনা। ২০০০ সালে এইট মার্ডারের পরদিন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির লক্ষ্যে খন্দকার মিজান ভাইয়ের সহযোগিতায় কফিলউদ্দিন কলেজ থেকে কাগজপত্র উঠানোর জন্য চন্দ্রগঞ্জ শিবির অফিসের উদ্দেশ্যে লক্ষীপুর থেকে বাসে উঠলাম। চন্দ্রগঞ্জ নেমে শিবির অফিসের সামনে যেতেই দেখি অনেক ছাত্রলীগ কর্মী অফিস ঘেরাও করে রেখেছে। আমাকে দেখে তারা প্রথমে শিবির সেজে কথা বের করতে চেয়েছে। আমিও বুঝতে পেরেছি।

www.pathagar.com

মুখ বেজার করে বললাম লক্ষ্মীপুর হাসপাতাল থেকে এলাম, বাবা অসুস্থ্য, ছোট ভাই এখানে মেসে থাকে, তার জন্য এসেছি। বললো সে সাথী না কর্মী? বললাম সে শিবির করেনা। অনেক কথাবার্তার এক পর্যায়ে তারা পরিচয় প্রকাশ করলো। অনেক কৌশল অবলম্বন শেষে তাদের বিশ্বাস হলো আমি এই এলাকার নই এবং সত্যিই ছোট ভাইয়ের কাছে এসেছি। গাড়ীতে উঠতে যাব এমন সময় একজন আবার ঢেকে নিয়ে সার্স করলো। কপাল খারাপ। পকেটে একটি ১বছর আগের পুরাতন রশিদ পাওয়া গেলো। এক সুধী পরে টাকা দিবে (সম্ভবত পাঁচ টাকা) বলায় কখন যে পকেটে সেটা ঢুকালাম নিজেও জানতাম না। শিবির ধরেছি বলে তাঁরা বিজয়ের উল্লাস করতে লাগলো। পুরো বাজারে অনেক মানুষ জড়ো হলো। খুব ভয় পেলাম। আমাকে বললো কালেমা পড়ে নাও, আমাদের ৮জন মারা গেলো একজন মারলে কিছুই হবেনা। হটাৎ ফাঁসির মঞ্চে বলা মাওলানা মওদুদীর কথাটি মনে পড়লো, 'মৃত্যুর ফয়সালা আসমানে হয় জমিনে নয়'। কেমন যেন শীতল শিহরণ অনুভব করলাম, সকল ভয়, শংকা মন থেকে উদাও। মনে মনে তওবা করতে লাগলাম এবং মৃত্যুর জন্য মানসিক প্রস্তুতি নিচ্ছিলাম আর আল্লাহর সাহায্য কামনা করতে লাগলাম। বাজারের পূর্ব মাথায় দক্ষিন দিকের পুল পেরিয়ে নিয়ে গেলো খালের ওপাশে। শুরু হলো কিল, ঘুষি, লাথি লাঠি দিয়ে পেটানো, রাস্তার ইট তুলে মারাত্মক আঘাত। যাক এক পর্যায়ে ছাড়া পেলাম। সত্যি কথা বলতে কি পাঞ্জাবীর স্টীলের বোতামের ওপর পড়া কয়েকটি মারাত্মক ঘূষিতে বুকে ব্যাথা ছাড়া লাঠি ইট বা অন্য কোন আঘাতে কোন ব্যাথাই পেলাম না। এযেন মহান প্রভূর পক্ষ থেকে রহমতের অবারিত বারিধারা। এলাকায় চলে এলাম, কিন্তু পরিবেশ পরিস্থিতির কারণে এমন যে ঘটনা প্রকাশও করা গেলোনা। এমনকি বাবা-মাসহ পরিবারের সদস্যরা আজও হয়ত জানেনা। বর্তমান জেলা আমীরের বাসায় তিনি নিজে ইনজেকশন পুশ করে দিয়েছেন। ঔষধ খেলাম অনেকটা লুকিয়ে। জেলা থেকে রহিম ভাই এবং খন্দকার মিজান ভাই দেখতে এলো, তাও অন্য কৌশল করে। আজও চন্দ্রগঞ্জ পার হতে সব সময় মনে পড়ে সেই ঘটনা।

লেখকঃ প্রাক্তন জেলা সেক্রেটারী

www.pathagar.com

শহীদি রক্তের ঘ্রাণে মাতোয়ারা আমি

ডাঃ মোঃ মনোয়ার হোসেন (সুমন)

এখনো মনে হয় চৌরাস্তার মোড়ে দাঁড়িয়ে দুজনে কথা বলছি। শান্ত, নম্র এবং হাস্যোজ্জল ভঙ্গিতে আলাপচারিতা। কুচকুচে কালো অথচ পরিচ্ছন্ন দ্বীপ্তি যেন চোখে মুখে। হ্যাঁ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে আওয়ামী ঘাতকদের নির্মম বুলেটে উড়ে যাওয়া পাখি শহীদ মাহমুদুল হাসানের কথা বলছি। ভবানীগঞ্জ হাইস্কুল হতে আমার দু'বছর আগে পাশ করেছেন। বাড়িতে গেলে প্রায় দু'জনের মধ্যে কথা হতো। শাহাদাতের মাত্র এক সপ্তাহে আগে সন্ধ্যার সময় চৌরাস্তায় আমাদের শেষ আলাপন। আমরা পরসস্পর থেকে বিদায় নিলাম, সকালে আমি ঢাকা আসব তিনি যাবেন চট্টগ্রাম। মাহমুদ ভাইয়ের সালাম বিনিময় আর বিদায়ী হাসি সত্যিই মানুষকে আকৃষ্ট না করে পারেনা। ঢাকায় এসে আবার সাংগঠনিক কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়লাম। ৯৯ সালের এসময়টাতে আওয়ামী হায়েনাদের উন্মত্ত উল্লাস, সন্ত্রাস, আর রক্ত পিপাসু চরিত্র ক্রমেই বেড়ে চলছে। শাহাদাতের মিছিল ও সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে পল্টনে আসা যাওয়াটা আমাদের প্রতিদিনের রুটিন ওয়ার্কের মত হয়ে দাঁড়িয়েছে। ইতি মধ্যে আগষ্ট ও সেপ্টেম্বর মাসে লক্ষ্মীপুরের ত্রাস কুখ্যাত তাহের বাহিনীর সন্ত্রাসীদের হাতে নৃঃশংস ভাবে খুন হয়েছেন আমাদের প্রিয় ভাই শহীদ আহমেদ জায়েদ এবং শহীদ কামাল হোসেন। পরিস্থিতি এমন যে কখন কোন ঘটনার প্রেক্ষিতে মিছিল হচ্ছে তা খবর নেয়ার সময় থাকেনা। সারা দেশেই চলছে আওয়ামী নির্যাতন। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গুলোতে চরম অস্থিতিশীল পরিস্থিতি। এমনি একদিন (১৯-১২-৯৯) পল্টনে গেলাম চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে আমাদের দু'জন ভাই এর শাহাদাতের ঘটনার বিক্ষোভ মিছিলে। মাহমুদ ভাই ও রহিমদ্দীন ভাইয়ের হত্যার প্রতিবাদে মিছিল শেষে তাদের বিস্তারিত পরিচয় জানতে গিয়ে হতবম্ব হয়ে গেলাম। এ যে আমাদের পাশের বাড়ির মাহমুদ ভাই। আমার সমস্ত শরীর নিস্তব্দ হয়ে আসল। বিশ্বাস করতে পারছিনা, এমনকি তার মাঝে কোন উগ্র আচরনও প্রতিয়মান হতো না। এমন নিস্কলুস, নির্মল হাসির মানুষটিকে কেন তারা হত্যা করল, কি অপরাধ ছিল আমার প্রিয় ভাইয়ের। পরে বুঝলাম অপরাধ তার একটাই, তিনি আল্লাহর প্রতি ঈমান এনেছিলেন, আর এ ঈমানের দ্বীপ্তি ছাত্রসমাজের মাঝে ছড়িয়ে দিতে গিয়ে অন্ধকারে ঘাপটি মেরে থাকা শকুনীদের নির্মম শিকারে পরিণত হয়েছেন। কিন্তু শকুনীরা জানেনা, ইসলামের এ প্রজ্জোলিত দ্বীপ্তি কখনো ম্লান হয় না। চলার পথ যত কঠিনই হোক না কেন, সকল বাধা, সকল অন্ধকার মাড়িয়ে আলোর শিখা জ্বালিয়ে সে সামনে ছুটবেই, শিল্পীদের সুরে---

বেরিয়েছে যে কাফেলা
ফিরবেনা সে কোনদিন,
হয়তো সে বিজয়ী হবে
নয়তো তার ফিরবে কফিন।

এমনই আর এক শহীদ ছিলেন ফজলে এলাহী ভাই। আমার জানা মতে লক্ষ্মীপুরের ঐ একটি শাহাদাত অসংখ্য অন্ধকারের পথিককে আলোর পথে নিয়ে এসেছে। আমি নিজেও তার একজন। ১৯৯৫ সালে লক্ষ্মীপুর সরকারী কলেজে অধ্যয়নকালে ছাত্রলীগের রাজনীতির সাথে সম্পৃক্ত ছিলাম। লক্ষ্মীপুর শহরেই থাকতাম তখন।

www.pathagar.com

৩রা ডিসেম্বর ছাত্রদলের সন্ত্রাসীদের পৈচাশিক হামলায় ফজলে এলাহী ভাই শাহাদাত বরণ করলে তার শাহাদাতের ঘটনা এবং তৎকালীন জেলা সেক্রেটারী জহির ভাইয়ের জীবনের ঝুঁকি নিয়ে ফজলে এলাহী ভাইকে চিকিৎসা দিতে হাসপাতালে নিয়ে আসা ও আহত হওয়ার দুঃসাহসিক দৃশ্যপট আমার মধ্যে নতুন চিন্তার জন্ম দেয়। ভ্রাতৃত্বের বন্ধনের এ যেন এক নতুন সংজ্ঞা! কিছুটা কৌতুহলী হয়ে পড়ি শিবিরের প্রতি। পরে মনের তাড়নায় ফজলে এলাহী ভাইয়ের জানাযায় অংশ নিই। এ এক অন্য রকম পরিবেশ। দলীয় কর্মীর জন্যে তার সহকর্মীদের এত আবেগ, এত ভালবাসা, এত নির্মল প্রার্থনা, আর দীপ্ত কঠিন শপথ শিবিরের প্রতি আমায় চরম ভাবে দূর্বল করে তুলল। সত্যি ছাত্রশিবিরের এ ভ্রাতৃত্ববোধ আর পরস্পরের প্রতি কমিটমেন্ট অন্য কোন সংগঠনে পাওয়া দুষ্কর। নিজের দলের প্রতি কিছুটা ঘৃণা জন্ম নিল। খোঁজ নিয়ে দেখলাম কি অপরাধ ছিল ফজলে এলাহী ভাইয়ের? অপরাধ একটাই তিনি নারায়ে তাকবীর শ্লোগান দিয়ে লক্ষীপুরের মাটিতে আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা করতে চেয়েছিলেন, যা বাতিল সমাজ সহ্য করতে পারেনি। তাতে কি! সত্য ও মিথ্যার এ সংঘাত চিরদিন চলবে। আর তাতে সত্যের জয় অবশ্যম্ভাবী। সত্য কখনো হারিয়ে যায়না। আর শহীদেরা কখনো মরেনা। যেমন - এক ফজলে এলাহীর শহীদি রক্তের ঘ্রাণে মাতোয়ারা হয়ে আমার মতো বাতিল অসংখ্য যুবক সত্যের আলো খুঁজে পেয়েছে। ফজলে এলাহী ভাইসহ আমাদের এ শহীদেরা নিজেদের জীবন উৎসর্গ করে সাহসের দ্বিধাহীন যে সোজা রাজপথ গড়ে দিয়ে গেছেন, এ পথ অসংখ্য পথ হারা মানুষকে সঠিক গন্তব্যে পৌঁছাবেই। কারণ তাদের গড়া এ রাজপথ পবিত্র লাল টকটকে রক্তে গড়া। এ রক্তের ঘ্রাণ যে একবার পেয়েছে তাকে থামিয়ে রাখতে পারবেনা কেউই। শত ঝঞ্ঝা-বিক্ষুব্ধতা যে কোন ধরনের প্রতিকুলতা, বাতিলের রক্তচক্ষু বা সন্ত্রাসীদের অস্ত্রের ঝনঝনানী তার চলার পথকে এতটুকু দাবিয়ে রাখতে পারবে না। কারণ সে জানে, এ ঘ্রাণ তাকে নিয়ে যাবে নিশ্চিত জান্নাতে, আর পাওয়া যাবে মহান আল্লাহর দীদার।

লেখক- সেক্রেটারী, বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবির, ঢাকা মহানগরী পশ্চিম।

www.pathagar.com

আলোর পথের সন্ধানে

মোঃ মমিন উল্লাহ পাটোয়ারী

১৯৯৭ইং এইচএসসি পরীক্ষায় হলে গন্ডগোল এর কারণে কিছু চিহ্নিত ছাত্রের পরীক্ষা ২/৩ বছরের জন্য স্থগিত হয়। আমি দুই বছরের মধ্যে পড়ি। জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের শ্লোগানের কর্মী হিসেবে আমার একটা পরিচিতি ছিল। মাধ্যমিক উচ্চ বিদ্যালয় থেকে শহীদ জিয়ার আদর্শের কথা বলতাম এবং সক্রিয় ছাত্র রাজনীতিতে জড়িত ছিলাম। ছাত্রশিবিরের ইউনিয়ন সভাপতি আক্তার হোসেন ভাই আমাকে নিয়মিত এক পাতার বড় ক্যালেন্ডার উপহার দিতেন এবং কুমিল্লা ভিক্টোরিয়াতে অধ্যয়নরত জাফর হাসান ভাই বাড়িতে আসলে আমার সাথে দেখা করতেন এবং বিভিন্ন সময় বই পড়তে দিতেন। গ্রামের আওয়ামী মনা সামাজিক মোড়ল (যারা সাধারণ মানুষের উপকারের নামে শালিসী টাকা আত্মসাৎ ও সামাজিক নানা অপকর্মে জড়িত) তাদেরকে প্রতিহত করার জন্যই মূলতঃ ছাত্রদলের সহিত জড়িত ছিলাম। কিন্তু সমাজের সাথে চলতে গিয়ে আস্তে আস্তে বুঝতে শুরু করলাম যে, এরা একে অপরের সহযোগী। তখন উভয়ের প্রতি বিশাদ জন্মাতে লাগল। ১৯৯৮ সালের নভেম্বর মাসে ৭নং লামচরি ইউনিয়ন ছাত্রশিবিরের একটি সাধারণ সভায় আমাকে দাওয়াত দেয়। উক্ত প্রোগ্রামে মেহমান ছিলেন ছাত্রশিবিরের সদস্য মোঃ রিদওয়ান। তিনি তখন ঢাকা ডেন্টাল কলেজের ছাত্র ছিলেন। আমি ছাত্র শিবিরকে কেন রগ কাটা রাজাকার ইত্যাদি বলা হয় প্রশ্ন করলে তার কাছ থেকে যুক্তিপূর্ণ জবাব আমার বিবেককে নাড়া দেয়। আমি ইসলামী সাহিত্য এবং তাফহীমুল কোরআন পড়তে থাকি এবং ছাত্রশিবিরের বিভিন্ন প্রোগ্রামে দাওয়াত ফেলে যোগদান করতে শুরু করি এবং আলোর এই কাফেলার যাত্রী হয়ে যাই।

স্মরণীয় ঘটনা

রামগঞ্জ সরকারী কলেজের ক্যাম্পাস। মূলতঃ ছাত্রশিবির নিষিদ্ধ ঘোষিত একটি ক্যাম্পাস। এই ক্যাম্পাসে ছাত্রশিবিরের কোন নেতৃবৃন্দ যাওয়া মানে লাঞ্ছিত অপমানিত কিল ঘুষি জামা রেখে আসাসহ এহেন অত্যাচার নাই যার সম্মুখীন হতেন না। বিশেষ করে কামাল উদ্দিন রায়হান, শাহাদাৎ হোসেনসহ নাম না জানা অনেকেই নির্যাতনের শিকার হয়েছেন যা ২০০১ সাল পর্যন্ত অব্যাহত ছিল। বিশেষ করে ইন্টারমেডিয়েট ও ক্লাস শুরুর দিনগুলোতে নির্যাতনের মাত্রা বেড়ে যেত। ২০০২ সালের ১০ সেপ্টেম্বর মঙ্গলবার সকাল ১০ ঘটিকা। রামগঞ্জ সরকারী কলেজ ছাত্রশিবিরের উদ্যোগে ১ম নবীন-বরণ অনুষ্ঠান। প্রধান অতিথি সাবেক ছাত্রনেতা জনাব মফিজুল ইসলাম। বিশেষ অতিথি তৎকালীন জেলা সভাপতি মিজানুর রহমান মোল্লা ও জামায়াতের থানা আমীর মাষ্টার নুরুল ইসলাম।

আমি তখন রামগঞ্জ শহর সাথী শাখার সভাপতি এবং নবীন-বরণ অনুষ্ঠানের সভাপতি। প্রোগ্রাম পরিচালক ছিলেন শহর সাথী শাখার সেক্রেটারী নাজমুল হাসান (বর্তমান জেলা সভাপতি)। কলেজ প্রশাসন থেকে পূর্বেই প্রোগ্রামের অনুমতি নেয়া হয়েছে। ছাত্রদলের সাথে ছাত্র ঐক্যের মিটিং হয়েছে যে, ১০ তারিখ আমরা নবীন-বরণ করব। তৎকালীণ মন্ত্রী জিয়াউল হক জিয়া আসলে তারা প্রোগ্রাম করবে। আমাদের প্রোগ্রামের দিন তাদের কোন কর্মসূচি থাকবে না।

www.pathagar.com

মহাগ্রন্থ আল কোরআন থেকে তেলাওয়াতের মাধ্যমে যথাসময়ে আমাদের প্রোগ্রাম শুরু হয়েছে। নবীনদের ভারে হলরুম মুখরিত, মেহমানবৃন্দ এখনও সভায় আসেননি। কলেজ সভাপতি এখানকার মিজানুর রহমান বক্তব্য দিয়েছেন, ছাত্র প্রতিনিধিদের বক্তব্য শেষ। থানা সভাপতি আবু সাঈদ ভাই বক্তব্য দিতে শুরু করেছে, এমন সময় আমাদের শৃঙ্খলা বিভাগের একজন ভাই দৌড়ে এসে জানালেন ছাত্রদল নীচে মিছিলের প্রস্তুতি নিচ্ছে এবং তারা গন্ডগোল করতে পারে। আমি কলেজ সভাপতি এবং সেক্রেটারীকে পাঠালাম বিষয়টি দেখার জন্য এবং প্রোগ্রাম পরিচালক নাজমুল ভাইকে বললাম আপনি প্রোগ্রাম চালিয়ে যান। আমি পরিস্থিতি যতটুকু বুঝলাম ছাত্রদল নবীনদের উপস্থিতি দেখে তাদের মাথা ঠিক নেই। তারা প্রোগ্রামে ডিস্টার্ব করার প্রস্তুতি নিয়েই এসেছে। আমি অধ্যক্ষ স্যারের রুমে গেলাম, স্যার নেই। সেখান থেকে থানাতে ফোন করলাম। কথা হলো ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা আবদুল ওয়াহেদ এর সাথে। তিনি আমাকে আশ্বস্ত করলেন তিনি ব্যবস্থা নিচ্ছেন। আমি ২য় তলায় যে রুমটিতে প্রোগ্রাম হচ্ছে সেদিকে এগুলাম। শোর চিৎকার মিছিলের শব্দ শুনে সামনে দ্রুত আসলাম। ছাত্রদলের ২০/২৫ জন সশস্ত্র ক্যাডার আমাদের প্রোগ্রামের দিকে মিছিল সহকারে এগুচ্ছে। আমাদের নিরস্ত্র কর্মীরা তাদেরকে বাধা দিচ্ছে। তারা তা মানছে না। এক পর্যায়ে আমাদের কলেজ সেক্রেটারী শরীফ ভাইয়ের মাথায় আঘাত করেছে। রক্তে তার মুখ দেখা যাচ্ছে না। আমি দৌড়ে গেলাম, তাকে ধরে একজন ভাইকে বললাম পিছনে যাওয়ার জন্য। আমি থানা সভাপতি সাঈদ ভাই, নাজমুল ভাই, খন্দকার মিজান, রাসেল বাবু, হাসানসহ আল্লাহু আকবর ধ্বনি তুলে প্রতিরোধ করলাম তারা ধাওয়া খেয়ে নেমে গেল এবং বুঝলাম তাৎক্ষণিক আল্লাহু আকবর ধ্বনি বাতিলের উপর কত বড় আঘাত.....।

ইতিমধ্যে পুলিশ এসেছে, ঘটনার বিবরণ জেনেছে। বিকেলে কলেজের একাডেমিক কমিটির মিটিং। উভয় দলের নেতৃবৃন্দ শিক্ষকসহ সকলের পর্যালোচনায় আমরা সম্পূর্ণ নির্দোষ প্রমাণিত হলাম। আমাদের বন্ধু সংগঠনের নেতারা দুঃখ প্রকাশ করে ক্ষমা চাইলেন এবং সর্বসম্মত সিদ্ধান্তের আলোকে আমরা এক সপ্তাহ পরে শান্তিপূর্ণভাবে নবীনদের নিয়ে প্রোগ্রাম করলাম।

কালেমার বাণী, কোরআনে আলো এবং দ্বীনের আহ্বান তাদের মাঝে পৌঁছে দিলাম।

লেখকঃ প্রাক্তন জেলা সেক্রেটারী

www.pathagar.com

মনের মুকুরে লক্ষ্মীপুরের দিন গুলো

মাহমুদুর রহমান মুরাদ

তখনকার সময় গুলো ছিল নাজুক পরিস্থিতি। ঘাত প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে আমাদের দিন গুলো অতিবাহিত হতো। প্রতি দিনে ছাত্র দলের সাথে দু'একটি ঘটনা সংঘটিত হতো। মামলা-হামলা ছিল নিত্য দিনের সঙ্গী। ১৯৯১ সাল লক্ষ্মীপুর সরকারি কলেজে সংসদ নির্বাচনের প্রস্তুতি চলছে। আমাদের প্যানেলের পরিচিতি ও গঠনতান্ত্রিক কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছি। অল্প সময়ের মধ্যে আমরা ছাত্র/ছাত্রীদের মাঝে ব্যাপক প্রভাব সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছি। ছাত্রদল তাদের পরাজয় নিশ্চিত ভেবে আমাদের বিজয়ের পথে অপপ্রচার ও ষড়যন্ত্রের জাল বিস্তার করে বাঁধা গ্রস্থ করতে উঠে পড়ে লেগেছিল। আমরা একদিকে নির্বাচনের প্রচার করছি অন্যদিকে ছাত্রদলের অপপ্রচার ও ষড়যন্ত্রের মোকাবেলা করতে হচ্ছিল। একদিন আমরা ৫০/৬০ জন দায়িত্বশীল কর্মী কলেজের দোতলায় অবস্থান করছিলাম। ছাত্রদল নীচ থেকে আমাদের উপর চড়াও হয়ে হামলা করার উদ্দেশ্যে অস্ত্র-সস্ত্র নিয়ে দোতলায় উঠতে শুরু করে। কলেজ কর্তৃপক্ষ বড় ধরনের দুর্ঘটনা এড়াতে নীচ তলার কলাবসিপল গেইটে তালা মেরে দেয়। ফলে তারা উপরে উঠতে চাইলেও পারেনি। নীচ থেকে অকথ্য ভাষায় গালমন্দ ও অস্ত্র প্রদর্শন এবং আমাদের দিকে ককলেট নিক্ষেপ করতে থাকে। তাৎক্ষণিক আমরা তাদের এই হামলা প্রতিহত করতে দৃঢ় সিদ্ধান্ত নিলাম। প্রচন্ড সাহসিকতা নিয়ে দায়িত্বশীল কর্মীরা সকলে মিলে দোতলার বেঞ্চ ভেঙ্গে কাঠের টুকরো হাতে নিয়ে দোতলা থেকে লাফিয়ে পড়তে শুরু করি। ২০/৩০ জন কর্মীর দোতলা থেকে লাফ দেওয়ার দৃশ্য দেখে ছাত্রদলের শতাধিক কর্মী অস্ত্র-সস্ত্র নিয়ে বিড়ালের মত এদিক সেদিক পালাতে শুরু করে। আমরা তাদেরকে ধাওয়া করে পি.টি.আই এর মোড় হয়ে শহরের দিকে উঠে আসি। মজার বিষয় হলো কি? ওরা এমন দৌড় দিল ওদের সাথে দৌড়ায়ে আমরা পারলাম না। বাজার অতিক্রম করে যখন তারা দৌড়ে যাচ্ছিল জনৈক ছাত্রদল নেতা কর্মীদের উদ্দেশ্যে বলল পরিস্থিতি বলছে আমাদেরকে সামনের দিকেই দৌড়াতে হবে।

আরেকটি ঘটনার কথা খুব বেশী মনে পড়ে-

১৯৯২ সালে আমাদের প্যানেলে জাকির হোসেন মঞ্জু ভাই যেদিন নির্বাচিত হলে কলেজ থেকে বিজয় মিছিল নিয়ে শহরের দিকে রওয়ানা হলাম। শহীদ মিনারের কাছে আসতেই আমাদের একজন কর্মী সংবাদ নিয়ে আসল যে, ছাত্রদল পি.টি.আই এর কর্ণারে আমাদেরকে আক্রমনের উদ্দেশ্যে প্রস্তুতি নিয়ে আছে। ঐমুহূর্তে আমরা কি করব বিষয়টি নিয়ে চিন্তা করছি। তাৎক্ষনিক জেলা সভাপতি নাছির উদ্দিন মাহমুদ ভাই কাউকে কিছু না বলেই সামনের দিকে দৌড়াতে লাগলেন। সাথে সাথে সকল কর্মীরা নাছির ভাইর পিছনে দৌড়ে পি.টি.আই. এর কর্ণার হয়ে সামাদ স্কুলের সামনে চলে আসে। আমাদের অকস্মাৎ সম্মুখে দৌড়ে আসার চিত্র দেখে ছাত্রদল কর্মীরা ভয়ে পি.টি.আই এর কর্ণার থেকে দক্ষিণ দিকে সরে যায়। এভাবে দায়িত্বশীলদের দৃঢ়তা আমাদের সম্মুখে এগিয়ে যেতে বিশাল সাহস যুগিয়েছে। দু'টো ঘটনায়ই আল্লাহ রাব্বুল আ'লামিনের পক্ষ থেকে বিশাল সহযোগীতা ও আমাদের কর্মীদের দুর্বার সাহসীকতা বিজয়ের পথে ধাবিত করেছে। আমাদের উচিৎ প্রতিটি মুহূর্তে আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল করে সাহসীকতার সাথে শহীদি তামান্না নিয়ে আন্দোলনের কাজে ঝাপিয়ে পড়া। বিজয় আমাদের অবশ্যম্ভাবী। ইনশাআল্লাহ!

www.pathagar.com

শহীদ মহসিন ভাই স্মরনে তার গর্বিত পিতার অনুভূতি

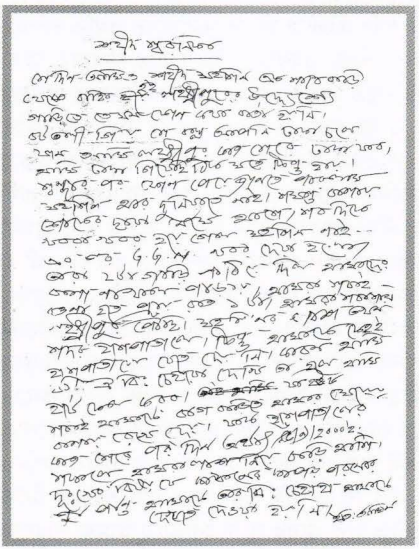

সেদিন আমি ও শহীদ মহসিন একসাথে বাড়ি থেকে বাহির হই লক্ষীপুরের উদ্দেশ্যে। গাড়িতে তেমন কোন কথাবার্তা হয়নি। বটতলী গিয়ে সে বললো, 'আপনি ঢাকা চলে যান,। আমি লক্ষীপুরের কাজ সেরে ঢাকা যাব। আমি ঢাকা গিয়েছি ঠিকমতো, কিন্তু হায় সন্ধ্যার পর ফোন পেয়ে জানতে পারলাম মহসিন আর দুনিয়াতে নাই। সমস্ত বাসায় কান্নায় শোকের ছায়া নেমে আসে। সবদিকে খবরা-খবর হয়ে গেল মহসিন নাই। এরপর জিজিএন খবর দেয়া হলো তারা দুইটা গাড়ি পাঠিয়ে দিল আমাদের বাসা নাখালপাড়ায়। আমরা সবাই রওনা হতে প্রায় রাত ১.০০টা। আমরা সরাসরি লক্ষীপুর পৌঁছি। মহসিনের লাশ তখন লক্ষীপুর সদর হাসপাতালে। কিন্তু আমাকে কেউ হাসপাতালে যেতে দেয়নি। কারণ আমি যদি ঐ বিভৎস চেহারা দেখি, তাহলে আমি হার্ট অ্যাটাক করব। যাহোক, সবাই আমাকে বাগবাড়িতে আমার মেয়ের বাসায় রেখে দেয়। হাসপাতালের কাজ সেরে পরদিন অর্থাৎ ০৬/০৯/২০০৩ইং সকালে আমরা লাশ নিয়ে বাড়িতে আসি। দুঃখের বিষয় যে, কাফনের কাপড় পড়ানোর পূর্ব পর্যন্ত আমাকে তার বিকৃত চেহারা দেখতে দেয়া হয়নি।

শহীদ মহসিনের গর্বিত পিতা
মোঃ আমান উল্লাহ

www.pathagar.com

শহীদ কামাল ভাইয়ের গর্বিত পিতার অনুভূতি

আমার ছেলে কামাল হোসেন ছোট বেলা হতে আদর্শ মানের ছেলে ছিল। সে সব সময় হাসি মুখে কথা বলতো। তার হাসিটা মধুর মতন ছিল। রুপে-গুনে ভাল হওয়ার কারণে সবাই তাকে ভালবাসতো। ছোট্ট থাকতে আমার সাথে নামাজ পড়ত, মুনাজাত দিয়া তার আব্বা আম্মার জন্য দোয়া করত। বড় ছোট সকলকে সম্মান দিত। আল্লাহ ও রাসুল (সাঃ) এর প্রতি তার খুব ভালবাসা ছিল। তার মুখ দিয়ে খারাপ কথা বের হতো না। কারোর সাথে খারাপ ব্যবহার করত না। তার চলাফেরা ছিল খুব পরিষ্কার। তাকে কখনো কিছু শিখাতে হয় নাই। আমার মনে হয় জন্ম হতেই আল্লাহপাক তাকে বেছে নিয়েছেন। তা নাহলে তার ভিতরে এত গুন কি করে ছিল।

আমি তার পিতা হয়ে তার নিকট থেকে অনেক কিছু শিক্ষা নিতাম। তাকে দিয়া যে কাজই করাতাম সেই কাজে সুফল পাওয়া যেত। তার যেমন সুন্দর ব্যবহার ছিল, আজ পর্যন্ত হিন্দু মুসলমান কেহ তার কথা ভুলতে পারে না। আমার প্রিয় সন্তান কামালের হাসিমুখের কথা, সুন্দর চেহারা, সুন্দর ব্যবহার আমার সব সময় মনে পড়ে। কামাল হোসেন শাহাদাত বরণ করিয়াছে শুনে আমি আল্লাহর দরবারে শুকরিয়া আদায় করছি। আল্লাহ তার শাহাদাত কবুল করে জান্নাতে সর্বোচ্চ মর্যাদা দান করুন - আমীন॥

শহীদ নূরুদ্দিন ভাইয়ের মায়ের অনুভূতি

নূর উদ্দিন ছোট কাল থেকে চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য খুবই ভাল ছিল। যেমন ছিল সে সুন্দর ঠিক তেমনি ছিল ফুট ফুটে চেহারার অধিকারী। সে বশিকপুর আলিয়া মাদ্রাসায় পড়ালেখা করতো। পড়াশুনার পাশাপাশি মক্তবে ছোট ছোট ছেলে মেয়েদের পড়াতো। তার পিতার সাথে পারিবারিক কাজে সহযোগিতা করত। তার কথা মনে হলে আমি আর স্থির থাকতে পারি না। ওর সাথে শেষ কথাগুলো বার বার মনে পড়ে। ঘটনার দিন লক্ষ্মীপুরে যাওয়ার পথে আমি যখন তাকে বললাম বাবা আমাদের এগুলো করার দরকার কি। কেউতো আমাদের গম-আটা, তেল দিবেনা? তখন সে বলল মা আমরা ইসলামী ছাত্রশিবির করি আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করে জান্নাত পাবার জন্য। গম, আটা, তেলের জন্য নয়। এ পথে মারা গেলে আল্লাহ শাহাদাতের মর্যাদা দিবেন। আমার ছেলের মুখে কথাগুলো শুনে কিছুটা বিচলিত হই। সে শিবিরকে খুব ভালবাসতো। কখনো কোন প্রোগ্রাম বাদ দিত না। এলাকায় তার বয়সী ছেলেদেরকে শিবিরে আনতে বেরিয়ে পড়তো। এইতো সেদিনওতো ইসলামের কাজে বেরিয়েছে। সে আল্লাহর পথে কাজ করতে গিয়ে মিছিলে গাড়ি চাপায় মারা যায়। (একথাগুলো বলে তিনি কাঁন্নায় ভেঙ্গে পড়েন) দোয়া করি আল্লাহ যেন তাকে জান্নাত নসিব করেন। আমীন!

www.pathagar.com

মায়ের অনুভূতি
শহীদ ফজলে এলাহী

আমার ছেলের মেধা খুব ভাল ছিল। মাত্র ৬ বছর বয়সে কোরআন পড়া শিখেছে। প্রথম জীবনে তাকে স্কুলে ভর্তি করিয়েছি। স্কুলে চতুর্থ শ্রেণী পর্যন্ত লেখাপড়া করে তারপর টুমচর ও লক্ষ্মীপুর আলীয়া মাদরাসায় ভর্তি হয়। স্বভাব চরিত্র খুব ভাল ছিল এবং লেখাপড়ার প্রতি খুব ঝুক ছিল বলে তার বাবা তাকে খুব ভালবাসত এবং সব সময় সাথে সাথে রাখতো। সব সময় পাঞ্জাবী পড়া পছন্দ করতে। ফযলে এলাহী কাঠাল, গরুর ও মুরগীর গোস্ত পছন্দ করত। শাহাদাতের কয়েক দিন পূর্বে ওর নানা বাড়িতে গিয়েছিল। তার পরনে লুঙ্গী ছিল। লুঙ্গী টাকনু গিরার নিছে দেখে ওর নানা ওকে টাকনুর নীচে পোষাক পরা যাবেনা বলে দেওয়ার পর আর কোন দিন টাকনুর নীচে কাপড় পড়েনি। গ্রামের মানুষও খুব ভালবাসত। ভাই বোনদের সাথে এবং আত্মীয় স্বজনদের সাথে ভাল ব্যবহার করতেন। সে অনেক কষ্ট করে লেখা পড়া করত।

শেষ বিদায়ঃ সে দিন আমি ফযলে এলাহীর নানার বাড়িতে ছিলাম। ও বাড়িতে এসে আমাকে না পেয়ে বড় বোনের বাড়িতে গিয়েছিল। দু'ভাই বোন জীবনের শেষ কথা বলল। পরে তার নানা বাড়ি আসল। তাকে আমি জিজ্ঞাসা করলাম বাবা তুমি কি লক্ষ্মীপুর থেকে এসেছ? জবাবে সে বলল জী মা! লক্ষ্মীপুর থেকে এসেছি। ঢাকা যাব, মাষ্টার্সে ভর্তি হওয়ার জন্য টাকা লাগবে। আমার সাথে কথা বলে নানা বাড়ি থেকে সবার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বড় ভাইদের শ্বশুর বাড়ি গিয়েছে। সেখানেও সবার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আবার নানা বাড়ি এসেছে। তারপর সে বলল মা তাড়া তাড়ি যেতে হবে। ভাত দাও! আমি তাকে পোঁয়া মাছ দিয়ে ভাত দিয়েছি কারণ তার পোঁয়া মাছ খুব পছন্দ ছিল। ভাত খাওয়ার পর সাদা পায়জামা পড়ে সে আমার কাছ থেকে ১৭০০ টাকা নিয়ে বিদায় নিল। আমি তাকে বললাম এই টাকায় তোমার হবে? সে বলল হবে এবং সে শেষ বিদায় নিয়ে চলে গেল। সে যখন আমার কাছে থেকে বিদায় নিয়ে গেল তখন আমার কাছে কেমন যেন লাগছে। আমি বলে প্রকাশ করতে পারছিনা। প্রায় ১মাস পর তার শহীদি লাস বাড়ি নিয়ে আসে। তারপর আমার ছেলে ওয়ালিউল্লাহ এসে আমাকে খবর না বলে তার ভাবিকে খবর বলে। তার মৃত্যুর খবর শুনে আমি কান্নায় ভেঙ্গে পড়ি। আমার ছেলে ফজলে এলাহীর জন্ম গ্রহণ করার পূর্বে ওর বাবা স্বপ্নে দেখছে পূর্ব দিকে চাঁদ উঠেছে। চাঁদের নাম রেখেছে ফজলে এলাহী। সে স্বপ্নে দেখা অনুযায়ী তার বাবা তার নাম রেখেছে ফযলে এলাহী। আমার বাবাকে আল্লাহ কবুল করেছেন, তার পথে শহীদ করেছেন। আমি একজন শহীদের মা হিসাবে আল্লার কাছে শুকরিয়া আদায় করি। তোমরা যারা ফজলে এলাহীর সাথীরা বেঁচে আছ যে উদ্দেশ্য সে জীবন বিলিয়ে দিয়েছে। তা বাস্তবায়নে দায়িত্ব আজ তোমাদের কাছেই রইল। আল্লাহ আমাদের সবাইকে তার দ্বীনের জন্য কবুল করুন। আমীন

www.pathagar.com

শহীদ আহমাদ যায়েদের পিতা মাষ্টার মনির আহমাদের উদ্বোধনী বক্তব্য কর্মী সম্মেলন-২০০২ইং, লক্ষ্মীপুর।

নাহমাদুহু অনুসাল্লি আলা রাসুলিহিল কারিম, ওয়ালা আলিহী ওয়াসহাবিহী আজমায়িন। আউজুবিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজিম। বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম। ইউরিদুনা লিইউতফিউ নুরাল্লাহি বী আফওয়াহিহীম ওয়াল্লাহু মুতিম্মুনুরিহী ওলাও কারিহাল কাফিরুন।

সম্মানিত সভাপতি, মঞ্চে উপবিষ্ট প্রধান মেহমান শহীদি কাফেলা বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবিরের মুহ্তারাম কেন্দ্রীয় সভাপতি। উপস্থিত প্রবীন রাজনীতিবিদ ও ইসলামী ব্যক্তিত্ব জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় নির্বাহী সদস্য মুহ্তারাম মাষ্টার মোহাম্মাদ শফিক উল্লাহ, অন্যান্য মেহমানবৃন্দ, দূর-দূরান্ত থেকে আগত মর্দে মুজাহিদ ইসলামী ছাত্রশিবিরের কর্মীবৃন্দ, আস্সালামু আলাইকুম ওয়ারহমাতুল্লাহ। আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের প্রতি কৃতজ্ঞতায় মস্তক অবনত করছি, যিনি আমাদেরকে এই আন্দোলনে শরীক করে নব্য জাহেলিয়াতের হিংস্র ছোবল থেকে হেফাজত করেছেন। সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মহামানব বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (সঃ) এর প্রতি দুরূদ পেশ করছি। যার প্রদর্শিত জীবনাদর্শ অশান্ত পৃথিবীতে শান্তির ফল্গুধারা প্রবাহিত করতে পারে। স্মরণ করছি আল্লাহর জমিনে তার রাজ্য প্রতিষ্ঠার জন্য জীবন দানকারী বীর সেনানিদের, বিশেষ করে বাংলার এই সবুজ জমিনে দ্বীনের ঝান্ডাকে উড্ডীন করার জন্য যারা নিজেদের তপ্ত তাজা খুন জমিনে ঢেলে দিয়ে শাহাদাতের অমীয় সুধা পান করেছেন এবং আমাদেরকে আল্লাহর পথে চলার প্রেরণা যুগিয়েছে।

সন্মানিত উপস্থিতি

আজ এখানে এমন শান্ত পরিবেশে আপনাদের সামনে দাড়িয়ে কথা বলতে পারব তা গত কয়েক মাস পূর্বেও চিন্তা করিনি। যে নির্যাতন নিষ্পেষণ আর দুঃশাসনের যাঁতাকলে দেশবাসী বিশেষ করে লক্ষ্মীপুরবাসী পিষ্ট হয়েছে, তার দুঃসহ স্মৃতিগুলো তাদেরকে এখনো তাড়া করে ফিরছে। মাত্র কয়েক মাস পূর্বেও অনেক মায়ের কলিজার ধনকে অপহরন করে নেয়া হয়েছে, কত সন্তানকে চিরদিনের জন্য পঙ্গু করা হয়েছে। গভীর রাতের নিস্তব্ধতাকে খান খান করে দিয়ে কোন হতভাগা মায়ের সন্তান'' বাঁচাও বাঁচাও'' ধ্বনিতে আল্লার আরশকে কাঁপিয়ে তুলছে তার ইয়াত্তা নেই। কত নারী তাদের সম্ভ্রম হারিয়েছে তার হিসাব হয়ত কোনদিন নেয়া হবে না। শান্তিকামী জনগন ও রাজনৈতিক সহাবস্থানের এক চমৎকার দৃষ্টান্ত ছিল আমাদের এই লক্ষ্মীপুর। রাজনৈতিক সংঘর্ষ হলেও তা ছিল সীমিত পর্যায়ের বিচ্ছিন্ন ঘটনা। এই শান্তির জনপদকে ১৯৯৬-২০০১ সাল পর্যন্ত আওয়ামী সরকার মানব কসাইখানায় পরিনত করেছিল। তারা সেই প্রবাদটির "কয়লা ধুইলে ময়লা যায়না" বাস্তব প্রতিপলন ঘটিয়েছে। বিগত ৫ বছরে তারা লক্ষ্মীপুরকে হত্যা, সন্ত্রাস, চাঁদাবাজি, অপহরন, ধর্ষন, এবং লুটের অভয়ারণ্যে পরিনত করেছে।

• *ইসলাম প্রেমিক উপস্থিতি*

ইসলাম, ইসলামী আন্দোলন ও ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদেরকে যারাই নিশ্চিহ্ন করতে চায় আল্লাহর নিয়ম অনুযায়ী তারাই ইতিহাসের আস্তাকুঁড়ে নিক্ষিপ্ত হয় । লক্ষ্মীপুরের পতিত ইসলাম বিরোধীদের পরিণতি তারই জ্বলন্ত প্রমাণ। জামায়াত, শিবির, অফিস,

www.pathagar.com

দারুল আমান একাডেমী, এতিখানা, মাদ্রাসা, কুরআন হাদীসে অগ্নিসংযোগ ইসলামী আন্দোলনের উপর নির্যাতন চালিয়ে তারা সেদিন তৃপ্তির হাসি হেঁসেছিল। কিন্তু আল্লাহ তার দ্বীনকে শত ষড়যন্ত্রের পরেও প্রজ্জলিত করেছেন ।

তারা সেদিন কোরআন, হাদীসে অগ্নিসংযোগ করেনি বরং এদেশের ১২ কোটি তৌহিদী জনতার হৃদয়ের আগুন ধরিয়ে দিয়েছে। সেদিন ইসলাম প্রিয় জনগণ নীরবে নিভৃতে আল্লাহর দরবারে অশ্রু বিসর্জন দিয়েছে। দীর্ঘদিন ধরে যারা ইসলামের অগ্রযাত্রা রোধ করার জন্য শিবিরের বিরুদ্ধে সন্ত্রাসের মিথ্যা অপবাদ আরোপ করেছে, তাদের মিথ্যাচার মুখ থুবড়ে পড়েছে। কারা সন্ত্রাসের মদদ দাতা, কারা সন্ত্রাসের উৎস প্রতিদিন সচেতন দেশবাসী প্রত্যক্ষ করেছে। তাই মিথ্যাচারের আশ্রয় নিয়ে ইসলামের অগ্রযাত্রা রোধ করা যাবে না।

• ***সচেতন উপস্থিতি***

শহীদ ফজলে এলাহী, শহীদ আহম্মদ যায়েদ, শহীদ কামাল, শহীদ মাহমুদুল হাসান ও শহীদ মহসীন, যদি আজ বেঁচে থাকত তবে তারা এ সম্মেলনে উপস্থিত থাকত। তারা আজ আমাদের মাঝে নেই। তাদের অসম্পূর্ণ কাজ আঞ্জাম দেওয়ার জন্য আমাদের আত্মনিয়োগ করতে হবে। শহীদ যায়েদের মাঝে ইসলামী আন্দোলনের কাজে যে উদ্দীপনা দেখেছিলাম, অন্যান্য শহীদের জীবনীর সাথে যায়েদের জীবনী মিলিয়ে দেখেছি সবার কর্মতৎপরতা এক ও অভিন্ন। তাদের তৎপরতা দেখে মন স্বতঃস্ফুর্তভাবে বলে উঠে "আল্লাহ এমন লোকদেরই শহীদ করেন"। যে সমাজ প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন শহীদেরা দেখেছেন, আমাদেরকে সেই সোনালী সমাজ প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে আত্মনিয়োগ করতে হবে।

• ***সুপ্রিয় উপস্থিতি***

ইসলামী আন্দোলনের জন্য পরীক্ষা অপরিহার্য একটি শর্ত। কঠিন পরিস্থিতিতে যেন দ্বীনের উপর অবিচল থাকা যায় সে জন্য আল্লাহর সাথে গভীর সম্পর্ক গড়তে হবে এবং আদর্শ, লক্ষ্য উদ্দেশ্য সম্পর্কে গভীর সম্পর্ক থাকতে হবে। কুরআন , হাদীস ও ইতিহাস সম্পর্কে গভীর জ্ঞান রাখতে হবে। আল্লাহর সন্তুষ্টি হাসিল যাদের উদ্ধেশ্য নয় তারা ইসলামী আন্দোলন করেও টিকে থাকতে পারবে না। দুনিয়ার লোভ, লালসা, বাতিলের রক্তচক্ষুতে তারা প্রভাহিত হয়ে পড়ে।

বর্তমানে আমাদের দেশে অনৈতিকতার যে প্লাবন বইছে তার মোকাবেলায় ইসলামী ছাত্রশিবির বাংলাদেশের জন্য আল্লাহর এক বিরাট নেয়ামত, আজ উঠতি বয়সের তরুণ, যুবকরা, মদ, জোয়া, চুরি-ডাকাতি, ছিনতাইসহ চরিত্র বিধ্বংসী কার্যকলাপে লিপ্ত হচ্ছে। সেখানে ছাত্রশিবির সাধারণ ছাত্রদের জীবনকে কুরআন সুন্নাহ অনুযায়ী পরিচালনা করছে। পিতা-মাতা যেখানে তাদের সন্তানদের চরিত্র গঠনে ব্যর্থ হচেছ শিবির এক্ষেত্রে একশত ভাগ সফল হচ্ছে। সমাজের সবচেয়ে ভাল ও শ্রেষ্ঠ সন্তান হিসেবে শিবির কর্মীরা স্বীকৃতি পেয়েছে। পিতা-মাতা তথা অভিভাবকরা যদি শিবির সম্পর্কে জানত তবে তারা তাদের সন্তানদের শিবিরের হাতে সোপর্দ করত। আপনাদেরকে সংগঠনের ভাবমূর্তি সদা সকলের নিকট সমুন্নত রাখতে হবে।

সুপ্রিয় কিশোর তরুনরাঃ আজ বিশ্বব্যাপী ইসলামের জাগরণ শুরু হয়েছে, এ জাগরনের ঢেউ আমাদের এই ভুখন্ডে আছড়ে পড়েছে। ইহুদি খ্রীষ্টান মুশরিক তথা ইসলাম বিরোধী চক্র তিনটি কৌশল নিয়ে ইসলামের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছে।

প্রথমতঃ তারা আধুনিকতার নামে মুসলিম তরুন ও যুব-সমাজের চরিত্র ধ্বংস করছে।

www.pathagar.com

দ্বিতীয়তঃ যারা ইসলাম প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে অংশ গ্রহন করেছে তাদেরকে সন্ত্রাসী জঙ্গীবাদ বলে চিহ্নিত করেছে।

তৃতীয়তঃ সাংস্কৃতিক আগ্রাসন ও সন্ত্রাসের অপবাদ ব্যর্থ হলে তারা চালায় সামরিক আগ্রাসন।

আমাদের দেশে যারা ইসলামী আন্দেলন ও এর কর্মীদের সন্ত্রাসী বলে অপবাদ দেবে তারা আন্তর্জাতিক ইসলাম বিদ্বেষীদের দোষর হিসেবে চিহ্নিত হয়ে থাকবে।

এত ষড়যন্ত্রের পরও তাদের সকল তৎপরতা ব্যর্থ হবে। আল্লাহ বলেন "তোমরা হতাশ হয়োনা নিরাশ হয়োনা, বিজয় তোমাদেরই প্রাপ্য, যদি তোমরা মুমিন হও"। ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদেরকে জ্ঞান অর্জন, চরিত্র গঠন ও আল্লাহর সাথে সম্পর্ক ঘনিষ্ট করতে হবে। মানবতার মুক্তির লক্ষ্যে একটি সুখী সমৃদ্ধশালী সোনালী সমাজ গড়ার প্রত্যয়ে শিবির কর্মীদের ভুমিকা রাখতে হবে। সকল অপবাদ, মিথ্যাচার, সন্ত্রাস, তথা বাতিলের সকল রক্তচক্ষু উপেক্ষা করে ইসলাম প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে তীব্র বেগে ধাবিত হতে হবে। আমি দীর্ঘদিন পর অনুষ্ঠিত শিবিরের কর্মী সম্মেলনের সফলতা কামনা করছি। আমি আশা করছি এই সম্মেলন লক্ষ্মীপুরে ইসলামী আন্দোলনে গুরুত্বপূর্ন ভুমিকা পালন করবে- এ আশাবাদ ব্যক্ত করে আজকের কর্মী সম্মেলনের শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করছি।

আল্লাহ হাফেজ

বাংলাদেশ জিন্দাবাদ।

শহীদ মাহমুদুল হাসানের মায়ের অনুভূতি

মাহমুদ ছোটবেলা থেকে চটপটে ছিল। সবাই তাকে আদর করতো। পাড়া প্রতিবেশীদের সাথে তার ছিল গভীর সম্পর্ক। সে যখন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাড়িতে আসতো, আশে পাশের সবার সাথে দেখা করতো। যতদুর মনে পড়ে মাহমুদ শাহাদাতের আগে টাকা চেয়ে চিঠি লিখেছিল। চিঠি পাওয়ার পর আমরা তার জন্য কিছু টাকা পাঠাই। তখন বিশ্ববিদ্যালয়ের অবস্থা ভাল ছিল না। তার শাহাদাতের কিছুদিন আগে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রলীগের হাতে একবার খুব আহত হয়েছিল। একটু সুস্থ হওয়ার পর বাড়িতে আসলে ছেলের দিকে তাকিয়ে কান্নায় ভেঙ্গে পড়ি। ওরা আমার ছেলেকে রড দিয়ে তার পিঠে ও গায়ে আঘাত করে রক্তাক্ত করে ফেলে। আমি তখন তাকে বলেছিলম বাবা তুই কিছু দিনের জন্য বাড়ি ফিরে আয়। তখন সে বলল রমজান মাসের ১০ তারিখে বাড়িতে আসবে। আমি তাকে বললাম সাবধানে থাকিস। সে বলল মা শহীদের মৃত্যু সবচেয়ে মর্যাদার মৃত্যু, এই মৃত্যু কয়জনের ভাগ্যে জুটে। তুমি দোয়া করিও যেন আল্লাহর পথে বীরের বেসে শহীদ হতে পারি। তার কথাগুলো শুনে আমি তার দিকে তাকিয়ে থাকলাম। আর ভাবলাম সত্যি সত্যিই কি সে শহীদ হয়ে যাবে? আমার বাবা ১০ তারিখে বাড়িতে এসেছে, তবে জীবিত নয় শহীদ হয়ে। আমার ছেলের কি অপরাধ? কেন তারা আমার ছেলেকে হত্যা করেছে? সেতো কখনো কারো সাথে খারাপ আচরন করেনি। শুধু ইসলামী আন্দোলন করার কারণেই মাহমুদকে মেরে ফেলে।

তার শাহাদাতের পরে তার বাবার কণ্ঠ বন্ধ হয়ে যায় এবং ৬ মাস পরে তিনি মারা যায়। আমার কোন দুঃখ নেই। আল্লাহ আমাকে মাহমুদকে দিয়েছে আবার তাকে শহীদের মর্যাদা দিয়ে নিয়ে গেছে এটাই আমার কাছে সবচেয়ে বড় প্রেরনা। আমি শহীদের একজন গর্বিত মা। দোয়া করি আল্লাহ যেন তোমাদেরকে হেফাজত করেন। আমীন!

www.pathagar.com

একটি জীবনের যেভাবে ইতি

শাহাদাত হোসাইন

দিনটি ছিল রবিবার। ডিসেম্বর মাসের ১৯ তারিখ সেহ্‌রী খেয়ে ফজর নামাজ আদায় করে মাহমুদুল হাসান তার নিজ রুমে ঘুমিয়েছিল, এরই মাঝে সকাল ১১টার দিকে শহীদ আব্দুর রব হল কেন্দ্রিক ঘটনাকে কেন্দ্র করে ছাত্রশিবির ও ছাত্রলীগের মধ্যে সংঘর্ষের সূত্রপাত শুরু হয়। তা পরবর্তীতে ছড়িয়ে পড়ে সোহরাওয়ার্দী হলে, ঐ হলে ছাত্রলীগ কর্মীরা হল দখলের উদ্দেশ্য নিয়ে ঢুকে পড়ে, কিন্তু শিবিরের প্রবল বাঁধার মুখে ছাত্রলীগ কর্মীরা পিছপা হয়ে সোহরাওয়ার্দী হলের সামনে অস্ত্র হাতে নিয়ে অবস্থান নেয়। এ ঘটনা ক্যাম্পাসে দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে, শিবির কর্মীরা জড়ো হতে থাকে। এমতাবস্থায় মাহমুদুল হাসানের সহপাঠীরা তাকে ঘুম থেকে উঠিয়ে নিয়ে আসে, কেন্দ্রীয় মসজিদের সামনের রাস্তা দিয়ে আসার সময় সোহরাওয়ার্দী হলের মোড় থেকে ছাত্রলীগ কর্মীরা শিবির কর্মীদের ওপর ব্রাশ ফায়ার শুরু করে। ঘটনাস্থলে মাহমুদুর হাসানের সহপাঠী রহিমউদ্দিন শাহাদৎ বরণ করেন। গুলিবিদ্ধ অবস্থায় মাহমুদুল হাসানসহ আরো অনেককে শহরে নেওয়ার পথে চট্টগ্রামের অক্সিজেন এলাকায় মাহমুদুল হাসান ও শাহাদাত বরন করেন। ঐরাতে রহিমউদ্দীন ও মাহমুদুল হাসানের লাশ চট্টগ্রাম মেডিকেলে রাখা হয়েছিল। সারারাত ওদের আত্মীয়-স্বজন ও সহপাঠীরা মেডিকেলে শেষবারের মত ওদের দেখার জন্য এসেছিল। পরদিন সকাল আনুমানিক ১০টার সময় ক্যাম্পাসে ওদের জানাজা পড়ার কথা থাকলেও প্রশাসনের বাঁধার কারণে তা সম্ভব হয়নি। পরবর্তীতে ২নং গেটে তাদের গায়েবী জানাযা অনুষ্ঠিত হয়। বেলা ২টার সময় লাল দীঘি ময়দানে তাদের জানাজা অনুষ্ঠিত হয়। জানাজায় ইমামতি করেন মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী। জানাজা শেষে মাহমুদুল হাসানের কফিন গ্রামের বাড়িতে নিয়ে আসার সময় ফেনী এবং চৌমুহনীতে আরো দুটি জানাযা পড়ানো হয়। পারিবারিক কবরস্থানে দাফন করার পূর্বে নিজ এলাকায় ভবানীগঞ্জ চৌরাস্তার মাঠে প্রায় ১০ হাজার লোকের উপস্থিতিতে শেষবারের মত জানাযা অনুষ্ঠিত হয়।

শহীদ মাহমুদুল হাসানের বন্ধু

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

www.pathagar.com

একটি নক্ষত্রের বিদায়

মাওলানা তারিক মুনাওয়ার

তারা হারালে আকাশে আঁধার নামে। আকাশ কাঁদে। তেমনি মুমিনের বিদায়ে তারা কাঁদে। আকাশ কাঁদে। কাঁদে মাটি। মাটির বুক খালি হয়ে যায়। তার বুকে আকুল আবেদন নিয়ে জমিনের মালিকের নাম মুমিন নেয় না। তাই জমিন কাঁদে। আকাশে তার আল্লাহর কাজ উঠেনা তাই আকাশ কাঁদে।

যায়েদ শুধু এখন একটি খ্যতিমান নাম নয়। ইসলামের প্রথম হতেই বহু বেদনার স্বাক্ষী যায়েদ। সে নামের সাথে আরেক যায়েদ যোগ হলো। মাছুম নিঃষ্পাপ এক মুহিরুহ যায়েদ। খুব অল্প সময় সবাইকে কাঁদিয়ে চলে গেলো জান্নাতে। সবুজ পাখি হয়ে ঘুরে বেড়াবে অনন্তকাল। আমি ও চাই এ জীবন। ভাদ্রের ভদ্রদিন। রোদ মাখা সোনা ঝরা সকাল। ফালাকের মালিকের নাম নিয়ে বেরিয়ে যায় যায়েদ। মাকে আরেক দ্বীনি ভায়ের মায়ের কষ্ট লাগব করতে পাঠায়। নিজে জীবন বাজি রেখে ছুটে যায় রাজপথের মিছিলে। তাগুতের শক্তি চুরমার করে আবু জাহেলদের কবর দেয়ার মিছিল। পাথর গুলি আসবে এটাই স্বাভাবিক। আল্লাহর পছন্দ সব সময় সবচেয়ে ভালোটা। তিনি সুন্দর, সুন্দর কে ভালোবাসা তাঁর ফেতরত। সন্ধ্যা তারাটাই নিয়ে গেলেন। অনেক আলোর জন্য। এ শূন্যতায় আরো আলোর মিছিল হবে ঐ শূন্যতা পুরনের জন্য। শুধু শূন্য হয়ে গেল অভাগী মায়ের কোল। পরকালে পূর্ণতা পেতে দুনিয়ায় শূন্য হওয়াই স্বভাবিক। সব জাহান পূর্ণ সব জাহান শূন্য এটা আল্লাহ কখনই করেন না। এভাবে রক্ত সিড়ি বেয়ে বেয়ে জান্নাতের সিড়ি জমিনে ফেরদাউ'সের সিড়ি নেমে আছে। রক্ত জমিনে লেখে দিয়ে গেল। এ খুনের ধারা তায়েফ হতে পেলাম। পেলাম বদর ওহুদ হতে। আল্লাহর সবচেয়ে ভালোবাসা।

মিছিল হতে ধরে নিয়ে গিয়ে প্রথম মাথায় গুলি। কিল ঘুষি লাথি। অবশেষে অচেতন। তারপর ও রেহাই নাই। একটু পরেই রিক্সা ওয়ালাকে লাথি মেরে অচেতন শরীরে পেটের উপর পঞ্চাশ হতে ষাট লাথি। সমস্ত শরীর থেতলে দেয়। আহ জায়েদ তুমি তো জান্নাতি খুশবু নিচ্ছিলে। আর তারা তোমার শরীরে মেরে ওদের সব ধ্বংস করে গেলো। তোমার শরীর একামতে দ্বীনের স্বাক্ষী হলো। তোমার শরীর ওদের ধরিয়ে দিবে। আখেরাতে তুমি আরশের ছায়ায় থাকবে। তোমার সারা শরীরে যারা তোমাকে মেরেছে তাদের পাপিষ্ট নাম উঠবে। কেউ ধরিয়ে দিতে হবে না।

লেখকঃ বিশিষ্ট মুফাচ্ছিরে কুরআন ও কণ্ঠশিল্পী এবং শহীধ আহমদ জায়েদের গর্বিত মামা।

www.pathagar.com

যে অতীত প্রেরনার

আহমাদ সালমান

১৭ই আগষ্ট এর ব্যাপারে বক্তব্য বা লেখা-লেখির ব্যাপারে আমি কখনই আগ্রহী ছিলাম না। এই আবেগ জড়িত ঘটনাটিকে বার বার এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করেছি। তার পরও নিজের অজান্তে একদিন খাতা কলম নিয়ে বসে কিছু লেখার চেষ্টা করলাম, উদ্দেশ্য একটাই শহীদের জীবনের কোন অংশ যদি ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদের অনুপ্রানিত করে এই প্রত্যাশায়।

ইসলামী আন্দোলনের সাথে সম্পৃক্ততা ছোটবেলা থেকেই বুঝতে শিখেছি। শহীদ আহমদ যায়েদকে আমার বাবা-মার পরে আমিই সবচেয়ে কাছ থেকে দেখার সুযোগ বেশী পেয়েছি। ক্লাসের সময় ছাড়া বাকী সময়টুকু এক সাথেই কাটাতাম। আমাদের বয়সের ব্যবধান দেড় থেকে দুই বছর হলেও অনেকেই মনে করতেন যমজ ভাই অথবা বন্ধু। সময়গুলো বেশ ভালোই কেটে যাচ্ছিল। ১৯৯৫ সালে শহীদ ফজলে এলাহীর শাহাদাতের মধ্যদিয়ে লক্ষ্মীপুরে ইসলামী আন্দোলনের অগ্রযাত্রা এবং শাহাদাতের ধারাবাহিকতার সূচনা হয়। তখন আমি পঞ্চম শ্রেণী এবং শহীদ আহমদ জায়েদ ৬ষ্ঠ শ্রেণীর ছাত্র। শহীদ ফজলে এলাহীর শাহাদাত আমাদের মত আরো অসংখ্য কিশোর এর মনে ইসলামী আন্দোলনের লক্ষ্যে পরিনত করেছে। তার পর থেকে সকল মিছিল মিটিং এ সক্রিয় অংশগ্রহন করেছি।

১৯৯৬ সালে আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আসার পর তাদের একমাত্র লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হয় ইসলামী ছাত্রশিবির। লক্ষ্মীপুর জেলায় ও এর ব্যতিক্রম ঘটেনি। তাদের সন্ত্রাসী কর্মকান্ডে লক্ষ্মীপুর শহর একমৃত্যু পুরীতে পরিনত হয়। দীর্ঘ ৩ বছরের অত্যাচার নির্যাতনের প্রতিবাদ করার সিদ্ধান্ত গ্রহন করে ইসলামী ছাত্রশিবির। ১৯৯৯ সালের ১৫ই আগষ্ট দিবাগত রাত ৩.০০ টা লক্ষ্মীপুর শহর সভাপতি, শামসুল ইসলাম ভাই, মিজানুর রহমান মোল্লা ভাই এবং বাহার ভাইকে ছাত্রলীগের সন্ত্রাসীরা অপহরণ এর পর আহত করে এক কবরস্থানে ফেলে রেখে যায়। এই ঘটনার পর সকল কর্মীর প্রানের দাবী ছিল ছাত্রলীগের এই সন্ত্রাসের প্রতিবাদ করার।

১৬ই আগষ্ট আমি শহীদ জায়েদ, জাকির, মিঠুভাই, খোকনভাই, ফরহাদ সহ স্কুল পর্যায়ের বেশ কিছু কর্মী মহিন ভাইয়ের দোকানে বিকাল বেলা চা খাচ্ছিলাম। এক দায়িত্বশীল এসে খবর দিলেন, আগামীকাল লক্ষ্মীপুর শহরে, ছাত্রলীগ এবং তাহের বাহিনীর সন্ত্রাসের প্রতিবাদে বিক্ষোভ মিছিল ও প্রতিবাদ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হবে।

সাথে সাথেই আমরা সকলে দাঁড়িয়ে দায়িত্বশীলের কাছ থেকে বিস্তারিত জানার চেষ্টা করি। তারপর মাগরিবের নামাজ আমরা সকলেই একসাথে আদায় করি। মাগরিবের নামাজের পর শহীদ জায়েদ আমাকে ডেকে বলেন, আমি মিছিলের দাওয়াতী কাজ করার জন্য শহরে যাচ্ছি, তুই বাসায় চলে যা। বাসায় ফেরার পর লেখা-পড়ায় মন বসছিল না। জায়েদ ভাইয়া রাত ৯.৩০ মিনিটে বাসায় ফিরেছেন। পরের দিন আমরা চার ভাই ফজর নামাজ আদায় করে বাসায় ফিরে গোসল করে মিছিলে যাওয়ার প্রস্তুতি শেষ করি।

সকাল ৭.৩০ মিঃ দারুল আমান একাডেমী মসজিদে মিছিল পুর্ব সমাশে সকলে একত্রিত হই। আমার নানা মরহুম মাষ্টার সফিক উল্লা আবেগময়ী বক্তব্য রাখেন। জেলা সভাপতি মিছিলে তিনটি গ্রুপের নাম ঘোনা করেন। কোন গ্রুপেই স্কুল কর্মীদের নাম ঘোষনা করা হয়নি। এবং সর্বশেষ স্কুল কর্মীদেরকে মিছিলে না নেওয়ার ব্যাপারে সাংগঠনিক সিদ্ধান্ত জানান। তারপর আমরা স্কুল পর্যায়ের সকল কর্মীদের একত্রিত করে সিদ্ধান্ত নিই, আমরা যে ভাবেই হোক মিছিলে অংশ গ্রহণ করবো।

www.pathagar.com

আমাদের সাথে স্টেশনের সোহেল ভাই, কবির মামা এবং সওদাগর বাড়ীর জোবায়ের মামা সহ আরো অনেকেই অংশ গ্রহন করেন।

আমাদের আলাপ চারিতার এক পর্যায়ে শহীদ আহমদ জায়েদ কোন সংকোচ ছাড়াই বললেন, আমাদের মধ্য থেকে যদি অন্তত একজনকে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন শহীদ হিসেবে কবুল করতেন, তাহলে কতইনা ভালো হত। তার এই কথাটি তখন আমরা অনেকেই গুরুত্ব দিয়ে শুনিনি। তার পরে ঘটনা সকলেরই জানা। তাহের বাহিনীর নির্মম, নিষ্ঠুর, পৈশাচিকতার শিকারে পরিনত হন শহীদ আহমদ জায়েদ। সবচেয়ে দুঃখ জনক ঘটনা হল, তার জানাযার নামাজটিকে ও তারা পন্ড করার জন্য হামলা চালায়। যা লক্ষীপুরের সর্ব স্তরের মানুষকে হতবাক করেছে।

শহীদ আহমদ জায়েদের শাহাদাতের পর দুইটি ঘটনা আমার এখনও মনে পড়ে। ১৯৯৯ সালে মার্চ অথবা এপ্রিল মাসে আমাদের ডাইনিং রুমে এক জরুরী সভা বসে। সেখানে লক্ষীপুরের সাবেক জেলা সভাপতি আ.ন.ম. আবুল খায়ের ভাই, নুর নবী ফারুক ভাই, মিজানুর রহমান মোল্লা ভাই সহ আরও কিছু দায়িত্বশীল ছিলেন। যাদের কথায় এক পর্যায়ে একজন ভাই বললেন, লক্ষীপুরর স্বাভাবিক পরিস্থিতির জন্য আমাদের দুই থেকে তিনজন ভাইকে হারাতে হতে পারে। সেদিন আমি আর জায়েদ ভাইয়া একসাথে বসেই পর্দার আড়াল থেকে কথাটি শুনেছিলাম। কিন্তু এই কথাটি আমার মধ্যে কোন পরিবর্তন আনতে না পারলেও শহীদ জায়েদের মধ্যে এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন এনে দেয়। আমার মনে হয় তখন থেকেই শহীদি মিছিলে নিজের নাম লেখাবার জন্য সে বেপরোয়া হয়ে ওঠে। তার এই তীব্র আকাঙ্খা আল্লাহ রাব্বুল আলামীন কবুল করেছেন।

আমি মাঝে মাঝে অদ্ভুত কিছু স্বপ্ন দেখি; যা পরবর্তীতে বাস্তবতায় রূপ নেয়। ১৯৯৭ সালে রমজান মাসে সেহরীর পর আমি একটি স্বপ্ন দেখি। স্বপ্ন ছিল বাতিলের সাথে সংঘর্ষে জায়েদ ভাইয়া নিহত হয়েছেন। তখনই আমার ঘুম ভেঙ্গে যায় এবং আমি শুয়ে শুয়ে অনেকক্ষন কেঁদেছি। আমার এই স্বপ্নটিই ১৯৯৯ সালের ১৭ই আগষ্ট যে এভাবে বাস্তবে রুপ নেবে এটি আমি চিন্তা অথবা প্রত্যাশা কোনটিই করিনি।

আসহাবে রাসুল (সঃ) এবং ইসলামী আন্দোলনের সকল শহীদদের মাঝে একটি চমৎকার মিল খুজে পেয়েছি। আর তা হল, ইসলামী আন্দোলনের কাজকে জীবনের সকল কাজের উপর প্রাধান্য দেয়া, এবং ইসলামী আন্দোলনের কাজে এক বেপরওয়া গতি, যে গতিকে শাহাদাতের মৃত্যু ছাড়া পৃথিবীর আর কোন শক্তি থামাতে পারেনি।

অগুছালোভাবে অনেকগুলো কথা লিখেছি। এর পূর্বে আমার লেখার কোন অভিজ্ঞতা ছিল না। সর্বশেষ যেটা বলতে চাই, লক্ষীপুর সবুজ প্রান্তরকে রঙ্গিন করেছে। আমাদের চারজন শহীদের রক্ত। এই রক্ত কখনই বৃথা যাবে না। এই রক্ত লক্ষীপুরের জমীনকে উর্বর করেছে। ইসলামী আন্দোলনের পিচ্ছিল পথকে করেছে কোমল। এই শহীদ ভায়েরা আমাদেরকে অনেক দায়বদ্ধতার মধ্যে ফেলেছেন। আমরা যদি শাহাদাতের তামান্না নিয়ে এই ময়দানে সাহসীকতার সাথে ভূমিকা পালন করতে পারি, তাহলে শহীদের রক্তের প্রতিটি ফোটা একদিন কথা বলবে। বাংলাদেশের ইসলামী বিপ্লবের শুভ সূচনা এই লক্ষীপুর থেকেই শুরু হবে। লাল সবুজের পতাকার পাশে কালেমার পতাকা একদিন উড়বেই ইনশা-আল্লাহ।

www.pathagar.com

শহীদ যায়েদকে যেমন দেখেছি

সরদার সৈয়দ আহমেদ

বিগত ১৭ই আগষ্ট মুজিববাদী ছাত্রলীগের সন্ত্রাসী বাহিনীর নির্মম নির্যাতনের শিকার হয়ে লক্ষ্মীপুরে দশম শ্রেণীর মেধাবী ছাত্র, বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবিরের কর্মী শহীদ জায়েদ বিন মুনীর শাহাদাৎ বরণ করেন। ইন্না লিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজিউন। শহীদ জায়েদ ছিলেন বহুমুখী এক অনন্য প্রতিভার অধিকারী। তার চোখের মায়াবী পলক ছিল দৃষ্টি কেড়ে নেয়ার মত। ছোট বেলা থেকে আকর্ষণীয় গুণের সমাবেশ জায়েদ সবার কোমল হৃদয়ে স্থান করে নেন। আমার প্রিয় নেতা শহীদ জায়েদ বিন মনিরকে প্রথম যেদিন দেখেছি, সাহস বীর্য্য নিয়ে ভয়-ভীতিহীন এক সিংহ শাবক যেন আমাদের সামনে দিয়ে হেঁটে গেলেন। সময়টি ছিল ৮৮ সালের শীতের কোন এক শিশির সিক্ত মনোরম সকাল। আমরা কয়েকজন তখন জড়ো হয়ে রোদ পোহাতে ছিলাম, জায়েদ সম্পর্কে জানার আগ্রহ দেখে মোশতাক, রূহুল্লাহ্, খায়ের ও আল্লাউদ্দিন ভাইদের ইতিবাচক জবাব আমাকে ভীষণভাবে মুগ্ধ করে। আবেগে আপ্লুত হয়ে বার কয়েক চুমু খাই নরম কচি গালে। আমারে হাতের বাঁধন থেকে মুক্ত হয়ে হাসির ফোয়ারা ছড়িয়ে বিদ্যুৎবেগে দৌড়ে পৌছে গেল ঘরের দিকে। শহীদ জায়েদের বয়স তখন তিন/চারের অধিক ছিলনা। এ বয়সে তার মেধা বুদ্ধিদীপ্ত চাল-চলন, কথা-বার্তা, আচার-ব্যবহার সম্ভাবনাময় এক উজ্জ্বল ভবিষ্যতের ইংগিত বহন করত। তার বয়সের তুলনায় কাজ-কর্ম, সাহসিকতা ও বুদ্ধিমত্তা ছিল কয়েক ধাপ এগিয়ে, যা নিতান্তই অভাবনীয়, অপ্রত্যাশিত ও অতুলনীয়। যা হৃদয় দিয়ে শুধু অনুভব করা যায়, ভাষায় প্রকাশ করা খুব কঠিন। অনেক সময় শহীদ যায়েদের কৈশোরের আশাতীত ইতিবাচক তৎপরতায় ভূয়সী প্রশংসায় তাকে অনুপ্রাণিত করে বলেছিলাম জাতির এই ক্লান্তিলগ্নে আগামী দিনে জাতিকে সঠিক দিক-নির্দেশনায় নেতৃত্বদানে তোমার মত বীর সেনানীদের প্রয়োজন হবে। কিন্তু কে জানত এত অল্প সময়ের ব্যবধানে তার সকল প্রয়োজন মিটিয়ে সবাইকে অবাক করে দিয়ে মহান প্রভুর সান্নিধ্যে পৌছে যাবে। সবার মাঝে ব্যতিক্রমধর্মী শহীদ জায়েদ ছিলেন তার পাঁচ ভাই ও ছয় বোনের মাঝে নবম। পাঁচ ভাইয়ের মধ্যে চতুর্থ। অনুপম চারিত্রিক মাধুর্য্য, নৈতিক ও মানবীয় গুণাবলীর প্রশংসা করেছিলেন তার গুণমুগ্ধ সম্মানিত গৃহ ও শ্রেণী শিক্ষক মন্ডলীগণ। শহীদ জায়েদ অন্যায়ের সাথে আপোষকামীতার ঘোর বিরোধী ছিলেন। অন্যায়ের নিকট মাথানত করা ছিল তার স্বভাব সুলভ চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের সম্পূর্ন পরিপন্থী। মূলতঃ এর পিছনে শাহাদাতের তামান্নাই ছিল ক্রিয়াশীল। গত ৩রা ফেব্রুয়ারী'৯৯ লক্ষ্মীপুরে মানবতার দুশমন নরপিশাচ মুজিববাদী তাহের বাহিনীর নির্মম তান্ডবতার পর প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করতে গিয়ে শহীদ জায়েদ মন্তব্য করেছিলেন প্রতিরোধের যথার্থ উপকরণাদি থাকলে আমার মত একজনই সন্ত্রাসীদেরকে শায়েস্তা করার জন্য যথেষ্ট ছিল। আজ থেকে ছয় মাস পূর্বে শহীদ জায়েদের সাথে পারিবারিক সূত্রে ঘনিষ্ঠতা লাভ করি। এক পর্যায়ে আমার ছোট্ট প্রশ্নের জবাবে প্রিয় ভাই শহীদ জায়েদ বলেছিলেন, দুনিয়ায় জিল্লতির মধ্যে বাঁচার চেয়ে শাহাদাতের মৃত্যু অনেক উত্তম। আড়ষ্টতাহীন তার লাবণ্যমাখা সজীব সতেজ চেহারায় স্বর্গীয় মায়াবী আভা ঝলমলিয়ে উঠেছিল। শহীদ জয়েদের বিনয়ী সদা হাস্যোজ্জ্বল কোমল চেহারায় ক্ষণিকের জন্যেও কোনদিন রাগের বহিঃপ্রকাশ ফুটে উঠেনি। সাহিত্য-সংস্কৃতি ও খেলাধূলার অংগনে জায়েদ কৃতিত্বের সাক্ষর রেখে গেছেন।

www.pathagar.com

তার প্রিয় খেলা ক্রিকেটে বোলিং এ তিনি বেশ দক্ষতার সাথে খেলতে পারঙ্গম ছিলেন। গোটা দুনিয়ার ক্রিকেট তারকাদের নাম ক্রিকেটামোদি জায়েদের জানা ছিল। ৯৯ এর বিশ্বকাপে তার প্রিয় দল ও দেশ ছিল পাকিস্তান। শহীদ জায়েদ হামদ-না'তে ইসলামিক ফাউন্ডেশনসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগে আয়োজিত প্রতিযোগিতায় জেলা পর্যায়ে একাধিকবার কৃতিত্বের সাথে পুরস্কৃত হয়েছেন। তার শ্রদ্ধাভাজন মামা বিশিষ্ট শিল্পী, গীতিকার ও সুরকার এবং প্রখ্যাত মুফাস্‌সিরে কোরআন মাওলানা তারিক মুনাওয়ারের অনুকরণে গান ও ইসলামী সঙ্গীত পরিবেশনে বেশী অভ্যস্ত ছিলেন। আরবী-ইংরেজী ও উর্দু গানেও ভাল কণ্ঠ দিতে পারতেন। জায়েদ মেধার পরিচয় দিয়েছিলেন লেখা-পড়া ও পাঠ্যপুস্তক অধ্যয়নেও। ক্লাশে বরাবরই ভাল ছাত্র, আদর্শে ও চরিত্রে মাধুর্য্য, বিনয়ী, মিষ্টভাষী, সদালাপি জায়েদ সুনাম কুড়িয়েছিল ক্লাশ বন্ধুদের নিকট। পারিবারিকভাবে ভাই-বোনদের সাথে প্রিয় ভাই যায়েদের গভীর ও মধুর সুসম্পর্ক ছিল। যা প্রত্যক্ষ না করে ভাষায় রূপ দেয়া যায়না। এমন ভক্তি-শ্রদ্ধা, মায়া-মমতা, প্রেম-প্রীতির নিবিড় সম্পর্ক, আন্তরিক ও দয়া সহানুভূতি সম্পন্ন পরিবার দ্বিতীয়টি আর আমার নজরে পড়েছিল। ১৯শে আগস্ট রাত ১০টায় শাহাদাতের ঘটনা টেলিফোনে প্রথম জানতে পারি জামায়াতের তৎকালীন জেলা সমাজ কল্যাণ সম্পাদক (বর্তমান জেলা সেক্রেটারী) মুহতারাম ডাঃ ফয়েজ ভাইয়ের নিকট থেকে। খবর শুনে নিজেকে আর স্থির রাখতে পারেননি। প্রতিটি মুহূর্তে যেন যায়েদের প্রতিচ্ছবি আমার সামনে ভেসে আসে।

ঝগড়া–ঝাটি মনোমালিন্যের ধারে নিকটেও জায়েদকে কখনো দেখা যায়নি। দেখা যায়নি পাড়ার-মহল্লার ছেলেদের সাথে দুষ্টুমি করে ঝগড়া-বিবাদ বাঁধাতে। শহীদের ছোট ভাই সালমান বিন মুনীর ছিল খেলার, রাস্তায় চলার পথের, ঘরের পড়ার টেবিলের একান্ত সাথী। হাতে হাত ধরে দুই সহোদর যখন একত্রে চলত মনে হতো যেন দুই কিশোর বন্ধু গভীর আলাপচারিতার মধ্য দিয়ে রাস্তা অতিক্রম করছে। শহীদ জায়েদ শিশু বয়স থেকে নামাজের প্রতি আসক্ত ছিল।

অনেক সময় আমরা যখন নামাজ শেষে মসজিদ থেকে বের হয়ে আসতাম, জামায়াত না পাওয়া জায়েদকে দেখেছি তখন একাকী নামাজ আদায় করতে। অথচ তখন তার বয়স ৫/৬ এর বেশী ছিলনা। নানাজি আলহাজ্ব মাষ্টার শফিকুল্লাহ্ সাহেব বাড়ী আসলে জায়েদ সালমানকে নানার সাথে চলতে দেখলে মনের আয়নায় ভেসে উঠতো নবী মুহাম্মদ-(সাঃ) ও হাসান-হুসাইন (রাঃ) এর স্মৃতিময় সোনালী ইতিহাস। যে স্কুলের ছাত্র হয়ে জায়েদ শাহাদাৎ বরণ করলেন, একসময় নানাজী এই স্কুলের প্রধান শিক্ষক ছিলেন। নানাজীর একান্ত ইচ্ছা ও অনুপ্রেরণায় জায়েদ মাদ্রাসা থেকে স্কুলে ভর্তি হয়েছিলেন। যে বেলা জায়েদ জামায়াতের সাথে নামাজ পড়তে পারেনি, পেরেশানি-আক্ষেপ অনুশোচনার বাণী তার মুখ থেকে সেদিন শুনেছি। শহীদ জায়েদ ছিলেন মা-বাবা, ভাই-বোন ও দায়িত্বশীলদের একান্ত অনুগত। সাংগঠনিক কাজে শহীদ জায়েদ এর দুর্বার আকর্ষণ ছিল। সাংগঠনিক দায়িত্বপালনকে তিনি ইবাদত-বন্দেগীর অংশ মনে করতেন। আজ থেকে তিন মাস পূর্বে এক সকালে স্কুল বিভাগের বৈঠক থেকে বাসায় আসার পর Program কর্মসূচী সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে উত্তরে এমন সুন্দর উপস্থাপনায় পরিকল্পনার বিভিন্ন দিকের অভাবনীয় বিশদ ব্যাখ্যা পেশ করে যা আমাকে অভিভূত করে দেয়। কতজনকে কর্মী তৈরী করবে, কাদেরকে সমর্থক বানাবে, কোন কাজ আগ-পর করলে কি লাভ-ক্ষতি ইত্যাদি।

www.pathagar.com

সেদিন জায়েদের মাঝে নেতৃত্বদানের বিরল গুণের সমাবেশ ও তার উত্তর উপস্থাপনা দেখে আশায় বুক ভরেছিল, মনে মনে আলহামদুলিল্লাহ্ পড়েছি এবং মন্তব্য করেছি জায়েদ অচিরেই নিজেকে আদর্শ সংগঠক ও যোগ্য নেতা হিসেবে পেশ করতে সক্ষম হবে। কার জানা ছিল যে অল্প ক'দিনের ব্যবধানে আমার প্রিয় ভাই জায়েদ আব্বার স্নেহ, আম্মার আদর, ভাই-বোনদের সোহাগ-ভালবাসা, দুনিয়ার সকল মোহ ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করে শহীদের বিরাট মর্যাদার শীর্ষাসন অলংকৃত করে শাহাদাতের নজরানা পেশের মাধ্যমে তার প্রভু মহানের দরবারে পৌঁছে যাবেন। বয়সে আমাদের ছোট হয়েও জান্নাতে পৌঁছার অগ্র সৈনিক শহীদ জায়েদ আমাদের নেতা হয়ে অনুপ্রেরণার উৎস হিসেবে ভূমিকা পালন করবেন। গত ২১শে আগস্ট শহীদ জায়েদের শ্রদ্ধেয়া মর্যাদাশীলা, সম্মানীতা মা-বাবা, ভাই-বোন হিসেবে গোটা পরিবার নিজেদেরকে গৌরবান্বিত, ভাগ্যবান ও ধন্য মনে করেছেন। যে মর্যাদা লাভ করা অনেকের জন্য দুর্লভ ও বিরল। শহীদ জায়েদ গত দু'সপ্তাহ পূর্বে সর্বশেষ পত্রে লিখেছিলেন, ভাইয়া দোয়া করবেন, পড়ালেখা ও সাংগঠনিক কর্মকান্ডসহ সকল ক্ষেত্রে যেন ভারসাম্য রক্ষা করে চলতে পারি। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যে আন্দোলন ও সংগঠনকে ভারসাম্যপূর্ণ স্বার্থক এক জীবন, শহীদ হিসেবে নিজকে উপহার দেবে তা আদৌ ভাবিনি।

প্রিয়ভাই জায়েদের নিষ্পাপ মায়াবী নির্মল কোমল পবিত্র ছবি মনের আয়নায় ভেসে উঠলে তার বিয়োগ ব্যথায় হৃদয় ভেঙ্গে গুঁড়ে চুরমার করে দিয়ে যায়। অব্যক্ত দুর্বিসহ বেদনায় নীল হয়ে যাই। আবার সান্ত্বনা খুঁজে পাই, আনন্দে পুলকিত হই শহীদ জায়েদের সাথে সম্পর্কিত হতে পেরে। শহীদ জায়েদ দ্বীন প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে নিয়োজিত সহস্র বীর মুজাহিদগণের অনুপ্রেরণার নিখাদ প্রস্রবন হিসেবে কাজ করবে। "আল্লাহ্র পথে যারা দিয়েছে জীবন, তাদেরকে তোমরা মৃত বলোনা, বলোনা মৃত। ওরা আছে চেতনায় আমাদের, ওরা আছে প্রেরণায় আমাদের, ওরা হলো সেনানী জীবনের, দুর্বার দুর্জয় অপরাজিত।"

শহীদ জায়েদ ছিল এক ফুটন্ত গোলাপ কলি, যার সৌরভে আমরা সুরভিত। যিনি জীবনকে ত্যাগের মাধ্যমে শাহাদাতের অমৃত পেয়ালা পান করে গোটা দুনিয়ায় ইসলামী আন্দোলনের কর্মী ভাইদের অনুভূতিতে শাহাদাতের মর্যাদা লোভনীয় সৌরভ ছড়িয়ে দিয়ে বিলাস, আরাম আয়েশ, আনন্দ উল্লাস ভোগ না করে ত্যাগের বিরল দৃষ্টান্ত পেশের মাধ্যমে জীবনকে বিলিয়ে দিয়ে গেলেন। মহান রাহ্মানুর রাহিম সেই দিকপাল বীর সেনানী শহীদ জায়েদ বিন মুনীরকে ঐ মিছিলে শামিল করে নিন, যেই মিছিলে শামিল নেতা আমির হামজা, খোবাইব, খাব্বাব, খোদার ছিল যারা অতি প্রিয়। আর আমরা যারা শহীদ জায়েদের উত্তরসূরি হিসেবে নিজেদেরকে পেশ করছি সকলে যেন দীপ্ত শপথ নিয়ে শহীদ ভাইদের রেখে যাওয়া অসমাপ্ত কর্মসূচীকে সফলভাবে বাস্তবায়নের এগিয়ে যেতে পারি, যেখানে ইহ ও পরলৌকিক জীবনের স্বার্থকতা খুঁজে পাবো, ইনশাঅল্লাহ্। আল্লাহ্ আমাদের যাবতীয় প্রচেষ্টাকে তারই সন্তুষ্টি অর্জনের মানদণ্ডে পরিচালিত করার তাওফিক দান করুন।

লেখকঃ প্রাক্তন জেলা সভাপতি ও শহীদ আহমদ যায়েদ এর ভগ্নিপতি

www.pathagar.com

শহীদ মাহমুদুল হাসানের হাতে লেখা চিঠি

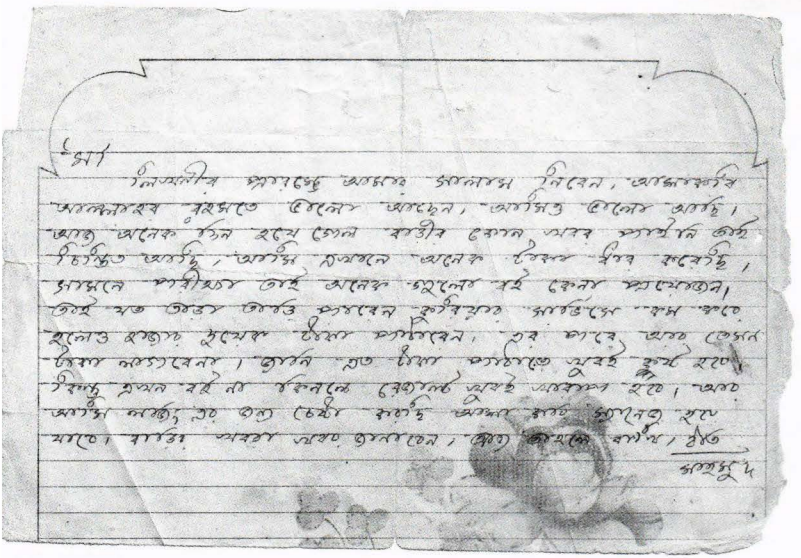

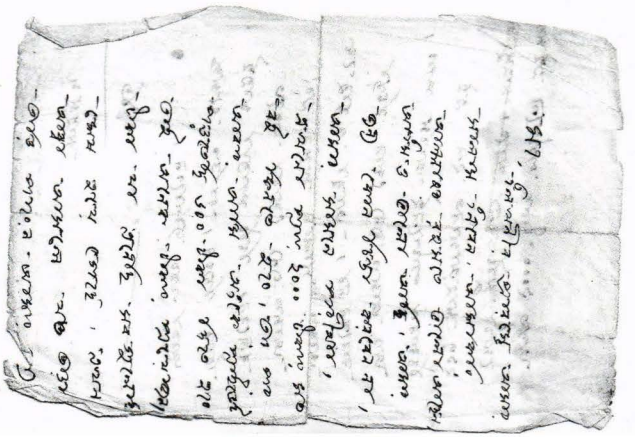

www.pathagar.com

শহীদ আব্দুল মালেক ভাইয়ের চিঠি

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

২১ সেপ্টেম্বর'৬৬

প্রিয় বেলাল,

..... মুসলমানের জিন্দেগী খুবই কঠিন। 'জাহানে নও' হয়ত পড়ে থাকবে। গত ২৯শে আগষ্ট মিসরে যারা ইসলামী আন্দোলন করতেন, সেই 'ইখওয়ানুল মুসলিমুনের' তিন নেতাকে ফাঁসি দেয়া হয়েছে। এদের মধ্যে রয়েছেন প্রখ্যাত চিন্তাবিদ সাইয়েদ কুতুব। ১৯৫৪ সালে এদলের ছয় জন নেতাকে ফাঁসি দেয়া হয়। তাদের মধ্যে ছিলেন মিসরের সর্বোচ্চ আদালতের বিচারপতি ডঃ আব্দুল কাদের আওদা। এসময় সাইয়েদ কুতুবের দশ বছরের কারাদন্ড হয়। ইসলামী আন্দোলনে মিসরের মেয়েরাও পিছিয়ে নেই। এবার জয়নাব গাজ্জালী নাম্নী এক মহিলা কে যাবজ্জীবন কারাদন্ড দেয়া হয়েছে। সাইয়েদ কুতুবের বোন হামিদা কুতুবকে দেয়া হয়েছে দশ বছরেরর কারাদন্ড। বিলাল, চিন্তা করতে পার কি এদের কথা? এদের জীবন শহীদের - মুজাহিদের জীবন। মৃত্যুও শহীদের মৃত্যু। এদের অপরাধ ছিল এই যে, এরা মিশরের প্রেসিডেন্ট নাসেরের অনৈসলামী কাজের সমালোচনা করেছিলেন। আমাদেরকেও ওদের মত হতে হবে। রসূলের পথে। তোমরা তাই জেগে ওঠ। তৈরী হও সেই চুড়ান্ত সংগ্রামের জন্য। শপথ নাও-

'আল্লাহর দ্বীনকে আল্লাহর জমিনে কায়েম করার জন্য আমরা দরকার হলে নিজেদের জান-মাল কুরবান করতেও কুন্ঠিত হব না।'

বিলাল, তোমরা ছোট, এখনও অনেক কিছুই অজানা। আমরা অনেকটা বুঝতে পারি। তাই আমাদের বুকটা টনটন করে ওঠে আমার বুকের ব্যথাটা যদি তোমাদেরকে জানাতে পারতাম! ভাই, জিন্দেগীর প্রধান উদ্দেশ্যই হলো আল্লাহর পথে সংগ্রাম করা।

তোমাদের

মালেক ভাই

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

১৩ এপ্রিল'৬৭

www.pathagar.com

শহীদ আব্দুল মালেক ভাইয়ের চিঠি

ভাই কামরুল,

প্রীতি ও শুভেচ্ছা নিও। তোমাদের মত সতেজ প্রাণ মুজাহিদদের কথা স্মরণ হলে মনে অনেকটা আশার সঞ্চার হয়। জানি, যে স্বপ্নে আজ আমরা বিভোর সেই স্বপ্ন তোমাদেরও। সে স্বপ্ন প্রতিটি মুসলিম নওজোয়ানেরই হওয়া উচিত। আমরা চাই দুনিয়ার বুকে একটি ইসলামী হুকুমত প্রতিষ্ঠা করতে। আমাদের সে স্বপ্নের কাফেলার তোমরাই হবে নিশানবর্দার। তোমরাই হবে তার সিপাহসালার।

কামরুল, আমি চাইনা- পৃথিবী চায় তোমরা হবে মুমিন, মুসলমান ও মুজাহিদ। তোমরাই হবে আদর্শ পুরুষ। পৌঢ়দের দ্বারা কোন বিপ্লব হবেনা। আলী, খালেদ, তারিক, মুহাম্মদ বিন কাসিম আর কোতায়বার মত নওজোয়ানরাই কেবল ইসলামী বিপ্লব সৃষ্টি করতে পারে। সব বাঁধাকে তুচ্ছ করে গাঢ় তমসার বুক চিরে যেদিন আমরা পথ করে নিতে পারব- সেদিন আমরা পৌঁছাব এদুর্গম পথের শেষ মঞ্জিলে। আর সেদিনই হবে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন। যেদিন আমাদের চরিত্র হবে হযরত ইউসুফের মত, সেই দিনই, কেবল সেই দিনই আসবে সাফল্য। পড়াশুনা খুব ভাল করে করবে ও আল্লাহর কাছে সাহায্য চাইবে। দোয়া করি খোদা তোমারও তোমাদের সহায় হোন।

তোমাদের
আব্দুল মালেক

আমরা ততক্ষণ পর্যন্ত নিরব হবোনা
নিথর হবো না নিস্তব্ধ হবোনা,
যতক্ষণ না আল-কোরআনকে
একটি শাসনতন্ত্র হিসাবে
প্রতিষ্ঠিত দেখতে পাবো।
শহীদ সাইয়েদ কুতুব

www.pathagar.com

মৃত্যুহীন প্রাণ

ফররুখ আহমদ

দেখো দেখো শহীদের মুকচ্ছবি উজ্জ্বল অম্লান
সূবে-উম্মীদের দীপ্ত কী প্রশান্ত আফতাব রওশন
দুই জাহানের মাঝে আনন্দিত, উৎফুল্ল আনন,
ব্যাগ্র দৃষ্টি মেলে আছে পানে জমিন-আসমান।

পরম সাফল্যের আর যে পেয়েছে সত্যের সন্ধান
দুর্লভ সমস্ত আর সৌভাগ্যের আধিকারী সেই;
শহীদের মুখচ্ছবি দেখো ম্লানিমার চিহ্ন নেই;
মহান ত্যাগের পথে সে আজ উন্নত; মহীয়ান।
মৃত্যুহীন প্রাণ তার উর্ধ্ব হতে আরো উর্ধ্বস্তরে
উঠে যায় কী সহজে! কী সহজে জান্নাতের পথ
খুলে যায় একে একে প্রেমপন্থী নবীর উম্মৎ;
আল্লাহর স্মরণে যায় উর্ধ্বগতি অনন্ত অম্বরে!
নির্বাক বিস্ময়ে দেখি অকল্পিত শহীদি কিসমৎ
হিংসা হিংস্রতার বাসা পৃথিবীর পথে ও প্রান্তরে।

শহীদি বীজ

মাছুম বিল্লাহ

খোদার পথে যে প্রাণ বিলায় হেসে
জান্নাতি পাখি হয়ে ওড়ে ওড়ে আকাশে
ওরা মৃত হয় না,
ওরা মুছে যায় না।
মৃত্যুঞ্জয়ী প্রাণ শত মুজাহিদে আছে মিশে
পিঁছলে কেউ পড়েনা খুন রাঙ্গা পথে,
বীজ বুনে ফল হয়, মালা হয় গেঁথে
সৎ পথ যেথা রয়
রক্ত সেথা কথা কয়
আঁধার ধুঁয়ে সাফ হয় শহীদি রক্তে ভেসে।
কোন সে সৈনিক মৃত্যুকে ডরে না
সত্যের পথ ছেড়ে এক চুলও নড়ে না
সে হয় মেহমান
আল্লাহ মেজবান
প্রভু গো ঠাঁই দিও তাদেরই পাশে।

রক্ত লালের কথা

(শহীদ ফজলে এলাহীকে নিবেদিত)

জাফর আহমদ

লাল গোলাপের পাপড়ি গুলো
বললো একটা কথাই,
লাল হয়েছি এমনি শুধু?
রক্ত যে লাল তাই।
আমার দেহে খুনের ছোঁয়া
রক্ত লালে গড়া,
আমিই শহীদ দিগ্বীজয়ী
বললো কৃষ্ণচুড়া।
স্বর্ণ প্রভা পশ্চিমাকাশ
বললো কথা ক্ষানিক
আমি কেন লাল হয়েছি
এর কিছু কি জানিস,
শহীদি খুন রাঙ্গা আমার
আঁকা দীঘল বুকে,
মুক্তো আভায় দীপ্ত তনু
সুখের কিশল চোখে।

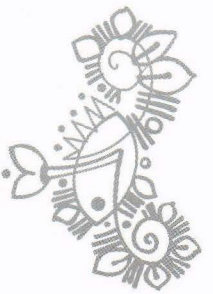

www.pathagar.com

আমাদের মিছিল

আল মাহমুদ

আমাদের এই মিছিল নিকট অতীত থেকে অনন্ত কালের দিকে।
আমরা বদর থেকে ওহুদ হয়ে এখানে,
শত সংঘাতের মধ্যে, এ শিবিরে এসে দাঁড়িয়েছি।
কেউ জিজ্ঞেস করে আমরা কোথায় যাবো?
আমরা তাকে বলেছি আমাদের যাত্রা অনন্তকালের।
উদয় ও অস্তের, ক্লান্তি আমাদের কোনদিনই বিহ্বল করতে পারেনি।
আমাদের দেহ ক্ষত-বিক্ষত।
আমাদের রক্তে সবুজ হয়ে উঠেছিল মুতার প্রান্তর।
পৃথিবীতে যত গোলাপ ফুল ফোটে তার লাল বর্ণ আমাদের রক্ত।
তার সুগন্ধ আমাদের নিঃশ্বাস বায়ূ।
আমাদের হাতে একটি মাত্রগ্রন্থ-আল কুরআন।
এই পবিত্রগ্রন্থ কোনদিন, কোন অবস্থায়, কোন তৌহিদবাদীকে থামতে দেয়নি।
আমরা কি করে থামি?
আমাদের গন্তব্য তো এক সোনার তোরণের দিকে, যা এই ভূপৃষ্ঠে নেই।
আমরা আমাদের সঙ্গীদের চেহারায় বিভিন্নতাকে গ্রাহ্যের মধ্যে আনি না।
কারণ আমাদের আত্মার গুঞ্জন হু হু করে বলে,
আমরা একাত্মা, এক প্রাণ।
শহীদের চেহারার কোন ভিন্নতা নেই।
আমরা তো শাহাদাতের জন্যই মায়ের উদর থেকে পৃথিবীতে পা রেখেছি।
কেউ পাথরে, কেউ তাঁবুর ছায়ায়, কেউ মরুভূমির উষ্ণবালু কিংবা সবুজ কোন ঘাসের দেশে
আমরা আজন্ম মিছিলেই আছি।
এর আদি বা অন্ত নেই।
পনেরো শত বছর ধরে সভ্যতাগুলোর উত্থান-পতনে আমাদের পদশব্দ থামেনি।
আমাদের কত সাথীকে আমরা এই ভূ-পৃষ্ঠের কন্দরে কন্দরে রেখে এসেছি।
তাদের কবরে ভবিষ্যতের গুঞ্জন একদিন মধুমক্ষিকার মত গুঞ্জন তুলবে।
আমরা জানি।
আমাদের ভয় দেখিয়ে শয়তান নিজেই অন্ধকারে পালিয়ে যায়।
আমাদের মুখবয়বে আগামী ঊষার উদয়কালের নরম আলোর ঝলকানি।
আমাদের মিছিল ভয় ও ধ্বংসের মধ্যে বিশ্রাম নেয়নি, নেবে না।
আমাদের পতাকায় কালেমা তাইয়্যেবা।
আমাদের এই বাণী কাউকে কোনদিন থামতে দেয়নি।
আমরাও থামবো না।

www.pathagar.com

আলো ও সু-ঘ্রাণের ইতিহাস

মতিউর রহমান মল্লিক

অনেক আগেই আমি শহীদদের সম্পর্কে জানবার জন্য এক
ঝাঁক জালালী কবুতর
উড়িয়ে দিয়ে ছিলাম।
কেবল শহীদ আব্দুল মালেক ভায়ের নিভৃত গ্রামের বাড়ী
অন্তত দু'বার আমি গিয়েছি-
শিমুল আর শিমুল যেখানে;
যেখানে প্রতি বছরই ছড়িয়ে যায় তাঁর বিচূর্ণ মস্তক
এবং বিক্ষত বক্ষের রক্তের পতাকার মতো
অলৌকিক এক কারুকাজ।
বস্তুত এভাবেই শহীদেরা চিরকালের মত অমর থেকে যায়
এবং এভাবেই কেউ যেন মুদ্রিত করে গেছে দলিলেরও অধিক দলিল।
তারপর এইসব আলোচনা
এবং সমুদ্র যাত্রার এক ফাঁকে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের পাখিরা
দিয়ে গেল আরেক খবর-
বলে গেল মৃত্যুর ঠিক পূর্ব মূহুর্তেও শহীদের দৃষ্টি নাকি
প্রশান্ত এবং প্রজ্ঞাবান দুরগামীর মতো
দুরন্তরে থাকে ঃ
-নিষ্পলক-
অনবরত অন্য কোথাও।
এবং তাঁর কবর থেকে বেরিয়ে পড়ে আলো ও সুঘ্রানের অভূতপূর্ব অধ্যায়।
যেমন নিষ্পলক তাকিয়ে তাকালো শহীদ মহসীন
যেমন শহীদ ফজলে এলাহী-র কবর থেকে বেরিয়ে আসলো
আলো ও সুঘ্রানের ইতিহাস।
হায়! আমারও যদি এরকম সাত সমুদ্র তের নদীর কপালে থাকতো!

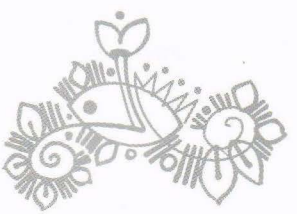

www.pathagar.com

শহীদি ঈদ

কাজী নজরুল ইসলাম

শহীদের ঈদ এসেছে আজ
শিরোপরি খুন- লোহিত তাজ,
আল্লার রাহে চাহে সে ভিখ্
জিয়ারার চেয়ে পিয়ারা যে
আল্লার রাহে তাহারে দে,
চাহি না ফাঁকির মণিমানিক।

চাহি না ক'গাভী দুম্বা উট,
কতটুকু দান? ও দান ঝুট্।
চাই কোরবানী, চাই না দান।
রাখিতে উজ্জত্ ইসলামের
শির চাই তোর, তোর ছেলের,
দেবে কি? কে আছ মুসলমান?

ওরে ফাঁকিবাজ, ফেরেব-বাজ,
আপনারে আর দিসনে লাজ,-
গরু ঘুষ দিয়ে চাস্ সওয়াব?
যদিই রে তুই গরুর সাথ
পার হয়ে যাস পুল্‌সেরাত,
কি দিবি মোহাম্মদে জওয়াবে?

শুধু আপনারে বাঁচায় যে,
মুসলিম নহে, ভন্ড সে!
ইসলাম বলে-বাঁচ সবাই!
দাও কোরবানী জান্ ও মাল,
বেহেশ্‌ত্ তোমার কর হালাল।
স্বার্থপরের বেহেশ্‌ত্ নাই।

ডুবে ইসলাম, আসে আঁধার
ইবরাহিমের মত আবার
কোরবানী দাও প্রিয় বিভব!
"জবীহুল্লাহ্" ছেলেরা হোক,
যাক সব কিছু-সত্য রোক
মা হাজেরা হোক মায়েরা সব।

মনের পশুরে কর জবাই,
পশুরাও বাঁচে, বাঁচে সবাই।
কশাই-এর আবার কোরবানী!
আমাদের নয়, তাদের ঈদ,
বীর-সুত যারা হ'ল শহীদ,
অমর যাদের বীরবাণী।

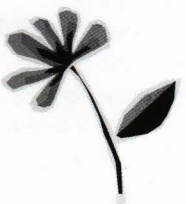

www.pathagar.com

কাইন্দ না মা জননী গো
আসাদ বিন হাফিজ

কাইন্দ না মা জননী গো, কাইন্দা কি আর হয়
তোমার ছেলে মরেনি মা, এরেই শহীদ কয়

এমন মরণ কত জনাই চায়
ভাগ্যবানেই এমন মরণ পায়
শহীদরা তো মরেনা মা, আল কোরানে কয়॥

উঠলে সরুজ ডুবে মাগো রোজই সন্ধ্যে বেলা
এই দুনিয়ার জীবন তো মা, দু'দিনেরই খেলা।

আজ না হয় কাল যেতে হবে
কান্দো কেনো মাগো তবে
যার মানুষ সে নিয়ে গেছে, তোমার কিসের ভয়॥

তোমার ছেলে মরেনি মা, করছে জীবন জয়
দ্বীনের তরে নবীর নাতিও মাগো শহীদ হয়।

শোননি মা ইমাম হোসেন
কারবালাতে শহীদ হলেন
মা ফাতেমার মতো তুমিও শোককে করো জয়॥

আমরা চলেছি
মোরশেদ কামাল

আমরা চলেছি,
আমাদের লক্ষ্য পানে,
মুজাহীদ আর মাসুমের পথ ধরে।
আমরা চলেছি,
জান্নাতের পথে
ফয়সাল আর শিপনের অনুস্বরণে।
আমরা চলেছি,
জিহাদের ময়দানে,
রফিক আর জসিমের প্রেরনাতে।
আমরা চলেছি,
সত্যের পতাকা নিয়ে,
সাইজুদ্দিন আর ইব্রাহীমের চেতনাতে।
আমরা চলেছি,
মুক্তির মানজিলে,
যায়েদ আর শীষ মোহাম্মদের সাহস নিয়ে।
আমরা চলতে চাই চিরকাল,
বহমান স্রোত ধারার বিপরীতে
আমাদের সামনে, শহীদ মালেক।
নারায়ে তাকবির শ্লোগানে।।

www.pathagar.com

এক দিন ভেঙ্গে যাবে

জাকির আবু জাফর

শহীদের খুনে খুনে লাল হয় পথ
তাজা হয় মুমিনের গভীর শপথ,
দুর্গম পথে যতো এগিয়ে চলা
কতো ব্যাঁথা থাকে বুকে হয় না বলা।
শাহাদাত জীবনের কাম্য যাদের
কোন বাধা বন্ধন থামায় তাদের?

শহীদেরা জান্নাতী সবুজ পাখি
আকাশের বাঁকে বাঁকে উঠবে ডাকি।
জান্নাতী মমতায় ভরে যাবে মন
আল্লাহর প্রিয় সেই শহীদী জীবন।

শহীদের খুন ঝরে মাটি হবে ফুল
একদিন ভেঁঙ্গে যাবে পাপীদের ভুল।

সাগর ছাড়ি

শহীদ এ.এফ.এম. মহসিন

চললে পথে আসবে অনেক বাঁধা
কোথাও বালি কোথাও পাবে কাঁদা।
অনেক মরু পাহাড় দিয়ে পাড়ি
যেতে হবে সপ্ত সাগর ছাড়ি।
আল্লাহ ছাড়া করবে নাতো ভয়
তবেই হবে সকল কিছুই জয়।
থাকবে না আর ভয়ে জড়সড়
দিলটা কর আকাশ সমান বড়।
এই ধরাতে গড়তে তাঁহার রাজ
এক হয়ে সব করতে হবে কাজ।

অমর আহমদ যায়েদ

মোঃ ইউনুস

যে প্রাণ ছিল নিস্পাপ
যে কণ্ঠ ছিল সুমধুর
তিনি ছিলেন সকলেরই প্রিয়
অতি আপন জন।
যিনি দিয়ে গেছেন আমাদের শত প্রেরণা
যার স্মৃতি আঁকড়ে ধরে ভুলে যাই সব বেদনা
যে প্রাণ ক্ষত বিক্ষত বাতিলের আঘাতে
সে প্রাণ আজ মহান আল্লাহর সন্নিকটে
তিনি অমর চির অমর
প্রিয় ভাই আহমদ যায়েদ।

www.pathagar.com

রক্ত.....পথ
মোশারাফ হোসেন আজমীর

চির সবুজ শান্তির নিবাস
জয়গান শুধু শান্তি, ভালবাসার।
ঐ কেতন উড্ডীন শুধু লা-শারিক আল্লাহর
বক্ষ ছিঁড়ে রক্ত ঝরে,
হোক রক্তস্নাত রাজ পথ।
নিষ্পাপ তাজা প্রাণ শহীদ যায়েদ, কামাল,
রক্তচক্ষু, ত্রাসকম্পন, ভারী অস্ত্রে,
মাথানত করতে পারেনি যালিমের দরজায়,
ও পথে গেছে মহসীন, এলাহী, মাহমুদুল হাসান,
রেখে গেছে শুধু শতকর্মীর উত্তপ্ত যৌবন।
থাকবেনা এইদম্ভ, চূর্ণ বিচূর্ণ হবে,
শত আহত, পঙ্গু, ক্ষোভ ব্যাথার
সহস্র প্রতিবাদে।

দিক ভ্রান্ত চলা
শহীদুল আলম মিঠু

কি লক্ষ্য ছিল এই দুর্গম পথে চলা?
পথিক! তুমি কি দিক ভ্রান্ত
তবে কেন এই অনৈক্য ও বিদ্বেষ?
যদি হয় আল্লাহর সন্তুষ্টি,
তবে কেন পথ চলায়, এত হানাহানি?
দ্বীন প্রতিষ্ঠার দৃপ্ত শপথ প্রাণ,
আজ কি কায়েমী স্বার্থে নিষ্প্রাণ?
আর নয় অনৈক্য ও বিদ্বেষ,
চল, পথ চলি মুজাহিদ সামনে,
কালো মেঘের আড়ালে,
মুক্তির সূর্য উকি দিচ্ছে।
না হয় বজ্র কঠিন আঘাত
ধূলিস্মাত করবে যতহীন প্রাণ।

থ্যাংক ইউ সিটিজেন
মোঃ নূর নবী

শুনো ফুলেরা এখনই ঝরে
যাবে না কথা আছে।
আরেকটু দুলতে থাকো তোমার
সবুজ ঐ গাছে,
এখনই বিদায়ের গান গেওনা।
পৃথিবীতে গন্ধ ছড়িয়ে তুমিতো
স্বর্গেই ফিরে যাবে
সেখানে তুমি থাকবে প্রস্ফুটিত
সুগন্ধময় ফুল বাগানে।
আমি জানি বিকাল বেলায় তুমি
অবধারিত ভাবে মলিন হবে,
সাঁঝের অন্ধকারে তুমি
অবহেলায় ঝরে যাবে।
স্বর্গে তোমার অবস্থান
স্বর্গেই তুমি থাকবে।
মনে রাখবে মর্যাদার সব আসনে
স্বর্গের সিটিজেনেরা,
তুমি ও তাদের সম্মান করবে
কারণ তোমাদের ছেয়ে তাঁদের
সুগন্ধ বিশ্বময় স্বর্গময়।
তারা স্বর্গের সিটিজেন।
শুন, বেলী, চামেলী, জুঁই, জবা
শুন ভোরের আলো আবীর আর প্রভা
তাঁদের কাছে তোমরা তুলনায় ঘাসফুল
আর উঁচু বৃক্ষ, পাহাড় সবই
তাঁদের মর্যাদার তুলনায় নস্যি।
শুন ফুলেরা এখনই ঝরে যাবে না
ধৈর্য্যধর, আমার কিছু অনুভূতি
নিয়ে যেও, আমার কিছু ভাষা
নিয়ে যেও, স্বর্গে তোমরা যাবে
তাদের গোলাম হয়ে।
তাঁদের কে আমার হয় বলবে
থ্যাংকইউ সিটিজেন।

www.pathagar.com

জাগো কিশোর
হারুনুর রশীদ

হে কিশোর, জেগে উঠো
মায়ের উষ্ণ কোল ছেড়ে
দেখো না কত মায়ের চোখে
নোনা জলের অশ্রু ঝড়ে।
তোমারী মাতৃভূমিতে
মানব রূপী পশুদের হাতে,
অকালে পড়ছে ঝরে
কতো মানবের প্রাণ।
খোদার ভরসা নিয়ে
বুকে সাহস নিয়ে
বীরের বেশে হুংকার ছেড়ে
হায়েনাদের করো নিষ্প্রাণ।
হে কিশোর, জেগে উঠো
খেলার ব্যাট ছেড়ে
লালসার স্বপ্ন ভেঙ্গে,
দেখো না আজ সাহিত্য বাগানে
জ্ঞান পাপীদের নগ্ন বসবাস।
জ্ঞানের কামান নিয়ে
কলমের অস্ত্র নিয়ে
তুফানের বেগে, টনের্ডো হয়ে
গুড়িয়ে দাও বাতিলের স্বর্গনিবাস॥

২৮ অক্টোবর
মাহমুদুল হাসান

আজ শুনি মায়েদের ক্রন্দন
খান খান হলো সব বন্ধন,
কারো প্রতি নেই কারো বিশ্বাস
ফেলে শুধু বেদনার নিশ্বাস।
কি দৃশ্য হলো সেই পল্টনে
লগি বৈঠা নিয়ে এলো জনে জনে,
আজ নেই কোন মায়া-মমতা
দলে দলে নেই কোন সমতা।
নিষ্ঠুর প্রশাসন অন্ধ
বুক ভরা সার্থের গন্ধ
লাশের উপর কি যে নৃত্য
করে তারা বিনোদন চিত্ত।
এ যে এক কারবালা প্রান্তর
ওহ্ পাষাণী! একটু কাঁদলো কি তোর অন্তর
বেদনার থির থির কম্পন
পল্টনে শকুনীর লম্পন
কেটে যায় অস্থির অব্ধ,
লগির আঘাতে করে শব্দ
চার দিক ছেয়ে গেল শত্রু
বেদনায় ঝরে পড়ে অশ্রু।
কি যে পাষাণ ২৮ অক্টোবর
নিস্পাপ মাসুমেরে দিল যে কবর
দিন শেষে এল এক কাল রাত
বিদায়ী বন্ধু কি তোর হবেনা প্রভাত,
জিজ্ঞাসা দেখে এই নির্মম পিচার
বর্বর হায়নাদের কি হবেনা বিচার ।

www.pathagar.com

শুধু অপেক্ষায় আছি

আব্দুল্লাহ আল আখের

কত সৌভাগ্যবান তুমি
লুপিয়ে নিয়েছ সেই কাংখিত মঞ্জিল
যা কিনা একজন মুমিনের সবচেয়ে কাংখিত স্থান;
সে জান্নাতুল ফেরদাউসের পাখি হয়ে আছ তুমি
আর আমি?
অশান্ত এই ধরাদমে দিকচক্রবানের বাঁকে বাঁকে
স্মৃতির সমুদ্রে হাবুডুবু খাই আর খুঁজে ফিরি
আবার সেই অতিপ্রিয় যায়েদের অম্লান বদন খানি;
যেখানে থাকত সদা দীপ্তনূরের ঝিলিক
কিন্তু,
তারা বুঝতে পারেনি
তোমার প্রতিটি ফোটা রক্ত থেকে সৃষ্টি হবে
এক একটি নদী,
যে নদীতে হবে তাদের সকল পাপের সলিল সমাধী
আর আস্তে আস্তে সেখানে প্রদীপ্ত হবে ইসলামের বাণী
শুধু অপেক্ষায় আছি
যেদিন কাফেলার পতাকা উচ্ছাকিত করে
নারায়ে তাকবির ধ্বনিতে প্রকম্পিত হবে আকাশ বাতাস
বাতিলের উৎখাত করে তোমারে স্বপ্ন গুলিকে সাজাবে
একটি একটি করে
থরে থরে।

দাওয়াত

আকরাম আমিন

দূরন্ত কৈশরে
বন্ধুরা সব খেলার মাঠে
যায়েদ শুধু খোদার পথে
দাওয়াত দিত বন্ধুদেরকে
নামায ও কোরআন পড়তে
আল্লাহর হুকুম মেনে চলতে
রাসুলের আদর্শে জীবন গড়তে
খারাপ পথ ত্যাগ করে
মুক্তির পথে শরীক হতে
খারাপ কর্ম ত্যাগ করে
আদর্শ বান মানুষ হতে
যেতে হল তাই তাকে
শাহাদাতের পথ বেয়ে।

www.pathagar.com

আল্লাহর সান্নিধ্য
ফয়েজ আহমদ

শহীদ যায়েদ, কামাল, মহসিন
বাতিলের সাথে ছিলো আপোষহীন।
তাগুতকে কখনো করেনি ভয়,
তাইতো তারা চির অম্লান, অক্ষয়॥
শহীদ ফজলে এলাহী, মাহমুদুল হাসান
হাসিমুখে দিয়েছে বিলিয়ে খোদার রাহে প্রাণ।
মরেও অমর হয়ে চলে গেল ওপারে,
জান্নাতি পাখি হয়ে খোদার তরে॥
যায়েদ, কামাল, মহসিনের রেখে যাওয়া কাজ
করতে পারি যেন প্রভূ, সকাল, সন্ধ্যা, সাঁঝ।
হামজা, মালেক, খাব্বাব, যারা তোমার অতি প্রিয়
তাদের পথে, তাদের সাথে, কবুল করেনিও॥

স্মৃতির পাতায়
নূরুল হুদা

বার বার ভেসে উঠে অন্তরের পটে
কি করুণ রক্ত বৃষ্টি ঝরে ছিল সেইক্ষনে,
ব্যাথা ভরা অশ্রু ঝরে হৃদয়ের চোখে
শহীদে ঘেরা লক্ষ্মীপুরের স্মৃতি মনে হলে।
জীবনের চেয়েও দামী সত্যের এই দ্বীন
মিথ্যার সাথে ছিল তারা চির আপোষহীন
সত্যের পথে তারা দিয়েছে জীবন
হয়েছে চির অম্লান, চির মহিয়ান।
হৃদয়ের গহীনে জেগে উঠে সেই স্মৃতি
সত্যাশ্রয়ীদের মনে থাকবেনা কোন ভয়-ভীতি,
এক দিন দুর হবে অমানিশার ঘোর অন্ধকার
পূর্ব দিগন্তে ভেসে উঠবে প্রদীপ কালেমার।

জান্নাতের পাখি
মোঃ তৌহিদুল ইসলাম

জান্নাতের ঐ পাখির মর্যাদা হবেরে অসীম।
আল্লাহর তরে জীবন বিলিয়ে দিয়েছে শহীদ মহসিন।
বাল্যকাল থেকে ছিল যে চৌকস আর মেধাবী,
শাহাদাৎ কালেও ছিল সে আল্লাহভীরু ও সাহসী
সাহস ঈমান ছিল যার ওমরের মত,
জীবন দিয়েছে সে ইসলামের পথে।
তার টগবগে রক্ত ছিল খালিদের,
কণ্ঠ ধ্বনি ছিল হাবশী বেলালের।
সু-সংবাদ দিয়েছে আল্লাহ তাকে জান্নাতের,
মরেও অমর থাকবে মানুষের অন্তরে।
শহীদের রক্তে যে জমিন হয়েছে উর্বর,
কালেমার পতাকা উড়বে সেখানে দুর্বার।
শান্তিতে শান্তিতে ভরবে এই ধরনী,
নির্ভয়ে কাটাবে মানুষ কালো রজনী।

www.pathagar.com

শহীদি কাফেলা

আজিজুর রহমান বুলবুল

ঐ এলো যায়েদ
হাতুড়ি দিয়ে পেটা সেই শরীর নিয়ে,
কবে যানি চলে গেল ভাই টা
আমাদের না জানিয়ে।

ঐ যে দেখা যায় আকাশের তারা
যা দেখে হলাম দিশেহারা,
মহসিন তুমি এলে বুঝি
চোখে অশ্রু নিয়ে এখনো তোমাকে খুজি।

মেধাবী মাহমুদ, স্বপ্নের মত চেহারা
কল্পনার রাজ্যে ভেসে উঠে বারে বার,
তার কথা ভাবলে হয়ে যাই দিশেহারা
আদর্শ সমাজ গড়ার
দৃপ্ত শপথের মত্ত ছিল তার।

দেখলাম আমি নোমানির মুখ
যেখানে জড়িয়ে আছি প্রকৃতির সুখ,
ছাত্রলীগ হায়েনাদের অস্ত্রের তান্ডবলীলায়
জীবনকে দিয়ে ছিল চির বিদায়।

ট্রেনের চাকার নিছে পড়ে আছে নিথর দেহ
হাফেজে কোরআন রমযান আলীপড়ে আছে,
দূর থেকে তাকে তুমি দেখ
রক্তমাখা দেহ নিয়ে এখনো রমযান হাসে।

শহীদদের রক্ত হাহাকার করে বলছে
আল্লাহর পথে উদ্বার্থ ভাবে ডাকছে,
জীবন দিয়েছি আমরা তোমরা বসে আছ কেন?
উহুদ, বদর, খন্দক সম্মুখে আছে যেন।

এখনো মনে ভেসে উঠে সেই শহীদদের কথা
যে কথা এখনো মনে দেয় ব্যাথা
এ কি সন্ত্রাসবাদ, না কি রাজনীতি?
যে রাজনীতিতে হয়
২৮শে অক্টোবরে ৫ জনের জীবনহানী

বাঁচাতে চাই, সুষ্ঠ পড়ালেখা চাই
তাই ডাকি এসোনা ভাই,
ইসলামের পতাকা তলে
আল্লাহর পথে জীবন দেওয়ার দৃপ্ত প্রত্যাশায়।

www.pathagar.com

শহীদেরা সত্যের সাক্ষ্য হয়ে থাকবে
চিরদিন সত্যের পথে তোমাকে আমাকে ডাকবে।

শিবিরের শহীদদের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

'যারা আল্লাহর পথে শহীদ হয়েছে তাদেরকে মৃত বলো না, তারা জীবিত, কিন্তু তোমরা তা বুঝতে পার না।' (সূরা-বাকার- ১৫৪)

১৯৭৭ থেকে ২০০৮ মাত্র ৩১ বছরের প্রায় সবটুকু সময়েই প্রতিকূল পরিবেশে বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবিরের ন্যায় একটি ছাত্র সংগঠন ছড়িয়ে পড়েছে শহরে-নগরে-বন্দরে, গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে, টেকনাফ থেকে তেতুলিয়ার প্রতিটি জনপদে। আল্লাহর অশেষ মেহেরবাণীর ফলেই সম্ভব হয়েছে বিরোধীতার সমস্ত বেড়াজাল ছিন্ন করে এই বিস্তৃতি অর্জন। আল্লাহর এই অবারিত রহমত কি করে পেলো শিবির? হ্যাঁ, আল্লাহর আরশে পৌঁছেছে ছেলেহারা মায়ের আকুল আর্তনাদ, সন্তানহারা অসংখ্য পিতার ক্রন্দন আর শোকের মিছিলে শপথ দীপ্ত লাখো কর্মী বিনীত ফরিয়াদ- হে আমাদের রব, প্রয়োজনে আমাদেরকেও শহীদ হিসেবে কবুল কর, তবুও আমাদের বাংলাদেশের সবুজ জমিনে দাও খোলাফায়ে রাশেদার সেই ইসলামী সমাজ।

শহীদেরা আমাদের শ্রেষ্ঠ সম্পদ। আমাদের গৌরবের ইতিহাস হচ্ছে ১৩১ জন শহীদের তপ্ত তাজা খুন। শিবিরের কর্মী শুধু নয়, যে কোন সচেতন মুসলমানই শহীদদের ভালোবাসেন হৃদয়ের সবটুকু আবেগ দিয়ে, নিওে হাত চান তাঁদের মতো। শহীদদের সব স্মৃতি আমরা রাখতে পারিনি। তবুও যেটুকু পেয়েছি সেটুকু তুলে ধরতে চাই আগামী দিনের ইসলামী আদর্শের সৈনিকদের সামনে।

শাহাদাত ১৯৮২ সাল, ৪ জন

১. শহীদ শাব্বির আহম্মদ

২. শহীদ আব্দুল হামিদ

৩. শহীদ আইয়ুব আলী

৪. শহীদ আব্দুল জব্বার

১১ মার্চ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে শিবিরের নবাগত সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে ছাত্রমৈত্রী, ছাত্রলীগ, ছাত্র ইউনিয়ন ও জাসদ ছাত্রলীগের সুপরিকল্পিত ও অতর্কিত হামলায় ৩জন ভাই শাহাদাত বরণ করেন। একই হামলায় আহত আব্দুল জব্বার ২৮ ডিসেম্বর হাসপাতালে শাহাদাত বরণ করেন। (১) রাজশাহী উপশহর এলাকার অধিবাসী শাব্বির আহম্মদ রাজশাহী কলেজের ছাত্র ও সংগঠনের সদস্যপ্রার্থী ছিলেন। (২) রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী সম্মান শ্রেণীর মেধাবী ছাত্র শহীদ আব্দুল হামিদ সংগঠনের কর্মী ছিলেন। তাঁর বাড়ী ঠাকুরগাঁও জেলার সৈয়দপুরে। (৩) চুয়াডাঙ্গা জেলার আলমডাঙ্গাবাসী শহীদ আইয়ুব আলী রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্ভিদ বিজ্ঞান বিভাগের অনার্স পরীক্ষার্থী এবং সংগঠনের সাথী ছিলেন। (৪) আব্দুল জব্বার রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়ন ২য় বর্ষের মেধাবী ছাত্র ও সংগঠনের কর্মী ছিলেন। তার গ্রাম- চকময়রাম, থানা- ধামইর হাট, জেলা- নওগাঁ।

শাহাদাত ১৯৮৫ সাল, ৭ জন

www.pathagar.com

৫. শহীদ খুরশীদ আলম

১৩ ফেব্রুয়ারী, কাটিরহাট এম.আই সিনিয়র মাদ্রাসার আলিম পরীক্ষার্থী সংগঠনের কর্মী। খুরশিদ আলম চট্টগ্রামের কাটিরহাটে সীরাত মাহফিলে ছাত্রলীগ সন্ত্রাসীদের হামলায় শহীদ হন। তাঁর গ্রাম-ধলই, থানা হাটহাজারী, জেলা- চট্টগ্রাম।

৬. শহীদ আব্দুল মতিন

৭. শহীদ রাশিদুল হক

৮. শহীদ শীষ মুহাম্মদ

৯. শহীদ মুহাম্মদ সেলিম

১০. শহীদ শাহাবুদ্দীন

১৯৮৫ সালে ভারতের কলিকাতা হাইকোর্টে কুরআন বাজেয়াপ্ত করার জন্য মামলা দায়ের হয়। এতে সারা বিশ্ব প্রতিবাদমুখর হয়ে ওঠে। ভারতের মুসলিম বিদ্বেষী এই ঘটনার প্রতিবাদে বাংলাদেশে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবির। ১১মে দেশব্যাপী প্রতিবাদ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। এমনি এক মিছিল চাঁপাইনবাবগঞ্জে অনুষ্ঠিত হয়। সেই মিছিলে কুরআন বিদ্বেষী খুনী ম্যাজিস্ট্রেট ওয়াহিদুজ্জামান মোল্লার নির্দেশে পুলিশ নির্বিচারে গুলি চালায়। গুলিতে শাহাদাত বরণ করেন (১) শিবিরের সাথীপ্রার্থী কাশিমপুর এ, কে ফজলুল হক উচ্চ বিদ্যালয়ের ১০ম শ্রেণীর ছাত্র শহীদ আব্দুল মতিন। শহীদের বাড়ী দ্বারিয়াপুর, চৌহদ্দিটোলা, নবাবগঞ্জ। (২) শিবির কর্মী শহীদ রাশিদুল হক নামোশঙ্করবাটি উচ্চ বিদ্যালয়ের ১০ম শ্রেণীর ছাত্র ছিলেন। বাড়ি নামোশঙ্করবাটি, চাঁপাইনবাবগঞ্জ। (৩) শিবির কর্মী শীষ মুহাম্মদ নবাবগঞ্জ আলিয়া মাদ্রাসার ৯ম শ্রেণীর ছাত্র ছিলেন। তাঁর বাড়ি শিবগঞ্জ জেলার কানসাটের শাহবাজপুর। (৪) শিবিরের সমর্থক শহীদ সেলিম শংকরবাটি উচ্চ বিদ্যালয়ের ৮ম শ্রেণীর ছাত্র। তাঁর বাড়ি আরামবাগ, রাজারামপুর, নাবাবগঞ্জ। (৫) শিবিরের সমর্থক শহীদ শাহাবুদ্দিন হরিপুর ১নং উচ্চ বিদ্যালয়ের ৬ষ্ঠ শ্রেণীর ছাত্র ছিলেন। তাঁর বাড়ি নবাবগঞ্জ জেলার উপররাজারামপুর। এ ঘটনায় তৌহিদী জনতার মধ্য থেকেও তিনজন শহীদ হন। তাঁরা হলেন- (১) শহীদ আলতাফুর রহমান (কৃষক) (২) শহীদ মোক্তার হোসেন (রিক্সা চালক) (৩) শহীদ নজরুল ইসলাম (রেল শ্রমিক)। এ শহীদি ঘটনার প্রমাণ করে কুরআন রক্ষায় ছাত্রশিবিরের সাথে জনসাধারণও সেদিন তীব্র প্রতিবাদী হয়ে উঠেছিল।

১১. শহীদ মোস্তফা আল্ মোস্তাফিজ

১১ ডিসেম্বর চট্টগ্রাম হাটহাজারী মঈনুল ইসলাম মাদরাসার ছাত্র ও সংগঠরে সাথী মোস্তাফিজ দুর্বৃত্তদের হাতে মাদরাসার ক্যাম্পাসে শহীদ হন। তাঁর বাড়ি নেত্রকোনার আটপাড়া থানার বানিয়াজানে।

শাহাদাত ১৯৮৬ সাল, ৪ জন

১২. শহীদ সেলিম জাহাঙ্গীর

৪ জানুয়ারী ছাত্রলীগের সন্ত্রাসীদের হাতে শহীদ হন নাজিরহাট ডিগ্রী কলেরে মেধাবী ছাত্র বি,এ পরীক্ষার্থী শিবির কর্মী সেলিম জাহাঙ্গীর। তাঁর বাড়ি ফটিকছড়ির বাবুনগর গ্রামে।

১৩. শহীদ মাহফুজুল হক চৌধুরী

www.pathagar.com

২৮ জানুয়ারি চট্টগ্রাম ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের ২য় বর্ষের ছাত্র, কলেজ সভাপতি, সংগঠনের সদস্যপ্রার্থী মাহফুজুল হক চৌধুরী ছাত্র ইউনিয়নের সুপরিকল্পিত ও অতর্কিত হামলায় রাঙ্গুনিয়ার রওজার হাটে আহত হন এবং চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজে শাহাদাত বরণ করেন। তিনি সাতকানিয়ার ছদাহা গ্রামের অধিবাসী ছিলেন।

১৪. শহীদ জাফর জাহাঙ্গীর

১৫. শহীদ বাকীউল্লাহ

১৪ ফেব্রুয়ারি, চট্টগ্রাম পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের ছাত্র জাফর জাহাঙ্গীর ও বাকীউল্লাহ্ তৎকালীন স্বৈরাচারী এরশাদ সরকারের মদদপুষ্ট জাতীয় ছাত্রসমাজের সন্ত্রাসীদের ব্রাশফায়ারে ইনস্টিটিউটের ড. শহীদুল্লাহ ছাত্রাবাসে শাহাদাত বরণ করেন। (১) চট্টগ্রাম পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের Power 4th Semister- এর মেধাবী ছাত্র শহীদ জাফর জাহাঙ্গীরের বাড়ী ফেনী জেলার ছাগলনাইয়া থানার লক্ষ্মীপুর গ্রামে। তিনি সংগঠনের সাথী ছিলেন। (২) Mechanical Department 3rd Year Final পরীক্ষার্থী শহীদ বাকীউল্লার বাড়ি বরিশালের মূলাদীতে। তিনি সংগঠরে কর্মী ছিলেন।

শাহাদাত ১৯৮৭ সাল, ৪ জন

১৬. শহীদ আমীর হোসাইন

১৭. শহীদ হাফেজ মুহাম্মদ আব্দুর রহীম

১৪ ফেব্রুয়ারি, চট্টগ্রাম মহানগরীতে শিবিরের শান্তিপূর্ণ মিছিলে আন্দরকিল্লা শাহী জামে মসজিদের সামনের রাস্তায় জাতীয় ছাত্রসমাজের বোমা নিক্ষেপ ও ব্রাশ ফায়ারে আমীর হোসাইন ও হাফেজ মুহাম্মদ আব্দুর রহিম শাহাদাত বরণ করেন। (১) শহীদ আমীর হোসাইন রেলওয়ে স্টেশন কলোনী উচ্চ বিদ্যালয়ের ১০ম শ্রেণীর ছাত্র ও সংগঠনের কর্মী ছিলেন। তাঁর বাড়ি নোয়াখালী জেলার সুধারাম থানার ভাটিরটেক গ্রামে। (২) বায়তুশ শরফ আদর্শ কামিল মাদরাসার আলিম ১ম বর্ষের মেধাবী ছাত্র বায়তুশ শরফের পীর মরহুম মাওঃ শাহসুফী আব্দুল জব্বার (র.)-এর সুযোগ্য সন্তান, শিবির কর্মী হাফেজ মুহাম্মদ আব্দুর রহীমের গ্রামের বাড়ি চট্টগ্রামের লোহাগাড়া থানার বড়হাতীয়ায়।

১৮. শহীদ জসিমুদ্দীন চৌধুরী

চট্টগ্রামের রাঙ্গুনিয়া ডিগ্রী কলেজের ছাত্র, সংগঠনের সাথী জসিমুদ্দিন কমিউনিস্টপন্থী ছাত্র ইউনিয়নের অতর্কিত হামলায় ১৮ ফেব্রুয়ারি মারাত্মকভাবে আহন হন। চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজে চিকিৎসাধীন অবস্থায় ১৯ ফেব্রুয়ারি রাতে তিনি শাহাদাত বরণ করেন। তাঁর বাড়ি চট্টগ্রামের রাঙ্গুনিয়ার পূর্ব শরফ ডাটা গ্রামে।

১৯. শহীদ আব্দুল আজিজ

রংপুর কারমাইকেল কলেজ ছাত্র সংসদের নির্বাচিত ছাত্র মিলনায়তন সম্পাদক, এ্যাকাউন্টিং ১ম বর্ষের মেধাবী ছাত্র আব্দুল আজিজ ২৫ আগষ্ট নামাজ পড়তে মসজিদে যাবার পথে ছাত্রদল সন্ত্রাসীদের অতর্কিত হামলায় মারাত্মকভাবে আহত হন। অতঃপর ২ সেপ্টেম্বর রংপুর মেডিকেল কলেজে শাহাদাত বরণ করেন নীলফামারী জেলার ডিমলা থানার সাতজান গ্রামের আব্দুল আজিজ। তিনি শিবিরের সদস্য ছিলেন।

শাহাদাত ১৯৮৮ সাল, ৭ জন

www.pathagar.com

২০. শহীদ আইনুল হক

১৫ জানুয়ারী, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে জাতীয় ছাত্রসমাজের সন্ত্রাসীদের হাতে অপহৃত হন শহীদ আইনুল হক। আজও তাঁর লাশের সন্ধান মেলেনি। তিনি এম.এস.সি-র ছাত্র ও সংগঠনের সাথী ছিলেন। তাঁর গ্রামের বাড়ি গোপালগঞ্জের মহারাজপুর থানার মোকসেদপুর গ্রামে।

২১. শহীদ নাসিম উদ্দিন চৌধুরী

৭ এপ্রিল, ফটিকছড়ি কলেজের ছাত্র নাসিম উদ্দিন চৌধুরীকে অনার্স ভর্তি পরীক্ষার রেজাল্ট নিয়ে ফেরার পথে কাটিরহাটে মুজিববাদী ছাত্রলীগের সন্ত্রাসীরা বাস থেকে নামিয়ে হত্যা করে। শহীদের বাড়ি ফটিকছড়ির পূর্ব ভোজপুর চৌধুরীপাড়ায়। তিনি শিবিরের কর্মী ছিলেন।

২২. শহীদ আমিনুল ইসলাম

২৮ এপ্রিল, চট্টগ্রাম বটতলী রেলস্টেশনে ছাত্রলীগের সন্ত্রাসীরা বিশ্ববিদ্যালয়গামী শাটল ট্রেন থেনে নামিয়ে হত্যা করে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের মেধাবী ছাত্র আমিনুল ইসলামকে। শহীদ আমিনুল ইসলাম শিবিরের কর্মী ছিলেন। তাঁর বাড়ি কুমিল্লা সদর থানার কমলপুর গ্রামে।

২৩. শহীদ আব্দুস সালাম আজাদ

৭ নভেম্বর, সুনামগঞ্জের গোবিন্দগঞ্জ আব্দুল হক স্মৃতি মহাবিদ্যালয়ের ছাত্র এইচ.এস.সি ফলপ্রার্থী আব্দুস সালাম আজাদ ছাত্রলীগের হামলায় মারাত্মকভাবে আহত হয়ে শাহাদাত বরণ করেন। শিবির কর্মী আব্দুস সালাম আজাদের বাড়ি সুনামগঞ্জের বিশ্বম্ভরপুর থানার পলাশ গ্রামে।

২৪. শহীদ আসলাম হোসাইন

১৭ নভেম্বর, ছাত্রমৈত্রীর নেতৃত্বে ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের হামলায় রাজশাী বিশ্ববিদ্যালয়ের এম.এস.সি (ভূ-তত্ত্ব ও খনিবিদ্যা) পরীক্ষার্থী, মেধাবী ছাত্র ও শিবিরের সদস্য আসলাম হোসাইন শাহাদাত বরণ করেন। তাঁর বাড়ি ঝিনাইদহ জেলার কালিগঞ্জ থানার মুন্দিয়ার বুজিডাঙ্গা গ্রামে।

২৫. শহীদ আসগর আলী

১৮ নভেম্বর, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রমৈত্রী সন্ত্রাসী কর্তৃক দ্বিতীয় দিনের হামলার শিকার হয়ে শাহাদাত বরণ করেন এম.এস.সি (পদার্থ বিজ্ঞান) শেষ বর্ষের পরীক্ষার্থী ও

সংগঠনের কর্মী শহীদ আসগর আলী। তিনি দিনাজপুরের চিলিবন্দর থানার শাশালপুর গ্রামের অধিবাসী ছিলেন।

২৬. শহীদ আবু সাঈদ মুহাম্মদ সায়েম

১৫ ডিসেম্বর, সংগঠনের দাওয়াতী কাজ চলাকালীন সময় শাহাদাত বরণ করেন রংপুর কারমাইকেল কলেজের বি.এ (পাস) ১ম বর্ষের ছাত্র শহীদ আবু সাঈদ মুহাম্মদ সায়েম। লালমনিরহাটের আদিতমারি থানার দেওডোবা গ্রামের অধিবাসী শহীদ সায়েম ভাই সংগঠনের কর্মী ছিলেন।

শাহাদাত ১৯৮৯ সাল, ১১ জন

www.pathagar.com

২৭. শহীদ তরিকুল আলম

চট্টগ্রাম আহমদিয়া মাদরাসার ফাজিল ক্লাসের ছাত্র, সংগঠনের সাথীপ্রার্থী তরিকুল আলম ২১ ফেব্রুয়ারি, ছাত্রলীগের অতর্কিত হামলায় মারাত্মকভাবে আহত হন এবং ২ মার্চ শাহাদাত বরণ করেন। তাঁর বাড়ি ফটিকছড়ির নানুপুর গ্রামে।

২৮. শহীদ জসিম উদ্দিন মাহমুদ

২৭ মার্চ, ছাত্রলীগের সশস্ত্র সন্ত্রাসীদের ব্রাশ ফায়ারে বুলেটবিদ্ধ হয়ে কলেজ ক্যাম্পাসেই শাহাদাত বরণ করেন শিবির কর্মী চট্টগ্রাম কমার্স কলেজের দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্র জসিম উদ্দিন মাহমুদ। তাঁর বাড়ি চট্টগ্রামের দক্ষিণ বাকলিয়ার মিয়াখান নগরে।

২৯. শহীদ শফিকুল ইসলাম

১৮ এপ্রিল, ছাত্রমৈত্রীর অতর্কিত হামলায় শাহাদাত বরণ করেন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের এম.এস.সি (গণিত) বিভাগের মেধাবী ছাত্র, শিবিরের সাথী শফিকুল ইসলাম। তাঁর বাড়ি চাঁপাইনবাবগঞ্জের শিবগঞ্জ থানার শাহবাজপুর গ্রামে।

৩০. শহীদ আফাজ উদ্দিন চৌধুরী

১২ মে, চট্টগ্রামে নাজিরহাট কলেজের দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্র ও শিবিরের সাথী আফাজ উদ্দিন। নাজিরহাট বাজারে ছাত্রলীগের সন্ত্রাসীদের অতর্কিত হামলায় শাহাদাত বরণ করেন। শহীদের বাড়ি নাজিরহাট, ফটিকছড়ি।

৩১. শহীদ শিহাব উদ্দিন

১৬ জুন, ছাত্রলীগের অতর্কিত হামলায় শাহাদাত বরণ করেন চট্টগ্রাম নাজিরহাট আহমদিয়া মাদরাসার কামিল পরীক্ষার্থী ও শিবির কর্মী শিহাব উদ্দিন। চাঁদপুর জেলার ফরিদগঞ্জ থানার ঘড়িহান গ্রামে শহীদ শিহাব উদ্দিন জন্মগ্রহণ করেন।

৩২. শহীদ মীর আনছার উল্লাহ

১৪ আগষ্ট, চট্টগ্রাম ফটিকছড়ি ডিগ্রী কলেজের একাদশ শ্রেণীর ছাত্রশিবির কর্মী মীর আনছার উল্লাহ কাজীরহাট বাজারে ছাত্রলীগের হিংস্র হায়েনাদের হামলায় শাহাদাত বরণ করেন। তাঁর বাড়ি ফটিকছড়ির ভূজপুর গ্রামে।

৩৩. শহীদ খুরশেদ আলম

১৭ অক্টোবর, ছাত্রলীগের সশস্ত্র হামলায় শহীদ হন চট্টগ্রামের বোয়ালখালী থানার সিরাজুল ইসলাম ডিগ্রী কলেজের বি.এ ১ম বর্ষের ছাত্র ও সংগঠনের কর্মী খুরশেদ আলম। তিনি ছিলেন পোপদিয়া ইউনিয়নের সাবেক চেয়ারম্যান নূরুল আলমের প্রাণপ্রিয় সন্তান।

৩৪. শহীদ জহির উদ্দিন মুহাম্মদ লিটন

১৭ অক্টোবর, চট্টগ্রাম চন্দনাইশ থানার দোহাজারী স্টেশনে ছাত্রলীগ ও ছাত্রসেনার সন্ত্রাসীদের হাতে শাহাদাত বরণ করেন সংগঠনের সাথী ও দ্বাদশ শ্রেণীর বিজ্ঞান বিভাগের ছাত্র জহির উদ্দিন মুহাম্মদ লিটন। তাঁর গ্রামের বাড়ি সাতকানিয়ার ডেমশা গ্রামে।

৩৫. শহীদ হাফেজ মুহাম্মদ ইয়াহিয়া

২২ অক্টোবর, ছাত্রলীগের সশস্ত্র হামলায় শিবিরের সাথী ও চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবি ১ম বর্ষের মেধাবী ছাত্র ইয়াহিয়া শাহাদাত বরণ করেন। চট্টগ্রামের হাটহাজারী থানার আলীপুর গ্রামে তিনি জন্মগ্রহণ করেন।

www.pathagar.com

৩৬. শহীদ আলী হোসেন

২৯ অক্টোবর, চট্টগ্রামে দোহাজারীতে শিবিরের মিছিলে ছাত্রলীগের অতর্কিত হামলায় শহীদ হন কেরানীহাট মাদরাসার আলিম ২য় বর্ষের ছাত্র শিবিরের সাথী আলী হোসেন। তাঁর বাড়ি চট্টগ্রাম বাঁশখালী থানার দক্ষিণ জলদী গ্রামে।

৩৭. শহীদ মুহাম্মদ আব্দুল খালেক

৭ ডিসেম্বর, ছাত্রদলের সন্ত্রাসীদের হামলায় শাহাদাত বরণ করেন ঢাকা আলিয়া মাদরাসার কামিল ২য় বর্ষের মেধাবী ছাত্র শিবির কর্মী আব্দুল খালেক। তিনি চাঁদপুর জেলার ফরিদগঞ্জের আলোনিয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন।

শাহাদাত ১৯৯০ সাল, ২ জন

৩৮. শহীদ মোজাহের আলী

২২ জানুয়ারী, কুষ্টিয়ার মিরপুর নাজমুল উলুম সিদ্দিকীয়া সিনিয়র মাদরাসার আলিম পরীক্ষার্থী সংগঠনের সাথী মোজাহের আলীকে অজ্ঞাতনামা দুর্বৃত্তরা গলায় ফাঁস লাগিয়ে হত্যা করে আখ ক্ষেতের মধ্যে ফেলে যায়। তিনি কুষ্টিয়া জেলার মিরপুরের মিঠল গ্রামের সন্তান ছিলেন।

৩৯. শহীদ খলিলুর রহমান

২২ জুন, ছাত্রমৈত্রীর নেতৃত্বে ছাত্রসংগ্রাম পরিষদের সন্ত্রাসীদের ব্রাশফায়ারে শাহাদাত বরণ করেন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ ১ম বর্ষের মেধাবী ছাত্র সংগঠনের সদস্য খলিলুর রহমান। তিনি নওগাঁর নেয়ামতপুর থানার ঘোষকুড়া গ্রামের অধিবাসী ছিলেন।

শাহাদাত ১৯৯১ সাল, ২ জন

৪০. শহীদ শেখ ফিরোজ মাহমুদ

চট্টগ্রাম কলেজের ছাত্র সংসদের সাবেক বার্ষিকী সম্পাদক ও চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের এম.এস.সি (উদ্ভিদবিদ্যা) শেষ বর্ষের ছাত্র মাহমুদ ১১ মার্চ রাতে বাসা থেকে দোকানে যাবার পথে ওঁৎ পেতে থাকা ছাত্রলীগের গুণ্ডাবাহিনী তাঁকে অপহরণ করে এবং ধারালো ছুরি দিয়ে ক্ষতবিক্ষত করে তার বুক। চিকিৎসাধীন অবস্থায় ১২ মার্চ ভোরে তিনি আল্লাহর সান্নিধ্যে চলে যান। শহীদের বাড়ি ক্ষিরোদিয়া, হাতিয়া, নোয়াখালী। তিনি শিবিরের সাথী ছিলেন।

৪১. শহীদ এ, কে, এম, গোলাম ফারুক

১৯ জুলাই, মুজিববাদী ছাত্রলীগের সন্ত্রাসীদের হামলায় শাহাদাত বরণ করেন বরিশাল মেডিকেল কলেজের ২য় বর্ষের মেধাবী ছাত্র ও শিবির কর্মী গোলাম ফারুক। শহীদের বাড়ি বরিশালের বাকেরগঞ্জ বরপাশা গ্রামে।

শাহাদাত ১৯৯২ সাল, ৯ জন

৪২. শহীদ শেখ আমিনুল ইসলাম বিমান

২৫ মার্চ ২০ রমজান সন্ধ্যা সাড়ে সাতটায় ইসলামী ছাত্রশিবির খুলনা মহানগরী অফিসে আওয়ামী ছাত্রলীগ, কমিউনিস্টপার্টি, ৫ দল ও তাদের ছাত্রসংগঠনের সশস্ত্র দুর্বৃত্তদের হামলায় শাহাদাত বরণ করেন বি.এল কলেজের মেধাবী ছাত্র আমিনুল ইসলাম বিমান। তাঁর গ্রামের বাড়ি গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়া। তিনি শিবিরের সাথী ছিলেন।

www.pathagar.com

৪৩. শহীদ ইকবাল হোসেন

২ জুন, ঠাকুরগাঁও সরকারি কলেজের বি.এ পরীক্ষার্থী ঠাকুরগাঁও কচুবাড়ী বোর্ড অফিসের নিকটে ওঁৎ পেতে থাকা ছাত্রইউনিয়নের সশস্ত্র গুণ্ডাদের নির্মম আঘাতে শাহাদত বরণ করেন শহীদ ইকবাল হোসেন। সংগঠনের সাথী শহীদ ইকবাল ঠাকুরগাঁও জেলার সদর থানার কুমারপুকুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন।

৪৪. শহীদ নজরুল করিম

৪ জুন, চট্টগ্রামের ফটিকছড়ির নারায়নহাট কলেজের একাদশ মানবিক বিভাগের মেধাবী ছাত্র আওয়ামী ছাত্রলীগের সশস্ত্র দুর্বৃত্তদের ব্রাশ ফায়ারের ঘটনাস্থলেই শাহাদাত বরণ করেন শিবির কর্মী নজরুল করিম। ফটিকছড়ির মুহুরী শাহনগর গ্রামে তিনি জন্মগ্রহণ করেন।

৪৫. শহীদ মুনসুর আলী

২১ জুন, ঘাদানী কমিটি হরতালের ছদ্মাবরণে রংপুর ইসলামী ছাত্রশিবিরের অফিস ও মেসে আঘাত হানে। মারাত্মক অস্ত্রে সজ্জিত ঘাতকদলের বোমার আঘাতে ক্ষতবিক্ষত হওয়ার পর শাহাদত বরণ করেন কারমাইকেল কলেজের ইসলামের ইতিহাস ৩য় বর্ষের ছাত্র সংগঠনের সাথী মুনসুর আলী। তাঁর বাড়ি কুড়িগ্রাম জেলার নাগেশ্বরী থানার রায়গঞ্জ ইউনিয়নের সন্তোষপুর গ্রামে।

৪৬. শহীদ আজিবর রহমান

৭ মে, ভূতপাড়ায় জাসদ ছাত্রমৈত্রীর নিক্ষিপ্ত শক্তিশালী বোমার আঘাতে ঝলসে যায় শহীদ আজিবর রহমানের গোটা শরীর। তিনি রাজশাহী মতিহারের ভূতপাড়ার অধিবাসী, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের বি.এস.এস (রাষ্ট্রবিজ্ঞান) অনার্সের মেধাবী ছাত্র সংগঠনের সাথী ছিলেন।

৪৭. শহীদ সাইজুদ্দীন

৪৮. শহীদ মু. আতিকুল ইসলাম (দুলাল)

১৮ জুলাই, ঢাকায় বায়তুল মোকাররমে উত্তর গেটে বিশ্ব ইসলামী আন্দোলনের নেতা অধ্যাপক গোলাম আযমের মুক্তির দাবীতে বিশাল জনসভা থেকে ফেরা পথে মতিঝিলে হামলা চালায় ততাকথিত ঘাটানি কমিটির সশস্ত্র দুর্বৃত্তরা। তাদের ব্রাশ ফায়ারে বুক ও মাথা ঝাঁঝরা হয়ে শাহাদাত বরণ করেন এ দুইজন ভাই। (১) শহীদ সাইজুদ্দীন সংগঠনের কর্মী ও মাদরাসার ৫ম শ্রেণীর ছাত্র ছিলেন। তাঁর বাড়ি মুন্সীগঞ্জ সদরের মিরেশ্বরাই। (২) শহীদ আতিকুল ইসলাম দুলাল ১০ম শ্রেণীর ছাত্র ও সংগঠরে কর্মী। তাঁর বাড়িও মুন্সিগঞ্জ শহরের দক্ষিণ ইসলামপুর গ্রামে।

৪৯. শহীদ সাইফুল ইসলাম

২২ অক্টোবর, চট্টগ্রামের উদালিয়ার গভীর পাহাড়ে ছাত্রলীগের গুণ্ডাদের গুলিতে শহীদ হন ফটিকছড়ির দৌলতপুরের বাসিন্দা ১০ম শ্রেণীর ছাত্র সংগঠনের কর্মী সাইফুল ইসলাম।

৫০. শহীদ সাইফুল ইসলাম মামুন

২৫ নভেম্বর, রাতে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের পার্শ্ববর্তী কুষ্টিয়ার হরিনারায়ণপুরের পাঞ্জেরী ছাত্রাবাসে ছাত্রদল ও ছাত্রমৈত্রীর দুর্বৃত্তদের যৌথ হামলায় ছুরিকাঘাতে ঘটনাস্থলেই শাহাদাতের অমিয় সুধা পান করেন ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামের ইতিহাস বিভাগের ১ম বর্ষের ছাত্র শিবিরের কর্মী শহীদ সাইফুল ইসলাম মামুন। তাঁর বাড়ি বগুড়ার ঠনঠনিয়া, হাজীপাড়া থানা।

www.pathagar.com

শাহাদাত ১৯৯৩ সাল, ১৪ জন

৫১. শহীদ কুতুব উদ্দিন

১০ জানুয়ারি, ফটিকছড়ি ডিগ্রী কলেরে শান্ত পরিবেশে বিনা উস্কানীতে ছাত্রীলীগের সন্ত্রাসীরা এইচ.এস.সি-র ছাত্রশিবির কর্মী কুতুব উদ্দিন ভাইকে অপহরণ করে পাইন্দং দিয়ে হত্যা করে। শহীদের বাড়ি ফটিকছড়ির ধুরুং চাঁদমিয়া সওদাগর বাড়ি।

৫২. শহীদ কাজী মোশাররফ হোসাইন

১২ জানুয়ারি, চট্টগ্রাম মহানগরীতে শিবিরের শান্তিপূর্ণ মিছিলে মুজিববাদী ছাত্রলীগের গুণ্ডাদের গুলিতে ঘটনাস্থলেই শহীদ হন মুক্তিযোদ্ধা পরিবারের সাহসী সন্তান চট্টগ্রাম কলেজের গণিত বিভাগের ছাত্র মোশাররফ হোসাইন। তাঁর বাড়ি ফেনী জেলার ছাগলনাইয়া থানার শুভপুর গ্রামে। তিনি শিবিরের সাথী ছিলেন।

৫৩. শহীদ মুহাম্মদ ইয়াহিয়া

১৪ জানুয়ারি, রাজশাহী কলেজে মেধার ভিত্তিতে ভর্তির আন্দোলনে বিরোধিতাকারী ছাত্রদল ও ছাত্র ঐক্যের পৈশাচিক নির্যাতনে শাহাদাত বরণ করেন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ অনার্স ১ম বর্ষের মেধাবী ছাত্র সংগঠনের সাথী মুহাম্মদ ইয়াহিয়া। তাঁর বাড়ি রাজশাহী জেলার মোহনপুরের হরিদাগাছি গ্রামে।

৫৪. শহীদ মুস্তাফিজুর রহমান

৫৫. শহীদ রবিউল ইসলাম

৬ ফেব্রুয়ারি, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রদল, ছাত্রলীগ ও ছাত্রমৈত্রী কাপুরুশোচিত সন্ত্রাসী হামলায় শাহাদাত বরণ করেন দু'জন ভাই। (১) রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় এম.এস.এস (অর্থনীতি) শেষ বর্ষের ছাত্র শহীদ মুস্তাফিজুর রহমানের বাড়ি পূর্ব বারান্দীপাড়া, যশোর। (২) একই জেলার শর্শা থানার ছোট নিজামপুর গ্রামের অধিবাসী রবিউল ইসলাম রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় এম.এস.সি (উদ্ভিদবিদ্যা) শেষ বর্ষের পরীক্ষার্থী ছিলেন। তাঁরা দু'জনই ছিলেন সংগঠনের সদস্য প্রার্থী।

৫৬. শহীদ সাইফুল ইসলাম

১৩ মে, রংপুর ঘাদানীকদের হরতাল চলাকালীন সময়ে ছাত্রলীগের সন্ত্রাসীদের হাতে মারাত্মকভাবে আহত হয়ে হাসপাতালে শাহাদাত বরণ করেন রংপুর সরকারী কলেজের বি.এ ফলপ্রার্থী সংগঠনের কর্মী সাইফুল ইসলাম। তাঁর বাড়ি রংপুর জেলার পীরগাছা থানার দেউতীবাজার গ্রামে।

৫৭. শহীদ শেখ আমানুল্লাহ্

২০ সেপ্টেম্বর, খুলনা আলিয়া মাদরাসায় ছাত্রদলের অতর্কিত হামলায় গুলিবিদ্ধ হয়ে শাহাদাতের অমিয় সূধা পান করেন খুলনা আলিয়া মাদরাসার ৯ম শ্রেণীর এতিম ছাত্র, সংগঠনের কর্মী শেখ আমানুল্লাহ। শহীদের বাড়ি সাতক্ষীরা জেলার আশাশুনি থানার দরগাঁপুর গ্রামে।

৫৮. শহীদ মুন্সি আব্দুল হালিম

২০ সেপ্টেম্বর, খুলনা সরকারী বি.এল কলেজের ছাত্রসংসদের নির্বাচিত জি.এস মুন্সী আব্দুল হালিমের কাছে নির্বাচনে পরাজিত হয়ে ছাত্রদলের নেতৃত্বে গঠিত ছাত্রঐক্যের সশস্ত্র সন্ত্রাসীরা কলেজের মসজিদ চত্বরে হামলা চালিয়ে প্রথমে কুপিয়ে পরে জবাই করে হত্যা

www.pathagar.com

করে ম্যানেজমেন্ট ২য় বর্ষের ছাত্র সংগঠনের সদস্য মুন্সি আব্দুল হালিম ভাইকে। তাঁর বাড়ি খুলনা জেলার খানজাহান আলী থানার মাসিয়ালী গ্রামে। এ ঘটনার আহত হন কলেজের নির্বাচিত সাহিত্য সম্পাদক শেখ রহমত আলী।

৫৯. শহীদ শেখ রহমত আলী

২০ সেপ্টেম্বর, খুলনা বি.এল কলেজে সংঘটিত ঘটনায় মারাত্মক আহত হয়ে ২ অক্টোবর শাহাদাত বরণ করেন ছাত্রসংসদের নবনির্বাচিত সাহিত্য সম্পাদক রাষ্ট্রবিজ্ঞান মাস্টার্স-এর মেধাবী ছাত্র, শিবিরের সদস্যপ্রার্থী শেখ রহমত আলী। শহীদের বাড়ি সাতক্ষীরা জেলার তালা থানার দোহার গ্রামে।

৬০. শহীদ ডা. মিজানুর রহমান মিজান

৬১. শহীদ মুহাম্মদ বোরহান উদ্দিন

১৮ অক্টোবর, চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ ডক্টর'স ক্যাফেটোরিয়ায় ছাত্রলীগের সশস্ত্র দুর্বৃত্তদের ব্রাশ ফায়ারে একই সাথে শহীদ হন দুই বন্ধু ডা. মিজানুর রহমান ও বোরহান উদ্দিন। (১) শিবির কর্মী মিজানুর রহমানের বাড়ি চাঁদপুর জেলার রামপুরে। তিনি এম.বি.বি.এস ইন্টার্নীর ছাত্র ছিলেন। (২) শহীদ বোরহান উদ্দিন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের বি.এস.সি (পরিসংখ্যান) শেষ বর্ষের ছাত্র, সংগঠনের কর্মী ছিলেন। তাঁর বাড়ি চট্টগ্রামের সাতকানিয়া থানার রামপাড়া গ্রামে।

৬২. শহীদ শামসুজ্জামান খান রেজা

৬৩. শহীদ কামরুজ্জামান আলম

৬৪. শহীদ শেখ মোজাম্মেল হক (মঞ্জু)

৩১ ডিসেম্বর, ঢাকায় শাহাদাত বরণ করেন এ তিনজন ভাই। (১) সাতক্ষীরা জেলার শ্রীরামপুরের অধিবাসী শামসুজ্জামান খান রোজা ঢাকা কলেজের ছাত্র ও শিবিরের সদস্য ছিলেন। (২) পটুয়াখালীর বাউফল থানার বড়জামালিয়া গ্রামের অধিবাসী কামারুজ্জামান সংগঠনের কর্মী ও জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় কলেজের ছাত্র ছিলেন। (৩) মিরপুর ১৩, ব্লক-সি, লাইন-৮, রোড-২১-এর নিবাসী শেখ মোজাম্মেল হক মিরপুর বাঙলা কলেজের মেধাবী ছাত্র ছিলেন।

শাহাদাত ১৯৯৪ সাল, ৬ জন

৬৫. শহীদ নূরুল আলম

১২ ফেব্রুয়ারি, রাত পৌনে আটটার সময় বাসা থেকে রিক্সাযোগে চট্টগ্রামের চন্দনপুরা টাকশাহ মসজিদে তারাবীর নামাজে যাওয়ার পথে ওঁৎ পেতে থাকা ছাত্রদলের সন্ত্রাসীরা গুলি করে হত্যা করে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের এম.কম-এর মেধাবী ছাত্র ও শিবির কর্মী নূরুল আলমকে। তাঁর বাড়ি চট্টগ্রামের ফটিকছড়ির শাহনগর গ্রামে।

৬৬. শহীদ মুহাম্মদ ইউসুফ

১০ মার্চ, রমজানের ফজিলতপূর্ণ কদরের রাতে চট্টগ্রামের চকবাজার সাইমুন হোটেলে সাহ্‌রী গ্রহণের সময় রক্তপিপাসু ছাত্রদলের গুণ্ডাবাহিনীর গুলিবর্ষণে শহীদ হন পিতা-মাতার একমাত্র সন্তান দৌলতপুর ফটিকছড়ির কৃতি সন্তান হাজী মুহাম্মদ মহসিন কলেজের ছাত্র, সংগঠনের সাথী শহীদ মুহাম্মদ ইউসুফ।

৬৭. শহীদ এস.এম কাউছার

www.pathagar.com

চট্টগ্রাম পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের ইলেকট্রনিক্স ডিপার্টমেন্টের ২য় বর্ষের ছাত্র, ছাত্রসংসদের নির্বাচিত এ.জি.এস সংগঠনের সাথী এস.এম কাউছার। ৩০ এপ্রিল, তিনি বাড়ি থেকে চট্টগ্রাম ফেরার পথে ওঁৎ পেতে থাকা ছাত্রদলের সশস্ত্র সন্ত্রাসী অতর্কিত হামলায় মারাত্মকভাবে আহত হয়ে চিকিৎসাধীন অবস্থায় শাহাদাতের পেয়ালা পান করেন। তাঁর বাড়ি চট্টগ্রাম জেলার বোয়ালখালী থানার সৈয়দপুরে।

৬৮. শহীদ জাফর আলম

২৬ জুলাই, চট্টগ্রামের লালদীঘি ময়দানে বিশ্ববরেণ্য ইসলামী আন্দোলনের নেতা অধ্যাপক গোলাম আযামের ঐতিহাসিক জনসভায় ছাত্রলীগের নেতৃত্বে ঘাদানিকদের অশুভ শক্তির সম্মিলিত সশস্ত্র হামলায় শাহাদাত বরণ করেন স্কুলছাত্র জাফর আলম। তাঁর বাড়ি চট্টগ্রাম জেলার পটিয়া থানার পশ্চিম ছনহারা গ্রামে।

৬৯. শহীদ কামরুল ইসলাম

১৬ আগষ্ট, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাসানী হলে রাতভর ছাত্রদলের সন্ত্রাসীদের নিষ্ঠুর নির্যাতনের পর শাহাদাতের অমিয় সুধা পান করেন অনার্স ১ম বর্ষে ভর্তিচ্ছু শিবির কর্মী বি-বাড়িয়া জেলার নবীনগর থানার জাফরউল্লাহ গ্রামের অধিবাসী শহীদ কামরুল ইসলাম।

৭০. শহীদ আবুল কাশেম পাঠান

২৩ অক্টোবর, খুলনা সিটি কলেজে ছাত্রদলের দুর্বৃত্তদের গুলিতে ঘটনাস্থলেই শাহাদাত বরণ করেন সরকারী বি.এল কলেজের ভারপ্রাপ্ত জি.এস সম্ভাবনাময় ছাত্রনেতা একাউন্টিং ২য় বর্ষের ছাত্র, শিবিরের সদস্য আবুল কাশেম পাঠান। তিনি খুলনা মহানগরীর বসুপাড়ার অধিবাসী ছিলেন।

শাহাদাত ১৯৯৫ সাল, ১২ জন

৭১. শহীদ মুস্তাফিজুর রহমান

৭২. শহীদ ইসমাইল হোসেন সিরাজী

১২ ফেব্রুয়ারি, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে রাতে ঘুমন্ত শিবির কর্মীদের উপর ছাত্রদলের সন্ত্রাসীদের অতর্কিত হামলায় শাহাদাত বরণ করেন মুস্তাফিজুর রহমান ও ইসমাঈল হোসেন সিরাজী। (১) বিশ্ববিদ্যালয়ের এম.এস.এস (অর্থনীতি) শেষ বর্ষের ছাত্র, সংগঠনের সদস্য মুস্তাফিজুর রহমানের বাড়ি চুয়াডাঙ্গা জেলার আলমডাঙ্গা স্টেশন রোডে। (২) বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের ১ম বর্ষের ছাত্র, শিবিরের সাথী সিরাজগঞ্জ জেলার বেলকুচি থানার চালা গ্রামের অধিবাসী ইসমাঈল হোসেন সিরাজী।

৭৩. শহীদ খাইরুল ইসলাম

২২ ফেব্রুয়ারি, চট্টগ্রাম মিমি সুপার মার্কেট থেকে অপহরণ করে ব্যাটারি গলির মুখে নিয়ে ছাত্রদলের সশস্ত্র নরপশুরা গুলি কলে শাহাদাত বরণ করেন দারুল উলুম আলীয়া মাদরাসার ফাজিল ২য় বর্ষের ছাত্র, সংগঠনের সাথী খাইরুল ইসলাম। শহীদ খাইরুল-এর বাড়ি কক্সবাজারের চকোরিয়ায়।

৭৪. শহীদ একরামুল হক

৩ জুন ফেনী জেলার সোনাগাজী থানায় ছাত্রদলের সশস্ত্র সন্ত্রাসীদের অতর্কিত হামলায় ৫ জুন চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজে শাহাদাত বরণ করেন শিবির কর্মী একরামুল হক, তিনি চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের মাস্টার্স এর ফলপ্রার্থী ছিলেন।

www.pathagar.com

৭৫. শহীদ মুহাম্মদ মঈনুল ইসলাম

২৮ আগষ্ট, রংপুর শহরের জাসদ ছাত্রলীগের হামলায় শাহাদাত বরণ করেন কারমাইকেল কলেজের একাউন্টিং ৩য় বর্ষের কৃতি ছাত্র, সংগঠনের সাথী মঈনুল ইসলাম। তাঁর বাড়ি খাতাপাড়া, লালমনিরহাট।

৭৬. শহীদ মুহাম্মদ আনোয়ার হোসাইন

২১ অক্টোবর, ছাত্রদলের সন্ত্রাসীদের হামলায় সাতকানিয়া কলেজের বি.এ ১ম বর্ষের ছাত্র ও সংগঠনের সদস্যপ্রার্থী আনোয়ার হোসাইন আহত হয়ে ২৩ অক্টোবর ভোর পাঁচটায় শাহাদাত বরণ করেন। তিনি চট্টগ্রাম জেলার সাতকানিয়া থানার উত্তর রামপুরের অধিবাসী।

৭৭. শহীদ মুহাম্মদ আখতারুল কবির

৩১ অক্টোবর, ছাত্রদলের বোমা হামলায় শাহাদাত বরণ করেন যশোর বাগআঁচড়া ডিগ্রী কলেজের এইচ.এস.সি-র মেধাবী ছাত্র, বাগআঁড়ার অধিবাসী, শিবির কর্মী আখতারুল কবির।

৭৮. শহীদ মুহাম্মদ ফজলে এলাহী

৩ ডিসেম্বর, লক্ষ্মীপুর জেলা শহরে ছাত্রদলের সন্ত্রাসীরা সশস্ত্র মিছিল শিবির অফিসে অতর্কিত হামলা চালালে শাহাদাত বরণ করেন লক্ষ্মীপুর জেলার রামগতি থানার চরগোসাই নিবাসী, লক্ষ্মীপুর আলিয়া মাদ্‌রাসার কামিল শ্রেণীর ছাত্র, শিবির কর্মী মুহাম্মদ ফজলে এলাহী।

৭৯. শহীদ আব্দুল করিম

৭ ডিসেম্বর, দিবাগত রাত ১১টার দিকে সিলেট শাহজালাল উপশহর থেকে সাংগঠনিক কাজ শেষে বাড়ি ফেরার পথে নিজ বাড়ির নিকটে ছাত্রদলের খুনী সন্ত্রাসীরা আটক করে ছুরিকাঘাত ও শ্বাসরুদ্ধ করে হত্যা করে শাহজালাল ব্রীজের গোড়ায় ফেলে রেখে যায় আব্দুল করিমকে। তিনি এম.সি কলেজের দর্শন ২য় বর্ষ অনার্সের ছাত্র ও শিবিরের সদস্য ছিলেন। সিলেট জেলার কানাইঘাট থানার গরাইগ্রামে তিনি জন্মগ্রহণ করেন।

৮০. শহীদ মুহাম্মদ আলাউদ্দিন

৮১. শহীদ শওকত হোসেন তালুকদার

৮২. শহীদ মঞ্জুরুল কবির

১৫ ডিসেম্বর, কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রাবাসের শান্তিপূর্ণ পরিবেশে ছাত্রদলের নরপিচাশরা সম্পূর্ণ পরিকল্পিতভাবে শিবির কর্মীদের উপর হামলা চালায়। এরই ধারাবাহিকতায় পরদিন ১৬ ডিসেম্বর কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের করিম ভবন এলাকায় গুলি করে এবং ইট দিয়ে মাথা থেতলিয়ে শহীদ করে পিতা-মাতার এ প্রিয় সন্তানদের। (১) শিবিরের সদস্য মুহাম্মদ আলাউদ্দিনের বাড়ি ফেনী জেলার ফুলগাজী থানার পশ্চিম ঘনিয়ামোড়ায়। তিনি কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় Animal Husbsandry Faculty-i (Final Year) ছাত্র ছিলেন। (২) বরিশাল জেলার বাকেরগঞ্জ থানার ছোট কৃষ্ণকাঠী গ্রামের অধিবাসী শহীদ শওকত হোসেন তালুকদার সংগঠনের সদস্য ও কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় Agriculture Faculty-র (Final Year) ছাত্র ছিলেন। (৩) সংগঠনের সাথী মঞ্জুরুল কবির মোমেনশাহীর মুক্তাগাছার জন্মগ্রহণ করেন। কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় Argicultre Faculty-র (1st Year) ছাত্র ছিলেন।

শাহাদাত ১৯৯৬ সাল, ৮ জন

৮৩. শহীদ মুহাম্মদ শাহ্‌আলম

১০ ফেব্রুয়ারি, বিএনপি সরকারের স্বৈরাচারী আচরণ বিরোধী গণতান্ত্রিক আন্দোলনে অংশগ্রহণ

www.pathagar.com

করায় ঝিনাইদহ জেলার ছাত্রদল ও যুবদলের খুনীরা লাঠি, ছোরা, ইট ও রড দিয়ে আঘাতের পর আঘাত হেনে শহীদ করে শাহ্আলমকে। তিনি কোট চাঁদপুর কলেজের ডিগ্রী পরীক্ষার্থী ও সংগঠনের সাথী ছিলেন। তাঁর বাড়ি ঝিনাইদহ জেলার মহেশপুর থানার গড়োপোতা গ্রামে।

৮৪. শহীদ হাসান জহির ওয়ালিয়ার

৮৫. শহীদ মু. আব্দুল খালেক মাহিদ

৮৬ শহীদ মুহাম্মদ ওয়াহিদ

৪ মার্চ, মোমেনশাহীতে শাহাদাতের অমিয় সুধা পান করেন এই তিন ভাই। (১) মোমেনশাহী কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র, সংগঠনের সদস্য প্রার্থী হাসান জহির ওয়ালিয়ার। তিনি যশোর নতুন খয়েরতলার অধিবাসী ছিলেন। (২) আব্দুল খালেক হামিদ ভাই সংগঠনের সদস্য প্রার্থী ও বি.এ পরীক্ষার্থী ছিলেন। নোয়াখালী সদর থানার পূর্ব শুলুকিয়া তাঁর গ্রামের বাড়ি। (৩) সংগঠনের সাথী আব্দুল ওয়াহিদ এর বাড়ি ঢাকার, মিরপুর-১১।

৮৭. শহীদ মুহাম্মদ গোলাম জাকারিয়া

১৯ মে, রাত ১১টার দিকে প্রাকৃতিক ডাকে সাড়া দিতে বাড়ির বাইরে এলে পূর্ব থেকে ওঁৎ পেতে থাকা ছাত্রদলের খুনীরা ধরে নিয়ে নৃশংসভাবে হত্যা করে গোলাম জাকারিয়াকে। তিনি দাগনভূঁঞা ইকবাল মেমোরিয়াল কলেজের এইচ.এস.সি পরীক্ষার্থী ও শিবিরের সাথী ছিলেন। তাঁর বাড়ি নোয়াখালী সদর থানার শ্রীনন্দী গ্রামে।

৮৮. শহীদ মুহাম্মদ শাহ্জাহান

২৯ জুলাই, চট্টগ্রাম সীতাকুণ্ড কলেজে এইচ.এস.সি পরীক্ষার্থী মুহাম্মদ শাহজাহানকে কলেজের পাশে তাদের ভাড়া ঘরের দিকে যাওয়ার সময় ছাত্রলীগের সশস্ত্র দুর্বৃত্তরা নির্মমভাবে হত্যা করে। শিবিরের কর্মী মুহাম্মদ শাহ্জাহানের বাড়ি চট্টগ্রামের মিরশ্বরাই থানার হাইতাকান্দি গ্রামে।

৮৯. শহীদ জয়নাল আবেদীন চৌধুরী

৭ সেপ্টেম্বর, সকাল ১১টায় ফরিদ আহমদ কলেজের বি.এ পরীক্ষার্থী মেধাবী ছাত্র জয়নাল আবেদীন চৌধুরী কলেজের অধ্যক্ষ কর্তৃক আনিত বৈঠকে যোগদান করতে গেলে ছাত্রলীগের সশস্ত্র সন্ত্রাসীরা অধ্যক্ষের কক্ষের পিছন দিক হতে গুলি করে তাকে আহত করে। কিছুক্ষণ পর আবার তারা গুলি করতে করতে কাছে এসে তাঁর হাত কেটে নেয় এবং হাসপাতালে নেয়ার পথে জয়নাল আবেদীন চৌধুরী শাহাদাত বরণ করেন। কক্সবাজার জেলার ঈদগাঁও শহীদের বাড়ি।

৯০. শহীদ মুহাম্মদ আমিনুর রহমান

২৬ সেপ্টেম্বর, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় শাখার শিবির সভাপতির ওপর ছাত্রলীগের অতর্কিত হামলার প্রতিবাদে অনুষ্ঠিত সমাবেশে ছাত্রলীগের সশস্ত্র আক্রমণ ও মুহুর্মুহুর গুলির মুখে দেড়শতাধিক শিবির নেতা-কর্মী মারাত্মকভাবে আহত হন এবং সন্ত্রাসীদের ব্রাশ ফায়ারে বুক ঝাঁঝরা অবস্থায় ঢাকা নেয়ার পথে শাহাদাত বরণ করেন আমিনুর রহমান। তিনি আল কুরআন এন্ড ইসলামিক স্ট্যাডিজ বিভাগের অনার্স ফলপ্রার্থী ও সংগঠনের সাথী ছিলেন। শহীদের বাড়ি যশোর জেলার অভয়নগর থানার পায়রা গ্রামে।

শাহাদাত ১৯৯৭, ৩ জন

৯১. শহীদ মুহাম্মদ আব্দুল মান্নান চৌধুরী

৬ মার্চ, লজিং বাড়ি থেকে সালাতুল আসর আদায়ের লক্ষ্যে মসজিদে যান এবং নামাজ শেষে নিজ বাড়ী যাওয়ার পথে আব্দুল মান্নান চৌধুরীকে ছাত্রলীগের সন্ত্রাসীরা প্রকাশ্য দিবালোকে তাঁকে

www.pathagar.com

অপহরণ করে রাস্তার পাশেই গুলি করে হত্যা করে। শহীদ নাসিম উদ্দিন চৌধুরীর কবরের পাশেই তাঁকে সমাহিত করা হয়। তাঁর বাড়ি চট্টগ্রামে ফটিকছড়ির পূর্ব ভোজপুর গ্রামে।

৯২. শহীদ মুহাম্মদ আনিছার রহমান (পাশা)

২৬ আগষ্ট, বগুড়া সরকারী আজিজুল হক বিশ্ববিদ্যালয় কলেজের নবনির্বাচিত সহ-ধর্মীয় সম্পাদক ও বি.এস.এস (অর্থনীতি) অনার্স ২য় বর্ষের ছাত্র মুহাম্মদ আনিছার রহমান (পাশা) নবাগত ছাত্রভর্তি কাজে সহযোগিতা করার সময় ছাত্রদলের সন্ত্রাসীরা ডেকে নিয়ে উপর্যুপরি ছুরিকাঘাতে হত্যা করে। তিনি বগুড়ার কাহালু থানার কচুয়া গ্রামের অধিবাসী ও সংগঠনের সাথী ছিলেন।

৯৩. শহীদ হাফেজ আবু নাছের

২৩ ডিসেম্বর, সকাল ১১টায় কক্সবাজার শহরের ফজল মার্কেট চত্বরে অনুষ্ঠিত সমাবেশে আওয়ামী বাকশালী সরকার কর্তৃক লেলিয়ে দেয়া পুলিশ বাহিনীর গুলিতে সরকারী কলেজের বি.এ (পাস)-এর মেধাবী ছাত্র, ইসলামী ছাত্রশিবিরের সদস্য হাফেজ আবু নাছের শহীদ হন। কক্সবাজারের উখিয়া থানার নিদানিয়া গ্রামে তাঁর জন্ম।

শাহাদাত ১৯৯৮ সাল ৫ জন

৯৪. শহীদ রবিউল হোসাইন

২৬ মার্চ, সন্ধ্যা ৭টায় চট্টগ্রামের মিরশ্বরাই বাজারে স্বাধীনতা দিবসের অনুষ্ঠান চলাকালীন আওয়ামী ছাত্রলীগের অতর্কিত হামলায় শাহাদাত বরণ করেন শহীদ রবিউল হোসাইন। তিনি মিঠাছড়া আলিয়া মাদ্‌রাসার আলিমের ছাত্র ও সংগঠনের সাথী ছিলেন। মিরশ্বরাই-এর পূর্বমায়ানীতে তাঁর বাড়ি।

৯৫. শহীদ আবু নাসের হাসান হাসিবুর রহমান মহসিন

২২ মে, রাত ২.৩০ মিনিটে সিলেট মেডিকেল কলেজের জিয়া হলে ছাত্রলীগের সন্ত্রাসীরা ঘুম থেকে ডেকে রুমের ভেতরেই মারাত্মকভাবে জখম করে এম.বি.বি.এস ২য় বর্ষের মেধাবী ছাত্র হাসিবুর রহমান মহসিনকে। পরদিন ২৩ মে, চিকিৎসাধীন অবস্থায় হাসপাতালে তিনি শাহাদাত বরণ করেন। তিনি সংগঠনের কর্মী, তাঁর বাড়ি চাঁদপুর জেলার মতলব থানার বোয়ালিয়া গ্রামে।

৯৬. শহীদ মুহাম্মদ শাহাব উদ্দিন

২৬ অক্টোবর, কুমিল্লা জেলার চৌদ্দগ্রাম থানার গুণবতী কলেজের দ্বাদশ শ্রেণীর মেধাবী ছাত্র শহীদ শাহাব উদ্দিনকে ছাত্রলীগের সন্ত্রাসীরা ব্রাশফায়ার করে নির্মমভাবে হত্যা করে। তিনি শিবিরের কর্মী ও চৌদ্দগ্রাম থানার গুণবতীর অধিবাসী ছিলেন।

৯৭. শহীদ মুহাম্মদ মুহসীন কবির

৯৮. শহীদ মুহাম্মদ আল-মামুন

৩১ অক্টোবর, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের পুলিশ ও ছাত্রলীগের হামলায় শাহাদাত বরণ করেন শিবির কর্মী। (১) মুহাম্মদ মুহসীন কবির। ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের ২য় বর্ষের মেধাবী ছাত্র মুহসীন কবির ঝিনাইদহ জেলার হামদহ এলাকার খন্দকার পাড়ার অধিবাসী ছিলেন। (২) একই ঘটনায় মারাত্মভাবে আহত হন দাওয়াহ ও ইসলামিক স্টাডিজ ১ম বর্ষের ছাত্র, সংগঠনের সদস্যপ্রার্থী শহীদ আল মামুন। ১ নভেম্বর তিনিও আল্লাহর সান্নিধ্যে চলে যান। তাঁর বাড়ি কুমিল্লা জেলার বুড়িচং থানায়।

শাহাদাত ১৯৯৯ সাল, ১০ জন

www.pathagar.com

৯৯. শহীদ মুহাম্মদ এনামুল হক দুদু

১ জানুয়ারি, শুক্রবার দিবাগত রাত্রে সদস্য সম্মেলন শেষে ঢাকা থেকে বাড়ি ফেরার পথে আওয়ামী দুর্বৃত্তরা এনামুল হক দুদু ভাইকে নির্মমভাবে হত্যা করে। তিনি সিলেট ফতেহপুর কামিল মাদরাসা থেকে কামিল পাশ করে সিলেট বালাগঞ্জ ডিগ্রী কলেজের বি.এ ১ম বর্ষে অধ্যয়নরত ছিলেন। তিনি সংগঠনের সদস্য ছিলেন। তাঁর বাড়ি সিলেট জেলার বালাগঞ্জের খাসিপাড়া গ্রামে।

১০০. শহীদ যোবায়ের হোসাইন

১৫ মে, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় শাখার অফিস সম্পাদক যোবায়ের ভাইকে অপহরণ করে নির্মমভাবে নির্যাতন চালিয়ে চার ঘন্টা পর সন্ধ্যায় গুলি করে হত্যা করে ছাত্রলীগের সন্ত্রাসীরা। সংগঠনের সদস্য শহীদ যোবায়ের বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের মাষ্টার্সের ছাত্র ও টাঙ্গাইল সদরে চৌবাড়িয়া গ্রামের অধিবাসী ছিলেন।

১০১. শহীদ মহিবুল করিম সিদ্দিকী

২৫ মে, ছাত্রলীগের সন্ত্রাসীদের ব্রাশ ফায়ারে শাহাদাত বরণ করেন University of Science ad Technology Chittagong-এর ফার্মেসী বিভাগের শেষ বর্ষের ছাত্র, সংগঠনের সাথী মহিবুল করিম সিদ্দিকী। তাঁর বাড়ি হাটহাজারী থানার সরকারহাটে।

১০২. শহীদ আহমদ জায়েদ

১৭ আগষ্ট, লক্ষ্মীপুর শহরে শান্তিপূর্ণ মিছিল শেষে স্কুলে যাবার পথে ছাত্রলীগের সন্ত্রাসীরা হাতুড়ী দিয়ে নির্দয়ভাবে জখম করলে নোয়াখালী হাসপাতালে নেয়ার পথে আহমদ জায়েদ শাহাদাত বরণ করেন। আদর্শ সামাদ একাডেমীর ১০ম শ্রেণীর মেধাবী ছাত্র সংগঠনের কর্মী, শহীদ জায়েদ লক্ষ্মীপুর সদরের অধিবাসী ছিলেন।

১০৩. শহীদ কামাল হোসাইন

২৩ সেপ্টেম্বর, লক্ষ্মীপুর শহরে শিবির কর্মী কামাল হোসাইন তাহাজ্জুদ নামাজ পড়ার জন্য অযু করতে গেলে ছাত্রলীগের সশস্ত্র সন্ত্রাসীরা তাঁকে গুলি করে হত্যা করে। শিবিরের কর্মী শহীদ কামাল হোসাইন লক্ষ্মীপুর আলিয়া মাদ্রাসা হতে আলিম পাশ করেছিলেন। শহীদের বাড়ি লক্ষ্মীপুর বঙ্গাখা ইউনিয়নের মিরিকপুর গ্রামে।

১০৪. শহীদ আনসার উল্লাহ্ তালুকদার

২১ অক্টোবর, সংগঠনের কর্মসূচী বাস্তবায়নকারে মাথায় গুলিবিদ্ধ হয়ে রাতে চিকিৎসাধীন অবস্থায় ২২ অক্টোবর হাসপাতালে শাহাদাত বরণ করেন চট্টগ্রাম কলেজের বাংলা মাস্টার্স শেষ বর্ষের ছাত্র শহীদ আনসার উল্লাহ্ তালুকদার। সংগঠনের সাথী শহীদ আনসার উল্লাহ্ চট্টগ্রামের বাঁশখালী থানার শেখের খিল গ্রামের অধিবাসী ছিলেন।

১০৫. শহীদ আলী মোস্তফা

২৫ নভেম্বর, সাতক্ষীরা আলিয়া মাদরাসার ফাজিল ১ম বর্ষের ছাত্র আলী মোস্তফাকে আওয়ামীলীগের নরঘাতকরা ইটের উপর মাথা রেখে চাইনিজ কুড়াল, রড, হকিস্টিক দিয়ে তার মাথা থেতলে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করে। সাতক্ষীরা জেলার কালিগঞ্জ থানার পূর্বনলতা গ্রামের অধিবাসী শহীদ আলী মোস্তফা সংগঠনের সাথী ছিলেন।

১০৬. শহীদ রহিম উদ্দিন

১০৭. শহীদ মাহমুদুল হাসান

www.pathagar.com

১৯ ডিসেম্বর, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রলীগের সন্ত্রাসীদের ব্রাশফায়ারে শাহাদাত বরণ করেন রহিম উদ্দিন ও মাহমুদুল হাসান। (১) শহীদ রহিম উদ্দিন বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা ২য় বর্ষের ছাত্র ও সংগঠনের সদস্য ছিলেন। তাঁর বাড়ি দক্ষিণ বরহাতিয়া, পশ্চিমপাড়া, সাতকানিয়া, চট্টগ্রাম। (২) শহীদ মাহমুদুল হাসান ফিন্যান্স ৪র্থ বর্ষের ছাত্র ও সংগঠনের সাথী ছিলেন। তাঁর বাড়ি লক্ষ্মীপুরের ভবানীগঞ্জে।

১০৮. শহীদ আবদুল মুনিম বেলাল

২৫ ডিসেম্বর, আব্দুল মুনিম বেলাল শাহ্জালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের হল ও ভবনের বিতর্কিত নামকরণের প্রতিবাদী আন্দোলনে পুলিশ ও ছাত্রলীগের যৌথ হামলায় গুলিবিদ্ধ হয়ে শহীদ হন। শহীদ আব্দুল মুনিম বেলাল

পাঠানটোলা জামেয়া ইসলামীয়া কামিল মাদরাসার আলিম ফলপ্রার্থী ছিলেন। তাঁর বাড়ি সিলেট সদরের মেদিনী মহলের পাইকার গাঁওয়ে।

শাহাদাত ২০০০ সাল, ৩ জন

১০৯. শহীদ সালাহ্ উদ্দিন

২০ জানুয়ারি, চট্টগ্রামের জহুর মার্কেটে কেনাকাটা করতে গেলে ওঁৎ পেতে থাকা সশস্ত্র ছাত্রলীগ সন্ত্রাসীরা তাকে অপহরণ করে নিয়ে যায়। বহু খোঁজাখুঁজির পর ২১ জানুয়ারি বস্তাবন্দি অবস্থায় হাটহাজারীর ইছাপুর ব্রীজের নিকট শহীদের লাশ পাওয়া যায়। তিনি হাজী মুহাম্মদ মহসীন কলেজের ছাত্র এবং সংগঠনের কর্মী ছিলেন। চট্টগ্রামের সাতকানিয়ায় তাঁর বাড়ি।

১১০. শহীদ খাইরুল ইসলাম

২২ ফেব্রুয়ারি, চট্টগ্রাম ডিসি রোডে কমিশনার অফিসের সামনে থেকে ছাত্রলীগ সন্ত্রাসীরা অপহরণ করে হত্যা করে নওমুসলিম শিবির কর্মী, এম.ই.এস কলেজের বি.এ ১ম বর্ষের মেধাবী ছাত্র খাইরুল ইসলামকে। তিনি চট্টগ্রামের কোতয়ালী থানার পাথরঘাটার অধিবাসী ছিলেন।

১১১. শহীদ জাহাঙ্গীর আলম সবুজ

৬ এপ্রিল, ছাত্রলীগের সশস্ত্র সন্ত্রাসীরা হামলা চালায় চট্টগ্রামের সাতকানিয়া কলেজে। আহত হন শিবিরের কলেজ সভাপতিসহ ৩০/৪০ জন। আশংকাজনক অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি করার পর সংগঠনের সাথী শহীদ জাহাঙ্গীর আলম সবুজ শাহাদাতের পেয়ালা পান করেন। শহীদের বাড়ি ছাদাহা, আফজালনগর, সাতকানিয়া, চট্টগ্রাম।

শাহাদাত ২০০১ সাল, ৫ জন

১১২. শহীদ আব্দুস শাকুর

১৭ এপ্রিল, শিবির কর্মী আব্দুস শাকুর সন্ত্রাসীদের হামলায় শাহাদাত বরণ করেন। তিনি চাঁপাইনবাবগঞ্জের নবাবগঞ্জ থানার ছাবানিয়া গ্রামের অধিবাসী এবং এস.এস.সি ফলপ্রার্থী ছিলেন।

১১৩. শহীদ জাহাঙ্গীর আলম

১৮ এপ্রিল, রাজশাহী সরকারী কলেজের গণিত বিভাগের অনার্স ১ম বর্ষের মেধাবী ছাত্র, সংগঠনের সাথীপ্রার্থী জাহাঙ্গীর আলম ছাত্রলীগের সশস্ত্র হামলায় শহীদ হন। তাঁর বাড়ি রাজশাহীর পবা থানার দারুশায়।

১১৪. শহীদ রফিকুল ইসলাম

৮ জুন, শুক্রবার জুমআ'র নামাজের পর ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের দাওয়াহ এণ্ড ইসলামিক

www.pathagar.com

স্টাডিজে মাস্টার্স-এর কৃতিছাত্র সংগঠনের সদস্য বিশ্ববিদ্যালয় সংলগ্ন ঝিনাইদহের মদন ডাঙ্গায় জাসদ ছাত্রলীগের হামলায় শাহাদাত বরণ করেন শহীদ রফিকুল ইসলাম। তাঁর বাড়ি সাতক্ষীরা জেলার আশাশুনি থানার লাঙ্গলদাঁড়িয়ায়।

১১৫. শহীদ মুহাম্মদ ইব্রাহীম চৌধুরী মঞ্জুর

২১ আগস্ট, রাত ৭.৪৫ মি. গুণবতী উচ্চ বিদ্যালয়ের ৯ম শ্রেণীর কিশোর ছাত্র, সংগঠনের কর্মী, মা-বাবার একমাত্র ছেলে শহীদ ইব্রাহীম চৌধুরী আওয়ামী সন্ত্রাসীদের নির্মম হামলায় শাহাদাতের পেয়ালা পান করেন। তাঁর বাড়ি ঝিকড়া চৌধুরী বাড়ি, গুণবতী, কুমিল্লা।

১১৬. শহীদ মুহাম্মদ নিজাম উদ্দিন

২৮ আগস্ট, চৌমুহনী সরকারী কলেজের এইচ.এস.সি ফলপ্রার্থী মেধাবী ছাত্র, সংগঠনের কর্মী নিজাম উদ্দিন আওয়ামী সন্ত্রাসীদের হামলায় শাহাদাত বরণ করেন। নোয়াখালীর সেনবাগ থানার বীর নারায়ণপুর গ্রামে তাঁর জন্ম।

শাহাদাত ২০০২ সাল, ২ জন

১১৭. শহীদ বেলাল হোসেন

১২ মে. স্কুলের শিক্ষকদের সাথে খারাপ আচরণ ও ছাত্রীদের উত্যক্ত করার প্রতিবাদ করায় ফকিরবাজার উচ্চ বিদ্যালয়ের ১০ম শ্রেণীর ছাত্র, শিবির কর্মী বেলাল হোসেনকে কুখ্যাত ছাত্রলীগ সন্ত্রাসী শিপন কসাইয়ের ধারালো ছুরি দিয়ে ছরিকাঘাত করে। হাসপাতালে নেয়ার পথে তিনি শাহাদাত বরণ করেন। তাঁর বাড়ি মৌলভীবাজার জেলার বড়লেখা থানায়।

১১৮. শহীদ মুস্তাফিজুর রহমান মোস্তাক

১২ অক্টোবর, আওয়ামী-বাকশালী চক্রের প্রত্যক্ষ ইন্ধনে চরমপন্থী সর্বহারাদের সশস্ত্র হামলায় শহীদ হন শিবিরের সাথীপ্রার্থী মুস্তাফিজুর রহমান মোস্তাক। তাঁর বাড়ি পাবনা জেলার সাঁথিয়া থানার রাঙ্গামাটি গ্রামে। তিনি পাবনা ইসলামিয়া মাদরাসার আলিম ১ম বর্ষের মেধাবী ছাত্র ছিলেন।

শাহাদাত ২০০৩ সাল, ২ জন

১১৯. শহীদ শফিকুর রহমান শিমুল

৬ অক্টোবর, কুষ্টিয়া পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটে মেধা অনুযায়ী ছাত্র ভর্তির তালিকা দু'দুবার ছাত্রদলের সন্ত্রাসীরা ছিঁড়ে ফেলায় শিবির প্রতিবাদ জানায়। এতে ক্ষিপ্ত হয়ে ছাত্রদলের সশস্ত্র সন্ত্রাসীরা শিবিরের প্রতিবাদ মিছিলে গুলিবর্ষণ করলে ঘটনাস্থলেই শাহাদাত বরণ করেন কুষ্টিয়া সরকারি কলেজের একাউন্টিং ৩য় বর্ষের মেধাবী ছাত্র, সংগঠনের সাথী শফিকুর রহমান শিমুল এবং আহত হন ইনস্টিটিউটের ভিপি, প্রোভিপিসহ ২০ জন। শহীদের বাড়ি কুষ্টিয়া শহরের যুগিয়ায়।

১২০. শহীদ মুহাম্মদ আলমাছ মিয়া

৯ ডিসেম্বর, মৌলভীবাজার সরকারী কলেজ মসজিদে জোহরের নামাজরত অবস্থায় ছাত্রদল নামধানী গুণ্ডাদের গুলিতে শাহাদাতবরণ করেন রাষ্ট্রবিজ্ঞান (অনার্স) ৩য় বর্ষের ছাত্র মুহাম্মদ আলমাছ মিয়া। শিবিরের সদস্যপ্রার্থী আলমাছ মিয়ার বাড়ি মৌলভীবাজার জেলার কমলগঞ্জ থানার আলেপুর গ্রামে।

শাহাদাত ২০০৪ সাল, ১ জন

১২১. শহীদ সাইফুদ্দীন

www.pathagar.com

১৪ জানুয়ারি, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের ১ম বর্ষের মেধাবী ছাত্র সাইফুদ্দীনকে ছাত্রদলের নামধারী সন্ত্রাসীরা অতর্কিত হামলা করে হাতুড়ী ও রড দিয়ে মাথা থেতলে মারাত্মকভাবে আহত করে। দীর্ঘ দুই মাস ঢাকায় চিকিৎসার পর ২৪ এপ্রিল তিনি শাহাদাত বরণ করেন। বগুড়া সদরের ধাওয়া এরোলিয়া ইউনিয়ন পিকমান গ্রামের ছেলে শহীদ সাইফুদ্দীন সংগঠরে কর্মী ছিলেন।

শাহাদাত ২০০৫ সাল, ৩ জন

১২২. শহীদ রায়হান খন্দকার

১১ ফেব্রুয়ারী, গাজীপুর টঙ্গীস্থ তামীরুল মিল্লাত মাদরাসা ময়দানে অনুষ্ঠিত ঢাকা বিভাগীয় সাথী সম্মেলনে দায়িত্ব পালন করে পুকুরে গোসল করতে গিয়ে পানিতে ডুবে রায়হান খন্দকার শাহাদাত বরণ করেন। সংগঠনের সাথীপ্রার্থী শহীদ রায়হান বাড্ডা আলাতুন্নেছা উচ্চ বিদ্যালয়ের ১০ম (বানিজ্য) শ্রেণীর ছাত্র ছিলেন। তাঁর গ্রামের বাড়ী মোমেনশাহী জেলার কোতয়ালী থানার নওমহল (নন্দীবাড়ীতে)।

১২৩. শহীদ রেজবুল হক সরকার প্লাবন

১৩ জুন, বিকালে বাসা হতে শহরে বাবার দোকানের উদ্দেশ্যে যাওয়ার পথে যুবদল অফিরে সামনে ছাত্রদল ও যুবদল নামধারী একদল সন্ত্রাসীরা উপর্যুপরি অস্ত্রের আঘাতে রেজবুল হক সরকার প্লাবন এর পুরো শরীর এবং মাথা থেতলে দেয়। ১৫ জুন ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে শাহাদাত বরণ করেন। শাহাদাতের সময় তিনি এস.এস.সি ফলপ্রার্থী ছিলেন, পরীক্ষার ফল বেরুলে দেখা যায় তিনি জি.পি.এ-৫ পেয়েছেন। শিবির কর্মী শহীদ প্লাবনের গ্রামের বাড়ী গাইবান্ধা জেলার পলাশ বাড়ীর প্রফেসর পাড়ায়।

১২৪. শহীদ শোয়েব আহমদ দুলাল

১২ ডিসেম্বর, শিবিরের সাথী, সিলেট এমসি কলেজ মাঠে দুর্বৃত্তদের হাতে নৃশংসভাবে শাহাদাৎ বরণ করেন।

শাহাদাত ২০০৬ সাল, ৭ জন

১২৫. শহীদ শাফায়েত উল্লাহ ভূঁইয়া

১৬ জুন, সীতাকুন্ডের নুনাছড়া এলাকায় অসামাজিক কার্যকলাপেত্ম প্রতিবাদ করায় আওয়ামী ছাত্রলীগের চিহ্নিত নরঘাতক সন্ত্রাসীদের নির্মম আঘাতে আহত হয়ে ১৭ জানুয়ারি শাহাদাত বরণ করেন শিবিরের সাথী, সীতাকুন্ড আলিয়া মাদ্রাসার মেধাবী ছাত্র শাফায়েত উল্ল্যাহ ভুঁইয়া।

১২৬. শহীদ মুজাহিদুল ইসলাম

১২৭. শহীদ হাফেজ গোলাম কিবরিয়া শিপন

২৮ অক্টোবর, ঢাকার বায়তুল মোকাররম উত্তর গেটে চারদলীয় জোট সরকারের ৫ বছর

পূর্তি উপলক্ষে জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ ঢাকা মহানগরীর উদ্যোগে আয়োজিত অনুষ্ঠানে নেতা সর্বস্ব ১৪ দল অর্থাৎ আওয়ামী সন্ত্রাসী হাজী সেলিম ও ডা. ইকবালের নেতৃত্বে লগি-বৈঠা ও আগ্নেয়াস্ত্রসহ দিনভর ভয়াবহ আক্রমনে ৫ জন নিহত ও কয়েকশত মারাত্মকভাবে আহত হন। এর মধ্যে ২ জন শিবিরের ও ৩ জন জামায়াতের। (১) শিবিরের সদস্য মিরপুর ১০নং ওয়ার্ড সভাপতি মুজাহিদুল ইসলামের বাড়ি নোয়াখালী চাটখিল থানার কুলশ্রী গ্রামে। স্টামফোর্ড ইউনির্ভাসিটির বিবিএ ৬ষ্ঠ সেমিস্টারের ছাত্র শহীদ মুজাহিদুল ইসলাম ঢাকা মিরপুর লালকুঠি সি-২৩, ৩য় কলোনীর বাসিন্দা ছিলেন। (২) ঢাকা কলেজের স্নাতকের ছাত্র গোলাম কিবরিয়া শিপন

www.pathagar.com

শিবিরের সাথী এবং ঢাকা মহানগরী পূর্ব ২৭নং ওয়ার্ডের অর্থ-সম্পাদকের দায়িত্বে ছিলেন।

১২৮. শহীদ মুহাম্মদ রফিকুল ইসলাম

২৮ অক্টোবর, চার দলীয় জোট সরকারের ৫ বচর পূর্তি উপলক্ে জামায়াত শিবির সমন্বয়ে একটি শান্তিপূর্ণ মিছিল কুঁড়িগ্রাম পৌরসভা হয়ে যাবার সময় ওৎপেতে থাকা ১৪ দলের কুখ্যাত সন্ত্রাসীদের লগি-বৈঠার পৈশাচিক আঘাতে রফিকুল ইসলামের মাথাসহ সারা শরীর প্রচণ্ড জখম করে ফেলে রেখে যায়। আশংকাজনক অবস্থায় কুঁড়িগ্রাম থেকে রংপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে স্থানান্তর করলেও বিকাল ৩.৩৫ মি. শাহাদৎ বরণ করেন। ২০০৭ সালের এসএসসি পরীক্ষার্থী ছাত্রশিবিরের সাথী রফিকুল ইসলাম যোগদাহ ইউনিয়নের সেক্রেটারীর দায়িত্বে ছিলেন। শহীদের বাড়ি কুড়িগ্রাম উপজেলার চরযাত্রাপুর গ্রামে।

১২৯. শহীদ আব্দুল্লাহ আল-ফয়সাল

২৮ অক্টোবর, নারায়ণগঞ্জ জেলার সিদ্ধিরগঞ্জের চিটাগাং রোডে শিবিরের মিছিলে আওয়ামী সন্ত্রাসীদের নৃশংস হামলায় মারাত্মকভাবে আহত হন। পরদিন ২৯ অক্টোবর হাসপাতালে ৮.৩০ মি. আল্লাহর সান্নিধ্যে চলে যান। আব্দুল্লাহ আল ফয়সাল জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় দ্বিতীয় বর্ষ, বিএ (অনার্স) ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের ছাত্র ছিলেন। আব্দুল্লাহ আল-ফয়সাল নারায়ণগঞ্জ জেলার সিদ্ধিরগঞ্জ থানার সাথী এবং জগন্নাথে অধ্যয়নরত বিভাগের সাংগঠনিক সম্পাদক ছিলেন।

১৩০. শহীদ মুহাম্মদ শাহজাহান

৩১ অক্টোবর, কুমিল্লার নাঙ্গলকোট কলেজ মাঠের সন্নিকটে সন্ত্রাসীদের হামলায় শাহাদৎ বরণ করেন। তিনি ইসলামী ছাত্রশিবিরের সদস্য, সরকারি ভিক্টোরিয়া কলেজ থেকে এমএ (ইসলামিক স্টাডিজ) পরীক্ষার্থী ও নাঙ্গলকোট (দক্ষিণ) থানার সভাপতি ছিলেন। মুহাম্মদ শাহজাহান আলীর গ্রামের বাড়ি উত্তর দুর্গাপুর কুমিল্লা সদর (দক্ষিণ)

১৩১. শহীদ সাইফুল্লাহ মুহাম্মদ মাসুম

২৮ অক্টোবর, চারদলীয় জোট সরকারের ৫ বছর পূর্তিতে জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ ঢাকা মহানগরী আয়োজিত বায়তুল মোকাররম উত্তর গেটের অনুষ্ঠানে আওয়ামী সন্ত্রাসীদের হামলায় মারাত্মকভাবে আহত হয়ে চিকিৎসাধীন অবস্থায় ২ নভেম্বর শাহাদাৎ বরণ করেন। সরকারি তিতুমীর কলেরে ১ম বর্ষের (অনার্স) মেধাবী ছাত্র, ঢাকার সবুজবাগ থানার বাসিন্দা সাইফুল্লাহ মুহাম্মদ মাসুম শিবিরের সাথী ও ২৭ নং ওয়ার্ড (দক্ষিণ) এর সেক্রেটারী ছিলেন।

১৩২. শহীদ রমজান আলী

৯ মার্চ, ২০০৯ইং সালে জামালপুরে ছাত্রলীগের সন্ত্রাসীরা অতর্কিতভাবে শিবিরের অফিসে হামলা চালিয়ে ব্যাপক ভাংচুর ও মোটরসাইকেল জ্বালিয়ে দেয় এবং থানা সভাপতি শহীদ রমজান আলী ভাইকে অপহরণ করে রেললাইনে নিয়ে ট্রেনে চাপা দিয়ে নির্মমভাবে হত্যা করে।

১৩৩. শহীদ শরিফুজ্জামান নোমানী

১৩ মার্চ, ২০০৯ইং সালে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে শেরে বাংলা হলের মেধাবী ছাত্র শরিজ্জামান নোমানী ভাইকে ছাত্রলীগের সশস্ত্র সন্ত্রাসীরা আকস্মিক হামলা চালিয়ে নির্মমভাবে হত্যা করে। তিনি ইসলামী স্টাডিজের মাস্টার্স অধ্যয়নরত মেধাবী ছাত্র ছিলেন।

www.pathagar.com

বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবির
লক্ষ্মীপুর শহর

দায়িত্বশীল পরিচিতি-০৯

শহর সভাপতি	মু. আবুল ফারাহ নিশান
শহর সেক্রেটারী	মু. আলী হোসাইন মুরাদ
বায়তুলমাল সম্পাদক	মু. আব্দুল মান্নান বিপ্লব
স্কুল ও শিক্ষা সম্পাদক	মু. মাহমুদুল হাসান
সাংস্কৃতিক সম্পাদক	মু. মাচুম বিল্লাহ
প্রকাশনা সম্পাদক	মু. হারুনুর রশিদ
পাঠাগার সম্পাদক	মু. শরীফ হোসাইন
কিশোর কণ্ঠ	মু. আসলাম মিয়া

ক্রম	শাখার নাম	সভাপতি	সেক্রেটারী
০১	লক্ষ্মীপুর পৌর	রেজাউল ইসলাম সুমন	ফয়েজ আহাম্মদ
০২	লক্ষ্মীপুর কলেজ	মোঃ ইউনুস	তৌহিদুল ইসলাম
০৩	লক্ষ্মীপুর আলীয়া	সামছুল হুদা	মাহবুব এলাহী রাকিব
০৪	১নং উত্তর হামছাদী	ফারুক হোসেন	মাকসুদুর রহমান রুস্তম
০৫	২নং দক্ষিন হামছাদী	জাফর আহমদ	জামাল উদ্দিন
০৬	৩নং দালাল বাজার	নুরুল হুদা	হেলাল উদ্দিন
০৭	৪নং চররুহিতা	আব্দুর রহিম রায়হান	আব্বাস উদ্দিন ফরহাদ
০৮	৫নং পার্বতী নগর	রাজীবুর রহমান	যায়েদ হোসাইন
০৯	৬নং ভাঁঙ্গা খাঁ	আঃ আজীজ রাসেল	হাবিবুর রহমান
১০	৭নং বশিকপুর	আব্দুল্লা আল মাসুদ	জাকির হোসাইন
১১	৮নং দত্তপাড়া	আলমগীর হোসেন	আনোয়ার হোসাইন
১২	৯নং উত্তর জয়পুর	মাসউদুর রহমান	মোহাম্মদ হোসাইন
১৩	১০নং চন্দ্রগঞ্জ	হাঃ কামরুল হাসান	মফিজুর রহমান
১৪	১১নং হাজীরপাড়া	আনোয়ার হোসাইন	আলাউদ্দিন
১৫	১২নং চরশাহী	আবু বকর সিদ্দিক	হাঃ মাহবুবুর রহমান
১৬	১৩নং দিঘুলী	মাহফুজুর রহমান	মোঃ সহেল
১৭	১৪নং মান্দারী	ওমর ফারুক	মোঃ নিজাম উদ্দিন
১৮	১৫নং লাহারকান্দি	মোঃ ইউসুফ হোসেন	আবু তৈয়ব
১৯	১৬নং শাকচর	হারুন অর রশিদ	মাকসুদুর রহমান
২০	১৭নং ভবানীগঞ্জ	হাফেজ আব্দুল হক	মাকসুদুর রহমান
২১	১৮নং কুশাখালী	আবদুল কুদ্দস	শরীফুল ইসলাম
২২	১৯নং তেওয়ারীগঞ্জ	মিজানুর রহমান	মিল্লাত হোসেন
২৩	২০নং চর রমনী	ফারুক হোসেন	মুরাদ হোসেন
২৪	২১নং টুমচর	আতাউস সামাদ ফয়সাল	ফজলে রাব্বী রেদোওয়ান
২৫	স্কুল বিভাগ	আজাদ হোসাইন	নাজমুল হাসান অতুল
২৬	সাংস্কৃতি বিভাগ	মনির হোসাইন সুমন	দেলোয়ার হোসাইন
২৭	শিশু কল্যাণ	এনামুল হক সোহেল	আব্দুল গোফরান
২৮	শিক্ষা বিভাগ	মাহমুদুল হাছান	মোঃ ইয়াসিন

www.pathagar.com

বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবির
লক্ষ্মীপুর জেলা

দায়িত্বশীল পরিচিতি-০৯

জেলা সভাপতি	মু. নাজমুল হাসান
জেলা সেক্রেটারী	মু. আব্দুল আউয়াল রাসেল
বায়তুলমাল সম্পাদক	মু. মিরাজ হোসেন
অফিস সম্পাদক	মু. রেজাউল করিম
কিশোর কণ্ঠ	মু. আব্দুর রহমান

ক্রম	শাখার নাম	সভাপতি	সেক্রেটারী
০১	রায়পুর শহর	আনোয়ার হোসাইন	রফিকুল ইসলাম সোহাগ
০২	রায়পুর উত্তর	আলী আহমদ	সা'দ শরীফ
০৩	রায়পুর দক্ষিণ	ইমাম হোসেন	আরিফ হোসেন
০৪	রায়পুর পশ্চিম	ফজলুল করিম	হাফিজুর রহমান
০৫	রায়পুর পূর্ব	আবদুল গোফরান	আনোয়ার হোসেন রিপন
০৬	হায়দরগঞ্জ	আক্তার হোসেন মুন্সী	আক্তার হোসেন কবিরাজ
০৭	রামগঞ্জ শহর	ফয়সাল আহমেদ	হাফেজ আহমদ মিরন
০৮	রামগঞ্জ উত্তর	শামসুল ইসলাম	ইমরান হোসেন
০৯	রামগঞ্জ দক্ষিণ	মাছুম বিল্লাহ	আলমগীর হোসেন
১০	আলেকজান্ডার	ওসমান গণি	মিলাদ হোসেন
১১	হাজির হাট	হাফেজ আশরাফ উদ্দিন	আব্দুল আহাদ
১২	কমল নগর	মনির হোসেন	মহিউদ্দিন
১৩	রামগতি দক্ষিণ	হেলাল উদ্দিন	সুলতান মাহমুদ

www.pathagar.com

লক্ষ্মীপুর জেলার গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান

লক্ষ্মীপুর জেলার শ্রেষ্ঠ বিদ্যাপীঠ লক্ষ্মীপুর সরকারী কলেজ

কফিল উদ্দিন ডিগ্রি কলেজ, চন্দ্রগঞ্জ

শহীদ যায়েদের স্মৃতিকে ধারণ করে দাঁড়িয়ে আছে লক্ষ্মীপুর আদর্শ সামাদ উচ্চ বিদ্যালয়

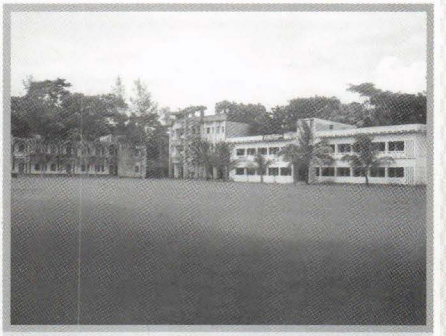

আসম আব্দুর রব সরকারী ডিগ্রী কলেজ

লক্ষ্মীপুর দারুল উলুম কামিল মাদ্রাসা

টুমচর সিনিয়র ফাযিল মাদ্রাসা, লক্ষ্মীপুর

www.pathagar.com

লক্ষ্মীপুর জেলার গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান

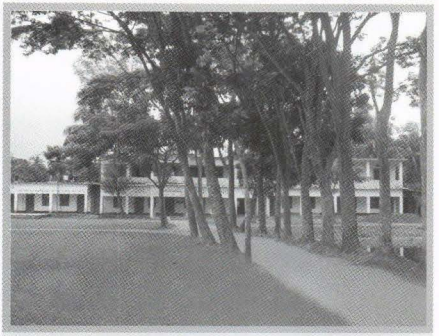

হাজির হাট হামেদিয়া ফাযিল মাদ্রাসা, লক্ষ্মীপুর

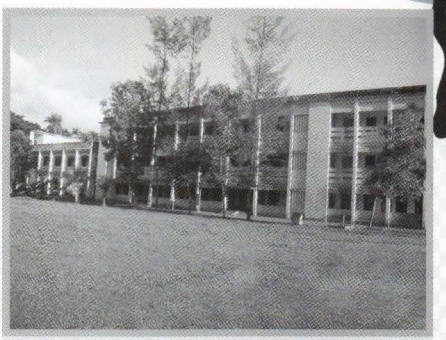

দালাল বাজার সরকারী ডিগ্রী কলেজ, লক্ষ্মীপুর

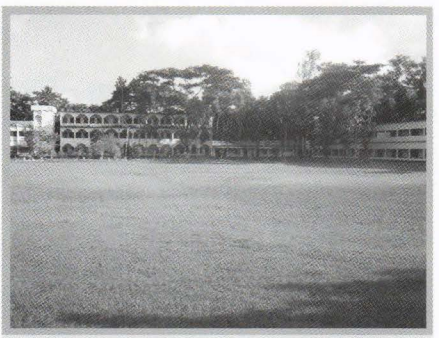

রায়পুর সরকারী ডিগ্রী কলেজ, লক্ষ্মীপুর

রামগঞ্জ সরকারী ডিগ্রী কলেজ, লক্ষ্মীপুর

বশিকপুর ডি.এস.ইউ. কামিল মাদ্রাসা, লক্ষ্মীপুর

হায়দরগঞ্জ তাহেরিয়া আর.এম. ফাযিল (ডিগ্রী) মাদ্‌রাসা, লক্ষ্মীপুর

www.pathagar.com

...পুরে ইসলামী ছাত্র শিবিরের প্রতিনিধি সম্মেলনে বক্তব্য দিচ্ছেন কেন্দ্রীয় সভাপতি রেজাউল করিম।
...লে উপস্থিত নেতা-কর্মী ও সমর্থকবৃন্দ - নতুন চাঁদ

লক্ষ্মীপুরে ইসলামী ছাত্র শিবিরের প্রতিনিধি সম্মেলনে কেন্দ্রীয় সভাপতি রেজাউল করিম

ইসলামের দাওয়াত তুলে ধরতে হবে নিজেদের চারিত্রিক মাধুর্য দিয়ে

স্টাফ রিপোর্টার
বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্র শিবির কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি ... বর্তমান ... দাড়িয়েছে। তাই অভিলম্বে ছাত্রলীগের বিরুদ্ধে কঠোর প্রদক্ষেপ নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় খুলে দেয়ার জন্য তিনি সরকারের প্রতি অনুরোধ ... বলেন, ... কাফেলার ... কাফেলার ... অভীতি, ... হয়েছে। তিনি গত ২১মে শহরের নছির আহমদ ভূঁইয়া মিলনায়তনে ছাত্র শিবির লক্ষ্মীপুর শহর শাখার উদ্যোগে ... যাবে না। তিনি আরো বলেন, ইসলামের দাওয়াত তুলে ধরতে হবে নিজেদের চারিত্রিক মাধুর্য দিয়ে। শিবির প্রতিষ্ঠা লগ্ন থেকে মেধাবী ছাত্রদের ঠিকানা হিসেবে সক্ষম আত্ম প্রকাশ করতে ...

...ক্ষ্মীপুরে ছাত্রশিবিরে... সমাবেশে ছাত্রলীগের হামলা

...র প্রতিনিধি
...তিবার দুপুরে শহরের ন... ভূঞা মিলনায়তনে ছাত্রশিবি... সভার প্রস্তুতিকালে ছাত্র... হামলায় ছাত্রশিবির নে... আহমদ (২০) আহত হন। ...লীগ কর্মীরা সভায় চেয়... অন্যান্য মালামাল ভাংচুর ক... পুলিশ দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌ... নিয়ন্ত্রণে আনে। বেলা ২... কর্মীরা মিছিল নিয়ে কো... সামনে দিয়ে শিবি... এ সময় অতর্কিত হা... শিবিরের শহর শা... ফয়েজ আহমদকে মার... করা হয়। এতে তিনি আহত হন। ত... শহরের সুপ্রিম কেয়ার হাসপাতালে ... করা হয়েছে। পরে ছাত্রশিবির ... আবুল ফারাহ নিশানের সভাপতি... নছির আহমদ ভূঞা মিলনায়তনে বিক... পুলিশের কড়া নিরাপত্তা ব্যব... ছাত্রশিবিরের নির্ধারিত সমাবেশ অনু... হয়। এতে প্রধান অতিথি ছি... শিবিরের কেন্দ্রীয় নেতা রেজাউল করি...

ছাত্রলীগের হামলা ও হত্যাকাণ্ড থেকে দলীয় নেতা-কর্মীরাও রেহাই পাচ্ছে না---শিবির সভাপতি

লক্ষ্মীপুর সংবাদদাতা : গতকাল ইসলামী ছাত্রশিবিরের উদ্যোগে লক্ষ্মীপুর নসীর আহমদ ভূঁইয়া মিলনায়তনে উপশাখা প্রতিনিধি সম্মেলন শহর শাখা সভাপতি আবুল ফারাহ নিশানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। এতে প্রধান অতিথি ছিলেন শিবিরের কেন্দ্রীয় সভাপতি মোহাম্মদ রেজাউল করিম। বিশেষ অতিথি ছিলেন কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক গোলাম মাওলা শিমুল, কার্যকরী পরিষদ সদস্য জোবায়ের আহমদ ভূঁইয়া, সাবেক কেন্দ্রীয় নেতা মাওলানা মফিজুল ইসলাম। বক্তব্য রাখেন মুক্তিযোদ্ধা হাবিবুর রহমান, নিজাম মোল্লা শিবির নেতা নাজমুল ইসলাম প্রমুখ।

শিবির সভাপতি বলেন, এ সরকার ডিজিটাল কারচুপির মাধ্যমে ক্ষমতায় এসে সারাদেশে হত্যা, সন্ত্রাস, টেন্ডারবাজি ও চাঁদাবাজি চালিয়ে যাচ্ছে। ছাত্রলীগের হামলা ও হত্যাকাণ্ড থেকে দলীয় নেতা কর্মীরাও রেহাই পাচ্ছে না। বেসামাল ও টালমাটাল ছাত্রলীগ এসব করে শিবিরের মত শহীদী সংগঠনের ক্ষতি করতে পারবে না বরং ছাত্রলীগকে নিজেদেরকে ধ্বংসের পথে নিয়ে যাচ্ছে। ছাত্রলীগকে সামলাতে শিবির সভাপতি প্রধানমন্ত্রীর প্রতি জোর অনুরোধ জানান।

শিবিরের সম্মেলনস্থলে ছাত্রলীগের হামলা ঃ আহত ৭

এদিকে গতকাল লক্ষ্মীপুর নসীর আহমদ ভূঁইয়া মিলনায়তনে ইসলামী ছাত্রশিবিরের উপশাখা প্রতিষ্ঠা সম্মেলন স্থলে ছাত্রলীগের সন্ত্রাসীদের এলোপাতাড়ি হামলা ও ভাংচুরের তাণ্ডব চালায়। সন্ত্রাসী হামলায় শিবিরের শহরশাখা সেক্রেটারি ফয়েজ আহমদকে গুরুতর আহত অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। এ সম্মেলনে শিবিরের কেন্দ্রীয় সভাপতি রেজাউল করিম প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।

ছাত্রশিবির নেতৃবৃন্দ জানান, নসীর আহমদ ভূঁইয়া মিলনায়তনে বিকেল ৩টায় ... নির্ধারিত সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবার পূর্ব মুহূর্তে ছাত্রলীগের ৩০/৩৫ জনের সন্ত্রাসী হলরুমে ঢুকে এলোপাতাড়ি হামলা ও ভাংচুর শুরু করে। তারা মাইক, চেয়ার, টেবিল ও হলরুমের বেসিন ও কাচ ভাংচুর করে। এ সময় তাদের হামলায় ৭ শিবির নেতা কর্মী আহত হয়। শিবিরের শহর শাখা সেক্রেটারি ফয়েজ আহমদ গুরুতর আহত হয়েছে।

লক্ষ্মীপুরে শিবিরের সভাস্থলে ছাত্রলীগের হামলা ভাংচুর

■ রামগতি (লক্ষ্মীপুর) প্রতিনিধি

আজ বৃহস্পতিবার দুপুরে লক্ষ্মীপুর শহরের বছির আহমদ ভূঁইয়া মিলনায়তনে ছাত্রশিবিরের নির্ধারিত সভার প্রস্তুতিকালে ছাত্রলীগ কর্মীদের অতর্কিত হামলায় শিবির নেতা ফয়েজ আহমদ (২০) আহত হন। এ সময় ছাত্রলীগ কর্মীরা সভাস্থলে চেয়ার, ফ্যান ও মিলনায়তনের দরজা-জানালার কাচ ভাংচুর করে। খবর পেয়ে পুলিশ দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানায়, দুপুর ২টায় ছাত্রলীগ কর্মীরা মিছিল নিয়ে কোর্ট বিল্ডিং হয়ে ওই সভাস্থলে যায়। এক পর্যায়ে মিলনায়তনের মালামাল ভাংচুর করে ক্ষতিসাধিত করে এবং ছাত্রশিবিরের শহর শাখার সেক্রেটারি ফয়েজ আহমদকে বেধড়ক পিটিয়ে আহত করে। তাকে শহরের সুপ্রিম কেয়ার হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

এদিকে পরে একই সভাস্থলে পুলিশের কড়া নিরাপত্তায় বিকেলে আবুল ফারাহ নিশানের সভাপতিত্বে ছাত্রশিবিরের নির্ধারিত ওই সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

জান্ডারের ছাত্রগণজমায়েতে বক্তব্য রাখ...

লক্ষ্মীপুরে শিবিরের সমাবেশে ছাত্রলীগের হামলা ভাংচুর
কেন্দ্রিয় সভাপতির নিন্দা

[illegible]

পত্রিকার পাতা

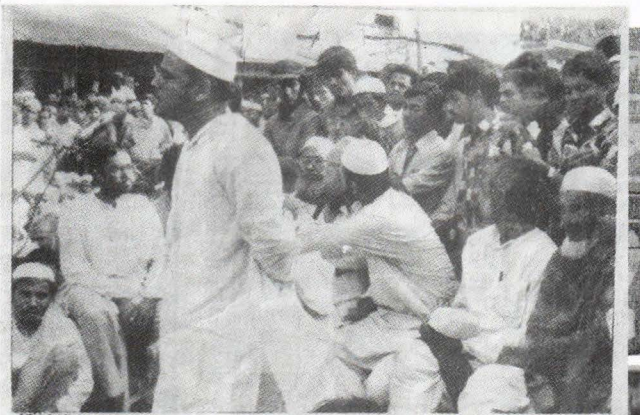

হাজার হাজার জনতার সমুদ্রে বক্তব্য রাখছেন সাবেক কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক এ.এস.এম আলাউদ্দিন।

অলেক জাভারের ছাত্রগণজমায়েতে বক্তব্য রাখছেন ডাঃ রেদওয়ান উল্লাহ শহিদী।

ক্ষীপুর প্রেসক্লাবের উন্নয়ন তহবিলে শিবিরের অনুদান প্রদান

ীপুর প্রেসক্লাবে সাংবাদিকদের স
ব্য দিচ্ছেন ইসলামী ছাত্র শিবি
ঙ্গাউল করিম

স্টাফ রিপোর্টার ঃ রবিবার লক্ষীপুর প্রসক্লাবে ইসলামী ছাত্রশিবির লক্ষীপুর হর সভাপতি আবুল ফারাহ নিশানের জেলা প্রতিনিধি মহিউদ্দিন ভূঁইয়া মুরাদ, সংগ্রামের সেলিম উদ্দিন নিজামী, বিশিষ্ট সাহিত্যিক মুজতবা আল মামুন, প্রেসক্লাবের

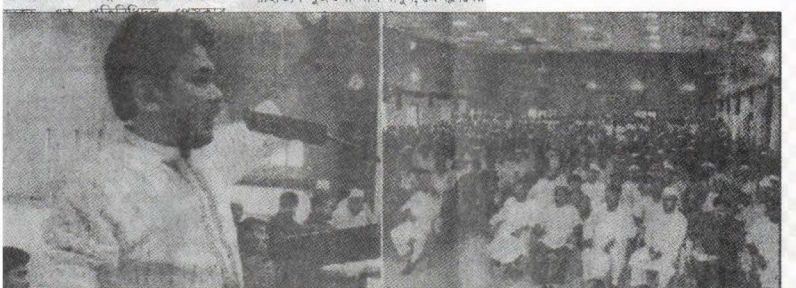

ক্ষীপুরে ইসলামী ছাত্র শিবিরের প্রতিনিধি সম্মেলনে বক্তব্য দিচ্ছেন কেন্দ্রীয় সভাপতি রেজাউল করিম।
শে উপস্থিত নেতা-কর্মী ও সমর্থকবৃন্দ - নতুন চাঁদ

www.pathagar.com

ছাত্র জনতার উত্তাল তরঙ্গে শান্তনা দিয়ে বক্তব্য রাখছেন সাবেক এম.পি আলহাজ্ব মাষ্টার শফিক উল্যাহ

অলেক জাম্ভারের ছাত্রগণজমায়েতে বক্তব্য রাখছেন ডাঃ রেদওয়ান উল্লাহ শহিদী।

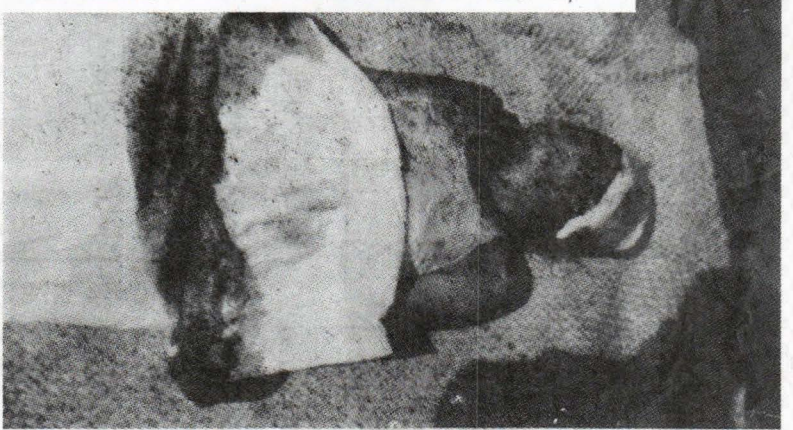

রক্তাক্ত শহীদ মুহাম্মদ ফজলে এলাহীর মৃতদেহ

www.pathagar.com

লক্ষ্মীপুরে শিবিরের সভাস্থলে ছাত্রলীগের হামলা ভাংচুর

■ রামগতি (লক্ষ্মীপুর) প্রতিনিধি

আজ বৃহস্পতিবার দুপুরে লক্ষ্মীপুর শহরের বছির আহমদ ভূঁইয়া মিলনায়তনে ছাত্রশিবিরের নির্ধারিত সভার প্রস্তুতিকালে ছাত্রলীগ কর্মীদের অতর্কিত হামলায় শিবির নেতা ফয়েজ আহমদ (২০) আহত হন। এ সময় ছাত্রলীগ কর্মীরা সভাস্থলে চেয়ার, ফ্যান ও মিলনায়তনের দরজা-জানালার কাচ ভাংচুর করে। খবর পেয়ে পুলিশ দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানায়, দুপুর ২টায় ছাত্রলীগ কর্মীরা মিছিল নিয়ে কোর্ট বিল্ডিং হয়ে ওই সভাস্থলে যায়। এক পর্যায়ে মিলনায়তনের মালামাল ভাংচুর করে ক্ষতিসাধিত করে এবং ছাত্রশিবিরের শহর শাখার সেক্রেটারি ফয়েজ আহমদকে বেধড়ক পিটিয়ে আহত করে। তাকে শহরের সুপ্রিম কেয়ার হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

এদিকে পরে একই সভাস্থলে পুলিশের কড়া নিরাপত্তায় বিকেলে আবুল ফারাহ নিশানের সভাপতিত্বে ছাত্রশিবিরের নির্ধারিত ওই সমাবেশ-

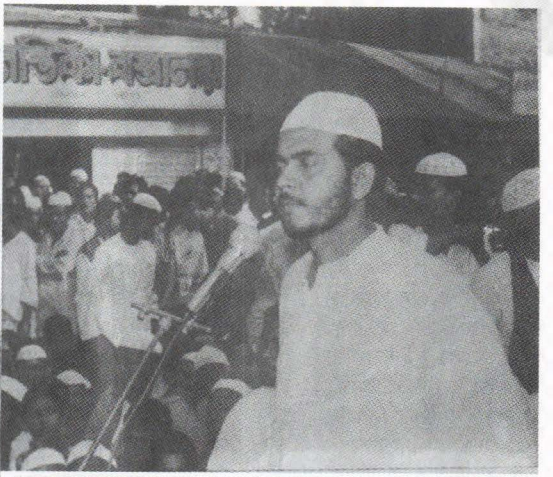

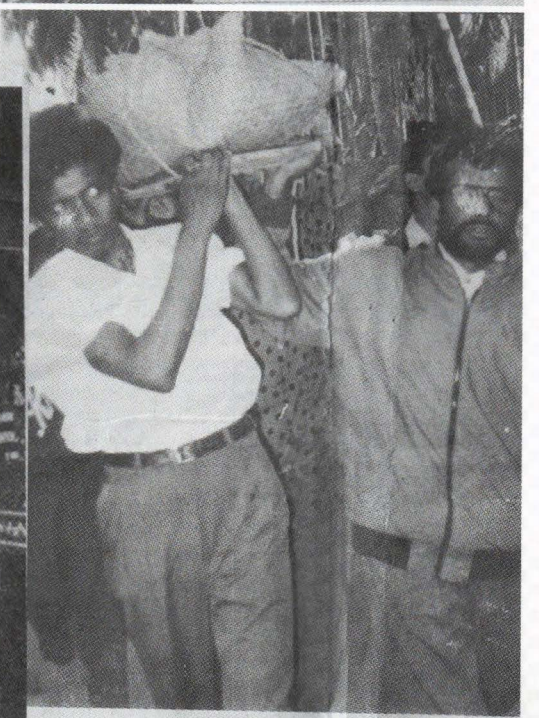

শহীদ মুহাম্মদ ফজলে এলাহীর কফিন নিয়ে কবরের দিকে এগিয়ে যাচ্ছেন নেতৃবৃন্দ।

www.pathagar.com

শহীদি কাফেলার কেন্দ্রীয় সিপাহসালার ছিলেন যাঁরা

নাম ঃ মীর কাসেম আলী
দায়িত্বকাল ঃ ১৯৭৭ সেশন
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাষ্টার্স (অর্থনীতি), ঢাবি
কর্মজীবন ঃ শিল্পপতি
বর্তমান দায়িত্ব ঃ কেন্দ্রীয় নির্বাহী সদস্য,
বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী

নাম ঃ মুহাম্মদ কামরুজ্জামান
দায়িত্বকাল ঃ ১৯৭৭ ও ৭৮ সেশন
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাষ্টার্স (গণযোগাযোগ), ঢাবি
কর্মজীবন ঃ সম্পাদক, সাপ্তাহিক সোনার বাংলা।
বর্তমান দায়িত্ব ঃ সহকারী সেক্রেটারী জেনারেল,
বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী

নাম ঃ অধ্যক্ষ মাওলানা আবু তাহের
দায়িত্বকাল ঃ ১৯৭৯ ও ৮০ সেশন
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাষ্টার্স (রাষ্ট্রবিজ্ঞান), ঢাবি
কর্মজীবন ঃ শিক্ষকতা
বর্তমান দায়িত্ব ঃ সহকারী সেক্রেটারী জেনারেল,
বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী

নাম ঃ মুহাম্মদ এনামুল হক মঞ্জু
দায়িত্বকাল ঃ ১৯৮১ ও ৮২ সেশন
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাষ্টার্স (ইংরেজী), ঢাবি
কর্মজীবন ঃ লেকচারার, মানারত ইন্টারন্যাশনাল স্কুল এন্ড কলেজ।
বর্তমান দায়িত্ব ঃ সদস্য, কেন্দ্রীয় প্রচার বিভাগ
বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী

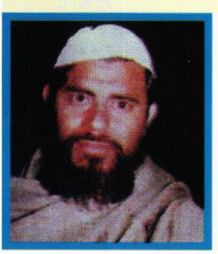

নাম ঃ আহমদ আব্দুল কাদের বাচ্চু
দায়িত্বকাল ঃ ১৯৮২ সেশন
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাষ্টার্স (অর্থনীতি), ঢাবি
কর্মজীবন ঃ লেকচারার, দারুল ইহসান বিশ্ববিদ্যালয়

www.pathagar.com

নাম ঃ মুহাম্মদ সাইফুল আলম খান মিলন
দায়িত্বকাল ঃ ১৯৮২ ও ৮৩ সেশন
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ এম.এস.এস (সমাজ কল্যাণ), ঢাবি
কর্মজীবন ঃ এম.ডি, ইবনেসিনা হাসপাতাল
বর্তমান দায়িত্ব ঃ কেন্দ্রীয় সূরা ও কর্মপরিষদ সদস্য

নাম ঃ মুহাম্মদ তাসনীম আলম
দায়িত্বকাল ঃ ১৯৮৪ ও ৮৫ সেশন
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ এম.এস.এস (সমাজ কল্যাণ), ঢাবি
কর্মজীবন ঃ অধ্যাপনা
বর্তমান দায়িত্ব ঃ কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক
বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী

নাম ঃ ডাঃ সৈয়দ আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ তাহের
দায়িত্বকাল ঃ ১৯৮৬ ও ৮৭ সেশন
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ এম.বি.বি.এস, ঢামেক
কর্মজীবন ঃ শিল্পপতি
বর্তমান দায়িত্ব ঃ কেন্দ্রীয় সূরা সদস্য
বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী

নাম ঃ মুহাম্মদ শামছুল ইসলাম
দায়িত্বকাল ঃ ১৯৮৮ ও ৮৯ সেশন
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাষ্টার্স (সমাজতত্ত্ব) চবি
কর্মজীবন ঃ বিশিষ্ট ব্যবসায়ী
বর্তমান দায়িত্ব ঃ আমীর, বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী
চট্টগ্রাম মহানগরী

নাম ঃ ডাঃ মুহাম্মদ আমিনুল ইসলাম মুকুল
দায়িত্বকাল ঃ ১৯৯০ ও ৯১ সেশন
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ এফ.সি.পি.এস,
কর্মজীবন ঃ চিকিৎসক

www.pathagar.com

নাম ঃ আবু জাফর মুহাম্মদ উবায়দুল্লাহ
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাষ্টার্স (খাদ্য পরিপুষ্টি) ঢাবি
দায়িত্বকাল ঃ ১৯৯২ সেশন
কর্মজীবন ঃ পরিচালক, স্টুডেন্ট এফেয়ার্স ডিভিশন
আই আই ইউ সি, চট্টগ্রাম
বর্তমান দায়িত্ব ঃ সহকারী সেক্রেটারী
বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী, চট্টগ্রাম মহানগরী

নাম ঃ মুহাম্মদ হামিদ হোসাইন আযাদ
দায়িত্বকাল ঃ ১৯৯৩ সেশন
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাষ্টার্স (হিসাব বিজ্ঞান), চবি, বার এট ল, লন্ডন
কর্মজীবন ঃ আইনজীবি

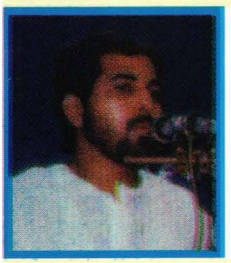

নাম ঃ মুহাম্মদ রফিকুল ইসলাম খাঁন
দায়িত্বকাল ঃ ১৯৯৪ ও ৯৫ সেশন
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাষ্টার্স (ইসলামিক ষ্টাডিজ) রাবি
বর্তমান দায়িত্ব ঃ আমীর, বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী
ঢাকা মহানগরী

নাম ঃ মুহাম্মদ শাহজাহান
দায়িত্বকাল ঃ ১৯৯৬ ও ৯৭ সেশন
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাষ্টার্স
কর্মজীবন ঃ প্রশাসনিক কর্মকর্তা, ফুয়াদ আল খতিব হাসপাতাল
বর্তমান দায়িত্ব ঃ আমীর, বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী
কক্সবাজার জেলা।

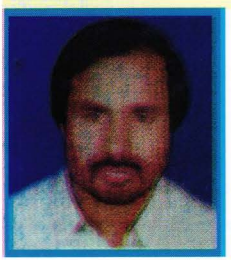

নাম ঃ মুহাম্মদ মতিউর রহমান আকন্দ
দায়িত্বকাল ঃ ১৯৯৮ ও ৯৯ সেশন
কর্মজীবন ঃ বিশিষ্ট ব্যবসায়ী
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ এমএসএস (অর্থনীতি) রাবি
বর্তমান দায়িত্ব ঃ সহকারী সেক্রেটারী, বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী,
কেন্দ্রীয় প্রচার বিভাগ

www.pathagar.com

নাম ঃ এহসানুল মাহবুব জোবায়ের
দায়িত্বকাল ঃ ২০০০ সেশন
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাষ্টার্স (রাষ্ট্রবিজ্ঞান) রাবি
কর্মজীবন ঃ বিশিষ্ট ব্যবসায়ী
বর্তমান দায়িত্ব ঃ আমীর, বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী সিলেট মহানগরী

নাম ঃ নুরুল ইসলাম বুলবুল
দায়িত্বকাল ঃ ২০০১ ও ০২ সেশন
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাষ্টার্স (রাষ্ট্রবিজ্ঞান) রাবি
কর্মজীবন ঃ রেজিষ্ট্রার, বাংলাদেশ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়
বর্তমান দায়িত্ব ঃ সহকারী সেক্রেটারী, বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী, ঢাকা মহানগরী

নাম ঃ মুহাম্মদ মজিবুর রহমান মনজু
দায়িত্বকাল ঃ ২০০৩ সেশন
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ এমফিল গবেষক (মুসলিম উম্মাহ ও জাতীয়তাবাদ) চবি
কর্মজীবন ঃ ডি.ডি, (ডিটিভি)
বর্তমান দায়িত্ব ঃ সেক্রেটারী, বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী ধানমন্ডি থানা

নাম ঃ মুহাম্মদ সেলিম উদ্দিন
দায়িত্বকাল ঃ ২০০৪ ও ০৫ সেশন
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাষ্টার্স, (রাষ্ট্র বিজ্ঞান)
কর্মজীবন ঃ বিশিষ্ট ব্যবসায়ী
বর্তমান দায়িত্ব ঃ আমীর, বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী, রমনা থানা

নাম ঃ ডক্টর শফিকুল ইসলাম মাসুদ
দায়িত্বকাল ঃ ২০০৬ ও ০৭ সেশন
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ পিএইচডি, (বাংলা সাহিত্য) রাবি
কর্মজীবন ঃ প্রকল্প পরিচালক, বাংলাদেশ পাবলিকেশন্স লিঃ
বর্তমান দায়িত্ব ঃ আমীর, বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী, পল্টন থানা

নাম ঃ মোঃ জাহিদুর রহমান
দায়িত্বকাল ঃ ২০০৮ সেশন
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাষ্টার্স (বিশ্ব ধর্মতত্ত্ব) ঢাবি
কর্মজীবন ঃ ডিরেক্টর, নর্দান মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল

www.pathagar.com

যুগে যুগে যারা বেয়ে গেলেন তরী

নাম ঃ মনিরুল ইসলাম
বর্তমান ঠিকানা ঃ শেখ রাসেল সড়ক, সদর, লক্ষ্মীপুর
দায়িত্বকাল ঃ ১৯৭৭-৭৮ সেশন
কর্মজীবন ঃ বিশিষ্ট ব্যবসায়ী, লক্ষ্মীপুর
পরামর্শ ঃ সংখ্যাধিক্যের চেয়েও কোয়ালিটি সম্পর্ণ জনশক্তি তৈরী করা।
যোগাযোগ ঃ ০১৮১৮৭৪৯৭৩৪

নাম ঃ মোঃ নজির আহমেদ
বর্তমান ঠিকানা ঃ গোডাউন রোড়, লক্ষ্মীপুর
দায়িত্বকাল ঃ ১৯৭৯-৮০ সেশন
কর্মজীবন ঃ এ্যাডভোকেট, জজ কোর্ট, লক্ষ্মীপুর।
পরামর্শ ঃ আধুনিক দুনিয়ার চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় সার্বিক প্রস্তুতি গ্রহণ করা।
যোগাযোগ ঃ ০১৭১২১৫৭৭২৬

নাম ঃ মোঃ সাইফুদ্দিন
বর্তমান ঠিকানা ঃ হাসপাতাল রোড, সদর, লক্ষ্মীপুর
দায়িত্বকাল ঃ ১৯৮১-৮২ সেশন
কর্মজীবন ঃ শিক্ষকতা
পরামর্শ ঃ ত্যাগ-কুরবাণীর নজরানা ও উন্নত আমল নিয়ে ছাত্রদের মাঝে পৌছতে হবে।
যোগাযোগ ঃ ০১৭১৮ ১১৩৭৫১

নাম ঃ মোঃ শরীফ হোসাইন
বর্তমান ঠিকানা ঃ সাভার, ঢাকা
দায়িত্বকাল ঃ ১৯৮৩ সেশন
কর্মজীবন ঃ সিনিয়র শিক্ষক, সাভার উ.বা.বিদ্যালয়
পরামর্শ ঃ সাহাবীদের মত দিনে মুজাহিদ, রাতে আবেদ ও আল্লাহর উপর পূর্ণ নির্ভরশীল হওয়া।
যোগাযোগ ঃ ০১৮১৪৩২১৩৬৪

নাম ঃ মোঃ সাইফুল ইসলাম
বর্তমান ঠিকানা ঃ মিরপুর, ঢাকা
দায়িত্বকাল ঃ ১৯৮৪ সেশন
কর্মজীবন ঃ ব্যবসা
পরামর্শ ঃ দাওয়াতি চরিত্র নিয়ে বাস্তব ময়দানে নিজেকে ঢেলে সাজিয়ে প্রত্যেক ছাত্রের নিকট পৌছা প্রয়োজন।
যোগাযোগ ঃ ০১৭১১ ০৬৮৬১১

www.pathagar.com

নাম ঃ মোঃ আইয়ুব আলী হায়দার
বর্তমান ঠিকানা ঃ চট্টগ্রাম
দায়িত্বকাল ঃ ১৯৮৫ সেশন
কর্মজীবন ঃ পার্চেস ম্যানেজার, মেট্রো হোমস লিঃ
পরামর্শ ঃ কোরআনের জ্ঞান ও নৈতিক মানের সমন্বয়ে জনশক্তি তৈরী করা।
যোগাযোগ ঃ ০১৮১৪ ৬৫৪৯৬৫

নাম ঃ সাইয়্যিদ আহমদ
বর্তমান ঠিকানা ঃ জয়াগ হাট, সোনাইমুড়ী, নোয়াখালী
দায়িত্বকাল ঃ ১৯৮৬ সেশন
কর্মজীবন ঃ অধ্যক্ষ, জয়াগ রশিদিয়া আলিম মাদরাসা
পরামর্শ ঃ ইসলামী আন্দোলনের প্রাণ পুরুষ মাষ্টার শফিকুল্লাহ সাহেবের স্মৃতি বিজড়িত লক্ষ্মীপুরের ময়দানে কর্মীদের ত্যাগ কুরবানীর মানসিকতা নিয়ে ঝাপিয়ে পড়তে হবে।
যোগাযোগ ঃ ০১৭১২ ২৪০২৫৯

নাম ঃ এস. এম, আলাউদ্দিন
বর্তমান ঠিকানা ঃ উত্তরা, ঢাকা
দায়িত্বকাল ঃ ১৮৮৭-৮৮ সেশন
কর্মজীবন ঃ এম. ডি. মিশন গ্রুপ, উত্তরা, ঢাকা
পরামর্শ ঃ ধৈর্য, প্রজ্ঞা ও সাহসীকতার মাধ্যমে ময়দানে ভূমিকা পালন করতে হবে।
যোগাযোগ ঃ ০১৭১৩ ০৩৩৬৮১

নাম ঃ আ.ন.ম আবুল খায়ের
বর্তমান ঠিকানা ঃ উত্তরা, ঢাকা
দায়িত্বকাল ঃ ১৯৮৯-৯০ সেশন
কর্মজীবন ঃ ডাইরেক্টর, মিশন গ্রুপ
পরামর্শ ঃ শহীদের স্মৃতিকে ধারণ করে লক্ষ্মীপুরের প্রতিটি ইঞ্চিতে ইসলামের দাওয়াত সম্প্রসারণ করা।
যোগাযোগ ঃ ০১৮১৮ ২৫৯২৬২

নাম ঃ সরদার সৈয়দ আমহদ
বর্তমান ঠিকানা ঃ হায়দরগঞ্জ, রায়পুর, লক্ষ্মীপুর
দায়িত্বকাল ঃ ১৯৯১ সেশন
কর্মজীবন ঃ প্রবাসী চাকুরীজীবি, সৌদি আরব
পরামর্শ ঃ নেতৃত্ব সৃষ্টিতে কোয়ালিটি, কোয়ানটিটি এবং কুইক উইটটিট এই তিনটি বিষয়ের সমন্বয় থাকতে হবে।
যোগাযোগ ঃ ০০৯৬৬৫৫৭৫৭৪৩৯১

www.pathagar.com

নাম ঃ মাওঃ নাছির উদ্দীন মাহমুদ
বর্তমান ঠিকানা ঃ শাহপুর, লক্ষ্মীপুর পৌরসভা
দায়িত্বকাল ঃ ১৯৯২-৯৩ সেশন
কর্মজীবন ঃ সিনিয়র জিএম, পপুলার লাইফ ইনস্যুরেন্স কোঃ লিঃ
পরামর্শ ঃ জনশক্তির অনুভূতিকে আরও তীব্রতর করার লক্ষ্যে গতানুগতিক যোগাযোগ পরিহার করে কোরআন সুন্নাহর আলোকে বাস্তব জীবন চরিত্র তুলে ধরা।
যোগাযোগ ঃ ০১৭১৬২৬৭৮০৯

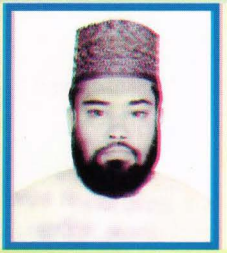

নাম ঃ আমিনুল ইসলাম মুকুল
বর্তমান ঠিকানা ঃ রামগঞ্জ, লক্ষ্মীপুর
দায়িত্বকাল ঃ ১৯৯৪ সেশন
কর্মজীবন ঃ সহকারী অধ্যাপক, বালুয়া চৌমুহনী সিঃ মাদরাসা
পরামর্শ ঃ আল্লাহর উপরে পূর্ণ বিশ্বাস রেখে ও সংগঠনের সিদ্ধান্ত মোতাবেক শাহাদাতের তামান্না নিয়ে প্রচেষ্টা চালাতে হবে।
যোগাযোগ ঃ ০১৭১২ ৫৯৯৭৩৪

নাম ঃ মনিরুল ইসলাম বকুল
বর্তমান ঠিকানা ঃ মাইজদি, নোয়াখালী
দায়িত্বকাল ঃ ১৯৯৫ সেশন
কর্মজীবন ঃ ভি.পি, ফারইষ্ট ইসলমী লাইফ ইন্স্যুরেন্স
পরামর্শ ঃ আল্লাহর প্রতিনিধি হিসেবে আল্লাহর কথাগুলো মানুষের বোধগম্য ভায়ায় গণমানুষের কাছে পৌঁছে দিতে হবে।
যোগাযোগ ঃ ০১৭৩০ ০৫২৬০৮

নাম ঃ এ. আর. হাফিজ উল্লাহ
বর্তমান ঠিকানা ঃ গোড়াউন রোড, লক্ষ্মীপুর
দায়িত্বকাল ঃ ১৯৯৬-৯৭ সেশন
কর্মজীবন ঃ নির্বাহী পরিচালক, নিরাপদ ফুডস্ লিঃ
পরামর্শ ঃ ইবাদত বন্দেগীর মাধ্যমে আল্লাহর সাথে গভীর সম্পর্ক বৃদ্ধি করা প্রয়োজন।
যোগাযোগ ঃ ০১৭১১ ৫৮৩৯০৭

নাম ঃ ওমর ফারুক
বর্তমান ঠিকানা ঃ নারায়ণগঞ্জ,
দায়িত্বকাল ঃ ১৯৯৮-৯৯ সেশন
কর্মজীবন ঃ চাকুরীজীবি
পরামর্শ ঃ ধৈর্য, প্রজ্ঞা ও বিচক্ষনতার সাথে বর্তমান চ্যালেঞ্জ মুকাবিলা করতে হবে।
যোগাযোগ ঃ ০১৭১২ ২০০৯৯৭

www.pathagar.com

নাম ঃ মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান
বর্তমান ঠিকানা ঃ চৌমুহনী, নোয়াখালী
দায়িত্বকাল ঃ ২০০০ সেশন
কর্মজীবন ঃ প্রভাষক ,এম. এ হাশেম ডিগ্রী কলেজ
পরামর্শ ঃ সাংগঠনিক কাজের সাথে ভারসাম্য রেখে প্রত্যেক জনশক্তি উন্নত ক্যারিয়ার গঠনে পরিকল্পনা ভিত্তিক অগ্রসর হওয়া প্রয়োজন।
যোগাযোগ ঃ ০১৮১৫ ৭১৭৮২৯

নাম ঃ ফারুক হোসাইন মোঃ নূরনবী
বর্তমান ঠিকানা ঃ হাসপাতাল রোড, লক্ষীপুর
দায়িত্বকাল ঃ ২০০১ সেশন
কর্মজীবন ঃ এমডি, আল এহসান প্রোপার্টিজ লিঃ
পরামর্শ ঃ সাংগঠনিক কাজ ও ব্যক্তিগত ক্যারিয়ার গঠনের মধ্যে ভারসাম্য থাকা প্রয়োজন।
যোগাযোগ ঃ ০১৭১৫ ৫৩১৭৪৮

নাম ঃ মোঃ মিজানুর রহমান মোল্লা
বর্তমান ঠিকানা ঃ হাসপাতাল রোড, লক্ষীপুর
দায়িত্বকাল ঃ ২০০২-০৩ সেশন
কর্মজীবন ঃ সি.ই.পি ও এম. ডি, লক্ষীপুর হাউজিং প্রাঃ লিঃ
পরামর্শ ঃ জনশক্তিদের মান উন্নয়নের ক্ষেত্রে নিয়তের খুলুসিয়াত ও আল্লাহমুখী মোটিভিশন জোরদার করা।
যোগাযোগ ঃ ০১৭১৫ ৬০৯৯৭৪

নাম ঃ জি. এম. জাকারিয়া খান
বর্তমান ঠিকানা ঃ দক্ষিণ ষ্টেশন, রামগতি রোড, লক্ষীপুর
দায়িত্বকাল ঃ ২০০৪ সেশন
কর্মজীবন ঃ রেজিষ্টার, লক্ষীপুর কমার্স কলেজ
পরামর্শ ঃ ইসলামী বিপ্লবের জন্য এই যুগের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় প্রত্যেক কর্মীকে এক একটি আদর্শিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পরিণত হতে হবে।
যোগাযোগ ঃ ০১৮১৮ ৯০২৫৫৬

নাম ঃ মুঃ মহসীন কবির মুরাদ
বর্তমান ঠিকানা ঃ হাসপাতাল রোড, লক্ষীপুর
দায়িত্বকাল ঃ ২০০৫-০৭ সেশন
কর্মজীবন ঃ এক্সিকিউটিভ ডাইরেক্টর, লক্ষীপুর হাউজিং প্রাঃ লিঃ
পরামর্শ ঃ তৃণমূল পর্যায়ে কর্মীদের নিবিড় তত্ত্বাবধানের মাধ্যমে ইসলামী বিপ্লব উপযোগী করে গড়ে তোলা।
যোগাযোগ ঃ ০১৭২৭ ৩০৩১১৭

নাম ঃ আবুল ফারাহ নিশান
বর্তমান ঠিকানা ঃ শমসেরাবাদ সদর, লক্ষীপুর
দায়িত্বকাল ঃ ২০০৮ সেশন
যোগাযোগ ঃ ০১৭১৬ ৯৫৭৮৭৭
বর্তমান দায়িত্ব ঃ সভাপতি, লক্ষীপুর শহর

www.pathagar.com

নাম ঃ এ.টি.এম. রুহুল্লাহ মানিক
বর্তমান ঠিকানা ঃ ধানমন্ডি, ঢাকা
দায়িত্বকাল ঃ ১৯৮৮-৮৯ সেশন
কর্মজীবন ঃ শিক্ষকতা
পরামর্শ ঃ সর্বস্তরের জনশক্তিদের মাঝে সাংগঠনিক মান নিশ্চিত করা।
যোগাযোগ ঃ ০১৭১২ ৬৫৮৭০০

নাম ঃ মোঃ জহিরুল ইসলাম
বর্তমান ঠিকানা ঃ জকসিন, সদর, লক্ষ্মীপুর
দায়িত্বকাল ঃ ১৯৯৪-৯৫ সেশন
কর্মজীবন ঃ এক্সিকিউটিভ ডাইরেক্টর, মানারাত হসপিটাল লিঃ
পরামর্শ ঃ টার্গেট ভিত্তিক দাওয়াতি কাজ করে সংগঠনের মজবুতি অর্জন করা প্রয়োজন।
যোগাযোগ ঃ ০১৭২৬ ৪৬০৬৫৮

নাম ঃ মোঃ শামছুল ইসলাম
বর্তমান ঠিকানা ঃ শমসেরাবাদ, লক্ষ্মীপুর পৌরসভা
দায়িত্বকাল ঃ ২০০২ সেশন
কর্মজীবন ঃ মার্কেটিং ম্যানেজার, আধুনিক হসপিটাল প্রাঃ লিঃ
পরামর্শ ঃ কোয়ালিটি সম্পন্ন জনশক্তি তৈরী করা।
যোগাযোগ ঃ ০১৭১৮ ০৭৯৭৩৬

নাম ঃ মোঃ নিজাম উদ্দিন মাহমুদ
বর্তমান ঠিকানা ঃ রসুলগঞ্জ, সদর, লক্ষ্মীপুর
দায়িত্বকাল ঃ ২০০৫ সেশন
কর্মজীবন ঃ চেয়ারম্যান, ফেয়ার বাংলাদেশ
পরামর্শ ঃ অভ্যন্তরীণ পরিবেশই সংগঠনের মূল শক্তি।
যোগাযোগ ঃ ০১৭১৬ ২৪৬৩৮৩

নাম ঃ মোঃ মমিন উল্লাহ
বর্তমান ঠিকানা ঃ দক্ষিণ ষ্টেশন, মাষ্টার কলোনী, লক্ষ্মীপুর।
দায়িত্বকাল ঃ ২০০৬ সেশন
কর্মজীবন ঃ এক্সিকিউটিভ ডাইরেক্টর, লক্ষ্মীপুর হাউজিং প্রাঃ লিঃ
পরামর্শ ঃ সর্বস্তরের জনশক্তি সংগঠনের অভ্যন্তরীণ শৃংঙ্খলা রক্ষা করা আমানত।
যোগাযোগ ঃ ০১৭১২ ৫২৪৮৬৫

www.pathagar.com

ছাত্রলীগের সন্ত্রাসীদের হামলায় আহত পৌর সেক্রেটারী ফয়েজ আহমেদ

লক্ষ্মীপুরে ছাত্রলীগের সন্ত্রাসীরা শিবির কর্মী শেখ ফরিদের আঙ্গুল কেটে দেয়।

ছাত্রদল সন্ত্রাসীদের হামলার আহত শিবির কর্মী সোহাগ, হান্নান ও জোনায়েদ

www.pathagar.com

ছাত্রদলের সন্ত্রাসী হামলায় মারাত্মকভাবে আহত শিবির নেতাকর্মীরা

ছাত্রদলের সন্ত্রাসী হামলায় মারাত্মকভাবে আহত শিবির নেতা সফিক

ছাত্রলীগের হামলায় আহত এতিম শামসু

www.pathagar.com

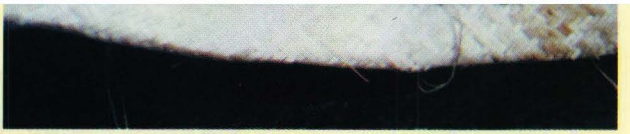

ছাত্রলীগ সন্ত্রাসীদের নৃশংস হামলায় নিহত শহীদ আহমেদ যায়েদের মরদেহ

শহীদ কামাল হোসেনের রক্ত ভেজা নিথর দেহ

শহীদ কামাল হোসেনের নামাযে জানাজায় মুসল্লীদের একাংশ

www.pathagar.com

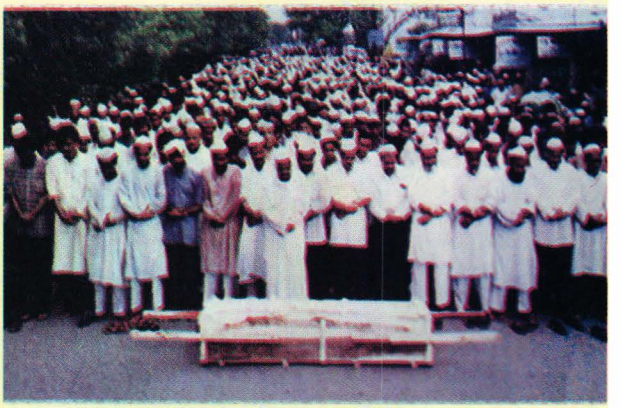

শহীদ আহমদ যায়েদের জানাজায় মুসল্লীদের একাংশ

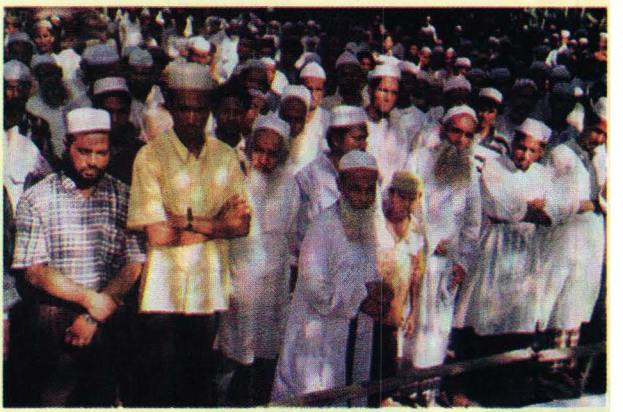

শহীদ এ.এফ.এম. মহসিনের নামাযে জানাজায় মুসল্লীদের একাংশ

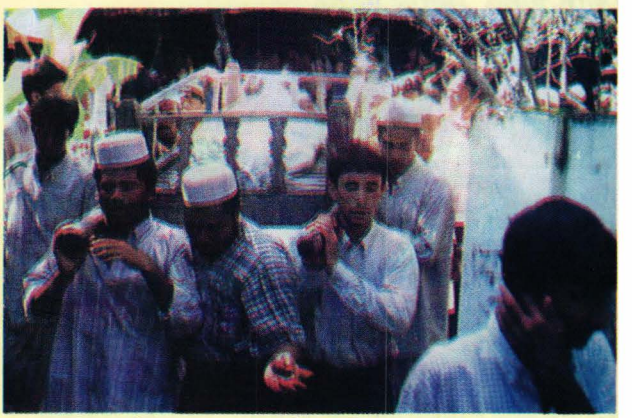

শহীদ এ.এফ.এম. মহসীনের কফিন বয়ে নিয়ে যাচ্ছে
ছোট ভাই সিরাজ মুহাম্মদ (ডানে) ও তার সাথীরা

www.pathagar.com

শহীদ এ.এফ.এম. মহসীনের কফিন বয়ে নিয়ে যাচ্ছে
ছোট ভাই সিরাজ মুহাম্মদ (ডানে) ও তার সাথীরা

শহীদের কফিন ঘিরে আছে শিবিরের নেতাকর্মীরা

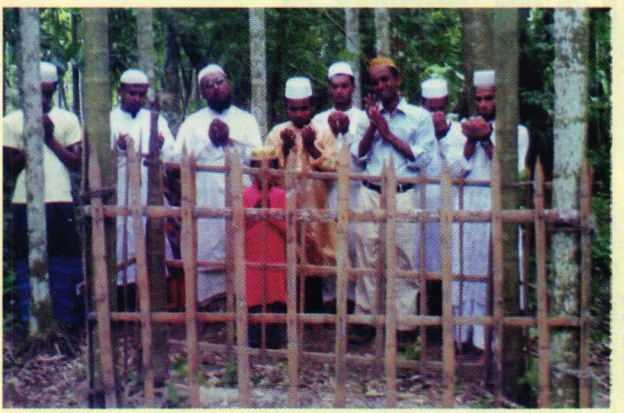

শহীদ ফজলে এলাহীর কবর জেয়ারত করছেন স্থানীয় জামায়াত শিবির নেতৃবৃন্দ

www.pathagar.com

শহীদ মহসিন ভাইয়ের কফিন দাফন করার জন্য নিয়ে যাওয়া হচ্ছে

শহীদ যায়েদের কবরের পাশে তৎকালীন
কেন্দ্রীয় সভাপতি মজিবুর রহমান মঞ্জুসহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ

শহীদ আহমদ যায়েদের কবর যিয়ারত করছেন তৎকালীন
কেন্দ্রীয় সভাপতি নুরুল ইসলাম বুলবুলসহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ

www.pathagar.com

শহীদ আহমেদ যায়েদের দাফন শেষে কবর যিয়ারত করছেন
মোয়াজ্জেম হোসেন (বড় মামা), পরিবারের অন্যান্য সদস্যবৃন্দ ও শুভাকাঙ্খীরা

মুজিববাদী তাহের বাহিনী লক্ষ্মীপুর দারুল আমান একাডেমী
পুড়িয়ে দেয় কারণ এর প্রতিষ্ঠাতা জামায়াতের কেন্দ্রীয় নেতা

লক্ষ্মীপুরে ছাত্রলীগের সন্ত্রাসীরা হামলা করে পবিত্র কোরআন শরীফ পুড়িয়ে দেয়।

www.pathagar.com

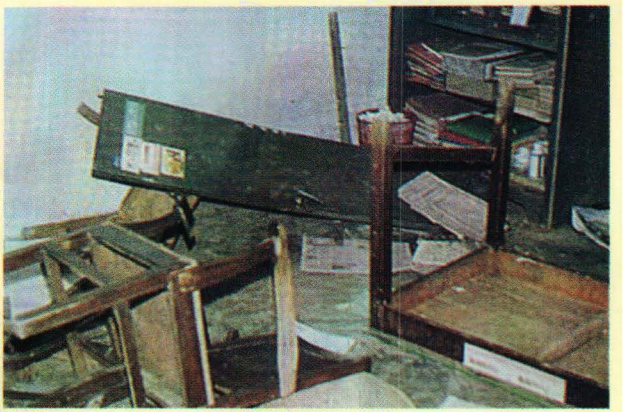

লক্ষ্মীপুরে আওয়ামী সন্ত্রাসীরা শিবির অফিস আংচুর করে

২০০০ সালে আওয়ামী ছাত্রলীগ কর্তৃক লক্ষ্মীপুরে কোরআন ও হাদীসে অগ্নি সংযোগ

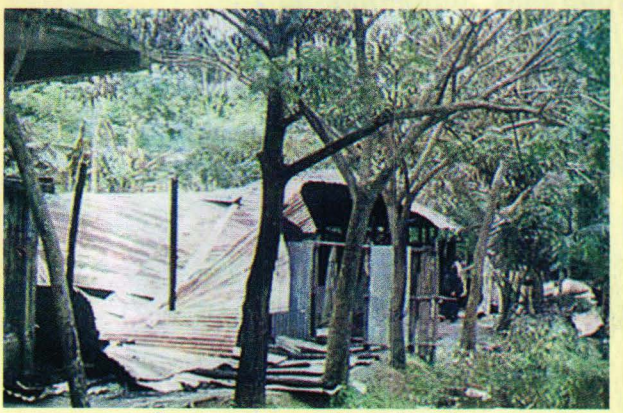

লক্ষ্মীপুরে মাদ্রাসাকেও রেহাই দেয়নি ছাত্রলীগ।

www.pathagar.com

প্রতিনিধি সম্মেলন কক্ষে ছাত্রলীগের হামলায় ভাংচুরের একাংশ

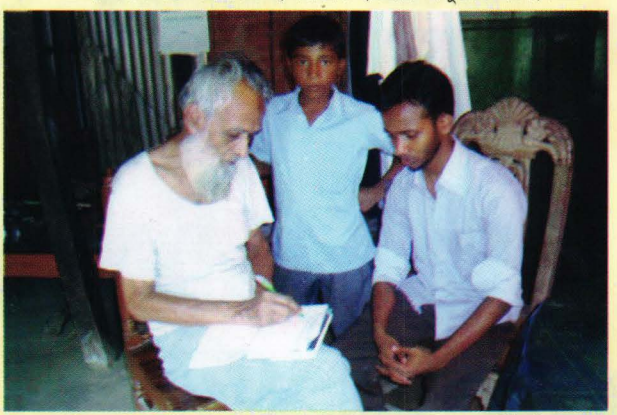

শহীদ মহসিন ভাইয়ের স্মরণে অনুভূতি লিখছেন শহীদের গর্বিত পিতা

লক্ষ্মীপুরে সন্ত্রাসীদের গডফাদার মুজিববাদী তাহেরের
অবৈধ বাসভবন প্রশাসন কর্তৃক উচ্ছেদের একাংশ

www.pathagar.com

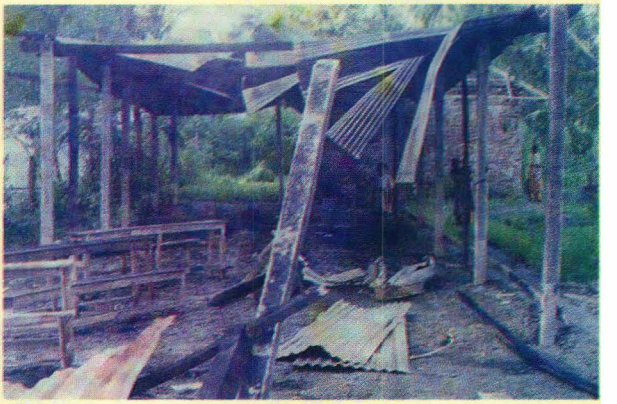

আওয়ামীলীগ নেতা সন্ত্রাসী তাহের বাহিনীর
নারকীয় তান্ডবের শিকার লক্ষ্মীপুর দারুল আমান এতিমখানা

শহীদ মাহমুদুল হাসান ও রহিমুদ্দিনের খুনীদের
বিচারের দাবীতে ঢাকা মহানগরীতে জামায়াতে ইসলামীর মিছিল।

শিবির কর্মী যায়েদ ও কামাল হোসেনের খুনীদের বিচার ও
দেশব্যাপী সন্ত্রাসী বন্ধের দাবীতে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে স্মারকলিপি পেশ করেন

www.pathagar.com

শহীদ আহমদ যায়েদের খুনীদের বিচারের দাবীতে ঢাকায় বিক্ষোভ

শিবির নেতা মাহমুদুল হাসান ও রহিম উদ্দিনের খুনীদের ফাঁসীর দাবীতে ঢাকায় শিবিরের মিছিল।

www.pathagar.com

লক্ষ্মীপুরে ছাত্রলীগের হামলায় নিহত শহীদ কামাল হোসাইনের খুনীদের ফাঁসির দাবীতে নগরীতে মিছিল

ঢাবি'র শিবির নেতাকর্মীদের উপর হামলার প্রতিবাদে বিক্ষোভ মিছিল

শহীদ কামাল হোসেনের শাহাদাত বার্ষিকী উপলক্ষ্যে শোক র‍্যালী

www.pathagar.com

শহীদ আহমদ জায়েদের শাহাদাত বার্ষিকি উপলক্ষে বিক্ষোভ মিছিল

২৬ তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উপলক্ষে বর্ণাঢ্য র‍্যালি

মাদ্রাসার ছাত্রদের দাবী আদায়ের লক্ষ্যে মানববন্ধন

www.pathagar.com

শহীদ মহসিন ভাইয়ের পরিবারবর্গ

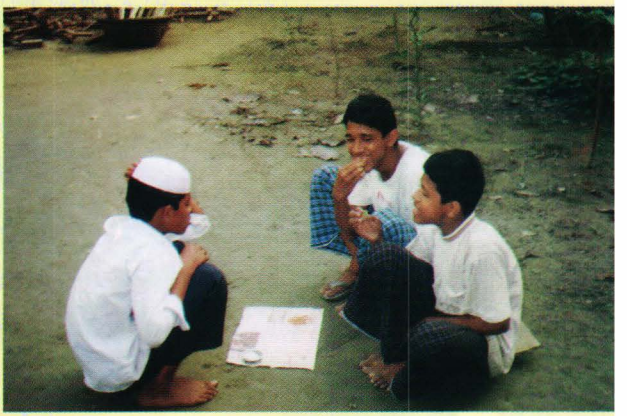

সহোদর ভাইদের সাথে শাহাদাতের পূর্বে হাস্যোজ্জ্বল আহমেদ যায়েদ (ডানে)

শহীদ ফজলে এলাহীর পরিবার বর্গের সাথে শিবির নেতৃবৃন্দ

www.pathagar.com

শহীদ কামালের গর্বিত পিতা-মাত সহ পরিবারবর্গ

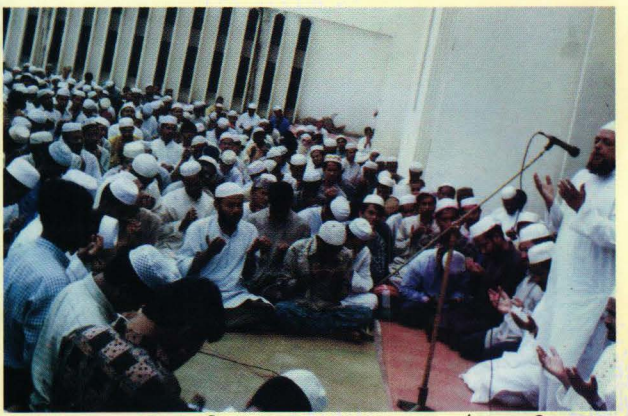

বায়তুল মোকাররম মসজিদে শহীদ আহমেদ যায়েদের দোয়া অনুষ্ঠানে মুসল্লিদের একাংশ

লক্ষ্মীপুর জেলা আয়োজিত সাথী সমাবেশে উপস্থিত নেতৃবৃন্দ

www.pathagar.com

কৃতি ছাত্র সংবর্দ্ধনা অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন সেক্রেটারী জেনারেল শিশির মোঃ মনির

উপশাখা প্রতিনিধি সম্মেলনে বক্তব্য রাখছেন কেন্দ্রীয় সভাপতি মুহাম্মদ রেজাউল করিম

সিরাত সিম্পোজিয়াম অনুষ্ঠানে পুরুষ্কার বিতরণ করছেন তৎকালীন কেন্দ্রীয় সভাপতি মজিবুর রহমান মঞ্জু

www.pathagar.com

প্রতিনিধি সম্মেলন' ২০০৯ এ উপস্থিত দায়িত্বশীলদের একাংশ

এ প্লাস সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে মেধাবী শিক্ষার্থীদের সাথে আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দ

সাংবাদিকদের সাথে মত বিনিময় অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় সভাপতি মু. রেজাউল করিম

www.pathagar.com

ইফতার অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন কেন্দ্রীয় সভাপতি মুহাম্মদ রেজাউল করিম

ইফতার অনুষ্ঠানে আগত সম্মানিত অতিথি বৃন্দ

এ প্লাস সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে মেধাবীদের সাথে
কেন্দ্রীয় সভাপতি মু. রেজাউল করিমসহ অন্যান্য অতিথিবৃন্দ

www.pathagar.com

জাতিয় সংসদ নির্বাচন উপলক্ষে প্রতিনিধি সমাবেশে বক্তব্য রাখছেন সংসদ সদস্য প্রার্থী ডা. আনোয়ারুল আজিম

এতিমদের মাঝে খাবার বিতরণ অনুষ্ঠানে ডা. আনোয়ারুল আজিম সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ

ঈদ পূর্ণমিলনী অনুষ্ঠানে মেধাবীদের মাঝে শিক্ষা উপকরণ বিতরণ করছেন কেন্দ্রীয় সভাপতি মুহাম্মদ রেজাউল করিম

www.pathagar.com

আমীরে জামায়াত সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দের গ্রেফতারের প্রতিবাদে বক্তব্য রাখছেন জেলা জামায়াতের সেক্রেটারী ডা. ফয়েজ আহমেদ

উপশাখা প্রতিনিধি সম্মেলন-০৯ এ বক্তব্য রাখছেন কেন্দ্রীয় সভাপতি মু. রেজাউল করিম

লক্ষ্মীপুর প্রেসক্লাবে ছাত্র শিবিরের পক্ষ থেকে অনুদান প্রদান করছেন শহর সভাপতি আবুল ফারাহ নিশান

www.pathagar.com

কৃতি ছাত্র সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন জেলা আমীর
মাষ্টার রুহুল আমীন ভূঁইয়া

লক্ষ্মীপুরের সন্ত্রাসীদের গড়ফাদার তাহের বাহিনীর দ্বারায় ধ্বংসস্তুপের স্থানে
দারুল আমান একাডেমী বর্তমানে ৩ তলা ভবন

কর্মী শিক্ষা শিবিরে বক্তব্য রাখছেন সাতকানিয়া আসনের তৎকালীন এমপি শাহজাহান চৌধুরী

www.pathagar.com

উপশাখা প্রতিনিধি সম্মেলনে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখছেন
তৎকালীন কেন্দ্রীয় সভাপতি মু. সেলিম উদ্দিন

এ প্লাস সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন কেন্দ্রীয় সভাপতি মু. রেজাউল করিম

প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উপলক্ষ্যে কর্মী সম্মেলনে বক্তব্য
রাখছেন তৎকালীন কেন্দ্রীয় সভাপতি মু. মজিবুর রহমান মঞ্জু

www.pathagar.com

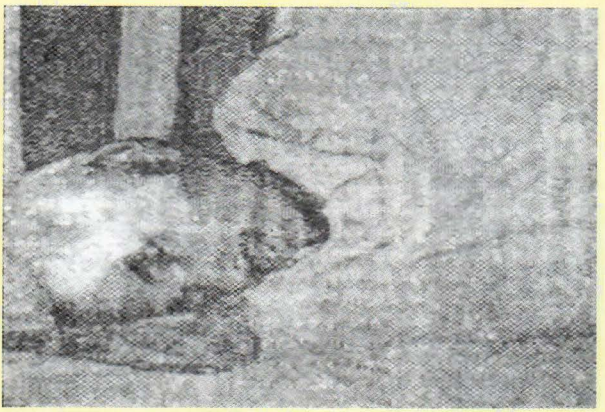

ছাত্রলীগের হামলায় আহত শিবির নেতা নূরনবী

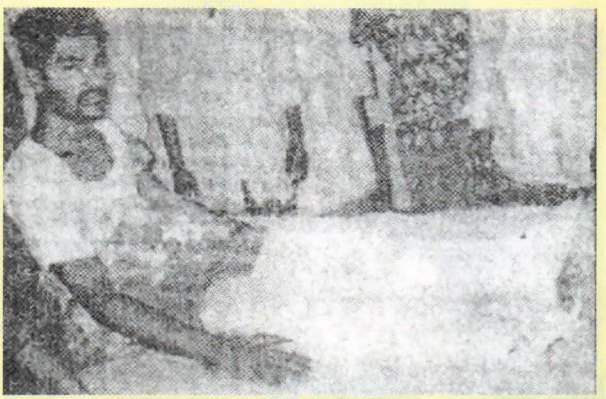

ছাত্রলীগ সন্ত্রাসীদের হামলায় আহত তৎকালীন শহর সেক্রেটারী শামসুল ইসলাম

ছাত্রলীগ সন্ত্রাসীরা শিবির নেতা নাছিরের চোখ নষ্ট করে দেয়

www.pathagar.com

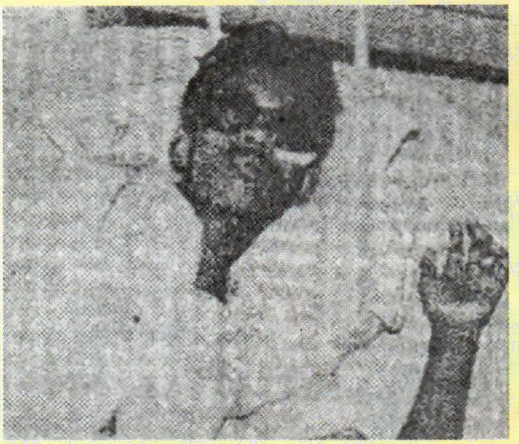

ছাত্রলীগের হামলায় আহত শিবির কর্মী জাহাঙ্গীর

ছাত্রলীগের হামলায় আহত শিবির কর্মী আলমগীর

শহীদ মহসিনের স্মরণে আলোচনা সভায় বক্তব্য দিচ্ছেন তৎকালীন কেন্দ্রীয় সভাপতি এহসানুল মাহবুব জুবায়ের

www.pathagar.com

Our Ongoing Projects

At Dhaka

Gulshan	2042 - 2900 sft
Dhanmondi	2420 sft
West Dhanmondi	1250 sft
Lalmatia	1352 - 1884 sft
Uttara	1277 & 2554 sft
Bashundhara	1322 -1910sft

At Chittagong

O. R. Nizam Road	1386-1425 sft
Mehedibag	1600 - 2300 sft

At Comilla

EPZ Road	1200 - 1400 sft

At Cox's Bazar

Kalatoli	433-505 sft

MEMBER REHAB

BPL

Committed to serving mankind...

BIO Properties Ltd.

Corporate office:

House#7/16, Block # B,Lalmatia, Dhaka-1207 Tel: 8150928, 8157953, 8159481, 04476403009
Cell: 01713007991, 01714098142, 01714098144, 01714098134 Fax: 9134684
E-mail: b.properties@yahoo.com, Website:www.biopharmabd.com

Chittagong Office:

House # 54, Road#2/Gha, Sugandha R/A, Mirzarpool, Muradpur
Chittagong, Cell: 01713129572, 01716316636, 01817591297

www.pathagar.com

ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড
দেশের বৃহত্তম অনলাইন নেটওয়ার্ক

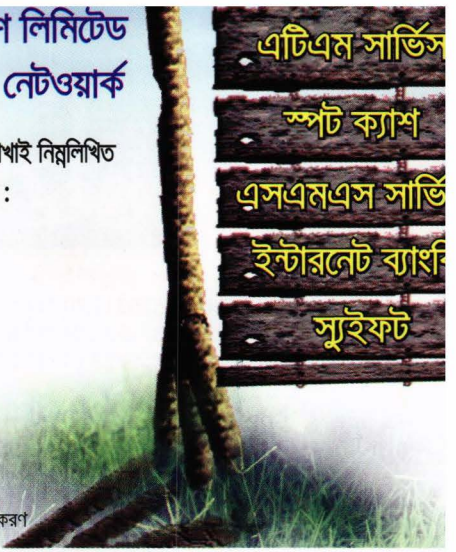

আমাদের ২০০টি শাখার মধ্যে ১১১টি শাখাই নিম্নলিখিত যুগোপযোগী অনলাইন সেবা দিয়ে যাচ্ছে :

- ব্যালেন্স অনুসন্ধান
- নগদ জমা
- হিসাব বিবরণী
- হিসাব বন্ধকরণ
- ডিডি/পে-অর্ডার পরিশোধ
- অনলাইন ট্রান্সফার ডেলিভারি
- ফান্ড ট্রান্সফার
- নগদ উত্তোলন
- স্বাক্ষর যাচাই
- চেক বইয়ের জন্য আবেদন
- চেক ক্লিয়ারিং
- অনলাইনে বিনিয়োগ প্রদান ও সমন্বয়করণ

ইসলামী ব্যাংকই বাংলাদেশে সর্বপ্রথম এবং একমাত্র ব্যাংক

সম্পূর্ণ নিজস্ব জনশক্তির মাধ্যমে সফলভাবে ইনহাউজ ইন্ট্রানেট ভিত্তিক ব্যাংকিং সেবার উন্নয়ন ঘটিয়েছে।

ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড যে-সব আধুনিক সেবা দিচ্ছে :

এটিএম সার্ভিস : দেশব্যাপী ২৬টি বুথ রয়েছে। এর মাধ্যমে ব্যালেন্স অনুসন্ধান, হিসাব বিবরণী, ফান্ড ট্রান্সফার, নগদ উত্তোলন এবং ইউটিলিটি বিল পরিশোধ করা যায়।

স্পট ক্যাশ : স্পট ক্যাশের মাধ্যমে তৎক্ষণাৎ বা একদিনের মধ্যে প্রবাসীদের পাঠানো টাকা প্রাপকের হিসাবে নিরাপদে প্রেরণ করা হয়।

এসএমএস সার্ভিস : গ্রাহকগণ মোবাইল ফোনের মাধ্যমে বিভিন্ন সুবিধা ভোগ করতে পারবেন। এসএমএস-এর সংক্ষিপ্ত কোড ঃ দেশের জন্য ৬৯৬৯ এবং বিদেশের গ্রাহকদের জন্য ০১৭১৪০০৬৯৬৯।

ইন্টারনেট ব্যাংকিং : ইন্টারনেট ব্যাংকিং-এর মাধ্যমে ব্যালেন্স অনুসন্ধান, হিসাব বিবরণী জানা, ফরেন এক্সচেঞ্জ হাউজের বিবরণী সমন্বয় এবং FTT/FDD মেসেজ-এর সুবিধা পাওয়া যাবে।

স্যুইফট (SWIFT) **:** সবধরণের স্যুইফট লেনদেনে সহযোগিতা দেয়া হয়।

কল্যাণমুখী ব্যাংকিং ধারার প্রবর্তক

ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড

ইসলামী শরী'আহ্ মোতাবেক পরিচালিত

www.pathagar.com

Apartment Projects at

Uttara-10
West Dhanmondi
Shankar
Tali Office Zigatola
Paikpara
Mirpur

Land Projects at

Reliance **Model Town** at Khilkhat, Dhaka
Reliance **Green Town** at Kanchpur
Parizat **City** at Signboard, Chittagong Road

Member REHAB

Hotline
01817 576212, 01711 952099
01717 372522, 01715 663206
01712 759879, 01711 321376

Reliance Group

Cresent Centre, 36, Topkhana Road (2nd & 3rd Floor) Purana Paltan, Dhaka-1000
Phone : 7111533, 7111773, 7118194, 7121703, 7171862, 7167210
E-mail : rdalbd@yahoo.com, Web : www.rdalbd.com

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক অনুমতি প্রাপ্ত

হলি ফ্লাওয়ার মডেল কলেজ

৪২/বি, মৌলভী সালেক রোড, (নতুন সড়ক) জিগাতলা, ধানমন্ডি, ঢাকা-১২০৯
ফোনঃ ৯১৪৩০৫৮, ০১৭২০ ২৪৬৬৯৩, ০১৯১২ ১২৯৫৪১, ০১৭১৮ ১৯৫৩৮

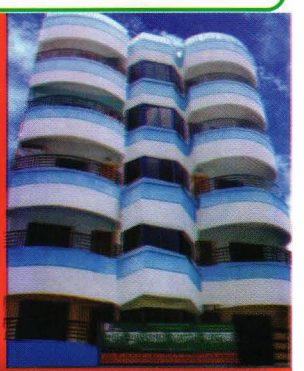

বিজ্ঞান, ব্যবসায় শিক্ষা ও মানবিক শাখা

বৈশিষ্ট্যসমূহঃ

- দক্ষ ও অভিজ্ঞ শিক্ষকমন্ডলী দ্বারা নিয়মিত পাঠদান
- সুশৃঙ্খল ও মনোরম পরিবেশ
- নৈতিক মানোন্নয়নের সু-ব্যবস্থা
- সেমিস্টার ও টিউটোরিয়াল পদ্ধতিতে পরীক্ষা গ্রহণ
- শিক্ষার্থীদের সার্বিক কল্যানে ব্যক্তিগত তদারকি এবং কাউন্সিলিং এর ব্যবস্থা
- ছাত্র/ছাত্রীদের জন্য পৃথক সেকশন

বিশেষ সুবিধাসমূহঃ

- গোল্ডেন জিপিএ ৫ প্রাপ্ত ২৫জনকে (অগ্রাধিকার ভিত্তিতে) আবাসিক সুবিধাসহ সম্পূর্ণ ফ্রি অধ্যয়নের সুযোগ দেয়া হবে।
- জিপিএ ৫ প্রাপ্ত শিক্ষার্থীদেরকে অবৈতনিক ভর্তির সুযোগসহ ৫০% কনসেশনে আবাসিক সুবিধা
- গরীব ছাত্র/ছাত্রীদেরকে বৃত্তি প্রদানের ব্যবস্থা
- মানসম্মত পাঠদান নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সর্বাধিক ৩০জন শিক্ষার্থীর সেকশন
- যাতায়াতের সু-ব্যবস্থা
- দূর্বল ও অমনোযোগী ছাত্র/ছাত্রীদের ফ্রি কোচিং এর ব্যবস্থা

www.pathagar.com

লক্ষ্মীপুর হাউজিং (প্রাঃ) লিঃ

জমি, ফ্ল্যাট ও প্লট ক্রয়-বিক্রয়ের একটি বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান

রেজিঃ নং সি-৬৮৬৭৭(১১৮৯) / ০৭-জয়েন্ট স্টক, ঢাকা

কিস্তিতে বিভিন্ন মেয়াদে প্লট বরাদ্দ চলছে।।।

বিস্তারিত জানুন এবং বুকিং দিন...

মানব সেবায় আমাদের প্রতিষ্ঠানসমূহঃ

- নিউ বনরূপা আবাসন প্রকল্প
- লক্ষ্মীপুর সুপ্রিম কেয়ার হাসপাতাল (প্রাঃ) লিঃ
- বিনিয়োগ মুনাফা প্রদান প্রকল্প
- শিক্ষা বিষয়ক কার্যক্রমঃ লক্ষ্মীপুর কমার্স কলেজ।
- লক্ষ্মীপুর হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশন
- মেসার্স বনরূপা ট্রেডার্স (ঠিকাদারী কার্যক্রম)
- লক্ষ্মীপুর ট্রেডিং কর্পোরেশন
- মেসার্স লক্ষ্মীপুর হাউজিং ব্রিক্স

খাতুন ম্যানশন (২য় তলা), দক্ষিণ তেমুহনী (পেট্রোল পাম্প সংলগ্ন), রামগতি, রোড, সদর লক্ষ্মীপুর। ফোন ও ফ্যাক্সঃ ০৩৮১-৬২৫১২, মোবাইলঃ ০১৭৩১ ৩২৩৬১১

E-mail: lakshmipurhousing_bd@yahoo.com, Web: www.lakshmipurhousing-bd.com

কলেজ কোড নম্বর ঃ ৭০৫৪

লক্ষ্মীপুর কমার্স কলেজ

(লক্ষ্মীপুর হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশন এর একটি প্রতিষ্ঠান)

"স্ব-অর্থায়নে পরিচালিত রাজনীতি ও ধুমপান মুক্ত একটি ব্যতিক্রমধর্মী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান"

আমাদের বৈশিষ্ট্য সমূহ

- শুধুমাত্র কমার্স বিভাগে চ্যালেঞ্জিং ক্যারিয়ার গঠনের লক্ষ্যে উচ্চ শিক্ষায় আগ্রহী মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য রুচিশীল ও উন্নত পরিবেশের আয়োজন।
- প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত অভিজ্ঞ ও মেধাবী শিক্ষকমন্ডলীর সমন্বয়ে পরিচালিত সাপ্তাহিক ও মাসিক পরীক্ষা এবং টিউটোরিয়াল ও এ্যাসাইন্টমেন্টের মাধ্যমে সেমিষ্টার পদ্ধতির কার্যকর অনুসরণ।
- সম্পূর্ণ প্রাইভেটের মত করে প্রতি ব্যাচে ৩০ জন শিক্ষার্থীর জন্য বিষয় ভিত্তিক একজন করে দক্ষ ও দায়িত্বশীল শিক্ষক দ্বারা পাঠদান ও সার্বক্ষণিক তত্ত্বাবধান।
- বাংলা, ইংরেজী ও হিসাব বিজ্ঞানের জন্য স্পেশাল তত্ত্বাবধান এবং আধুনিক কম্পিউটার ল্যাব ও সমৃদ্ধ লাইব্রেরী। ছাত্রীদের জন্য উপবৃত্তিসহ প্রয়োজনীয় পৃথক ব্যবস্থাপনা।
- সরকারি কারিকুলামের অনুসরণ এবং সার্বক্ষণিক ইংলিশ স্পীকিং ও রাইটিং এর দক্ষতা তৈরী ও পরিবেশ সৃষ্টি। প্রতিযোগিতামূলক খেলাধূলা ও বিনোদনের সু-ব্যবস্থা।
- ঢাকা কমার্স কলেজ, ঢাকাস্থ বাংলাদেশ কমার্স কলেজ এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকমণ্ডলীর সমন্বয়ে দক্ষ ব্যবস্থাপনা কমিটি দ্বারা সার্বক্ষণিক মনিটরিং।

যোগাযোগ ঃ একাডেমিক ক্যাম্পাস- স্টেডিয়াম গেইট, লক্ষ্মীপুর শহর, লক্ষ্মীপুর।

ফোন/ফ্যাক্স ঃ ০৩৮১-৬২৫১২, মোবাইল ঃ ০৩৭৩৮ ০০০২০৩, ০১৮১৮ ৯০২৫৫৬, ০১৫৫২ ৪৯৯১৭৯

Web: www.laxmipur commerce college_bd.com. E-mail: lcclaxmibd@yahoo.com

www.pathagar.com

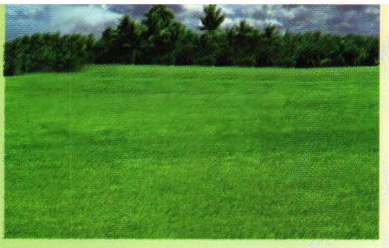

❋ ১ লক্ষ টাকা বুকিং দিলে পাচ্ছে ২০% ছাড়!
❋ ৫০ হাজার টাকা বুকিং দিলে পাচ্ছেন ১০% ছাড়!

❋ বুকিং কাঠা প্রতি ১০ হাজার টাকা
❋ বাকী টাকা ৬০টি মাসিক কিস্তিতে পরিশোধযোগ্য
❋ মাসিক কিস্তি কাঠা প্রতি ন্যূনতম ৫০,০০০/- টাকা

মতিঝিলের সন্নিকটে ইস্টার্ন হাউজিং ও বসুন্ধরা মধ্যবর্তী স্থানে অত্যন্ত নিরিবিলি পরিবেশে মাকান মডেল টাউন লিঃ-এর অবস্থা ভবিষ্যতের স্বপ্ন বাস্তবায়নে এখনি পদক্ষেপ নিন, অধিক মুনাফা লাভের জন্য বিনিয়োগ করুন।

শিকদার মেডিকেল-এর পার্শ্বের বেড়িবাঁধ থেকে মাত্র ৫ মিনিটের পায়ে হাঁটার পথ। প্রস্তাবিত বছিলা সেতু সংলগ্ন সবুজ শ্যামল পরিবেশে মুনসিটি ১ ও ২ এর অবস্থান। প্রকল্প দেখুন ও বুকিং দিন।

দারুল মাকান হাউজিং লিঃ

কর্পোরেট অফিসঃ ৬২ ঝিগাতলা (৪র্থ তলা), ধানমন্ডি, ঢাকা-১২০৯
ফোনঃ ৮৬২৪০৩৬, ৮৬২৪০৪৯, ০১৫৫২ ৪১৭১২৬, ০১৫৫২ ৪৬৯৮৯২, ০১৭২৬ ৬৫২৩৫৯, ০১৭১১ ৯৫৫৩৯৫, ০১৭১১ ২৮৬৮৩৬
০১৭১৫ ০৭৮০১৪, ০১৯২২ ৫৯৯১৯১, শাখা অফিসঃ ৬২ ঝিগাতলা, ধানমন্ডি, ঝিগাতলা, ঢাকা-১২০৯

রাজউক নিবন্ধন নম্বর RD-58

Disney Point

Appt. Size: 800-850 sft. Sikder Real Estate West Dhanmondi

Land Wanted

For Residential & Commercial Projects

Disney Corner

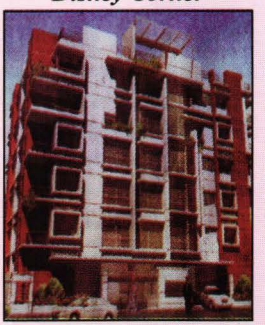

Appt. Size: 750-800 sft. Sikder Real Estate West Dhanmondi

DISNEY DESIGN & DEVELOPERS LTD.

Corporate Office: 62, Zigatola (3rd & 5th Floor), Dhanmondi, Dhaka-120, Bangladesh
Phone: 880-2-8624036, 8624049, 9672402, Mobile: 01819 218033, 01552 417126, 01552 469892
01726 652359, 01711 935395, 01711 286836, 01715 078014, 01922 599191, Web: www.baddamodeltown.com

www.pathagar.com

"আইডিয়াল সিটি"
(রায়পুর ফিস হ্যাচারী সংলগ্ন দক্ষিণ পার্শ্বে) আবাসিক প্রকল্প

রাহবার ডেভেলপমেন্ট কোম্পানি (প্রাঃ) লিঃ-এর বাস্তবায়নাধীন উন্নত নাগরিক সুযোগ-সুবিধা সম্বলিত আবাসিক প্রকল্প "আইডিয়াল সিটি"। মনোরম পরিবেশে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের নিরাপদ বসবাস মানুষের যুগ-যুগান্তরের চাওয়া। তাই সুখের নীড় গড়তে আপনার চাই ঝামেলামুক্ত ভাবনাহীন ও নিরাপদ পরিবেশ নিজের আবাস। আইডিয়াল সিটির একটি প্লট হতে পারে আপনার স্বপ্নের ঠিকানা।

এএসএম আলাউদ্দিন
চেয়ারম্যান

মোঃ হাবিবুর রহমান মিন্টু
ব্যবস্থাপনা পরিচালক

যোগাযোগের ঠিকানা

রাহ্‌বার ডেভেলপমেন্ট কোম্পানি (প্রাঃ) লিমিটেড

মিয়াজী সুপার মার্কেট (৩য় তলা) দক্ষিণ সিঁড়ি, ইসলামী ব্যাংকের ওপরে
রায়পুর, লক্ষ্মীপুর। মোবাইলঃ ০১৭১৩-৬০০১০৪, ০১৭১১-৭১২২৪৫

কোম্পানীর প্রকল্প সমূহঃ

- গ্রীন ভ্যালি মডেল টাউন
- পরিবহন প্রকল্প
- বিনিয়োগ মুনাফা প্রদান প্রকল্প
- বিকল্প ট্রেডিং কর্পোরেশন (নির্মাণ সামগ্রী)
- শিক্ষা বিষয়ক প্রকল্প
- মেসার্স বিকল্প ট্রেডার্স
- ওয়ান স্টপ শপিং সেন্টার

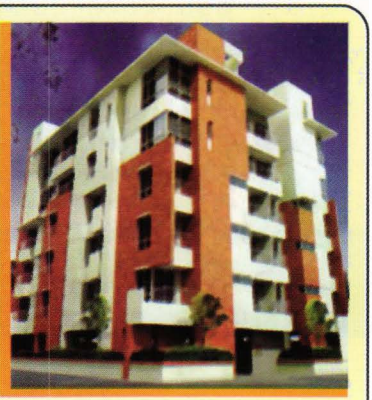

রামগঞ্জ হাউজিং (প্রাঃ) লিঃ

(কোম্পানী আইন ১৯৯৪ সালের অধীনে নিবন্ধনকৃত)

কর্পোরেট অফিস

রামগঞ্জ-হাজীগঞ্জ রোড, এরশাদ হোসেন সড়ক সংলগ্ন, রামগঞ্জ, লক্ষ্মীপুর
মোবাইলঃ ০১৭২১ ৪৩৯২৩৭, ০১৭২৭ ৭৮৪৩২৯, ০১৭১৩ ৩৭২৬৫৪, ০১৭২১ ৪৩৯২৩৫

www.pathagar.com

নিরাপদ আবাসন লিমিটেড

Nirapad Abasan Limited.

(নিষ্কন্টক জমি ক্রয় বিক্রয়ের বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান)

নিরাপদ দক্ষিণ মজুপুর আবাসন প্রকল্প

(সহজ কিস্তিতে কম মূল্যে প্লট বক্রয় হচ্ছে)

নিরাপদ আবাসন বিনিয়োগ প্রকল্প

(শরীয়া সম্মত উপায়ে লভ্যাংশ প্রদান ও জামানতের নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ)

নিরাপদ ফুড্‌স লিমিটেড

স্বাস্থ্যসম্মত খাদ্য উৎপাদন ও বাজারজাতকারী প্রতিষ্ঠান

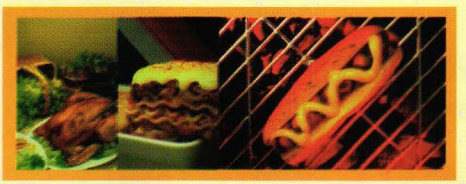

অগণিত গ্রাহকের চাহিদা মেটাতে চক বাজারের পর নিরাপদ ফুড পয়েন্ট এখন লক্ষ্মীপুর দক্ষিণ ষ্টেশনে

নিরাপদ গ্রুপ

চেয়ারম্যান
ডাঃ ফয়েজ আহমেদ

ব্যবস্থাপনা পরিচালক
মাওলানা মফিজুল ইসলাম

কার্যালয় ঃ চলন্তিকা বস্ত্রালয় বিল্ডিং এর ৩য় তলা, প্রধান সড়ক, চক বাজার, সদর, লক্ষ্মীপুর।
ফোনঃ ০৩৮১-৬১৬২৫, মোবাইল ঃ ০১৭১৫ ০৭৪২৪৪, E-mail: Nirapad@yahoo.com. Fax: 0381-62320

www.pathagar.com

ইসলামী শরীয়াহ্ মোতাবেক অগ্নি, নৌ, মোটর ও বিবিধ বীমা ব্যবসায় প্রকৃত তাকাফুল বাস্তবায়নে আমরাই এগিয়ে

আমাদের বৈশিষ্ট্য

- শরীয়াহ্ ভিত্তিক পরিচালিত।
- লাভ-লোকসান বীমা গ্রহীতা ও কোম্পানীর মধ্যে অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে বন্টন।
- সুদমুক্ত খাতে বিনিয়োগ।
- তাকাফুল ফাউন্ডেশনের মাধ্যমে আর্ত-মানবতার সেবা।
- ব্যবস্থাপনায় খোদাভীরুতা ও পেশাদারিত্বের অপূর্ব সমন্বয়।

Takaful Islami Insurance Limited

তাকাফুল ইসলামী ইন্সুরেন্স লিমিটেড

(সহমর্মিতা ও নিরাপত্তার প্রতীক)

প্রধান কার্যালয়ঃ
৪২ দিলকুশা বাণিজ্যিক এলাকা (৭ম ও ৮ম তলা), ঢাকা-১০০০
ফোনঃ ৭১৬২৩০৪, ৯৫৭০৯২৮-৩০, ফ্যাক্সঃ ৮৮০-২-৯৫৬৮২১২
ই-মেইলঃ till@dhaka.net

www.pathagar.com

SHARE & CARE DEVELOPERS LTD.

Chittagong

West Khulshi : 1261, 1323 sft
Madar Bari :1293, 1325 sft
Karnophuli Housing Society :1181, 1257, 1262 sft
Foy's Lake : 740, 885, 887 sft

Dhaka

Dhanmondi-9/A :1800sft
Uttara-10 : 1257 sft
Uttara-13 : 928, 1856 sft
Mirpur-02 : 630, 883, 1033, 1057 sft
Mirpur-10 :1340 sft
Mirpur DOHS : 1100, 2234 sft
Mirpur Arambagh Housing Society : 1200 sft (Ready)

Comilla

North Chartha : 1045, 1054, 1090, 1122, 1168 sft

1 sft.= 0.0929 sqm.

MEMBER REHAB

সর্বনিম্ন মাসিক কিস্তি ১০,৯১৪ টাকা*

ব্যাংক ঋণ সুবিধা @ ৯%*

এছাড়া **REHAB** Summer Fair'09 (ঢাকা)-এর ছাড় তো আছেই!!

*শর্ত প্রযোজ্য

Chittaagong Office : Proscov Bhaban (2nd floor), House # 110
East Nasirabad, Chittagong, Tel : 044-34495403,01915476326
Corporate Office : Sultana Tower (12th floor) 2 No. Mirpur Road, Kalabagan, Dhaka
Phone: 88-02-8144116, 9123952
01915 476 305, 01915 476 306, 01915 476 307, 01915 476 308

Share & Care developers Ltd.

www.sharencaregroup.com

www.pathagar.com

ভালবাসায় সিক্ত প্রিয় জন্মভুমি লক্ষীপুরেই বেছে নিন
খোজ করুন আপনার কাংখিত আবাসন

ঐতিহ্য হোল্ডিংস লিঃ

(আকর্ষণীয় লভ্যাংশ ও সুন্দর লোকেশনে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ)

চেয়ারম্যান
জহিরুল ইসলাম

ব্যবস্থাপনা পরিচালক
শহীদুল ইসলাম মিঠু

আমাদের অন্যান্য প্রকল্পসমূহঃ

- ঐতিহ্য মাল্টিপাসপাস কো অপারেটিভ পরিচালিত M.S.S ও F.D.R প্রকল্প
- ঐতিহ্য এগ্রো ফিশারিজ প্রজেক্ট
- ঐতিহ্য ফাউন্ডেশন
  (আর্তমানবতার সেবায় নিয়োজিত)

কার্যালয় ঃ চলন্তিকা বস্ত্রালয় বিল্ডিং এর (৪র্থ তলা), প্রধান সড়ক, চক বাজার, সদর, লক্ষীপুর।
মোবাইলঃ ০১৭২৬ ৪৬০৬৫৮, ০১৯১২ ২৬৪৪০১, ০১৭১৮ ০৭৯৭৩৬

শিক্ষার জন্য এসো — মেধার জন্য বেরিয়ে যাও।

রায়পুর আইডিয়াল স্কুল এন্ড কলেজ

(সম্পূর্ণ আধুনিক ও নৈতিক শিক্ষার নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান)

**৫ম শ্রেণীর সরকারী বৃত্তি পরীক্ষায়
অংশগ্রহনের অনুমতিপ্রাপ্ত
ও জেলার শীর্ষস্থান অধিকারী একমাত্র
আবাসিক আদর্শ শিশু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান।**

বৈশিষ্ট্যাবলীঃ

- দক্ষ, অভিজ্ঞ ও প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষক-শিক্ষিকা দ্বারা পাঠদানের ব্যবস্থা
- আধুনিকতা, বিজ্ঞান ও নৈতিকতার সমন্বয়ে যুগোপযোগী পাঠক্রম
- উন্নতমান সম্পন্ন নিরাপদ হোস্টেল
- আরবী শিক্ষার বিশেষ ব্যবস্থা
- স্পোকেন ইংলিশ

এনায়েত উল্লাহ পাটোয়ারী
চেয়ারম্যান
পরিচালনা পর্ষদ

মীরগঞ্জ রোড, রায়পুর, লক্ষীপুর। ফোনঃ ৩৮২২৫৬৩, ০১৭১২০১২২৫৮

www.pathagar.com

সেবা সমূহঃ

- প্যাথলজি
- এক্সরে
- আল্ট্রাসনোগ্রাফী
- ইকোকার্ডিগ্রাম
- ই.সি.পি
- মেডিকেল চেক-আপ

মোঃ নুরুল হুদা
ব্যবস্থাপনা পরিচালক

বিশেষজ্ঞ ডাক্তার চেম্বার

- মেডিসিন, ডায়াবেটিস, বক্ষব্যাধি ও স্নায়ুরোগ বিশেষজ্ঞ
- মেডিসিন ও হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ
- নবজাতক শিশু ও কিশোর রোগ বিশেষজ্ঞ
- স্ত্রী রোগ ও প্রসূতি বিদ্যা বিশেষজ্ঞ ও সার্জন
- চর্ম ও যৌন রোগ বিশেষজ্ঞ
- নাক, কান ও গলা রোগ বিশেষজ্ঞ ও হেডনেক সার্জন

রোগ নিরুপনে আপনার বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান

নোভা মেডিকেল সার্ভিসেস

এস. আর. রোড (জেলা পরিষদের সামনে), লক্ষ্মীপুর। মোবাইল ঃ ০১৭১৬-৮৮৯৫৪৫

বিনিয়োগের বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান

রেজিং নং পি ৭২৮৪৯ (৮৯১)/০৮

মোঃ শহীদুল্লাহ
চেয়ারম্যান
শিকড় প্রপার্টিজ লিঃ

মোঃ সফিকুল ইসলাম
এম. ডি
শিকড় প্রপার্টিজ লিঃ

আমাদের প্রজেক্টসমূহঃ

- শিকড় প্লাজা
- শিকড় ফিসারিজ এন্ড এগ্রো
- শিকড় টাওয়ার
- শিকড় ফাউন্ডেশন (পরিকল্পনাধীন)
- শিকড় মাল্টিপারপাস কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিঃ

শিকড় প্রপার্টিজ লিমিটেড

Shikor Properties Ltd.

বাগবাড়ী (আলীয়া মাদরাসার সামনে), লক্ষ্মীপুর

ফোনঃ ০১৯২৪২৯২২৩৪, ০১৭৩১৫৯৯০৭০, ০১৭১৫৪৪৯৬৩২

www.pathagar.com

بسم الله الرحمن الرحيم

লাব্বাইকা আল্লাহুম্মা লাব্বাইক, লাব্বাইকা লা-শারীকালাকা লাব্বাইক

হজ্জ! ওমরাহ!! হজ্জ!

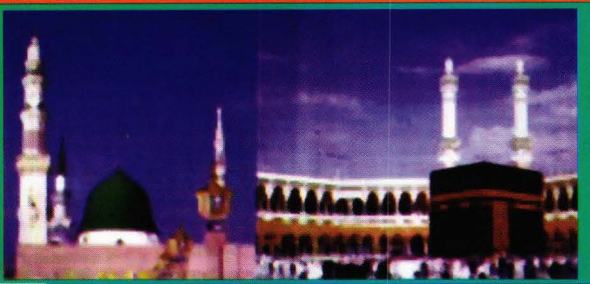

আল ফালাহ ট্রাভেল্‌স লিঃ

লাইসেন্স নং-৩১৯

এর সহযোগী প্রতিষ্ঠানসমূহঃ
কাজী এয়ার ইন্টারন্যাশনাল (প্রাঃ) লিঃ (লাইসেন্স নং-০৭৮)
সানফ্লাওয়ার এয়ার লিংকার্স (লাইসেন্স নং-২৭১)
মিডিয়া ট্রাভেল্‌স সার্ভিসেস লিঃ (লাইসেন্স নং-২৭৩)
শরীফ এয়ার সার্ভিস (লাইসেন্স নং-৩৫৭)

মোস্তফা হোসাইন সিরাজী
ব্যবস্থাপনা পরিচালক
০১৭১১ ৪২৩৩০৪
০১৯২১ ১১১৩৮৮

২৫ বছরের অভিজ্ঞতাই আমাদের পুঁজি

লক্ষ্মীপুর সুপ্রিম কেয়ার হাসপাতাল (প্রাঃ) লিঃ

Care HOSPITAL

রেজি নং সি-৬৮৮০৪(১৩১৬)/০৭ জয়েন্ট স্টক, ঢাকা।
লাইসেন্স নং ১৬৯৯, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, ঢাকা
রামগতি রোড (হাসপাতাল রোডের পূর্ব মাথায়), লক্ষ্মীপুর।
মোবাইলঃ ০১৭১৮ ২৭৬১৬১

স্বাস্থ্য সেবায় একধাপ এগিয়ে...

ডায়াগনষ্টিক সেবা
❊ এক্স-রে, ❊ ই.সি.জি ❊ ইকো
❊ আলট্রাসনোগ্রাম
❊ আধুনিক প্যাথলজিক্যাল ল্যাবরেটরী

হাসপাতাল সেবা
❊ জেনারেল বেড ❊ কেবিন ❊ এসি কেবিন
❊ সুপ্রশস্ত ওটি ❊ লেবার রুম
❊ ব্লাড ব্যাংক ❊ ভেকসিনেশন

বিশেষজ্ঞ সেবা
মেডিসিন, গাইনী, সার্জারী, শিশু, বক্ষব্যাধি, নাক-কান-গলা, চক্ষু, হাড় ও জোড়া
মানষিক ও স্নায়ুরোগ, ইউরোলজি ও কিডনী, ডায়াবেডিস

সার্বক্ষণিক জরুরী বিভাগ, এ্যাম্বুলেন্স ও ফার্মেসী

www.pathagar.com

ষ্টীল কিং
STEEL KING

প্রোপ্রাইটরঃ আনোয়ার হোসেন পাটোয়ারী

ষ্টীল, কাঠ ও প্লাষ্টিকের উন্নতমানের গ্যারান্টিযুক্ত সৌখিন
ফার্ণিচার তৈরী ও সরবরাহের একমাত্র বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান

ট্রাফিক মোড়, উত্তর বাজার, লক্ষ্মীপুর। মোবাইলঃ ০১৭১১ ৪৬৩৭৯৩

ইসলামী ছাত্রশিবির
লক্ষ্মীপুর শহর
শাখার এই মহতী
উদ্যোগকে স্বাগত জানাই

মোঃ শাহজাহান ভূইয়া
স্বত্ত্বাধিকারী

মেসার্স আরাফাত ট্রেডার্স
এন্ড এস এ এম্বুলেন্স সার্ভিস

মোবাইলঃ ০১৭১৬ ৫২০০৫৫

দ্বীন কায়েমের অদম্য
প্রেরণায় যারা জীবন
দান করেছেন
সে সকল শহীদ ভাইদের
জান্নাতী মর্যাদা কামনা করছি

এবিএম সিদ্দিক ইব্রাহীম
পরিচালক
মিশন গ্রুপ

www.pathagar.com

লক্ষ্মীপুরের ইসলামী আন্দোলনের জন্য জীবনদানকারী শহীদ ভাইদের সর্বোচ্চ জান্নাতি মর্যাদা কামনা করছি

মোঃ ফজলুল হক বাচ্চু

- চেয়ারম্যান
  রিলায়েন্স ডেভেলপমেন্ট এসোসিয়েটস লিঃ
  পারিজাত ডেভেলপমেন্ট এন্ড ডিজাইন লিঃ
  রিলায়েন্স ভেজিটেবলস অয়েল মিলস লিঃ
  রিলায়েন্স কেয়ার এন্ড কিওর সার্ভিসেস লিঃ
- সভাপতি
  রিলায়েন্স বহুমুখী সমবায় সমিতি লিঃ
- সভাপতি ও প্রতিষ্ঠাতা অধ্যক্ষ
  হলি ফ্লাওয়ার মডেল কলেজ

শহীদ যায়েদ, কামাল, ফজলে এলাহী মাহমুদ, নুর উদ্দিন, মহসিন ও আবুল কাশেম পাঠান সহ সকল শহীদদের উত্তম প্রতিদান কামনা করছি

মোল্লা মিজানুর রহমান
বিএসএস (সম্মান), এমএসএস (রাষ্ট্রবিজ্ঞান)
এলএলবি (অধ্যয়নরত)

- সি.ই.পি. ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক
  লক্ষ্মীপুর হাউজিং প্রাইভেট লিঃ
- ব্যবস্থাপনা পরিচালক
  লক্ষ্মীপুর সুপ্রীম কেয়ার হাসপাতাল প্রাইভেট লিঃ
- সহ সভাপতিঃ লক্ষ্মীপুর কমার্স কলেজ ও তেওয়ারীগঞ্জ ইবনেসিনা স্কুল
- প্রভাষকঃ দারুল আমান একাডেমী
- গভর্নিং বডি সদস্য
  দারুল আমান একাডেমী ও গন্ধর্ব্যপুর দাখিল মাদরাসা
- প্রতিষ্ঠাতা ও প্রধান উপদেষ্টা
  আল ইখওয়ান সোসাইটি
- সহ সভাপতি
  লক্ষ্মীপুর মানব কল্যাণ ফাউন্ডেশন

খন্দকার মিজানুর রহমান
ব্যবস্থাপনা পরিচালক

সুন্দর আগামীর প্রত্যাশায়...

প্লট এবং ফ্ল্যাট বিক্রয়ের একটি নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান

ইয়েস ডেভেলপমেন্ট লিঃ

বায়তুল খায়ের (৪র্থ তলা), স্যুইট-৩০৫
৪৮/এ-বি পুরানা পল্টন, ঢাকা-১০০০
ফোনঃ ০২-৭১২৫১১০, ০১৬৭৮-০৯৬৯১০
E-mail: yesgroupbd@gmail.com
web: www.yesgroup-bd.com

www.pathagar.com

- ★ Highly qualified faculty members
- ★ Intensive English language course
- ★ Credit transfer facilities are available
- ★ Lowest cost among the private universities
- ★ Monthly tuition fees facility
- ★ Research facilities
- ★ Free internet browsing facility
- ★ Well stocked library facility
- ★ Fully air conditioned class rooms
- ★ Well communicated location
- ★ Female campus with accommodation
- ★ Bridging gap between morality and modernism
- ★ Friday MBA program

BBA	199,500.00
LLB (Hons) Reg. & Eve.	159,000.00
BA (Hons) in Eng. (Reg. Eve.)	129,600.00
BA (Hons) in IS (Reg. & Eve.)	40,000.00
LLB (Pass)	66,150.00
RMBA (Evening)	88,000.00
EMBA (Eve. & Friday)	70,400.00
MBA (Final) Evening	52,800.00
LLM (Evening)	69,000.00
LLM (Final) Evening	34,500.00
MA in Eng. (Evening)	60,000.00
MA in Eng. (Final) (Eve.)	30,000.00
MA in IS (Evening)	20,000.00

Admission fee for Islamic Studies Tk. 3,500/- & Other programs Tk. 10,500/-

- ★ 100%tuition fee waiver: 60% tuition fee waiver for GPA 5.0 in HSC & 40% tuition fee waiver for GPA 5.0 in SSC
- ★ 70% tuition fee waiver: 40% tuition fee waiver for GPA 4.8 in HSC & 30% tuition fee waiver for GPA 4.8 in SSC
- ★ 40% tuition fee waiver: 25% tuition fee waiver for GPA 4.5 in HSC & 15% tuition fee waiver for GPA 4.5 in SSC
- ★ 20% tuition fee waiver: 15% tuition fee waiver for GPA 3.5 in HSC & 5% tuition fee waiver for GPA 3.5 in SSC
- ★ Special waiver of tuition fee for spouse/sibling
- ★ All waivers are applicable for regular undergraduate students (SSC not before 5 years & HSC not before 2 years) excluding optional subject.

2 Years LLB (Pass) Course is Running

ADMISSION & INFORMATION:

Main Campus: Gazaria Tower, 89/12, R.K. Mission Road, (Maniknagar, Biswa Road) Dhaka-1203

Female Campus: 89/2/9 B, R.K. Mission Road, Gopibag, Dhaka-1203

Mob: 01915492003-8, Tel: 7552495-6, 7547469, 7547292, Ext. 101 & 102, www.biu.ac.bd, e-mail: biudhaka@yahoo.com

Admission Office Remain Open on 9:00 a.m. - 7:00 p.m.

www.pathagar.com

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

ওয়ান ইসলামী পার্সেল এন্ড কুরিয়ার সার্ভিস (প্রাঃ) লিঃ

বাংলাদেশে একমাত্র সকল জেলা, উপজেলা ও ইউনিয়নে, সর্বপ্রথম অন-লাইনের মাধ্যমে ওয়ান ইসলামী পার্সেল এন্ড কুরিয়ার সার্ভিস (প্রাঃ) লিঃ আপনাকে দিচ্ছে শতভাগ সেবার নিশ্চয়তা।

সেবাসমূহঃ

- ২৪ ঘন্টা খোলা
- দেশব্যাপী সকল জেলা, উপজেলা ও ইউনিয়নে আমাদের প্রতিনিধি আপনাদের সেবায় নিয়োজিত।
- আপনার যে কোন আমানত ২৪ ঘন্টার মধ্যে পৌঁছে দেওয়াই আমাদের কাম্য।
- আপনার নিকটস্থ কেন্দ্র থেকে আমাদের সেবা গ্রহণ করার জন্য যোগাযোগ করুন।

সৈয়দ হেলাল উদ্দিন

মোঃ ইসমাঈল হোসেন

মমিন প্লাজা, কলেজ রোড, লক্ষ্মীপুর। মোবাইলঃ ০১১৯৭০০৭২৬৭, ০১৭১৭৭৪১৯১১

এগিয়ে চলো বাংলাদেশ

মেসার্স রানী ফার্মেসী

এখানে সকল প্রকার দেশী বিদেশী ঔষধের একমাত্র বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান

মোঃ হাবিবুর রহমান

এখানে সকল প্রকার দেশী বিদেশী ঔষধ পাইকারী ও খুচরা বিক্রয় করা হয়।

মান্দারীবাজার, বড় মসজিদ রোড, সদর, লক্ষ্মীপুর। ফোনঃ ০৩৮১-৫৫৫৮২, ০১৭১২ ৭৬৪৮৯৮, ০১৮১৮০৪৩২২২৪

শুভ উদ্বোধন

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

শুভ উদ্বোধন

নবজাগরন কম্পিউটার ট্রেনিং সেন্টার

প্রোঃ আব্দুল হান্নান

উন্নত সেবাই আমাদের অঙ্গীকার

বড় মসজিদ রোড, রায়পুর, লক্ষ্মীপুর। মোবাইলঃ ০১৯১৫৭৩৬৫৬৬

www.pathagar.com

ইসলামিক মিডিয়া এন্ড আর্ট সেন্টার

চকবাজার, লক্ষ্মীপুর, মোবাইলঃ ০১৭১৬ ৮৮৯৫১৩

আপনারা এতে যা পাচ্ছেনঃ

সিলেবাস ভিত্তিক কোরান, হাদীস, ইসলামী সাহিত্য, সি,ডি, ভিসিডি ইসলামী গানের অডিও, ভিসিডি এছাড়াও পাচ্ছেন মাদরাসার সকল বিভাগের পাঠ্যবই গাইড ও নোটবইসহ সকল প্রকার শিক্ষা ও ষ্টেশনারী সামগ্রী।

পরিচালক
এইচ এম শামছুদ্দোহা

বিঃ দ্রঃ উন্নতমানের বিয়ের কার্ড এর ওর্ডার নেওয়া হয়।

ভর্তি চলছে ভর্তি চলছে

হলিহার্ট রেসিডেন্সিয়াল স্কুল

আধুনিকতা ও নৈতিকতার সমন্বয়ে এক অনন্য প্রতিষ্ঠান

হলি প্লে থেকে হলি ফাইভ পর্যন্ত
আবাসিক/অনাবাসিক/ডে কেয়ার

আমাদের বৈশিষ্ট্যঃ

* দক্ষ, অভিজ্ঞ ও প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষক-শিক্ষিকা দ্বারা পাঠদানের ব্যবস্থা।
* উন্নতমান সম্পন্ন নিরাপদ হোস্টেল।
* স্পোকেন ইংলিশ।
* আরবী শিক্ষার বিশেষ ব্যবস্থা।

ক্যাম্পাসঃ কাউসার মঞ্জিল, উত্তর তেমুহনী, লক্ষ্মীপুর।
ফোনঃ ৬১৮৮৩, মোবাইলঃ ০১৭১২৫ ২৬৮৬৪৪, ০১৭১৫ ৫৩১৭৪৮

ক্যাডেট জগত এক অনন্য নাম ও মেধাবী ছাত্রদের বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান

আল-হারামাইন ইন্টাঃ ক্যাডেট মাদ্রাসা

২০০৯ সালে ১ম স্থানসহ ৩ জন ছাত্রছাত্রী অভাবনীয় সরকারী বৃত্তির সাফল্য (প্লে-৯ম, দাখিল, বিজ্ঞান ও মানবিক)

যোগাযোগ ঃ অধ্যক্ষ মাওঃ এম. এ. হাসানাত
বাগাবাড়ী বাজার, রায়পুর, লক্ষ্মীপুর। মোবাইলঃ ০১৮১৫৪০৬২০৩, ০১৮১৪৭৭৩২৬০

www.pathagar.com

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

কম্পিউটার ভুবনে স্বাগতম

স্কলার কম্পিউটার সেন্টার

প্রোপ্রাইটরঃ মুঃ সারাফাত হোসেন সাহিদ

আমাদের সেবা সমূহঃ

- কম্পিউটার ট্রেনিং
- ডিজিটাল ষ্টুডিও
- কম্পিউটার কম্পোজ
- লেমিনেটিং
- ফটোকপি
- কালার কম্পোজ
- ভিজিটিং কার্ড ও কম্পিউটারের সকল যন্ত্রপাতি সমূহ
- কালার কম্পোজ

বিঃদ্রঃ কম্পিউটার বিক্রয় ও মেরামত করা হয়।

কলাবাগান, লন্ডন ম্যানশন সংলগ্ন, রামগঞ্জ, লক্ষ্মীপুর। মোবাইলঃ ০১৭১৭ ২৫৩১২৩

সমাহার ফ্যাশন

একটি ফ্যাশনেবল পাঞ্জাবী হাউজ

এখানে নবাব, জেলিড, আড়ং, বিবর্তণ এর
পাঞ্জাবি ও উন্নতমানের শার্ট পাওয়া যায়

স্বত্ত্বাধিকারীঃ নিজামুদ্দিন মাহ্‌মুদ

৫৮ পৌর হকার্স মার্কেট, চকবাজার, লক্ষ্মীপুর।
ফোন ঃ ৬২৩৩৬, মোবাইলঃ ০১৭১১ ২৬৩৯১৫

মুন্নি পোশাক বিতান

প্রোঃ মোঃ শরীফুল ইসলাম

উন্নতমানের শার্ট, প্যান্ট, শাড়ী
পাঞ্জাবী, খদ্দরের শার্ট ও বেবী সেট পাওয়া যায়।

চকবাজার, লক্ষ্মীপুর। মোবাইলঃ ০১৭২৩১৫৪৭৮০

www.pathagar.com

بسم الله الرحمن الرحيم

আমরা ফুটাব আলোর পুষ্প　　সুবাস ছড়াব বিশ্বময়

ক্যারিয়ার কোচিং সেন্টার

একটি ব্যাতিক্রমধর্মী ছাত্রকল্যাণ মূলক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান

আমাদের কার্যক্রম

১. এস.এস.সি. ও এইচ.এস.সি পরীক্ষার্থীদের স্পেশাল কোচিং
২. পঞ্চম ও অষ্টম শ্রেণীর বৃত্তি কোচিং
৩. ৬ষ্ঠ থেকে দশম শ্রেণীর একাডেমিক কোচিং
৪. অনার্স ভর্তি কোচিং
৫. ইংলিস স্পোকেন
৬. কম্পিউটার প্রশিক্ষণ প্রোগ্রাম
৭. অনার্স ও ডিগ্রী পর্যায়ে ইংলিস প্রাইভেট কোর্স
৮. সহজে কোরআন প্রশিক্ষণ প্রোগ্রাম

যোগাযোগঃ
ওয়াহিদ মঞ্জিল, সদর লক্ষ্মীপুর।
মোবাইলঃ ০১৭১৯ ০০৮৮২১, ০১৭৩২ ৭৮২৫৮১, ০১৭২০ ৪০৭৩৩০

মেসার্স সফিক এন্ড ব্রাদার্স

প্রোপ্রাইটরঃ মোঃ মহিব উল্লাহ

ইলেকট্রিক, গ্যাস, সেনেটারী, ওয়াসা, রেক্সিন
ফ্লোরোমেট ও মেশিনারী মালের পাইকারী ও খুচরা বিক্রেতা।

ডিলারঃ- যমুনা ফ্যান, রয়েল ফ্যান, পেডরোলো পাম্প
আর.এফ.এল পাম্প, বাটারফ্লাই সেলাই মেশিন, পলি ক্যাবলস

চক বাজার, লক্ষ্মীপুর। ফোনঃ ৫৫৪৫৭, ০১৭১২-৬৫৫৬৪৬, ০১৮১৯-৯৯৭৪১১

www.pathagar.com

সমাদর হোটেল এন্ড রেষ্টুরেন্ট

সাশ্রয়ী দাম, যথাযথ মান ও উন্নত সেবার অঙ্গীকার

প্রোপ্রাইটরঃ
মোঃ ওমর ফারুক

গোডাউন রোড, সদর, লক্ষ্মীপুর মোবাইলঃ ০১৭১০ ১১৯৫১৩

মনিহার কনফেকশনারী এন্ড ডিপার্টমেন্টাল ষ্টোর

মানসম্মত খাবারের বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান

গোডাউন রোড, সদর, লক্ষ্মীপুর মোবাইলঃ ০১৭১৬ ৪১৮৪৮৫

হায়দরগঞ্জ মডেল কলেজ
HAIDERGONJ MODEL COLLEGE

(বাস্তব জীবনে শিক্ষার প্রতিফলনের প্রত্যয়ে...)

হায়দরগঞ্জ, রায়পুর, লক্ষ্মীপুর। মোবাইলঃ ০১৭১৮ ০৭৬৪৪১, ০১৯১২ ৪৯৫৩০২, ০১৭১১ ৭১২২৪৫

আধুনিকতা, নৈতিক উৎকর্ষ, কর্মমুখীতা ও পর্যাপ্ত
সুযোগ সুবিধার সমন্বয়ে একটি মানসম্মত আবাসিক/অনাবাসিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান

আধুনিকতায় একধাপ এগিয়ে

বিসমিল্লাহ ক্লথ ষ্টোর

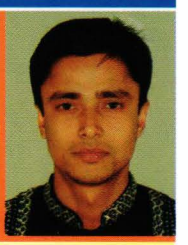

প্রোপ্রাইটরঃ মোঃ জহিরুল ইসলাম হাওলাদার
মোবাইলঃ ০১৮১৯ ৬৩৩০৯৮

এখানে শাড়ি, লুঙ্গি, প্যান্ট পিছ
থ্রী-পিছ ও গার্মেন্টস পোশাক পাওয়া যায়।

১০,১১ পৌর হকার্স মার্কেট, চকবাজার, লক্ষ্মীপুর-৩৭০০

www.pathagar.com

ইসলামী সমাজ বিনির্মানের সংগ্রামে
জীবন দানকারী শহীদ ভাইদেরকে আল্লাহতায়ালার
নিকট জান্নাতী মর্যাদা কামনা করছি

এসএম আলাউদ্দিন
ব্যবস্থাপনা পরিচালক
মিশন গ্রুপ

ইসলামের জন্য
জীবন উৎসর্গকারী শহীদ
ভাইদের স্মরণে প্রকাশিত
স্মারকের সার্বিক সফলতা
কামনা করছি

মাওলানা নাছির উদ্দিন মাহমুদ
সিনিয়র জি.এম, পপুলার লাইফ ইন্স্যুরেন্স কোং লিঃ
পরিচালকঃ মানারাত হাসপাতাল
পরিচালকঃ শিকড় প্রপার্টিজ
সদস্যঃ গভর্নিং বডি, লক্ষ্মীপুর সরকারী কমার্স কলেজ

বহু কাঙ্খিত শহীদের
স্মৃতি ধারন করে
শহীদ স্মারক প্রকাশ
হওয়ায় আল্লাহর
শুকরিয়া আদায় করছি

আ ন ম আবুল খায়ের
পরিচালক
মিশন গ্রুপ

www.pathagar.com

মোঃ আব্দুল কাদির
নির্বাহী পরিচালক

মুহাম্মদ নূরুল আলম
পরিচালক

মডার্ণ প্রিন্টিং এন্ড প্যাকেজিং

ছাপার জগতে এক অভিনব নাম

গ্রাফিক্স ডিজাইন	ক্যালিগ্রাফি/বাংলা, আরবী
ডিজিটাল প্রিন্ট	হাতে আকাঁ আল্পনার সমন্বয়ে ডিজাইন
বিজ্ঞাপন	সিডি, ভিসিডি ডকুমেন্ট
ক্রেষ্ট, চাবির রিং	স্ক্রীন প্রিন্ট, ফয়েল প্রিন্ট, এম্বোস প্রিন্ট

(আরবী কম্পোজের জন্য অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ডিজাইনার রয়েছে)

(রাজধানীর প্রান ঘেষে বায়তুল মোকাররমের উত্তরপার্শ্বে)
৫৯/১ লাকী প্লাজা, পুরানা পল্টন, ঢাকা-১০০০
মোবাইলঃ ০১৭১৬ ৫৩১০২১, ০১৭১৪ ২০৬৬৭৯
০১৭২০ ০৪৩৭৪১

www.pathagar.com

www.pathagar.com

সব বাধা তুচ্ছ করে
গাঢ় তমসার বুক চিরে
যেদিন আমরা পথ করে নিতে পারব
সেদিন আমরা পৌঁছব
এ পথের শেষ মঞ্জিলে,
আর সেদিনই হবে
আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন।
যেদিন আমাদের চরিত্র হবে
হযরত ইউসুফের মত
কেবল সেদিনই আসবে সাফল্য ॥

-শহীদ আব্দুল মালেক

Design: Modern Printing